

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বুখারী শরীফ

পঞ্চম খন্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

আবু ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ইল আল-বুখারী আল-জু‘ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

WWW.ALOURANS.COM



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (পঞ্চম খণ্ড)

আবু ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ইল আল-বুখারী আল-জু‘ফী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৯৩/২

ইফাবা প্রকাশনা : ২৯৭১২৪১

ISBN : 984-06-0525-9

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ

মার্চ ২০০৩

ফাল্গুন ১৪০৯

মহররম ১৪২৮

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ

সবিহ-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌলাহ পাহ্লোয়ান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৪৮.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (5TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

March 2003

Price : Tk 148.00 ; US Dollar : 5.00

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংক্রণ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	ঐ
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	ঐ
৫. ডেট্র কাজী দীন মুহাম্মদ	ঐ
৬. মাওলানা রহুল আমিন খান	ঐ
৭. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	ঐ
৮. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংক্রণ

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুন্দীন আক্তার	সদস্য
৩. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	ঐ
৪. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	ঐ
৫. মাওলানা ইমদাদুল হক	ঐ
৬. মাওলানা আবদুল মান্নান	ঐ
৭. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা	সদস্য সচিব

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে — ‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাঢ়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রহিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বাকর স্বরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংকরণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হৃকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিঘিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। তিনি ‘জামে সহীহ’ নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিন্তাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় সংক্রণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুলক্রটিমুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুলক্রটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংক্রণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।
আমীন॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ৪ সন্ধি	
মানুষের মধ্যে আপস মীমাংসা করে দেওয়া	২৩
সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়	২৫
'চলো আমরা মীমাংসা করে দেই' সঙ্গীদের প্রতি ইমামের এ উক্তি	২৭
মহান আল্লাহর বাণী : তারা উভয়ে আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়	২৮
অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবন্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য	২৯
কিভাবে সন্ধিপত্র লেখা হবে?	৩০
মুশরিকদের সাথে সন্ধি	৩৩
ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সন্ধি	৩৪
হাসান ইবন আলী (রা) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তি :	
আমার এ সন্তানটি নেতৃস্থানীয়	৩৪
আপস মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম পরামর্শ দিবেন কি?	৩৬
মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার এবং তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার ফৌলত	৩৭
ইমাম মীমাংসার নির্দেশ দেওয়ার পর তা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ফয়সালা দিতে হবে	৩৭
পাওনাদারদের মধ্যে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে আপস মীমাংসা করে দেওয়া	৩৮
ঝণ ও নগদ মালের বিনিময়ে আপস করা	৪০
অধ্যায় ৪ শর্তাবলী	
ইসলাম গ্রহণ, আহকাম ও ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত জায়িয়	৪৩
তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা	৪৩
বিক্রয়ে শর্তাবলোপ করা	৪৫
নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাওয়ার শর্তে পশু বিক্রি করা জায়িয়	৪৬
বর্গাচাষ ইত্যাদির বিষয়ে শর্তাবলী	৪৮
বিবাহ বন্ধনের সময় মাহরের ব্যাপারে শর্তাবলী	৪৯
চাষাবাদের শর্তাবলী	৫১

বিয়েতে যে সব শর্ত বৈধ নয়	৫০
দণ্ডবিধানে যে সব শর্ত বৈধ নয়	৫০
মুক্তি দেওয়া হবে এ শর্তে মুকাতাব বিক্রিত হতে রায়ী হলে তার জন্য কি কি শর্ত জায়িয	৫১
তালাকের ব্যাপারে শর্তাবলী	৫২
লোকদের সাথে মৌখিক শর্ত আরোপ	৫৩
ওয়ালা'-এর অধিকার লাভের শর্তারোপ	৫৩
বর্ণাচাষের ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ করা যে, যখন ইচ্ছা আছি তোমাকে বের করে দিব	৫৪
যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে জিহাদ ও সঙ্গির ব্যাপারে শর্তারোপ এবং লোকদের সাথে কৃত মৌখিক শর্ত লিপিবদ্ধ করা	৫৬
খণ্ডের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা	৬৮
মুকাতব প্রসঙ্গে এবং যে সব শর্ত কিতাবুল্হাত পরিপন্থী তা বৈধ নয়	৬৮
শর্ত আরোপ করা ও স্বীকারোক্তির মধ্য থেকে কিছু বাদ দেওয়ার বৈধতা এবং লোকদের মধ্যে প্রচলিত শর্তাবলী	৭০
ওয়াকফের ব্যাপারে শর্তাবলী	৭০
অধ্যায় ৪ অসীয়াত	৭৫
অসীয়াত প্রসঙ্গে এবং নবী (সা)-এর বাণী, মানুষের অসীয়াত তাঁ'মিকট শিখিত আকারে থাকা উচিত	৭৫
ওয়ারিসদের অপরের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে মালদার রেখে যাওয়া শ্রেয়	৭৭
এক-ত্রুটীয়াৎশ অসীয়াত করা	৭৮
অসীর প্রতি অসীয়াতকারীর উক্তি : তুমি আমার সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে আর অসীর জন্য কিরূপ দাবী জায়িয	৭৯
কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাথা দিয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা গ্রহণযোগ্য	৮০
ওয়ারিসের জন্য কোন অসীয়াত নেই	৮০
মৃত্যুর সময় দান খায়রাত করা	৮১
মহান আল্লাহর বাণী : খণ্ড আদায় ও অসীয়াত পূর্ণ করার পর (মৃত্যের সম্পত্তি ভাগ হবে	৮২
আল্লাহ তা'আলার বাণী : খণ্ড আদায় ও অসীয়াত পূরণ করার পর (মৃত্যের সম্পত্তি ভাগ করতে হবে)	৮৩
যখন আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ বা অসীয়াত করা হয় এবং আত্মীয় কারা? স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততি (অসীয়াতের ক্ষেত্রে) আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	৮৫
ওয়াক্ফকারী তার কৃত ওয়াক্ফ দ্বারা উপকার হাসিল করতে পারে কি?	৮৬
	৮৭

যখন কেউ কোন কিছু ওয়াক্ফ করে এবং তা অন্যের হাওয়ালা না করে, তবুও তা
জায়িয়

৮৮

যদি কেউ বলে যে, আমার ঘরটি আল্লাহ'র উদ্দেশে সাদ্কা এবং ফকীর বা অন্য কারো
কথা উল্লেখ না করে, তবে তা জায়িয়। সে তা আত্মীয়দের মধ্যে কিংবা যাদের মধ্যে
ইচ্ছা দান করতে পারে

৮৯

যদি কেউ বলে যে, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরফ থেকে
আল্লাহ'র ওয়াস্তে সাদ্কা, তবে তা জায়িয়, যদিও তা কার জন্য তা ব্যক্ত না করে
কেউ যদি তার আধিক সম্পদ কিংবা কতিপয় গোলাম অথবা কিছু জন্ম-জন্মের
সাদ্কা বা ওয়াক্ফ করে তবে তা জায়িয়

৮৯

যে ব্যক্তি তার উকিলকে সাদ্কা প্রদান করল, তারপর উকিল সেটি তাকে ফিরিয়ে
দিল

৮৯

আল্লাহ' তা'আলার বাণী : মীরাসের মাল ভাগাভাগির সময় যদি কোন আত্মীয়,
ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিতি থাকে, তবে তা থেকে তাদেরও কিছু দান করবে
হঠাৎ মারা গেলে তার পক্ষ থেকে সাদ্কা করা মুস্তাহাব আর মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে
তার মানত আদায় করা

৯১

ওয়াক্ফ, সাদ্কা ও অসীয়াতে সাক্ষ্য রাখা

৯১

আল্লাহ' তা'আলার বাণী : ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দিবে এবং ভালোর
সংগে মন্দ বদল করবে না। যাকে তোমাদের ভাল লাগে

৯৩

আল্লাহ' তা'আলার বাণী : তোমরা ইয়াতীমদের যাচাই করবে.....এক নির্ধারিত
অংশ পর্যন্ত

৯৫

আল্লাহ' তা'আলার বাণী : যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা
তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জুলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে

৯৬

আল্লাহ' তা'আলার বাণী : শোকের আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।
বন্ধুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক.....
তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন

৯৭

আবাসে কিংবা প্রবাসে ইয়াতীমদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা, যখন তা তাদের জন্য
কল্যাণকর হয় এবং মা ও মায়ের স্বামী কর্তৃক ইয়াতীমের প্রতি মেহদৃষ্টি রাখা
যখন কোন জমি ওয়াক্ফ করে এবং সীমা নির্ধারণ না করে তা বৈধ অনুরূপ
সাদ্কাও

৯৮

একদল লোক যদি তাদের কোন শরীকী জমি ওয়াক্ফ করে তা হলে তা জায়িয়
ওয়াক্ফ কিভাবে লেখা হবে

৯৯

অভাবগ্রস্ত, ধনী ও মেহমানদের জন্য ওয়াক্ফ করা

১০০

মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা

১০১

ওয়াক্ফের তত্ত্বাবধায়কের খরচ

১০২

যখন কেউ জমি বা কৃপ ওয়াক্ফ করে এবং অন্যান্য মুসলিমের মত সে নিজেও পানি নেওয়ার শর্ত আরোপ করে	১০৩
ওয়াকফকারী যদি বলে, আমি একমাত্র আল্লাহ'র কাছে এর মূল্যের আশা করি, তবে তা জায়িয়	১০৮
আল্লাহ' তা'আলার বাণী : হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন অসীয়াত করার সময় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী নিযুক্ত করবে.....আল্লাহ' তা'আলা ফাসিকদের হিদায়াত করেন না	১০৮
অসীয়াতকারী কর্তৃক মৃত্যের ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে মৃত্যের ঝণ পরিশোধ করা	১০৫
অধ্যায় : জিহাদ	১০৯
জিহাদ ও যুদ্ধের ফরাইলত	১০৯
মানুষের মধ্যে সে মু'মিন মুজাহিদ, উত্তম, যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ'র পথে জিহাদ করে	১১১
পুরুষ এবং নারীর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের দু'আ	১১২
আল্লাহ'র পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা	১১৪
আল্লাহ'র রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত করা। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুক পরিমাণ স্থান	১১৫
ডাগর চঙ্গুবিশিষ্ট হুর ও তাদের গুণাবলী	১১৬
শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা	১১৭
যে ব্যক্তি আল্লাহ'র রাস্তায় সওয়ারী থেকে পড়ে মারা যায়, সে জিহাদকারীদের অঙ্গৰুক্ত	১১৮
যে ব্যক্তি আল্লাহ'র রাস্তায় আহত হলো কিংবা বর্ণ বিন্দ হল	১১৯
যে মহান আল্লাহ'র পথে আহত হয়	১২১
আল্লাহ' তা'আলার বাণী : হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির অপেক্ষা করছ? যুদ্ধ হচ্ছে বড় পানি পাত্রের ন্যায়	১২১
আল্লাহ' তা'আলার বাণী : মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ'র সংগে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি	১২২
যুদ্ধের আগে নেক আমল	১২৪
অঙ্গাত তীর এসে যাকে হত্যা করে	১২৪
যে ব্যক্তি আল্লাহ'র কালিমা (দীন) বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে	১২৫
যার দু'পা আল্লাহ'র পথে ধূলি ধূসরিত হয়	১২৬
আল্লাহ'র পথে মাথায় লাগা ধূলি মুছে ফেলা	১২৬

যুদ্ধের পর ও ধূলিবালি লাগার পর গোসল করা	১২৭
আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মর্যাদা : যারা আল্লাহ্ পথে নিহত হয়েছে..... আল্লাহ্ মু'মিনগণের শ্রমফল নষ্ট করে দেন না	১২৭
শহীদের উপর ফিরিশতাদের ছায়াদান	১২৮
মুজাহিদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা	১২৯
তরবারীর বালকের নীচে জান্নাত	১৩০
যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান আকাঙ্ক্ষা করে	১৩০
যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরূতা	১৩১
কাপুরূষতা থেকে পানাহ চাওয়া	১৩২
যে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন তার নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করে	১৩২
জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তার নিয়াতের আবশ্যিকতা	১৩৩
কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহ্ রাস্তায় নিহত হয়	১৩৪
যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর অগ্রাধিকার দেয়	১৩৫
নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকারের শাহাদত রয়েছে	১৩৫
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	১৩৬
যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ	১৩৭
জিহাদে উদ্বৃদ্ধি করণ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : মু'মিনদের জিহাদের জন্য উদ্বৃদ্ধ করুন	১৩৮
পরিখা খনন	১৩৮
ওয়র যাকে জিহাদে যেতে বাধা দেয়	১৪০
আল্লাহ্ পথে জিহাদের অবস্থায় সিয়াম পালনের ফযীলত	১৪০
আল্লাহ্ পথে খরচ করার ফযীলত	১৪১
যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে সাজ আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করে অথবা যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করে তার ফযীলত	১৪২
যুদ্ধের সময় সুগক্ষি ব্যবহার করা	১৪৩
শক্রদের তথ্য সংগ্রহকারী দলের ফযীলত	১৪৩
একজন তথ্য সংগ্রহকারী পাঠানো যায় কি?	১৪৪
দু'জনের ভ্রমণ	১৪৪
ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ নিবন্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত	১৪৫
জিহাদ অব্যাহত থাকবে নেতৃত্বান্বকারী সৎ হোক অথবা সীমালংঘনকারী	১৪৬
যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে	১৪৬

ঘোড়া ও গাধার নামকরণ	১৪৬
ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়	১৪৮
ঘোড়া তিন প্রকার দোকের জন্য	১৪৯
জিহাদে যে ব্যক্তি অপরের জানোয়ারকে ঢাবুক মারে	১৫০
অবাধ্য পশু ও তেজবী অশ্বে আরোহণ করা	১৫১
গনীমাতে ঘোড়ার অংশ	১৫১
জিহাদে যে ব্যক্তি অন্যের বাহন পরিচালনা করে	১৫২
সাওয়ারীর রিকাব ও পা-দানী প্রসঙ্গে	১৫২
গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ	১৫৩
ধীরগতিসম্পন্ন ঘোড়া	১৫৩
ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা	১৫৩
প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার প্রশিক্ষণ দান	১৫৪
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা	১৫৪
নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উল্টো প্রসঙ্গে	১৫৫
নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাদা খচর	১৫৬
মহিলাদের জিহাদ	১৫৭
সামুদ্রিক যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ	১৫৭
কয়েক ত্রীর মধ্যে একজনকে নিয়ে জিহাদে যাওয়া	১৫৮
মহিলাদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ	১৫৯
যুদ্ধে মহিলাদের মশ্ক নিয়ে লোকদের কাছে যাওয়া	১৫৯
মহিলা কর্তৃক যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা	১৬০
মহিলা কর্তৃক আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠান	১৬০
শরীর থেকে তীর বের করা	১৬১
মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধে পাহারাদারী করা	১৬১
যুদ্ধে খেদমতের ফয়ীলত	১৬৩
সফর-সঙ্গীর আসবাবপত্র বহনকারীর ফয়ীলত	১৬৪
আল্লাহর পথে একদিন প্রহরারত থাকার ফয়ীলত	১৬৫
যুদ্ধে যে ব্যক্তি খেদমতের জন্য কিশোর নিয়ে যায়	১৬৫
সমুদ্র সফর	১৬৭
দুর্বল ও সৎ লোকদের উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া	১৬৮
অমুক ব্যক্তি শহীদ তা বলবে না	১৬৯
তীরন্দাজীর প্রতি উৎসাহিত করা	১৭০
বর্ণা বা অনুরূপ সরঞ্জাম দ্বারা খেলা করা	১৭১
ঢালের বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে	১৭১

পরিচ্ছেদ	১৭৩
চামড়ার ঢাল প্রসঙ্গে	১৭৩
খাপ এবং কাঁধে তরবারী ঝুলান	১৭৪
তলোয়ারে সোনা রূপার কাজ :	১৭৪
সফরে দুপুরের বিশ্বামের সময় তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা	১৭৫
শিরদ্বাণ পরিধান করা	১৭৬
কারো মৃত্যুর সময় তার অন্ত্র ধ্রংস করা যারা পছন্দ করে না	১৭৬
দুপুরের বিশ্বামের সময় লোকজনের ইমাম থেকে পৃথক হওয়া এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্বাম গ্রহণ করা	১৭৭
তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে	১৭৮
নবী (সা)-এর বর্ম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কিত	১৭৯
সফর এবং যুদ্ধে জোব্বা পরিধান করা	১৮০
যুদ্ধে রেশমী কাপড় পরিধান করা	১৮১
ছুরি সম্পর্কে বর্ণনা	১৮২
রোমকদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে	১৮২
ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৮৩
তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৮৪
পশ্চের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৮৫
পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সারিবদ্ধ করা, নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করা ও আল্লাহ'র সাহায্য কামনা করা	১৮৫
মুশারিকদের পরাজয় ও পর্যন্ত করার দু'আ	১৮৬
মুসলিম ব্যক্তি কি আহলে কিতাবকে পথপ্রদর্শন করবে কিংবা তাদের কুরআন শিক্ষা দিবে	১৮৮
মুশারিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ, যাতে তাদের মন আকৃষ্ট হয়	১৮৯
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে (ইসলামের প্রতি) আহবান করা এবং কি অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়?	১৮৯
ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নবী (সা)-এর আহবান আর মানুষ যেন আল্লাহ ছাড়া তাদের পরম্পরাকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে	১৯০
যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করে এবং অন্যদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখে আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে	১৯৮
যুহরের পর সফরে বের হওয়া	১৯৯
মাসের শেষ ভাগে সফরে রওয়ানা হওয়া	২০০
রম্যান মাসে সফর করা	২০১
সফরকালে বিদায় দান করা	২০১

[ষোল]

ইমামের কথা শুনা ও আনুগত্য করা যতক্ষণ সে শুনাহুর কাজের নির্দেশ না দেয়	২০২
ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা	২০২
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপর বায়আত করা। আর কেউ বলেছেন মৃত্যুর উপর বায়আত করা	২০৩
জনসাধারণের জন্য যথাসাধ্য ইমামের নির্দেশ পালন	২০৫
নবী (সা) যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করতেন, তবে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ বিলম্ব করতেন	২০৬
কোন ব্যক্তির ইমামের অনুমতি গ্রহণ	২০৭
সদ্য বিবাহিত অবস্থায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা	২০৮
নব বিবাহিত ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম মিলনের পর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা	২০৯
ভয়-ভীতির সময় ইমামের (সকলের আগে) অগ্রসর হওয়া	২০৯
ভয়-ভীতির সময় তাড়াতাড়ি করা ও দ্রুত ঘোড়া চালনা করা	২১০
ভয়-ভীতির সময় একা বের হওয়া	২১০
কাউকে পারিশ্রমিক দানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে যুদ্ধ করানো এবং আশ্বাহুর রাহে সাওয়ারী দান করা	২১০
মজুরী গ্রহণ করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা	২১২
নবী (সা)-এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে	২১২
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি : এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে (শক্তির মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে	২১৪
যুদ্ধে পাথেয় বহন করা	২১৫
কাঁধে পাথেয় বহন করা	২১৭
আপন ভাইয়ের পেছনে একই উটের পিঠে মহিলাকে বসানো	২১৮
যুদ্ধ ও হজ্জে একই সাওয়ারীতে একে অপরের পেছনে বসা	২১৮
গাধার পিঠে একে অপরের পেছনে বসা	২১৯
রিকাব ধরে বা অন্য কিছু ধরে আরোহণে সাহায্য করা	২২০
কুরআন শরীফ সহ শক্ত ভূখণ্ডে সফর করা অপচন্দনীয়	২২১
যুদ্ধের সময় তাকবীর বলা	২২১
তাকবীর জোরে জোরে বলা অপচন্দনীয়	২২২
কোন উপত্যকায় আক্রমণ করাকালে তাসবীহ (সুবহান্নাল্লাহ) পড়া	২২৩
উচ্চ স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা	২২৩
মুসাফিরের জন্য তা-ই লিখিত হবে, যা সে আমল করত ইকামত (আবাস) অবস্থায়	২২৪
একাকী ভ্রমণ করা	২২৫
ভ্রমণকালে তাড়াতাড়ি করা	২২৫
আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে	২২৭

পিতামাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদে যাওয়া	২২৮
উটের গলায় ঘন্টা ইত্যাদি বাঁধা প্রসংগে	২২৮
যার নাম জিহাদে জাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর তার স্ত্রী হজ্জে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে অথবা তার কোন ওয়র দেখা দিলে, তবে তাকে (জিহাদ থেকে বিরত থাকার) অনুমতি দেওয়া হবে কি?	২২৯
গোয়েন্দাগিরী করা	২২৯
বন্দীদের পোশাক প্রদান	২৩১
যার হাতে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছ, তার ফয়েলত	২৩২
শৃংখলে আবদ্ধ কয়েদী	২৩৩
ইয়াহুদী ও নাসারাদের থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে তার অর্ধাদা	২৩৩
রাত্তীকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু নিহত হলে	২৩৪
যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা	২৩৫
যুদ্ধে মহিলাদের হত্যা করা	২৩৫
আল্লাহ তা'আলার শান্তি দ্বারা কাউকে শান্তি দেয়া যাবে না	২৩৫
(বন্দী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন) এরপর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অন্ত নামিয়ে ফেলে	২৩৬
কোন মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী হলে সে বন্দীকারীকে হত্যা করবে কি? অথবা যারা বন্দী করেছে তাদের সাথে সুকোশলে নিজেকে মুক্ত করবে কি?	২৩৭
মুশরিক যদি কোন মুসলমানকে আগনে জ্বালিয়ে দেয় তবে তাকে কি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে	২৩৭
পরিচ্ছেদ	২৩৮
ঘরবাড়ী ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেওয়া	২৩৮
যুমন্ত মুশরিককে হত্যা করা	২৩৯
তোমরা শক্তর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না	২৪১
যুদ্ধ হল কৌশল	২৪৩
যুদ্ধে কথা ঘুরিয়ে বলা	২৪৩
হারবীকে গোপনে হত্যা করা	২৪৪
যার থেকে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সাথে কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করা বৈধ	২৪৫
যুদ্ধক্ষেত্রে কবিতা আবশ্যিক করা ও পরিষ্কা খননকালে স্বর উঁচু করা	২৪৫
যে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারে না	২৪৬
চাটাই পুড়ে যখনের চিকিৎসা করা এবং মহিলা কর্তৃক নিজ পিতার মুখমণ্ডলের রঞ্জ ধৌত করা, ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করে আনা	২৪৭

[আঠার]

যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি	২৪৭
রাতে যখন (শক্র) ভয়ে ভীত-সন্তুষ্ট হয়	২৫০
যে ব্যক্তি শক্র দেখে উচ্চস্থরে বলে, “বিগদ আসন্ন!” যাতে লোকদেরকে তা শুনাতে পারে	২৫০
তীর নিক্ষেপ কালে যে বলেছে, এটা লও (পালিও না) অমুকের পুত্র	২৫১
শক্রপক্ষ কারো শীমাংসা মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে আসলে	২৫২
বন্দীকে হত্যা করা এবং হাত পা বেঁধে হত্যা করা	২৫৩
হেজ্জায় বন্দীত্ব বরণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব বরণ করেনি আর যে ব্যক্তি মিহত হওয়ার সময় দু' রাকআত (সালাত) আদায় করল	২৫৩
বন্দীকে মুক্ত করা	২৫৭
মুশরিকদের মুক্তিপণ	২৫৭
হারবী (দারুল হারবের অধিবাসী) যদি নিরাপত্তা ব্যতীত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে	২৫৮
জিম্বীদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে না	২৫৯
জিম্বীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কি এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ প্রতিনিধি দলকে উপটোকন প্রদান	২৫৯
প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত হওয়া	২৬০
কিভাবে শিশু-কিশোরদের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে?	২৬১
ইয়াহুন্দীদের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে	২৬৩
যদি কোন সম্পদায় দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাদের ধন-সম্পদ ও জমিজমা থাকলে তা তাদেরই থাকবে	২৬৩
ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা	২৬৫
আল্লাহ তা'আলা মন্দ লোকের দ্বারা কখনো কখনো দীনের সাহায্য করেন	২৬৬
শক্রের আশংকা দেখা দিলে আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা	২৬৭
সাহায্যকারী দল প্রেরণ করা	২৬৭
শক্রের উপর বিজয় লাভ করে তাদের বহিরাঙ্গনে তিন দিন অবস্থান করা	২৬৮
সফর ও যুদ্ধক্ষেত্রে গন্ধীমতের মাল বন্টন করা	২৬৯
যদি মুশরিকরা মুসলমানের মাল লুট করে নেয় তারপর মুসলমানগণ (বিজয় লাভের) মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয়	২৬৯

[উনিশ]

যে ব্যক্তি ফার্সী অথবা অন্য কোন অনারবী ভাষায় কথা বলে	২৭০
গনীমতের মাল আস্তসাং করা	২৭২
গনীমতের সামান্য পরিমাণ মাল আস্তসাং করা	২৭৩
গনীমতের উট ও বকরী (বণ্টনের পূর্বে) যন্ত্রে করা মাকরহ	২৭৩
বিজয়ের সুসংবাদ দান করা	২৭৪
সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা	২৭৫
(মুক্তা) বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই	২৭৫
প্রয়োজনবোধে জিম্বী অথবা মুসলিম মহিলার চুল দেখা এবং তাদের বিবর্ত করা, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে	২৭৬
বিজয়ী ঘোঁকাগণকে অভ্যর্থনা জানানো	২৭৭
জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত যা বলবে	২৭৮
সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সালাত আদায় করা	২৮০
সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আছার করা আর (আবদুল্লাহ) ইব্নে উমর (রা) আগত মেহমানের সম্মানে সাওম পালন করতেন না	২৮১
খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত হওয়া	২৮২
খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা দীনের অংশ	২৮৯
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মীগণের ভরণ-পোষণ	২৯০
নবী (সা)-এর সহধর্মীগণের ঘর এবং যে সব ঘর তাঁদের সাথে সম্পর্কিত সে সবের বর্ণনা	২৯১
নবী (সা)-এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ সেসব থেকে যা ব্যবহার করেছেন আর তা যা বণ্টনের উল্লেখ করা হয়নি এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও পাত্র নবী (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যরা (বরকত হাসিলে) শরীক ছিলেন	২৯৪
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে আকশিক প্রয়োজনাদি ও অভাবগ্রস্তদের জন্য গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ	২৯৭
আল্লাহ তা'আলার বাণী : নিশ্চয় এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও রাসূলের। তা বণ্টনের ইখতিয়ার রাসূলেরই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি বণ্টনকারী ও হেফাজতকারী আর আল্লাহ তা'আলাই দিয়ে থাকেন	২৯৮
নবী (সা)-এর বাণী : তোমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে গনীমত তাদের জন্য, যারা অভিযানে হাফির হয়েছে	৩০০
যে ব্যক্তি গনীমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে তার সাওয়াব কি কম হবে?	৩০৩
ইমামের নিকট যা আসে, তা বণ্টন করা এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেওয়া	৩০৪

নবী (সা) কিরণে কুরায়া ও নাযীরের ধন-সম্পদ বন্টন করেছেন এবং প্রয়োজনে
কিভাবে ব্যয় করেছেন

৩০৫

রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামী শাসকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের
সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে যে বরকত সৃষ্টি হয়েছে

৩০৫

ইমাম যদি কোন দৃতকে কোন কাজে পাঠান কিংবা তাকে অবস্থান করার মির্দেশ দেন;
তবে তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা

৩০৯

যিনি বলেন, এক-পঞ্চমাংশ মুসলিমগণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য, এর প্রমাণ
খুমুস পৃথক না করেই বন্দীদের প্রতি নবী (সা)-এর অনুগ্রহ

৩০৯

খুমুস ইমামের জন্য, তাঁর ইখতিয়ার রয়েছে আঘায়গণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দিবেন,
যাকে ইচ্ছা দিবেন না

৩১৫

নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাণ মাল সামানের খুমুস বের না করা, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা
করল, ইমাম কর্তৃক একাপ আদেশ দান করা

৩১৬

নবী (সা) ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন তাদেরকে ও অন্যদেরকে
খুমুস ইত্যাদি থেকে দান করতেন

৩১৬

দারুল হরবে যে সব খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়

৩১৯

যিচ্ছাদের থেকে জিয়িয়া গ্রহণ এবং হারবীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি

৩২৬

ইমাম (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান) যদি কোন জনপদের প্রশাসকের সাথে সংক্ষি করে তবে কি
তা অবশিষ্ট লোকদের বেলায়ও প্রযোজ হবে?

৩২৮

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদের সম্পর্কে অসীয়াত

৩৩১

নবী (সা) বাহরাইনের ভূমি থেকে যা বন্দোবস্ত দেন এবং বাহরাইনের সম্পদ ও
জিয়িয়া থেকে যা দেওয়ার ওয়াদা করেন, আর ফায় ও জিয়িয়া কাদের মধ্যে বন্টিত
হবে?

৩৩২

বিনা অপরাধে জিচ্ছাকে যে হত্যা করে, তার পাপ

৩৩৪

ইয়াহুদীদের আরব উপনিষৎ থেকে বহিকার করা

৩৩৫

মুসলিমদের সঙ্গে যদি মুশরিকরা বিশ্বাসযাতকতা করে তবে তাদের কি তা ক্ষমা করা
যায়

৩৩৬

চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ইমামের দু'আ

৩৩৭

মহিলাদের পক্ষ থেকে কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান

৩৩৮

মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান একই পর্যায়ের। কোন সাধারণ
মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে

৩৩৯

যদি কাফিররা যুদ্ধকালে ভালুকপে “আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি” বলতে না পারে
এবং “আমরা দীন পরিবর্তন করেছি” বলে

৩৪০

মুশরিকদের সাথে পণ্য-সামগ্রী ইত্যাদির বিনিময়ে সংক্ষিচুক্তি এবং যে অঙ্গীকার পূরণ
করে না তার গুনাহ

৩৪০

অঙ্গীকার পূর্ণ করার ফয়েলত	৩৪১
যদি কোন যিচী যাদু করে, তবে কি তাকে ক্ষমা করা হবে?	৩৪২
বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কবাণী	৩৪২
চুক্তিবন্ধ সম্প্রদায়ের চুক্তি কিভাবে বাতিল করা হবে?	৩৪৩
যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ	৩৪৪
পরিচ্ছেদ	৩৪৫
তিন দিন কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সঞ্চি করা	৩৪৭
সময় নির্ধারণ না করে সঞ্চি করা এবং রাস্তুল্লাহ (সা)-এর বাণী : আমি তোমাদের তত্ত্বাদের সেখানে থাকতে দিব, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাখেন	৩৪৯
মুশরিকদের লাশ কৃপে নিষ্কেপ করা এবং তাদের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ না করা	৩৪৯
নেক বা বদ যে কোন লোকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পাপ	৩৫০
অধ্যায় : সৃষ্টির সূচনা	৩৫৩
মহান আল্লাহর বাণী : আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিকে অভিত্তে আনয়ন করেন, আবার তিনিই তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ	৩৫৫
সাত যথীন	৩৫৮
নক্ষত্রাঙ্গ প্রসঙ্গে	৩৬০
চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে	৩৬১
আল্লাহ তা'আলার বাণী : তিনিই আপন অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী কৃপে বাযু প্রেরণ করেন	৩৬৪
ফিরিশ্তার বিবরণ	৩৬৫
যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে আর আসমানের ফিরিশ্তাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন তার সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়	৩৭৬
জান্নাতে বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আর তা সৃষ্টি বস্তু	৩৮৪
জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ	৩৯০
জাহান্নামের বিবরণ আর তা সৃষ্টি বস্তু	৩৯১
ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা	৩৯৬
জিন্ন জাতি এবং তাদের সাওয়াব ও আযাবের বর্ণনা	৪০৮
মহান আল্লাহর বাণী : খ্ররণ করুন ঐ সময়কে যখন আমি জিন্নদের একদলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম	৪০৯
মহান আল্লাহর বাণী : আর আল্লাহ তথায় (যথীনে) প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন	৪০৯
মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ ছাগ-পাল, যা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায়	৪১০
পাঁচ শ্রেণীর অনিষ্টকারী প্রাণীকে হরম শরীফেও হত্যা করা যাবে	৪১০
তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে ঢুবিয়ে দেবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ জীবাণু থাকে আর অপরটিতে থাকে প্রতিষেধক	৪১৫
	৪১৮

كتاب الصلح
সাঞ্চি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كتابُ الصلح

অধ্যায় ৪ সন্ধি

١٦٧٣ . بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ
مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ إِلَيْهِ وَخُرُوجُ الْأَمَامِ
إِلَى الْمَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِاصْحَابِهِ

১৬৭৩. পরিচ্ছেদ ৪ মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেওয়া। মহান আল্লাহর বাণী: তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে যে খয়রাত, সৎকাৰ্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাৰ পরামর্শ..... শেষ পর্যন্ত। (৪ : ১১৪) মানুষের মধ্যে আপস করিবে দেওয়াৰ উদ্দেশ্যে: সঙ্গীদেৱ নিয়ে ইমামেৰ স্থানে যাওয়া।

٢٥١١ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانُ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ كَانَ
بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ
اصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذْنَنَ بِلَائِلٍ
بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤْمُنَ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ أَنْ شَئْتَ
فَاقْأَمْ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ

حَتَّىٰ قَامَ فِي الصَّفَّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالْتَّصْفِيْعِ حَتَّىٰ أَكْثَرُهُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَالْتَّفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَرَاءَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ يُصَلِّي كَمَا هُوَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدِهِ فَحَمَدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْرَى وَرَاءَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ فِي الصَّفَّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَخْذُتُمْ بِالْتَّصْفِيْعِ إِنَّمَا التَّصْفِيْعُ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلَيَقُولْ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا التَّفَتَ ، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرَتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫১। সাইদ ইবন আবু মারয়াম (র)..... মাহল ইবন সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আম্বর ইবন আউফ গোত্রের কিছু লোকের মধ্যে সামান্য বিবাদ ছিল। তাই নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণের একটি জামাআত নিয়ে তাদের মধ্যে আপস-ঐমাংসা করে দেওয়ার জন্য সেখানে গেলেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে গেল। কিন্তু নবী ﷺ মসজিদে নববীতে এসে পৌছেন নি। বিলাল (রা) সালাতের আযান দিলেন, কিন্তু নবী ﷺ তখনও এসে পৌছেন নি। পরে বিলাল (রা) আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন, নবী ﷺ কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সালাতেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি সালাতে লোকদের ইমামত করবেন? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তুমি যদি ইচ্ছা কর! ’ তারপর বিলাল (রা) সালাতের ইকামত বললেন, আর আবু বকর (রা) এগিয়ে গেলেন। পরে নবী ﷺ এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল এবং তা অধিক মাত্রায় দিতে লাগল। আবু বকর (রা) সালাত অবস্থায় কোন দিকে তাকাতেন না, কিন্তু (হাততালির কারণে) তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, নবী ﷺ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন। নবী ﷺ তাঁকে হাতের ইশারায় আগের ন্যায় সালাত আদায় করে যেতে নির্দেশ দিলেন। আবু বকর (রা) তাঁর দু'হাত উপরে তুলে আঞ্চাহুর হামদ বর্ণনা করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পেছনে ফিরে এসে কাতারে শামিল হলেন। তখন নবী ﷺ আগে বেঢ়ে লোকদের ইমামত করলেন এবং সালাত সমাপ্ত করে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, ‘হে লোক সকল! সালাত অবস্থায় তোমাদের কিছু ঘটলে তোমার হাততালি দিতে শুরু কর। অথচ হাততালি দেওয়া মহিলাদের কাজ। সালাত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা, এটা শুনলে কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত না করে পারতো না।’ ‘হে আবু বকর! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন সালাত আদায় করাতে তোমার কিসের বাধা ছিল?’ তিনি বললেন, ‘আবু কুহাফার পুত্রের জন্য শোভা পায় না নবী ﷺ-এর সামনে ইমামত করা।

٢٥١٢ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَيْلَ لِلنَّبِيِّ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِيِّ، فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ وَرَكَبَ حَمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضُ سَبَخَةِ فَلَمَّا آتَاهُ النَّبِيُّ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللَّهُ لَقَدْ أَذَانَنِي نَنْ حَمَارَكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللَّهُ لَحَمَارُ رَسُولِ اللَّهِ أَطِيبُ رِيحًا مِثْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَشَتَّمَهُ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرَبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنَّعَالِ فَبَلَّغَنَا أَنَّهَا نَزَّلَتْ : وَأَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا مِمَّا اتَّخَبْتُ مِنْ مُسَدِّدٍ قَبْلَ أَنْ يَجُلِّسَ وَيُحَدِّثُ

٢٥١٢ مুসাদাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলা হলো, আপনি যদি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে একটু যেতেন (তবে ভালো হতো)। নবী ﷺ তার কাছে শাওয়ার জন্য গাধায় আরোহণ করলেন এবং মুসলিমগণ তাঁর সঙ্গে হৈটে চললো। আর সে পথে ছিল কংকরময়। নবী ﷺ তাঁর কাছে এসে পৌছলে সে বলল, ‘সরো আমার সশুখ থেকে। তোমার গাধার দুর্গন্ধি আমাকে কষ্ট দিছে।’ তাঁদের মধ্য থেকে একজন আনসারী বললোঃ আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গাধা সুগন্ধে তোমার চাইতে উভয়। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর গোত্রের এক ব্যক্তি রেংগে উঠল এবং উভয়ে একে অপরকে গালাগালি করল। এভাবে উভয়ের পক্ষের সঙ্গীরা ঝুঁক হয়ে উঠল এবং উভয় দলের সাথে সাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি হল। আমাদের জানান হয়েছে যে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাখিল হলোঃ মুমিনদের দু'দল দুক্ষে লিঙ্গ হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (৪৯:৪৯) আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, ‘মুসাদাদ (র) বসার এবং হাদীস বর্ণনার পূর্বে আমি তার থেকে এ হাদীস হাসিল করেছি।’

١٦٧٤. بَابُ لِيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

১৬৭৪. পরিচ্ছেদ : সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়

٢٥١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّةَ أُمَّ كُلُّ ثُومٍ بَثَتْ عُقَبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِيْسَ الْكَذَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

۲۵۱۳ আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য (নিজের থেকে) ভালো কথা পৌছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে।

۱۶۷۵. بَابُ قَوْلِ الْأَمَامِ لِاصْحَابِهِ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ

۱۶۷۵. পরিচ্ছেদ ৪: “চলো আমরা মীমাংসা করে দেই” সঙ্গীদের প্রতি ইমামের এ উক্তি

۲۵۱۴ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِيقِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَوَي়سِيُّ وَاسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ قَالَ أَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي
حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ افْتَلَوْا حَتَّى
تَرَاهُمْ بِالْحِجَارَةِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَالِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ
بَيْنَهُمْ

۲۵۱۵ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (রা)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুবা-এর অধিবাসীরা লড়াইয়ে লিঙ্গ হয়ে পড়ল। এমনকি তারা পাথর ছেঁড়াচুক্কি শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বললেন, ‘চল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই।’

۱۶۷۶. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : أَنْ يُصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

۱۶۷۶. পরিচ্ছেদ ৫: মহান আল্লাহর বাণীঃ তারা উভয়ে আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোথ দোষ নেই এবং আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়। (৪১২৮)

۲۵۱۵ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنِّي أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
أَعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ أَمْرَاتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبِيرًا أَوْ غَيْرَهُ
فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ ، قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا
تَرَاضَيَا

১۶۷۷. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ‘আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর তা’আলার বাণীঃ ‘ওয়ান মুরাএ’ কোন স্তৰী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে’ (৪১২৮) এই আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়াতের লক্ষ্য হল, ‘সে ব্যক্তি যে তার স্তৰীর মধ্যে বার্দক্য বা

অন্য ধরনের অপচন্দনীয় কিছু দেখতে পেয়ে তাকে ত্যাগ করতে মনস্ত করে আর স্তী এ বলে অনুরোধ করে যে, তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখ এবং যতটুকু ইচ্ছা আমার প্রাপ্ত অংশ নির্ধারণ কর।' 'আয়িশা (রা) বলেন, 'উভয়ে সম্মত হলে এতে দোষ নেই।'

১৬৭৭. بَابٌ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلحٍ جَوَرٌ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ^১

১৬৭৭. পরিচ্ছেদ : অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবন্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য

২৫১২ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرَىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنَىِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ أَبْنِيَ كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِإِمْرَاتِهِ فَقَالُوا لَهُ عَلَى أَبْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ أَبْنِيَ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَيْدَةٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى أَبْنِكَ جَلْدٌ مَائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا قَضَيْنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدٌ مَائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ وَأَمَا أَنْتَ يَا أَنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى إِمْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمُهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أَنَيْسُ فَرَجَمَهَا

২৫১৬ আদম (র)..... আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন যে, এক বেদুইন এসে বলল, 'ইয়া রাসূলল্লাহ! আপ্তাবেক আমাদের মাঝে কফসালা করে দিন।' তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, 'সে ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মুতাবেক ফয়সালা করুন।' পরে বেদুইন বলল, 'আমার ছেলে এ লোকের বাড়ীতে মজুর ছিল। তারপর তার স্তীর সাথে সে যিনা করে।' লোকেরা আমাকে বললো, 'তোমার ছেলের উপর রাজম (পাথর মেরে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে।' তখন আমি আমার ছেলেকে একশ' বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে এর কাছ থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি আলিমদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, 'তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে।' সব শুনে নবী ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মুতাবেকই ফয়সালা করব। বাঁদী এবং বকরী পাল তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে।' আর অপরজনকে বললেন, 'হে উনাইস, তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্তীর কাছে যাবে (এবং সে স্তী যদি স্বীকার করে) তাকে রাজম করবে।' উনাইস তার কাছে গেলেন এবং তাকে রাজম করলেন।

٢٥١٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدُّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

২৫১৭ ইয়াকুব ইবন মুহাম্মদ (র)..... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘কেউ আমাদের এ শরীয়তে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।’ আবসূল্লাহ ইবন জাফর মাখরামী (র) ও আবদুল ওয়াহিদ ইবন আবু আউন, সাদ ইবন ইব্রাহিম (র) থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٨ . بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَنْسَبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبْهُ

১৬৭৮. পরিচ্ছেদ : কিভাবে সন্ধিপত্র লেখা হবে? অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুকের পুত্র অমুক শিখাতে হবে। গোত্র বা বংশের দিকে সংশোধন না করলেও ক্ষতি নেই

٢٥١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي اسْحَاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَّةَ كَتَبَ عَلَى بَيْنِهِمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلَى أَمْحَمْدٍ فَقَالَ عَلَى مَا آتَانَا بِالْذِي أَمْحَمَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوهُ وَأَصْحَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهُ إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاجِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ

২৫১৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছদ্যবিয়াতে (মকাবাসীদের সাথে) সন্ধি করার সময় আলী (রা) উভয় পক্ষের মাঝে এক মুক্তিপত্র লিখলেন। তিনি লিখলেন, ‘মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। মুশরিকরা বলল, ‘মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ’ লেখা চলবে না। আপনি রাসূল হলে আপনার সঙ্গে লড়াই কিসের?’ তখন তিনি আলীকে বললেন, ‘ওটা মুছে দাও।’ আলী (রা) বললেন, ‘আমি তা মুছব না।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং এই শর্তে তাদের সাথে

(جَبْلَانُ) সক্রিয় করলেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবা তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং জুলুকবান (جَلْبَانُ السِّلَاحِ) অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘মানে কি? তিনি বললেন, ‘জুলুকবান’ অর্থ ভিতরে তরবারীসহ খাপ।’

٢٥١٩ حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبْلَى أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّىٰ قَاضَاهُمْ عَلَىٰ أَنْ يُقْيِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا لَا نُقْرِبُهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَىٰ أَمْحُجَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهُ لَا أَمْحُجُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحًا فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَعِّهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ أَرَادَ أَنْ يُقْيِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلُوا وَمَضَى الْأَجْلُ أَتَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا قُلْ لَهُمَا حِبْكَ أُخْرِجْ عَنَّا فَقَدْ مَضِيَ الْأَجْلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبَعَّثُمْ أَبْنَةُ حَمْزَةَ يَا عَمَّ يَا عَمَّ فَتَنَاوَلَهَا عَلَىٰ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونَكَ أَبْنَةُ عَمِّكَ حَمَلَتْهَا فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلَىٰ وَزِيدٍ وَجَعْفَرٍ فَقَالَ عَلَىٰ أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ أَبْنَةُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ أَبْنَةُ عَمِّي وَخَالَتْهَا تَحْتَيِ وَقَالَ زِيدٌ أَبْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لَخَالَتْهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لَعَلَىٰ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشَبَّهُتْ خَلْقِي وَخُلْقِي وَقَالَ لِزِيدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا

২৫১৯ উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিলকাদ মাসে নবী ﷺ উম্রার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কা প্রবেশের জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে এই শর্তে তাদের সাথে ফয়সালা করলেন যে, তিন দিন সেখানে অবস্থান করবেন। সক্রিপ্ত লিখতে গিয়ে মুসলিমরা লিখলেন, এ সক্রিপ্ত সম্পাদন করেছেন, ‘আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ।’ তারা (মুশর্রিকরা) বলল, ‘আমরা তাঁর রিসালাত স্বীকার করি না। আমরা যদি একথাই মনে করতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল

তাহলে আপনাকে বাধা দিতাম না। তবে আপনি হলেন, আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল এবং আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।' তারপর তিনি আলীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ শুভটি যুছে দাও। তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে (রাসূলুল্লাহ শুভটি) কখনো মুছব না।' রাসূলুল্লাহ
তখন চুক্তিপত্রটি নিলেন এবং লিখলেন, 'এ সঞ্জিপত্র মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ সম্পত্তি করেন-খাপবন্ধ
অন্ত ছাড়া আর কিছু নিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন ন্য। মক্কাবাসীদের কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি
বের করে দিবেন না। আর তাঁর সঙ্গীদের কেউ মক্কায় থাকতে চাইলে তাঁকে বাধা দিবেন না।' (সঞ্জির শর্ত
যুতাবেক) তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা এসে
আলীকে বলল, 'তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান থেকে বের হতে বল। কেননা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত
হয়ে গেছে।' নবী
রওয়ানা হলেন। তখন হাম্যার মেয়ে হে চাচা, হে চাচা, বলে তাদের পেছনে পেছনে
চলল। আলী (রা) তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন এবং ফাতিমাকে বললেন, 'এই নাও, তোমার চাচার
মেয়েকে। আমি ওকে তুলে এনেছি।' আলী, যায়দ ও জাফর তাকে নেওয়ার ব্যাপারে বির্তকে প্রবৃষ্ট হলেন।
আলী (রা) বললেন, 'আমি তার বেশী হক্কার। কারণ সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর (রা) বললেন, সে
আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী।' যায়দ (রা) বললেন, 'সে আমার তাইয়ের মেয়ে।' এরপর
নবী
খালার অনুকূলে ফয়সালা দিলেন এবং বললেন, 'খালা মায়ের স্তুলবর্তিনী।' আর আলীকে বললেন,
'আমি তোমার এবং তুমি আমার।' জাফরকে বললেন, 'তুমি আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমার সদৃশ। আর
যায়দকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের ভাই ও আয়াদকৃত গোলাম।'

١٦٧٩ . بَابُ الصِّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سُفِّيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيهِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ وَآسِمَاءِ وَالْمِسْوَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالِحُ النَّبِيِّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءِ : عَلَى أَنْ مَنْ آتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ آتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرْدُهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ فَجَاءَ أَبُو جَنَدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُبُودِهِ فَرَدَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِلٌ عَنْ سُفِّيَانَ أَبَا جَنَدَلٍ وَقَالَ إِلَّا بِجُلْبَ السِّلَاحِ

১৬৭৯. পরিচ্ছেদ ৪: মুশরিকদের সাথে সঞ্চি। এ বিষয়ে আবু সুফইয়ান (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আওফ ইবন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তোমাদের ও পীতবর্ণীদের (রোমকদের) সাথে সঞ্চি হবে। এ বিষয়ে সাহল ইবন হুনায়ফ, আসমা ও মিসওয়ার (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মূসা ইবন মাসউদ (র)..... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকদের সাথে তিনটি বিষয়ে সঞ্চি করেছিলেন। তা হলো-মুশরিকরা কেউ (মুসলিম হয়ে) তাঁর কাছে এলে তিনি তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমদের কেউ (মুরতাদ হয়ে) তাদের কাছে গেলে তারা তাকে ফিরিয়ে দিবে না। আর তিনি আগামী বছর মকায় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তিনি দিন অবস্থান করবেন। কোষবদ্ধ অস্ত্র, তরবারী ও ধনুক ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। ইত্যবসরে আবু জান্দাল (রা) শৃংখলিত অবস্থায় সাক্ষিয়ে সাক্ষিয়ে তাঁর কাছে এল। তাকে তিনি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, মুআম্বাল (র) সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে আবু জান্দালের কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি “কেবল কোষবদ্ধ তরবারী সহ” এটুকু উল্লেখ করেছেন

[২০২]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قَرِيْشَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدِيَّهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلُوا سَلَاحًا عَلَيْهِمُ الْأَسْيُوفًا وَلَا يُقِيمُوا بَهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوْا فَاعْتَمَرُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلُوكُمْ كَمَا صَالَحْتُمُوهُمْ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمْرُوا أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ

[২৫২০] মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা করতে রওয়ানা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি হুদায়বিয়াতে তাঁর হাদী কুরবানী করলেন, আর মাথা মুড়ালেন এবং তাদের সাথে সঞ্চি করলেন এই শর্তে যে, আগামী বছর তিনি উমরা করবেন আর (কোষবদ্ধ) তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে তাদের কাছে আসবেন না। আর তারা যতদিন পচন্দ করবে তিনি ততদিন সেখানে থাকবেন। পরের বছর তিনি উমরা করলেন এবং ঘেমন সঞ্চি করেছিলেন তেমনিভাবে মকায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করলেন। তারা তাঁকে বেরিয়ে যেতে বললে, তিনি বেরিয়ে গেলেন।

[২০২]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمَحْيِصَةً بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَلْحٌ

২৫২১ মুসাদ্দাদ (রা)..... সাহল ইবন আবু হাসমা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার সন্ধিবদ্ধ থাকাকালে আবদুল্লাহ ইবন সাহল ও মুহাইয়াসা ইবন মাসউদ ইবন যায়দ (রা) খায়বার গিয়েছিলেন।

١٦٨٠. بَابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

১৬৮০. পরিচ্ছেদ ৪: ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সক্ষি

২৫২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَنْسَاً حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرَّبِيعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةُ جَارِيَةٍ فَطَلَّبُوا الْأَرْشَ وَطَلَّبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقَصَاصِ فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّهَا ، قَالَ يَا أَنْسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقَصَاصُ فَرَضَى الْقَوْمُ وَعَفَوَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ فَرَضَى الْقَوْمُ وَقَبَّلُوا الْأَرْشَ

২৫২২ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুমাইয়ি বিনতে নাযর (রা) এক কিশোরীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা ক্ষতিপূরণ দাবী করল আর অপর পক্ষ ক্ষমা চাইল। তারা অস্বীকার করল এবং নবী ﷺ-এর কাছে এল। তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন। আনাস ইবন নাযর (রা) তখন বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! রুমাইয়ি-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।’ তিনি বললেন, ‘হে আনাস, আল্লাহর বিধান হল কিসাস।’ তারপর বাদীপক্ষ রাখী হয় এবং ক্ষমা করে দেয়। তখন নবী ﷺ বললেন, আল্লাহর বাদাদের মধ্যে এমন বাদাও রয়েছেন যে, আল্লাহর নামে কোন কসম করলে তা পূরণ করেন। ফায়ারী (র) হুমায়দ (র) সুন্দে আনাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন লোকেরা সম্মত হল এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করল।

১৬৮১ . بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَّيَنِ عَظِيمَتَيْنِ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا

১৬৮১. পরিচ্ছেদ ৪: হাসান ইবন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ-এর উক্তি: আমার এ সন্তানটি নেতৃত্বানীয়। সম্ভবত আল্লাহ এর মাধ্যমে দু'টি বড় দলের মাঝে সক্ষি স্থাপন করাবেন। আর আল্লাহ তামালার বাণী: তোমরা তাদের উভয় দলের মাঝে মীমাংসা করে দাও। (৪৯:৯)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى قَالَ ۝ ٢٥٢٣
 سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ أَشْتَقَ بَلَ وَاللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ كَتَابَ
 أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمَرُو بْنُ الْعَاصِ اتَّى لِأَرَى كَتَابَ لَا تُؤْلَى حَتَّىٰ
 تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرُ الرَّجُلَيْنِ أَئِ عَمَرُو أَنْ
 قَتَلَ هَوْلَاءِ هَوْلَاءِ هَوْلَاءِ مَنْ لِي بِإِمْرَةِ النَّاسِ مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ
 مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعْثَتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنْيِ عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ
 فَأَعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُوْلَا لَهُ وَأَطْلُبَا إِلَيْهِ فَأَتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالَا لَهُ
 فَطَلَبَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبَّنَا
 مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا قَالَ فَإِنَّهُ يَعْرِضُ
 عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِي بِهِذَا قَالَ نَحْنُ لَكَ بِهِ
 فَمَا سَأَلْهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ
 أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۝ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ إِلَى
 جَنَبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ وَيَقُولُ إِنَّ أَبْنِي هَذَا سَيِّدٌ
 وَلَعْلَ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ
 اللَّهِ قَالَ لِي عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا صَحَّ عِنْدَنَا سِمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِيهِ
 بَكْرَةَ بِهِذَا الْحَدِيثِ

২৫২৪) আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... হাসান (বসরী) (র) বলেন, আল্লাহর কসম, হাসান ইবন আলী (রা) পর্বত সদৃশ সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়া (রা)-এর মুখোযুথি হলেন। আমর ইবন আস (রা) বললেন, আমি এমন সেনাদল দেখতে পাছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মু'আবিয়া (রা) তখন বললেন, আল্লাহর কসম! আর (মু'আবিয়া ও 'আম্র ইবনুল 'আস) (রা) উভয়ের মধ্যে মু'আবিয়া (রা) ছিলেন উত্তম

ব্যক্তি। ‘হে ‘আমর! এরা ওদের এবং ওরা এদের হত্যা করলে, আমি কাকে দিয়ে লোকের সমস্যার সমাধান করবে? তাদের নারীদের কে তত্ত্বাবধান করবে? তাদের দুর্বল ও শিশুদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে?’ তারপর তিনি কুরায়শের বানু আবদে শাম্স শাখার দু’জন আবদুর রহমান ইব্ন সামুরাহ ও আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা)-কে হাসান (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন, ‘তোমারাউভয়ে এ লোকটির কাছে যাও এবং তাঁর কাছে (সন্ধির) প্রস্তাব পেশ করো, তাঁর সঙ্গে আলোচনা কর ও তাঁর বক্তব্য জানতে চেষ্টা কর।’ তারা তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাঁর বক্তব্য জানলেন। হাসান ইব্ন আলী (রা) তাদের বললেন, ‘আমরা আবদুল মুতালিবের সন্তান, এই সম্পদ (বায়তুল মালের) আমরা পেয়েছি। আর এরা রক্ষণাবেক্ষণ করেছে।’ তারা উভয়ে বললেন, (মুআবিয়া (রা)) আপনার কাছে এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। আর আপনার বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন ও সন্ধি কামনা করেছেন। তিনি বললেন, ‘এ দায়িত্ব কে নিবে?’ তারা বললেন, ‘আমরা আপনার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি।’ এরপর তিনি তাদের কাছে যে সব প্রশ্ন করলেন, তারা (তার জওয়াবে) বললেন, ‘আমরা এ দায়িত্ব নিচ্ছি।’ তারপর তিনি তাঁর সাথে সন্ধি করলেন। হাসান (বসরী) (র) বলেন, আমি আবু বাকরা (রা)-কে বলতে শুনেছি : ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি মিস্বরের উপর দেখেছি, হাসান (রা) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এ সন্তান নেতৃত্বানীয়। সন্ধিত তার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানের দু’টি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন।’ আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, এ হাদীসের মাধ্যমেই আবু বাকরা (রা) থেকে হাসানের শ্রুতি আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

١٦٨٢. بَابُ هَلْ يُشِيرُ الْأَمَامُ بِالصُّلْح

১৬৮২. পরিচ্ছেদ : আপস মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম পরামর্শ দিবেন কি?

٢٥٤٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّةَ عُمْرَةَ بَثَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمِعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِأَبْيَابِ عَالَيَّةٍ أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفَقُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَّالِي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ -
فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَالِكَ أَحَبٌ

২৫৪৪ ইসমাইল ইব্ন আবু উওয়াইস (র)..... আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার দরজায় বিবাদের আওয়াজ শুনতে পেলেন; দু’জন তাদের আওয়াজ উচ্চ করেছিল। একজন আরেকজনের কাছে ঝণের কিছু মাফ করে দেওয়ার এবং সহানুভূতি দেখানোর (কিছু সময় দেওয়ার) অনুরোধ

করছিল। আর অপর ব্যক্তি বলছিল, 'না, আল্লাহর কসম! আমি তা করব না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, সৎ কাজ করবে না বলে যে আল্লাহর নামে কসম করেছে, সে লোকটি কোথায়? সে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি। সে যা চাইবে তার জন্য তা-ই হবে।'

٢٥٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدَّرَدِ الْأَسْلَمِيِّ مَالٌ قَالَ فَلَقِيَهُ فَلَزَمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَانَهُ يَقُولُ النِّصْفُ فَأَخَذَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

২৫২৫ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র)..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন আবু হাদরাদ আল-আসলামীর কাছে তার কিছু মাল পাওনা ছিল। রাবী বলেন, একবার সাক্ষাত পেয়ে তিনি তাকে ধরলেন, এমনকি তাদের আওয়াজ চড়ে গেল। নবী ﷺ তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি যেন হাতের ইশারায় বলছিলেন, অর্ধেক (নাও)। তারপর তিনি তার পাওনার অর্ধেক নিলেন আর অর্ধেক ছেড়ে (মাফ করে) দিলেন।

١٦٨٣ . بَابُ فَضْلِ الْاِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

১৬৮৩. পরিচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার এবং তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার ক্ষয়ীলত

٢٥٢٦ حَدَّثَنَا اسْلَقُ اخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ اخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٍ مِّنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةً

২৫২৬ ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানুষের প্রতিটি হাতের জোড়ার জন্য তার উপর সাদ্কা রয়েছে। সূর্যোদয় হয় এমন প্রতিদিন (অর্থাৎ প্রত্যহ) মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সাদ্কা।'

١٦٨٤ . بَابُ اذَا اشَارَ الْاِمَامُ بِالصُّلْحِ فَابْلَى حَكْمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيْنِ

১৬৮৪. পরিচ্ছেদ : ইমাম মীমাংসার নির্দেশ দেওয়ার পর তা অমান্য করলে তার বিরক্তে সুনির্দিষ্ট ফয়সালা দিতে হবে

٢٥٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيَ عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيرِ أَنَّ الْزُّبَيرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهَدَ بَدْرًا

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَ يَسْقِيَانِ بِهِ كَلَاهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيرَ أَسْقِيْ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ كَانَ ابْنَ عَمْتَكَ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَسْقِيْ ، ثُمَّ أَحْبَسَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيرِ بِرَأْيِ سَعَةَ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَوَعَى لِلزُّبَيرِ حَقَّهُ فِي صَرِيعِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيرُ وَاللَّهِ مَا أَحْسَبَ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَّلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْآيَةُ

[২৫২৭] আবুল ইয়ামান (র)..... যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক আনসারীর সাথে বিবাদ করেছিলেন, যিনি বদরে শরীক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ -এর কাছে গিয়ে পাথরী যমীনের একটি নালা সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তারা উভয়ে সে নালা থেকে পানি সেচ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ - যুবাইরকে বললেন, ‘হে যুবাইর! তুমি প্রথমে পানি সেচবে। তারপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দিবে।’ আনসারী তখন রেগে গেল এবং বললো, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আপনার ফুরুর ছেলে বলে (এ বিচার)?’ এতে রাসূলুল্লাহ -এর চেহারার রঙ বদলে গেল। তারপর তিনি বললেন, ‘তুমি সেচ কর, তারপর পানি আটকে রাখ, বেষ্টনীর বরাবর পৌঁছা পর্যন্ত।’ রাসূলুল্লাহ - যুবাইর (রা)-কে তার পূর্ণ হক দিলেন। এর আগে যুবাইর (রা)-কে তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন যা আনসারীর জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু আনসারী রাসূলুল্লাহ -কে রাগাবিত করলে সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে যুবাইর (রা)-কে তিনি তার পূর্ণ হক দান করলেন। উরওয়া (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! আমার নিশ্চিত ধারণা যে (আল্লাহর বাণী) : কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ : ৬৫) আয়াতটি সে ব্যাপারেই নায়িল হয়েছিল।’

১৬৮৫. بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَالِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ فَيَأْخُذَا هَذَا دِيْنَاهُ وَهَذَا عِيْنَاهُ فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ

১৬৮৫. পরিচ্ছেদ : পাওনাদারদের মধ্যে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে যীমাংসা করে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে অনুমান করা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দুই অংশীদার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, একজন বাকী

আর একজন নগদ নিবে, তাতে কোন দোষ নেই। আর কারো মাল বিনষ্ট হয়ে গেলে সে তার সাথীর নিকট দাবী করতে পারবে না।

২৫২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُؤْفَى أَبِي وَعَلَيْهِ دِينُ فَعَرَضَتُ عَلَى غُرْمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوَا وَلَمْ يَرَوَا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَاتَّهِتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَذَكَرَتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَّتُهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمَرْبَدِ أَذَّتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غَرْمَائِكَ فَأَوْفَهُمْ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دِينِ الْأَقْضِيَّةِ وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسَقَى سَبْعَةَ عَجُوَّةَ وَسَتَّةَ لَوْنَ أَوْ سَتَّةَ عَجُوَّةَ وَسَبْعَةَ لَوْنَ فَوَافَيَتُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ فَذَكَرَتُ ذَالِكَ لَهُ فَضَحَكَ فَقَالَ إِئْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعَمْرَ فَأَخْبَرَهُمَا فَقَالَا لَقَدْ عَلِمْنَا إِذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ أَنَّ سَيْكُونُ ذَالِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَةُ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلَا ضَحَكَ وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقَى دِينًا وَقَالَ أَبْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَةُ الظَّهَرِ

২৫২৮ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রা)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার মৃত্যু হল, আর তার কিছু খণ্ড ছিল। আমি তাঁর ঝণের বিনিময়ে পাওনাদারদের খেজুর নেওয়ার প্রস্তাব দিলাম। তাতে খণ্ড পরিশোধ হবে না বলে তারা তা নিতে অঙ্গীকার করল। আমি তখন নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ বিষয়ে তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, খেজুর পেড়ে মাচায় রেখে রাসূলুল্লাহকে খবর দিও। (যথা সময়ে) তিনি এলেন এবং তাঁর সঙ্গে আবু বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন। তিনি খেজুর সুপের পার্শ্বে বসলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। পরে বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক এবং তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও। তারপর আমার পিতার পাওনাদারদের কেউ এমন ছিল না যার খণ্ড পরিশোধ করিনি। এরপরও (আমার কাছে) তের ওয়াসক^১ খেজুর উদ্ভৃত রয়ে গেল। সাত ওয়াসক (عَجُوَّة*) মিশ্র খেজুর আর ছয় ওয়াসক (لَوْن*) নিম্নমানের খেজুর কিংবা ছয় ওয়াসক মিশ্র ও সাত ওয়াসক নিম্নমানের খেজুর। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম এবং তাঁকে তা বললাম। তিনি হাসলেন এবং

১. এক ওয়াসক প্রায় ছয় মন।

বললেন, আবু বকর ও উমরের কাছে গিয়ে তা বল।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আগেই জানতাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ খন্দক যা করার তা করেছেন, তখন অবশ্য এরপই হবে।' হিশাম (র) ওয়াহাব (র)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে (বর্ণনায়) আসরের সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি আবু বকর (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাসার কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি বর্ণনা করেছেন, (জাবির (রা) বলেছেন) আমার পিতা তাঁর যিচ্ছায় ত্রিশ ওয়াসক ঝণ রেখে মারা গিয়েছেন। ইবন ইসহাক (র) ওয়াহাব (র)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে যোহরের সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

١٦٨٦. بَابُ الصلحِ بِالدِّينِ وَالْعِيْنِ

১৬৮৬. পরিচ্ছেদ ৪ : ঝণ ও নগদ মালের বিনিময়ে আপস করা

٢٥٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَوْقَالَ الْلَّيْثِ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى بْنَ أَبِي حَدْرَدِ دِينًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْتَفَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سَجَفَ حُجَّرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكَ فَقَالَ يَا كَعْبَ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنَّ ضَعِيفَ الشَّطَرِ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِيهِ

২৫২৭ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ -এর যমানায় একবার তিনি ইবন আবু হাদরাদের কাছে মসজিদে পাওনা ঝণের তাগাদা করলেন। এতে উভয়ের আওয়াজ চড়ে গেল। এমনকি রাসূলুল্লাহ খন্দক তাঁর ঘরে থেকেই আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ খন্দক হজরার পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে এলেন আর কা'ব ইবন মালিক (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন, হে কা'ব! কা'ব (রা) বললেন, আমি হায়ির ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাবী বলেন, তিনি হাতে ইশারা করলেন, অর্ধেক মওকুফ করে দাও। কা'ব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাই করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ খন্দক (ইবনে আবু হাদরাদকে) বললেন, 'যাও, তার ঝণ পরিশোধ করে দাও।'

كتابُ الشُّرُوطِ
শতাবলী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كتابُ الشروطِ

অধ্যায় ৪ : শার্তাবলী

١٦٨٧. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحُكَمِ وَالْمُبَايَعَةِ

১৬৮৭. পরিষেদ : ইসলাম গ্রহণ, আহকাম ও ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত জারিয়ে

٢٥٣٠ حدثنا يحيى بن بكيير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمشور بن مخرمة رضى الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله ﷺ قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيها اشتراط سهيل بن عمرو على النبي ﷺ أنه لا يأتيك أحد وان كان على دينك الا ردته علينا وخلت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتنعوا منه، وأبى سهيل الا ذلك فكاتب النبي ﷺ على ذلك فرد يومئذ أبا جندل الى أبيه سهيل بن عمرو ولم ياتيه أحد من الرجال الا ردته في تلك المدة وان كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج الى رسول الله ﷺ يومئذ وهي عاتق ف جاء اهلها يسألون النبي ﷺ أن يرجعها اليهم فلم يرجعها اليهم لما انزل الله عز وجل فيهن : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بيمانيهن

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ إِلَيْهِ قَالَ عُرْوَةُ
فَأَخْبَرَتِنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذَا الْآيَةِ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ إِلَى غَفُورٍ رَّحِيمٍ، قَالَ
عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَأَ بِهَذَا الشَّرْطَ مَنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
قَدْ بَأَيَّعْتُكَ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدْ أُمْرَأٍ قَطُّ فِي
الْمُبَايِعَةِ مَا بَأَيَّعْهُنَّ إِلَّا بِقُولِهِ

২৫৩০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র).....মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেন, সেদিন (সুলহে হৃদায়বিয়ার দিন) সুহাইল ইবন আমর যখন সঙ্গিপত্র লিখলেন তখন সুহাইল ইবন আমর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি একপ শর্ত আরোপ করল যে, আমাদের কেউ আপনার কাছে আসলে সে আপনার দীন প্রহণ করা সত্ত্বেও আপনি তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। আর আমাদের ও তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। মুমিনরা এটা অপছন্দ করলেন এবং এতে তুক্ষ হলেন। সুহাইল এটা ছাড়া সংক্ষ করতে অস্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-সে শর্ত মেনেই সঙ্গিপত্র সেখালেন। সেদিন তিনি আবু জানদাল (রা)-কে তার পিতা সুহাইল ইবন আমরের কাছে ফেরত দিলেন এবং সে চুক্তির মেয়াদের কালে পুরুষদের মধ্যে যেই এসেছিলো মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে ফেরত দিলেন। মুমিন মহিলাগণও হিজরত করে আসলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উষ্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবন আবু মুয়ায়ত (রা) ছিলেন। তিনি ছিলেন যুবতী। তাঁর পরিজন একা তাঁকে তাদের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে দাবী জানালো। কিন্তু তাঁকে তিনি তাদের কাছে ফেরত দিলেন না। কেননা, সেই মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নায়িল করেছিলেনঃ মুমিন মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তাদের তোমরা পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না যাইহেনَ الَّذِينَ
(৬০ : ১০)। উরওয়া (রা) বলেন, আয়িশা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ-এই আয়াতের ভিত্তিতেই তাদের পরীক্ষা করে দেখতেন। উরওয়া (রা) বলেন, আয়িশা (রা) বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা এই শর্তে সম্ভত হতো তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু একথা বলতেন, ‘আমি তোমাকে বায়আত করলাম। আল্লাহর কসম! বায়আত প্রাপ্তে তাঁর হাত কখনো কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের শুধু (মুখের) কথার মাধ্যমে বায়আত করেছেন।

২৫৩১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ
جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَأَيَّعَتُ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَرَطَ عَلَىٰ وَالنُّصْحِ
لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৫৩১ আবু নুআইম (র)..... যিয়াদ ইবন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জারীর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি কল্যাণ কামনার শর্ত আরোপ করলেন।

২৫৩২ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ أَسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَأَيْمَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৫৩৩ মুসাদ্দাদ (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেছি, সালাত কায়েম করার, যাকাত প্রদান করার এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার ব্যাপারে।

১৬৮৮. بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتْ

১৬৮৮. পরিচ্ছেদ : তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা

২৫৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَوْنَاتُ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتْ فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُبَتَّاعُ

২৫৩৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করলে বিক্রেতা তার ফল পাবে, অবশ্য ক্রেতা শর্তারোপ করলে ভিন্ন কথা অর্থাৎ সে পাবে।

১৬৮৯. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

১৬৮৯. পরিচ্ছেদ : বিক্রয়ে শর্তারোপ করা

২৫৩৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةَ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبْوَا، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبْ

عَلَيْكَ فَلَتَفَعِلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلَأُوكُ ، فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ابْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

[২৫৩৪] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, বারীরা (রা) একবার তাঁর কাছে এসে তার চুক্তি পত্রের (অর্থ আদায়ের) ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন পর্যন্ত সে চুক্তির অর্থ কিছুই আদায় করেনি। আয়িশা (রা) তাকে বললেন, ‘তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা যদি ইহা পছন্দ করে যে, আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার চুক্তিপত্রের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব, আর তোমার ওয়ালা আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তাই করব।’ বারীরা (রা) তার মালিককে সে কথা জানালে তারা অঙ্গীকার করল এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে দিয়ে সাওয়াব হাসিল করতে চান তবে করুন, তোমার ওয়ালা কিছু আমাদেরই থাকবে। আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে কথা জানালে তিনি তাঁকে বললেন, ‘তুমি তাকে খরীদ কর এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা সে-ই পাবে যে আযাদ করবে।’

١٦٩. بَابُ إِذَا اشْرَطَ الْبَائِعُ ظَهَرَ الدَّائِبَةُ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

১৬৯০. পরিচ্ছেদ ৪: নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাওয়ার শর্তে পত বিক্রি করা জারিয়

[২৫৩৫] حَدَثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ حَدَثَنَا زَكَرِيَّاً قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَصَرَبَهُ فَدَعَاهُ فَسَارَ بِسَيِّرِ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنَيْهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ، ثُمَّ قَالَ بِعْنَيْهِ بِوَقِيَّةٍ فَبَعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمَلَانَهُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقْدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى اثْرِيِّ ثُمَّ قَالَ مَا كُثُنْتُ لِأَخْذِ جَمَلَكَ فَخَذَ جَمَلَكَ ذَالِكَ فَهُوَ مَالُكَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ أَفَقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ظَهَرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ اشْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ فَبَعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهَرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ ، وَقَالَ عَطَاءُ وَغَيْرُهُ وَلَكَ ظَهَرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهَرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهَرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُو الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرٍ أَفَقَرَنَاكَ ظَهَرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ

تَبَلَّغَ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَابْنُ اسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ أَشْتَرَاهُ النَّبِيُّ مُصَدَّقٌ بِوَقِيَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجَ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذَتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرٍ وَهَذَا يَكُونُ أَوْقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعِشْرَةِ دَرَاهِمٍ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ النِّسْمَانَ مُغَيْرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبْو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَوْقِيَّةً ذَهَبٌ ، وَقَالَ أَبُو اسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمَا تَشَاءَ دِرَهْمٌ ، وَقَالَ دَاؤُدُّ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَقْسُمٍ عَنْ جَابِرٍ أَشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ أَحْسَبَهُ قَالَ بِأَرْبَعَ أَوَّاقٍ وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ أَشْتَرَاهُ بِعَشْرِيْنَ دِينَارًا وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْتِرِاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي

২৫৩৫ আবু নুআইম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক উটের উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করছিলেন, সেটি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং উটটিকে (চলার জন্য) আঘাত করে সেটির জন্য দুআ করলেন। ফলে উটটি এত দ্রুত চলতে শাগলো যে, কখনো তেমন দ্রুত চলেনি। তারপর তিনি বললেন, ‘এক উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার কাছে বিক্রি কর।’ আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ‘এটি আমার কাছে এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর।’ তখন আমি সেটি বিক্রি করলাম। কিন্তু আমার স্বজনের কাছে পৌছা পর্যন্ত সওয়ার হওয়ার অধিকার রেখে দিলাম। তারপর উট নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য দিলেন। তারপর আমি চলে গেলাম। তখন আমার পেছনে সোক পাঠালেন। পরে বললেন, ‘তোমার উট নেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। তোমার এ উট তুমি নিয়ে যাও এটি তোমারই মাল।’ শু'বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটটির পেছনে মদীনা পর্যন্ত আমাকে সওয়ার হতে দিলেন। ইসহাক (র) জারীর (র) সূত্রে মুগীরা (র) থেকে বর্ণনা করেন, আমি সেটি এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, ‘মদীনায় পৌছা পর্যন্ত তার পিঠে সওয়ার হওয়ার অধিকার আমার থাকবে।’ আতা (র) প্রযুক্ত বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন) মদীনা পর্যন্ত তোমার তাতে সওয়ার হওয়ার অধিকার থাকবে। ইব্ন মুনকাদির (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হওয়ার শর্ত করেছেন। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমার প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে পারবে। আবু যুবাইর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাকে মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে দিলাম। আমাশ (র) সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এর উপর সওয়ার হয়ে তুমি পরিজনের কাছে পৌছবে। উবাইদুল্লাহ ও ইব্ন ইসহাক (র) ওয়াহাব (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এক উকিয়ার বিনিময়ে সেটি

খরীদ করেছিলেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে যায়ন ইবন আসলাম (র) ওয়াহাব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। ইবন জুরাইজ (র) আতা (র) প্রমুখ সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,) আমি এটাকে ঢার দীনারের বিনিময়ে নিলাম। দশ দিরহামে এক দীনার হিসাবে তাতে এক উকিয়াই হয়। মুগীরা (র) শাবী (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে এবং ইবন মুনকাদির ও আবু যুবাইর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় মূল্য উল্লেখ করেননি। আমাশ (র) সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় এক উকিয়া স্বর্ণ উল্লেখ করেছেন। সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে আবু ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে দু'শ দিরহামের বিনিময়ে। উবাইদুল্লাহ ইবন মিকসাম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে দাউদ ইবন কায়স (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সেটি তাবুকের পথে খরীদ করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে। আবু নায়রা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সেটি বিশ দীনারে খরীদ করেছেন। তবে শাবী (র) কর্তৃক বর্ণিত, এক উকিয়াই অধিক বর্ণিত। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, (রিওয়ায়াতে বিভিন্ন রকমের হলেও) শর্ত আরোপ কৃত রিওয়ায়েতই অধিক সূত্রে বর্ণিত এবং আমার মতে এটাই অধিক সহীহ।

١٦٩١. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَايَلَةِ

১৬৯১. পরিচ্ছেদ ৪ বর্গাচাষ ইত্যাদির বিষয়ে শর্তাবলী

٢٥٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَاتَلَ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْسِمْ بَيْتَنَا
وَبَيْنَ أَخْوَانَنَا النُّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالَ تَكْفُونَا الْمُؤْنَةُ وَنُشَرِّكُمْ فِي الثِّمَرَةِ
قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا

২৫৩৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ নবী ﷺ-কে বললেন, ‘আমাদের ও আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে খেজুর গাছ ভাগ করে দিন।’ তিনি বললেন, না। তখন তাঁরা বললেন, ‘তোমরা আমাদের শ্রমে সাহায্য করবে আর তোমাদের আমরা ফলের অংশ দিব।’ তারা (মুহাজিরগণ (রা)) বললেন, ‘আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।’

২৫৩৭ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطُي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا
وَيَزْعُوْهَا وَلَهُمْ شَطَرٌ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

২৫৩৮ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার (-এর ভূমি) ইয়াহুদীদেরকে দিলেন এ শর্তে যে, তারা তাতে কাজ করবে এবং তাতে ফসল ফলাবে, তাতে যা উৎপন্ন হবে তারা তার অর্দেক পাবে।

١٦٩٢ . بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ أَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا أَشْتَرَطْتَ وَقَالَ الْمُشْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوْقَنِي لِي

১৬৯২ পরিচ্ছেদ : বিবাহ বকলের সময় মাহরের ব্যাপারে শর্তাবলী। উমর (রা)..... বলেন, দাবী দাওয়া নির্ধারণ শর্তাবলীপের সময়। আর তুমি যে শর্ত করেছ, তাই তোমার প্রাপ্তি। মিসওয়ার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তার এক জামাতার কথা বলতে শনেছি, তিনি তাঁর জামাতা হিসেবে তাঁর ভূমসী প্রশংসা করলেন। বললেন, সে আমার সঙ্গে যে কথা বলেছে তা সত্য বলে প্রমাণ করেছে। আর আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে তা পূরণ করেছে

٢٥٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفَوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلُتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

২৫৩৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শর্তাবলীর মধ্যে যা পূরণ করার অধিক দাবী রাখে তা হল সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ।

١٦٩٣ . بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

১৬৯৩. পরিচ্ছেদ : চাষাবাদের শর্তাবলী

٢٥٣٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنَظَلَةَ الزُّرَقَى قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنُ خَدِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارَ حَقَّلَافَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ فَرَبِّمَا أَخْرَجْتَ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهِيْنَا عَنْ ذَالِكَ وَلَمْ نُنْهِنَا عَنِ الْوَرَقِ

২৫৩৯ মালিক ইবন ইসমাইল (র)..... রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে আমরা অধিক শষ্য ক্ষেত্রে মালিক ছিলাম। তাই আমরা ক্ষেত্রে বর্ণ দিতাম। কখনো এ অংশে ফসল হতো, আর ঐ অংশে ফসল হতো না। তখন আমাদের তা করতে নিষেধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু অর্ধের বিনিময়ে চাষ করতে দিতে নিষেধ করা হয়নি।

١٦٩٤. بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

১৬৯৪. পরিচ্ছেদ ৪: বিয়েতে যে সব শর্ত বৈধ নয়

٢٥٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجِشُوا وَلَا يَزِيدُنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيَ إِنَاءَهَا

২৫৪০ مুসাদাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় করবে না। আর তোমরা (দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) দালালী করবে না। কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের উপরে দাম না বাড়ায় এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের (বিয়ের) প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের চেষ্টা না করে, যেন তার পাত্রের অধিকারী হয়ে যায়।

١٦٩٥. بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحْلُ فِي الْمُدُودِ

১৬৯৫. পরিচ্ছেদ ৪: দণ্ডবিধানে যে সব শর্ত বৈধ নয়

٢٥٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهَنْيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْدُدْكَ اللَّهُ أَلْقَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصِيمُ الْأَخْرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَإِنَّمَا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قُلْ قَالَ إِنَّ أَبْنِي كَانَ عَسِيَّفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِأَمْرَاتِهِ وَأَنَّى أَخْبَرَتُ أَنَّ عَلَى أَبْنِي الرَّجْمَ فَأَفَتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَاءَ شَاءَ وَوَلَيْدَةً فَسَأَلَتْ أَهْلَ الْعِلْمَ فَأَخْبَرَوْنِي أَنَّمَا عَلَى أَبْنِي مائَةُ جَلَدَةٍ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيَّدَةُ وَالْفَنَمُ رَدَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنِكَ جَلَدَ

مَائَةٌ وَتَغْرِيبُ عَامٍ أَغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا
قَالَ فَقَدَا عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ فَأَمْرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَمَهَا

[২৫৪] কুতাইবা ইবন সাউদ (র)..... আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আমার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফয়সালা করুন।' তখন তার প্রতিপক্ষ, যে তার তুলনায় সমবাদার সে বলল, 'হ্যাঁ, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করুন এবং আমাকে (ঘটনাটি খুলে বলার) অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'বল।' সে বলল, আমার ছেলে এর কাছে মজুর ছিলো। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আমাকে বলা হয়েছে যে, আমার ছেলের উপর রাজম প্রযোজ্য। তখন আমি তাকে (ছেলেকে) একশ' বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। পরে আমি আলিমদের জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হল একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। আর স্ত্রীর দণ্ড রাজম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। বাঁদী এবং একশ' বকরী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে। আর তোমার ছেলের দণ্ড একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। হে উনায়স। আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রাজম করবে। (রাবী বলেন) উনায়স (রা) পরদিন সকালে সে স্ত্রীলোকের কাছে গেলেন। সে যিনার অপরাধ স্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তাকে রাজম করা হল।

١٦٩٦ . بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتِبِ إِذَا رَضَى بِالْبَيْعِ عَلَىٰ أَنْ يُعْتَقَ

১৬৯৬ পরিচ্ছেদ ৪ : মৃত্যি দেওয়া হবে এ শর্তে মুকাতাৰ বিক্রিত হতে রাখী হলে তার জন্য কি কি শর্ত জায়িয়

[২৫৪] حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَىٰ بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرَيْنِي فَإِنَّ أَهْلِي يَبْيَعُونِي فَأَعْتَقِينِي قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لَا يَبْيَعُونِي حَتَّىٰ يَشْتَرِطُوا وَلَاءً قَالَتْ لَا حَاجَةٌ لِي فِيهِ كَفَىٰ سَمْعًا ذَالِكَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بِلَفْهٍ فَقَالَ مَا شَاءَ بَرِيرَةَ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا فَأَعْتَقِيْهَا وَلَيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا قَالَتْ فَاشْتَرِيْهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطْتُ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِّي أَشْتَرَطْتُ مِائَةَ شَرَطٍ

২৫৪২ খালাদ ইবন ইয়াহিয়া (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন. মুকাতাবা অবস্থায় বারীরা আমার কাছে এসে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে খরীদ করুন। কারণ আমার মালিক আমাকে বিক্রি করে ফেলবে। তারপর আমাকে আযাদ করে দিন। তিনি বললেন, ‘বেশ, বারীরা বলল, ‘ওয়ালার অধিকার মালিকের থাকবে- এ শর্ত না রেখে তারা আমাকে বিক্রি করবে না।’ তিনি বললেন, তবে তোমাকে দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই। পরে নবী ﷺ তা শুনলেন। কিংবা (রাবীর বর্ণনা) তাঁর কাছে সে সংবাদ পৌছল। তখন তিনি বললেন, বারীরার ব্যাপার কী? এবং বললেন, তাকে খরীদ কর। তারপর তাকে আযাদ করে দাও। তারা যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করুক। আয়িশা (রা) বলেন, তারপর আমি তাকে খরীদ করলাম এবং আযাদ করে দিলাম। তার মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করবে, তারা শর্ত শর্ত আরোপ করলেও।

١٦٩٧ . بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاقِ وَ قَالَ أَبْنُ الْمُسَيْبِ وَ الْحَسَنَ وَ عَطَاءً إِنْ بَدَا
بِالْطَّلاقِ أَوْ أَخْرَى فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ

১৬৯৭ পরিচ্ছেদ ৪ তালাকের ব্যাপারে শর্তাবলী। ইবন মুসাইয়িব, হাসান ও আতা (র) বলেন, তালাক প্রথমে বলুক বা শেষে বলুক, তা শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য

٢٥٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ
حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِ
وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرَ لِلأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أَخْتِهَا ، وَأَنْ
يَسْتَأْمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ + تَابِعَهُ
مُعاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شَعْبَةَ وَقَالَ غُنْدُرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ نُهَيٌّ وَقَالَ أَدْمُ
نُهَيَّا وَقَالَ النُّضْرُ وَحَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نُهَيٌّ

২৫৪৩ মুহাম্মদ ইবন আরআরা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলা থেকে মাল খরীদ করতে নিষেধ করেছেন। আর বেদুইনের পক্ষ হয়ে মুহাজিরদের বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (অপর স্ত্রীলোকের) তালাকের শর্তারোপ না করে আর কোন লোক যেন তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে এবং নিষেধ করেছেন দালালী করতে, (মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) এবং স্তন্যে দুধ জমা করতে (ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে)। মুআম ও আবদুস সামাদ (র) শ'বা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন আরআরা (র)-এর অনুসরণ করেছেন। গুন্দার ও আবদুর রহমান (র) নেই (র) বলেছেন এবং আদম (র) বলেছেন, নেই। আর নায়র ও হাজ্জাজ ইবন মিনহাল বলেছেন।

١٦٩٨. بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

১৬৯৮. পরিষেদ : শোকদের সাথে মৌখিক শর্তাবলী

٢٥٤٤ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْحٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى ابْنِ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ أَنَا لَعْنَدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَثَنِي أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنِّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا كَانَتِ الْأُولَى نَسِيَانًا وَالْوُسْطَى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيَتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، فَأَنْتَ طَلَقاً حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقْتَلَهُ فَأَنْتَ طَلَقاً فَوْجَدَاهُ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَرَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ

٢৫৪৪ ইবনাহীম ইবন মুসা (রা)..... উবাই ইবন কাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাসূল মুসা (আ) বলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। (এ প্রসঙ্গে খিয়র (আ)-এর এ উক্তিটি উল্লেখ করেন যা তিনি মুসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন), আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না? (মুসা (আ)-এর আপত্তি) প্রথমটি ছিল ভুলবশত, দ্বিতীয়টি শর্ত স্বরূপ, তৃতীয়টি ইচ্ছাকৃত। মুসা (আ) বললেন, আপনি আমার তুলের কারণে আমার দোষ ধরবেন না এবং আমার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। তাঁরা উভয়ে এক বালকের সাক্ষাত পেলেন এবং খিয়র (আ) তাকে হত্যা করলেন। তাঁরপর তাঁরা উভয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছু দূর এগিয়ে তাঁরা পতনোদ্ধৃত একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খিয়র (আ) প্রাচীরটি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইবন আব্বাস (রা) আয়াতের স্থলে এর পড়েছেন।

١٦٩٩. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ

১৬৯৯. পরিষেদ : ‘ওয়ালা’-এর অধিকার শর্ত আবলী

٢٥٤٥ حَدَثَنَا أَشْمَاءُ عَيْلُ حَدَثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَنِي بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أَوْ أَقِيرْ فِي كُلِّ

عَامٌ أُوْقِيَّةٌ فَأَعْيَنَبِنِي فَقَالَتْ أَنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعْدُهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي ، فَعَلَّتْ ، فَذَهَبَتْ بِرَيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَابْوُ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عَنْهُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ أَنِي قَدْ عَرَضْتُ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ فَابْوَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ حُذِيفَةَ وَاشْتَرطَ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَشْتَرَطَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شُرُوطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مَائِةً شَرَطٍ قَضَاهُ اللَّهُ أَحَقُّ وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْتَقَ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২৫৪৫ ইসমাইল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিকের সঙ্গে নয় উকিয়ার বিনিময়ে আমাকে আযাদ করার এক চুক্তি করেছি। প্রতি বছর এক উকিয়া করে পরিশোধ করতে হবে। তাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আয়িশা (রা) বললেন, তারা যদি এ শর্তে রায় হয় যে, আমি তাদের সমস্ত প্রাপ্য এক সাথে দিয়ে দিই এবং তোমার ওয়ালা আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তা করব। বারীরা তার মালিকের কাছে গিয়ে তাদের একথা বলল; কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল। তারপর বারীরা তাদের কাছ থেকে ফিরে এল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। বারীরা বলল, আমি তাদের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করেছি, ওয়ালার অধিকার তাদের জন্য না হলে, এতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। নবী ﷺ শুনলেন এবং আয়িশা (রা)-ও তাঁকে অবহিত করলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি বারীরাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার অধিকারের শর্ত মেনে নাও। কেননা ওয়ালা অধিকার তো তারই যে আযাদ করবে। আয়িশা (রা) তাই করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করে বললেন, ‘লোকদের কি হল যে, তারা এমন সব শর্তরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই! আল্লাহর কিতাবের বহির্ভূত যে কোন শর্ত বাতিল, যদিও শত শর্ত আরোপ করা হয়। আল্লাহর ফয়সালা যথার্থ ও তাঁর শর্ত সুদৃঢ়। ওয়ালা তো তারই যে আযাদ করে।’

١٧٠. بَأْبَ أَذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارِعَةِ أَذَا شَيْتُ أَخْرَجْتُكَ

১৭০০. পরিচ্ছেদ ৪: বর্গাচামের ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ করা যে, যখন ইচ্ছা আমি তোমাকে বের করে দিব

২৫৪৬ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكَنَانِيَّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَدَعَ أَهْلَ

خَيْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ عُمَرٌ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُرِثُكُمْ مَا أَفْرَكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعَدَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيلِ فَقُدِعْتُ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ هُمْ عَدُونَا وَتَهْمَمْنَا وَقَدْ رَأَيْتُ اجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَالِكَ أَتَاهُ أَحَدٌ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقْرَنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَعَامَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَالِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَّتِي أَنِّي نَسِيَتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُوْكَ قَلْوَصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هَذِهِ هُزِيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَاجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةً مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ التَّمَرِ مَالًا وَأَبْلًا وَعَرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَالِكَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْسِبَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اخْتَصَرَهُ

২৫৪৬ আবু আহমদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খায়বারবাসীরা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর হাত পা ভেঙ্গে দিল, তখন উমর (রা) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে তাদের বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে চুক্তি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা যতদিন তোমাদের রাখেন, ততদিন আমরাও তোমাদের রাখব। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তাঁর নিজ সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য খায়বার গমন করলে এক রাতে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয় এবং তাঁর দু'টি হাত পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সেখানে ইয়াহুদীরা ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। তারাই আমাদের দুশ্মন। তাদের উপর আমাদের সন্দেহ। অতএব আমি তাদের নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উমর (রা) যখন এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করলেন, তখন আবু হুকায়ক গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘হে আমীরুল মু’মিনীন, আপনি কি আমাদের খায়বার থেকে বহিষ্কার করবেন? অথচ মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে এখনে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। আর উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে আমাদের সাথে বর্গাচাষের ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের এ শর্তে দেন।’ উমর (রা) বললেন, ‘তুমি কি মনে করেছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সে উক্তি ভুলে গিয়েছি, তোমার কি অবস্থা হবে, যখন তোমাকে খায়বার থেকে বের করে দেয়া হবে এবং তোমার উটগুলো রাতের পর রাত তোমাকে নিয়ে ছুটবে।’ সে বলল, ‘এ উক্তি তো আবুল কাসিম এর পক্ষ থেকে বিদ্যুপ স্বরূপ ছিল।’ উমর (রা) বললেন, ‘হে আল্লাহর দুশ্মন! তুমি মিথ্যা বলছ।’ তারপর উমর

(ৱা) তাদের নির্বাসিত করেন এবং তাদের ফসলাদি, মালপত্র, উট, সাগাম রশি ইত্যাদি সামগ্রীর মূল্য দিয়ে দেন। রিওয়ায়াতটি হাম্মাদ ইবন সালামা (র)..... উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন।

١٧٠١. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالحةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

১৭০১. পরিচ্ছেদ ৪ যুক্তরাত কাফিরদের সাথে জিহাদ ও সক্রিয় ব্যাপারে শর্তাবলী এবং লোকদের সাথে কৃত মৌখিক শর্ত লিপিবদ্ধ করা

٢٥٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيرٍ عَنِ الْمَسْوُرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَدِيثٌ صَاحِبِهِ قَالَ أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمْنَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الْطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْفَغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلَيْعَةً فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَبِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتْرَةِ الْجَيْشِ فَأَنْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِثْمَاهَا بِرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَالْحَتْ ، فَقَالُوا خَلَاتُ الْقَصْوَاءِ خَلَاتُ الْقَصْوَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَاتُ الْقَصْوَاءِ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنَّ حَبْسَهَا حَابِسُ الْفَيْلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفَسَيْ بِيَدِهِ لَا يَشْتَلُونِي خُطْةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتَ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ أَيَاها ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصِي الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَمَدْ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرَّضًا ، فَلَمْ يُلْبِثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِّيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَطَشُ ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كَنَاتَهُ ثُمَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرَّيْ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ ،

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَالِكَ اذْ جَاءَ بُدْيَلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةً نُصْحَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تَهَامَةَ، فَقَالَ أَنَّى تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَىٰ وَعَامِرَ بْنَ لُوَىٰ نَزَلُوا أَعْدَادًا مِنْ يَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْعُودُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا لَمْ نَجِيْ لِقتَالِ أَحَدٍ وَلَكُنَّا جَئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَأَنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكْتُهُمُ الْحَرْبُ وَأَضْرَتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَّتْهُمْ مُدَّةً وَيُخْلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرُهُمْ، فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَأَلَا فَقَدْ جَمُوا وَأَنَّهُمْ أَبْوَا فَوَالَّذِي نَفَسَى بِيَدِهِ لَا قَاتَلَنَاهُمْ عَلَى أَمْرِيْ هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِيْ، وَلَيُنْفَدِنَ اللَّهُ أَمْرَهُ فَقَالَ بُدْيَلٌ سَابِلَغُهُمْ مَا تَقُولُ، قَالَ فَأَشْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا، قَالَ أَنَا قَدْ جَئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَنَا قَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ذُوُ الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَثَتْهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ عُرُوهَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَيُّ قَوْمٍ أَلْسُتُ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوْ لَشْتُمُ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَهْمُونِي قَالُوا لَا قَالَ أَلْسُتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عَكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَحُوا عَلَى جِئْتُكُمْ بِأَهْلِيِّ وَوَلَدِيِّ وَمَنْ أَطَاعْنِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةً رُشِدًا قَبَلُوهَا وَدَعْوَنِي أَتِيَهُ قَالُوا أَتَتْهُ فَاتَّاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرُوهَةُ عَنْدَ ذَلِكَ أَيُّ مُحَمَّدٌ أَرَأَيْتَ أَنْ اسْتَأْصِلَتْ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَكَ، وَأَنْ تَكُنِ الْآخَرُى، فَإِنَّى وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهَهَا، وَإِنَّى لَأَرَى أَشْوَابَهَا مِنْ

النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَغْرُوَا وَيَدْعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَمْصَحُ بَظْرِ الْأَلَاتِ
 أَنَّهُنْ نَفَرُ عَنْهُ وَنَدْعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرٍ أَمَا وَالَّذِي نَفَسَتِي بِيَدِهِ
 لَوْلَا يَدُ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجِزَكُ بِهَا لَأَجْبَتُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ
 فَكُلُّمَا كَلَمَهُ أَخَذَ بِلَحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ
 وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمَغْفِرُ فَكُلُّمَا أَهْوَى عُرْوَةَ بِيَدِهِ إِلَى لَحْيَةِ النَّبِيِّ
 ضَرَبَ يَدَهُ بِنَطْلَعِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أَخْرِيَدَكَ عَنْ لَحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَرَفَعَ عُرْوَةَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ أَيُّ غَدْرٌ
 الْأَشْتُ أَشْغَى فِي غَدَرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَاحِبُ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
 فَقَتَلُوكُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاسْلَمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا الْإِسْلَامَ فَاقْبِلُ
 وَأَمَا الْمَالَ فَلَمَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ أَنْ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْثِمُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ
 ﷺ بِعِينَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنْخَمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي
 كَفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَلَدَهُ وَإِذَا أَمْرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا
 تَوَضَّأُ كَادُوا يَقْتَتَلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْهُ
 وَمَا يُحَدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ ، فَرَجَعَ عُرْوَةَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّ
 قَوْمٌ وَاللَّهِ وَفَدَتْ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَوَفَدَتْ عَلَى قَيْصَرَ وَكَسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ
 وَاللَّهِ أَنْ رَأَيْتُ مَلَكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ
 مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ أَنْ تَنْخَمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا
 وَجْهَهُ وَجَلَدَهُ وَإِذَا أَمْرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأُ كَادُوا يَقْتَتَلُونَ عَلَى
 وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْهُ وَمَا يُحَدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ
 تَعْظِيْمًا لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ
 مِنْ بَنِيِّ كِنَانَةَ دَعَوْنِي أُتِيهِ فَقَالُوا أَتِيهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

وأصحابه قال رسول الله ﷺ هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فأباعثوها له فبعثت وأسبقها الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينفع لهم أداء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلد وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني أتيه فقالوا أتيه فلما أشرف عليهم قال النبي ﷺ هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي ﷺ فيبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمرا فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي ﷺ قد سهل لكم من أمركم قال معمرا قال الزهرى فى حدثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات أكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعنا النبي ﷺ الكاتب فقال النبي ﷺ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سَهِيلٌ : أَمَا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنَّ أَكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَهِيلٌ : وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا صَدَدْنَا عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنَّ أَكْتُبْ مُحَمَّدًا بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللهِ أَنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبُتُمُونِي أَكْتُبْ مُحَمَّدًا بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ الزهرى وَذَالِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَشَالُونِي خُطْةً يُعْظِمُونَ فِيهَا حُرُّماتِ اللهِ الْأَعْطَيْتُهُمْ إِيَاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَنْ تُخْلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطَوْفُ بِهِ ، فَقَالَ سَهِيلٌ وَاللهِ لَا تَتَحدَّثُ الْعَربُ أَنَا أَخْذُنَا ضُغْطَةً وَلَكِنَ ذَالِكَ مِنَ الْعَامِ الْمَقْبِلِ فَكَتَبَ سَهِيلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَ رَجُلٍ

وَأَنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ الْأَرَدَتُهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اذْدَخَلَ أَبُو جَنَدَلِ بْنَ سَهِيلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قَيْوَدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَشْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سَهِيلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوْلُ مَا أَقْاضِيَكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ، قَالَ فَوَاللَّهِ إِذَا لَمْ أَصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبْدَأْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاجْزَهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزٍ ذَالِكَ قَالَ بَلِي فَأَفْعَلَ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مُكْرَرٌ بَلْ قَدْ أَجْزَنَاهُ لَكَ قَالَ أَبُو جَنَدَلِ إِنِّي مَعْشَرُ الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَئْتُ مُسْلِمًا أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذْبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَلَّتُ الْأَسْتَنَاتُ نَبِيُّ اللَّهِ حَقًا قَالَ بَلِي قُلْتُ الْأَسْنَانَ عَلَى الْحَقِّ وَعَدْوُنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلِي قُلْتُ فَلِمْ نُعْطِي الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَا قَالَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيَهُ وَهُوَ نَاصِرِي قُلْتُ أَوْ لَيْسَ كُثُنَتْ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتَيْنَ الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلِي فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَاتَيْهُ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ أَتَيْهُ وَمُطْوَفُ بِهِ ، قَالَ فَاتَّيْتُ أَبَا بَكْرَ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ حَقًا قَالَ بَلِي قُلْتُ الْأَسْنَانَ عَلَى الْحَقِّ وَعَدْوُنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلِي قُلْتُ فَلِمْ نُعْطِي الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ يَقْصِرُ رَبُّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللَّهِ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتَيْنَ الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلِي فَأَخْبَرْكَ أَنَّكَ تَاتَيْهُ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ أَتَيْهِ وَمُطْوَفُ بِهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَمْرُ فَعَمِلْتُ لِذَالِكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا

فَانْحَرُوا ثُمَّ اخْلَقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَالِكَ ثَلَاثَ مَرَأَاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدًا دَخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَالِكَ أَخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلْمَةً، حَتَّى تَنْحَرْ بَدْنَكَ، وَتَدْعُو حَالَقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَالِكَ نَحْرَ بَدْنَهُ وَدَعَا حَالَقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْ ذَالِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَخْلُقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُقْتَلُ بَعْضًا غَمَّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَتُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ حَتَّى يَلْغَ بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ، فَطَلَقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ أُمَّرَاتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشَّرِيكِ فَتَزَوَّجَ أَحَدَاهُمَا مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرِّجُلَيْنِ، فَخَرَجَابِهِ حَتَّى يَلْغَى ذَا الْحَلْيَفَةَ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرِّجُلَيْنِ وَاللَّهِ أَنِّي لَأَرَى سَيِّفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيْدًا فَأَشَتَّلَهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ أَنَّهُ لَجَيْدٌ لَقَدْ جَرَبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ رَأَهُ لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْبَرًا فَلَمَّا اثْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قُتْلَ وَاللَّهُ صَاحِبِي وَأَنِّي لَمْ قُتُّلُ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَاللَّهُ قَدْ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَلِ أُمِّهِ مِشْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَالِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيِّرُهُ إِلَيْهِمْ

فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلَ بْنَ سُهْيَلٍ فَلَاحَقَ بَابِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشَ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا حَقَ بَابِي بَصِيرٍ حَتَّىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَشْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا أَعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخْدُوا أَمْوَالَهُمْ فَارْسَلَتْ قُرَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ اللَّهُ وَالرَّجُمُ، لَمَّا أُرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ أَمِنٌ فَارْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ بَلَغَ حَمِيمَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتْ حَمِيمَتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقْرَرُوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقْرَرُوا بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرَىٰ قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغَ أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْ يَرْدُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَىٰ مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ، أَنْ عُرَ طَلَقَ امْرَأَتَيْنِ قُرَيْبَةَ بِثَتَ أَبِي أُمِيَّةَ وَبِثَتَ جَرْوَلَ الْخَزَاعِيَّ فَتَزَوَّجَ قُرَيْبَةَ مُعاوِيَةَ وَتَزَوَّجَ الْأُخْرَىٰ أَبُو جَهَّمٍ فَلَمَّا أَبْيَ الْكُفَّارُ أَنْ يُقْرَرُوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُشْلِمُونَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنْ فَاتَكُمْ شَئْ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَتُمُ وَالْعَقْبُ مَا يُوَدِّي الْمُشْلِمُونَ إِلَىٰ مَنْ هَاجَرَتْ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَامْرَأَ أَنْ يُعْطَىٰ مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ الَّذَئِنِ هَاجَرُوا وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمَهَاجِرَاتِ ارْتَدَتْ بَعْدَ أَيْمَانَهَا، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرَ بْنَ أَسِيدَ التَّقِيِّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

২৫৪৭। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত, তাদের উভয়ের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনার সমর্থন করে তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদায়বিয়ার সময় বের হলেন। যখন সাহাবীগণ রাস্তার এক জায়গায় এসে পৌছলেন, তখন নবী ﷺ বললেন, ‘খালিদ ইবন ওয়ালিদ কুরাইশদের অশ্বারোহী অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে গোমায়ম নামক স্থানে অবস্থান করছে। তোমরা ডান দিকে চল ’ আল্লাহর কসম! খালিদ মুসলমানদের উপস্থিতি টেরও পেলো না, এমনকি যখন তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাতে ধূলিরাশি দেখতে পেল, তখন সে কুরাইশদের সংবাদ দেওয়ার জন্য শোঁড়া দৌড়িয়ে চলে গেল। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হয়ে যখন সেই গিরিপথে পৌছলেন, যেখান থেকে মক্কার সোজা পথ চলে গিয়েছে, তখন নবী ﷺ-এর উটনী বসে পড়ল। লোকজন (তাকে উঠাবার জন্য) ‘হাল-হাল’ বলল, কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘কাসওয়া ক্লান্ত হয়নি এবং তা তার স্বভাবও নয় বরং তাকে তিনিই আটকিয়েছেন যিনি হাতি বাহিনীকে আটকিয়েছিলেন।’ তারপর তিনি বললেন, ‘সেই স্তুতির কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহর সম্মানিত বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোন বিষয়ের সম্মান প্রদর্শনার্থে কিছু চাইলে আমি তা পূরণ করব।’ এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে ধূমক দিলে সে উঠে দাঁড়াল। রাবী বলেন, নবী ﷺ তাদের পথ ত্যাগ করে হৃদায়বিয়ার শেষপ্রান্তে অল্প পানিবিশিষ্ট কৃপের কাছে অবতরণ করেন। লোকজন তা থেকে অল্প-অল্প পানি নিছিল। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন পানি শেষ করে ফেলল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোষ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং সে তীরটি সেই কৃপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর কসম, তখন পানি উপচে উঠতে শাগল, এমনকি সকলেই ত্ত্ব সহকারে তা থেকে পানি পান করলেন। এমন সময় বুদায়ল ইবন ওয়ারকা খুয়াঙ্গ তার খুয়াআ গোত্রের কিছু লোক নিয়ে এল। তারা তিহামাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক হিতাকাঙ্গী ছিল। বুদাইল বলল, আমি কাব ইবন লুওয়াই ও আমির ইবন লুওয়াইকে রেখে এসেছি। তারা হৃদায়বিয়ার প্রচুর পানির নিকট অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে শাবক সহ দুঃখবতী অনেক উষ্ট্রী। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও বায়তুল্লাহ যিয়ারতে বাধা প্রদান করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমি তো কারো সংগে যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং উমরা করতে এসেছি। যুদ্ধ নিঃসন্দেহে কুরাইশদের দুর্বল করে ফেলেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা যদি চায়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সঞ্চি করতে পারি আর তারা আমার ও কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নিবে। যদি আমি তাদের উপর জয়ী হই তাহলে অন্যান্য লোক ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও চাইলে তা করতে পারবে। আর না হয়, তারা এ সময়টুকুতে শাস্তিতে থাকবে। কিছু তারা যদি আমার প্রস্তাৱ অস্বীকার করে, তাহলে সেই স্তুতির কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান বিছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।’ বুদায়ল বলল, ‘আমি আপনার বক্তব্য তাদের কাছে পৌছিয়ে দিব।’ এরপর বুদায়ল কুরাইশদের কাছে এসে বলল, আমি সেই লোকটির (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছে কিছু কথা শুনে এসেছি। তোমরা যদি চাও, তাহলে তোমাদের তা শোনাতে পারি।’ তাদের মধ্যে নির্বোধ লোকেরা বলল, ‘তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না।’ কিন্তু তাদের বিবেকবান লোকেরা বলল, ‘তুমি তাঁকে যা বলতে শুনেছ; আমাদেরকে তা বল।’ তারপর বুদায়ল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছিলেন, সব তাদের শুনাল। তারপর উরওয়া ইবন মাসউদ উঠে

দাঢ়িয়ে বলল, ‘হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের পিতৃত্বল্য নই?’ তারা বলল, ‘হ্যা, নিচয়ই।’ উরওয়া বলল, ‘তোমরা কি আমার সন্তান তুল্য নও?’ তারা বলল, ‘হ্যা অবশ্যই।’ উরওয়া বলল, ‘আমার সন্তানের কি জান না যে, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য উকায়বাসীদের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং তারা আমাদের আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে আমি আমার আঙ্গীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি ও আমার অনুগতদের নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলাম। তারা বলল, হ্যা, জানি। উরওয়া বলল, এই লোকটি তোমাদের কাছে একটি ভাল প্রস্তাৱ পেশ করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও এবং আমাকে তার কাছে যেতে দাও। তারা বলল, আপনি তাঁর কাছে যান। তারপর উরওয়া নবী ﷺ-এর কাছে এল এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। নবী ﷺ তার সঙ্গে কথা বললেন, যেমনিভাবে বুদ্ধায়লের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। উরওয়া তখন বলল, হে মুহাম্মদ, আপনি কি চান যে, আপনার কওমকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন, আপনি কি আপনার পূর্বে আরববাসীদের এমন কারো কথা শুনেছেন যে, সে নিজ কওমের মূলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল? আর যদি অন্য রকম হয়, (তখন আপনার কি অবস্থা হবে?) আল্লাহর কসম! আমি কিছু চেহারা দেখছি এবং বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে পাইছি যাঁরা পালিয়ে যাবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে। তখন আবু বকর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি সাত দেবীর লজ্জাস্থান চেটে থাও। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব। উরওয়া বলল, সে কে? লোকজন বললেন, আবু বকর। উরওয়া বলল, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আমার উপর যদি আপনার ইহসান না ধাকত, যার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, তাহলে নিচয়ই আপনার কথার জবাব দিতাম। রাবী বললেন, উরওয়া পুনরায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঢ়িতে হাত দিত। তখন মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিয়রে দাঢ়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিল একটি তরবারী ও মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। উরওয়া যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঢ়ির দিকে তাঁর হাত বাড়াতো মুগীরা (রা) তাঁর তরবারীর হাতল দিয়ে তাঁর হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঢ়ি থেকে তোমার হাত হটাও। উরওয়া মাথা তুলে বলল, এ কে? লোকজন বললেন, মুগীরা ইব্ন শুবা। উরওয়া বলল, হে গান্দার! আমি কি তোমার গান্দারীর পরিণতি থেকে তোমাকে উদ্বারের চেষ্টা করিনি? মুগীরা (রা) জাহেলী যুগে কিছু লোকদের সাথে ছিলেন। একদিন তাদের হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমার ইসলাম মেনে নিলাম, কিন্তু যে মাল তুমি নিয়েছ, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর উরওয়া চোখের কোণ দিয়ে সাহাবীদের দিকে তাকাতে লাগল। সে বলল, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো থুথু ফেললে তা সাহাবীদের হাতে পড়তো এবং তা গায়ে মুখে মেঝে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোন আদেশ দিলে তা তাঁরা সংগে সংগে পালন করতেন। তিনি ওয়ু করলে তাঁর ওয়ুর পানির জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে প্রতিশেগিতা শুরু হত। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁরা নীরবে তা শনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণ তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। তারপর উরওয়া তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, হে আমার কওম, আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার (রোম) কিসরা (পারস্য) ও নাজাশী (আবিসিনিয়ার) স্বারাটের দরবারে দৃত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা বাদশাহকেই তাঁর অনুসারীদের ন্যায় এত সশ্রান্ত করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ

যদি পুঁথি ফেলেন, তখন তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সংগে সংগে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেঝে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে^{সঙ্গে} পালন করেন; তিনি ওয়ু করলে তাঁর ওয়ুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিচুপ হয়ে শুনেন। এমন কি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না। তিনি তোমাদের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও। তা শুনে কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও। লোকেরা বলল, যাও। সে যখন রাসূলুল্লাহ^স ও সাহাবীগণের কাছে এল তখন রাসূলুল্লাহ^স বললেন, এ হলো অমুক ব্যক্তি এবং এমন গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর পশ্চকে সম্মান করে থাকে। তোমরা তার কাছে কুরবানীর পশ্চ নিয়ে আস। তারপর তার কাছে তা নিয়ে আসা হলো এবং লোকজন তালিবিয়া পাঠ করতে করতে তার সামনে এলেন। তা দেখে লোকটি বলল, সুবহানাল্লাহ! এমন সব লোকদেরকে কা'বা যিয়ারত থেকে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। তারপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমি কুরবানীর পশ্চ দেখে এসেছি, সেগুলোকে কিলাদা পরানো হয়েছে ও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের কা'বা যিয়ারত বাধা প্রদান সঙ্গত মনে করি না। তখন তাদের মধ্য থেকে মিকরায় ইব্ন হাফস নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও। তারা বলল, তাঁর কাছে যাও। তারপর সে যখন মুসলিমদের নিকটবর্তী হল, নবী^স বললেন, এ হল মিকরায় আর সে দুই লোক। সে নবী^স-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সুহায়ল ইব্ন আম্র এল। মা'মার বলেন, ইকরিমা (র) সুন্দে আইয়ুব (র) আমাকে বলেছেন যে, যখন সুহায়ল এল তখন নবী^স বললেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল।' মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন যে, সুহায়ল ইব্ন আম্র এসে বলল, আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি। তারপর নবী^স একজন লেখককে ডাকলেন। এরপর নবী^স বললেন, (লিখ) ঐতে সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! রাহমান কে - ? আমরা তা জানি না, বরং পূর্বে আর্পনি যেমন লিখতেন, লিখুন **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** মুসলিমগণ বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)। তখন সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)। তখন নবী^স বললেন, লিখ, আল্লাহর কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)। তখন নবী^স বললেন, 'নিচয়ই আমি আল্লাহর রাসূল; কিন্তু তোমরা যদি আমাকে অধীকার কর তবে লিখ, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।' যুহরী (র) বলেন, এটি এজন্য যে, তিনি বলেছিলেন, তারা যদি আল্লাহর পরিদ্রব বস্তুগুলোর সম্মান করার কোন কথা দাবী করে তাহলে আমি তাদের সে দাবী মেনে নিব। তারপর নবী^স বললেন, এ চুক্তি কর যে, তারা আমাদের ও কা'বা শরীকের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকর্তার সৃষ্টি করবে না, যাতে আমরা (নির্বিঙ্গে) তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! আরববাসীরা যেন একথা বলার সুযোগ না পায় যে, এ প্রস্তাব প্রহণে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে। বরং আগামী বছর তা হতে পারে। তারপর লেখা হলো। সুহায়ল বলল, এ-ও লিখা হউক যে, আমাদের কোন লোক যদি আপনার কাছে চলে আসে এবং সে যদিও আপনার দীন গ্রহণ করে থাকে, তবুও তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ! যে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে? এমন সময় আবু জানদাল

ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আম্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেঢ়ী পরিহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। তিনি মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমদের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। সুহায়ল বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম কাজ হলো তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কখনো সংজ্ঞি করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেবল এ শোকটিকে আমার কাছে থাকার অনুমতি দাও। সে বলল, না, এ অনুমতি আমি দেব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি এটা কর। সে বলল, আমি তা করব না। মিকরায বলল, আমরা তাকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি দিলাম। আবু জানদাল (র) বলেন, হে মুসলিম সমাজ, আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি। আপনারা কি দেখছেন না, আমি কত কষ্ট পাচ্ছি। আল্লাহর রাস্তায় তাকে অনেক নির্যাতিত করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম এবং বললাম, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমরা কি হকের উপর নই আর আমাদের দুশ্মনরা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা হলে দীনের ব্যাপারে কেন আমরা এত হেয় হবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমি অবশ্যই রাসূল; অতএব আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না, অথচ তিনিই আমার সাহায্যকারী।’ আমি বললাম, আপনি কি আমাদের বলেন নাই যে, আমরা শীঘ্রই বায়তুল্লাহ যাব এবং তাওয়াক করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কি এবছরই আসার কথা বলেছি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই কা'বা গৃহে যাবে এবং তাওয়াক করবে। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আবু বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, ‘হে আবু বকর! তিনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন?’ আবু বকর (রা) বললেন, ‘অবশ্যই।’ আমি বললাম, আমরা কি সত্যের উপর নই এবং আমাদের দুশ্মনরা কি বাতিলের উপর নয়? আবু বকর (রা) বললেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তবে কেন এখন আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এত হীনতা স্বীকার করব? আবু বকর (রা) বললেন, ‘ওহে! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল। এবং তিনি তাঁর রবের নাফরমানী করতে পারেন না। তিনিই তাঁহার সাহায্যকারী। তুমি তাঁর অনুসরণকে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহর কসম! তিনি সত্যের উপর আছেন।’ আমি বললাম, তিনি কি বলেননি যে, আমরা অচিরেই বায়তুল্লাহ যাব এবং তার তাওয়াক করব? আবু বকর (রা) বললেন, অবশ্যই। কিন্তু তুমি এবারই যে যাবে একথা কি তিনি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। আবু বকর (রা) বললেন, ‘তবে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাবে এবং তার তাওয়াক করবে।’ যুহরী (র) বলেন যে, উমর (রা) বলেছেন, আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফ্ফারা হিসাবে) অনেক নেক আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সংক্ষিপ্ত শেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে বললেন, ‘তোমরা উঠ এবং কুরবানী কর ও মাথা কামিয়ে ফেল।’ রাবী বলেন, ‘আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার তা বলার পরও কেউ উঠলেন না।’ তাদের কাউকে উঠতে না দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপ্রে সালামা (রা)-এর কাছে এসে শোকদের এই আচরণের কথা বলেন। উপ্রে সালামা (রা) বললেন, ‘হে আল্লাহর নবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোন কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন।’ সেই অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোন কথা না বলে নিজের পশ্চ কুরবানী দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়ালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশ্চ কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হল যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের উপর পড়তে

দাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কয়েকজন মুসলিম মহিলা এলেন। তখন আল্লাহু তাআলা নাযিল করলেন ৪ يَأْيُهَا الْذِينَ أَمْنَى إِذَا جَاءُكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ । মুমিন মহিলারা তোমাদের কাছে হিজরত করে আসলে, কাফির নারীদের সাথে দাস্ত্য সম্পর্ক বজায় রেখে না। ৬০৪১০। সেদিন উমর (রা) দু'জন ঝীকে তালাক দিয়ে দিলেন, তারা ছিল মুশরিক থাকাকালে তাঁর ঝী। তাদের একজনকে মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইবন উমাইয়া বিয়ে করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় ফিরে আসলেন। তখন আবু বাসীর (রা) নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। মুক্তির কুরাইশেরা তাঁর তালাশে দু'জন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা পূর্ণ করুন)। তিনি তাঁকে ঐ দুই ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তারা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং মুল-ছলায়ফায় পৌছে অবতরণ করল আর তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে শাগল। আবু বাসীর (রা) তাদের একজনকে বললেন, আল্লাহুর কসম! হে অমুক, তোমার তরবারীটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে লোকটি তরবারীটি বের করে বলল, হ্যা, আল্লাহুর কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একাধিক বার তা পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর (রা) বললেন, তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই আমাকে তা দেখাও। তারপর লোকটি আবু বাসীরকে তলোয়ারটি দিল। আবু বাসীর (রা) সেটি ধারা তাঁকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদীনায় এসে পৌছল এবং দৌড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-তাঁকে দেখে বললেন, এই লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে। ইতিমধ্যে লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে পৌছে বলল, আল্লাহুর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, আমিও নিহত হতাম। এমন সময় আবু বাসীর (রা)-ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহু। আল্লাহুর কসম! আল্লাহু আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফেরত দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আল্লাহু আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, সর্বনাশ! এতো যুক্তের আগুন প্রচ্ছলিতকারী, কেউ যদি তাকে বিরত রাখত। আবু বাসীর (রা) যখন একথা শনলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, তাকে আবার তিনি কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন। রাবী বলেন, এ দিকে আবু জানদাল ইবন সুহায়ল কাফিরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবু বাসীরের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই ইসলাম গ্রহণ করতো, সে-ই আবু বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহুর কসম! তাঁরা যখনই শনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাবে, তখনই তাঁরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন আর তাদের হত্যা করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন। তখন কুরাইশেরা নবী ﷺ-এর নিকট লোক পাঠাল। আল্লাহু ও আল্লাহয়তার ওয়াসীলা দিয়ে আবেদন করল যে, আপনি আবু বাসীরের কাছে এর থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কেউ এলে সে নিরাপদ থাকবে (কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না)। তারপর নবী ﷺ তাদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন। এসময় আল্লাহু তাআলা নাযিল করেন ৪ حَمْدَةُ الْجَاهِلِينَ كَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ عَنْهُمْ । পর্যন্ত। অর্থ: তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত। তাদের থেকে বিরত রেখেছেন..... জাহেলী যুগের অহমিকা পর্যন্ত ৪৮ & ২৬। তাদের অহমিকা এই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহুর নবী বলে স্বীকার করেনি এবং بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ মেনে নেইনি; বরং বাযতুল্লাহু ও মুসলিমদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

করেছিল। উকাইল (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (র) বলেন যে, আমার কাছে আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম মহিলাদের পরীক্ষা করতেন এবং আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন, মুসলমানগণ যেন মুশরিক স্বামীদের সে সব খরচ আদায় করে দেয়, যা তারা তাদের হিজরতকারী স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে এবং মুসলিমদের নির্দেশ দেন যেন তারা কাফির স্ত্রীদের আটকিয়ে না রাখে। তখন উমর (রা) তাঁর দুই স্ত্রী কুরায়বা বিন্তে আবু উমায়া ও বিন্তে জারওয়াল খুয়ায়ীকে তালাক দিয়ে দেন। এরপর কুরায়বাকে মু'আবিয়া ও অপর জনকে আবু জাহাম বিয়ে করে নেয়। তারপর কাফিররা যখন মুসলমানদের তাদের স্ত্রীদের জন্য খরচকৃত অর্থ ফেরত দিতে অঙ্গীকার করল, তখন নাযিল হল : وَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْءاً مِّنْ أَنْوَاجِكُمْ إِلَيْكُمْ رَغْفَأْبَتْمْ
তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তোমরা তার বদলা নিবে। ৬০ : ১১ বদলা হলঃ কাফিরদের স্ত্রী যারা হিজরত করে চলে আসে, তাদের কাফির স্বামীকে মাহর মুসলিমদের যা দিতে হয়, এ সবক্ষে নবী ﷺ নির্দেশ দেন যে, তারা যেন মুসলিমদের যে সব স্ত্রী চলে গেছে ঐ অর্থ তাদের মুসলিম স্বামীদেরকে দিয়ে দেয়। (যুহরী (র) আরো বলেন) এমন কোন মুহাজির রমণীর কথা আমাদের জানা নেই, যে ইমান আনার পর মুরতাদ হয়ে চলে গেছে। আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, আবু বাসীর ইবন আসাদ সাকাফী (রা) ইমান এনে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে নবী ﷺ-এর কাছে হিজরত করে চলে আসলেন। তখন আব্দুল্লাস ইবন শারীক আবু বাসীর (রা)-কে ফেরত চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পত্র লিখল। তারপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন।

১৭.২ بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ وَقَالَ الْلَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفُرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنَى اسْرَائِيلَ أَنْ يُشْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٍ، وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَطَاهُ إِذَا أَجَلُهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ

১৭০২. পরিচ্ছেদ ৪ খণ্ডের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা। শায়িস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সুন্দে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, সে ব্যক্তি জনৈক বানু ইসরাইলের নিকট এক হাজার রূপ মুদ্রা ধার চাইলে সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে তা দিল। ইবনে উমর (রা) এবং আতা (র) বলেন, খণ্ডের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারিত করে নিলে তা জায়েয

১৭.৩ بَابُ الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحْلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالِفٌ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِّي أَشْتَرَطَ مائَةً شَرْطٍ

১৭০৩. পরিচ্ছেদ ৪ মুকাতব প্রসংগে এবং যে সব শর্ত কিংবাল্লাহুর পরিপন্থী তা বৈধ নহ। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) মুকাতব সম্পর্কে বলেন, গোলাম ও মাসিকের মধ্যে সম্পাদিত শর্তই ধর্তব্য। ইবন উমর

অথবা উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) বিরোধী যে কোন শর্ত বাতিল তা শর্ত হলেও

٢٥٤٨ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةٌ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ أَنْ شَيْتُ أَعْطَيْتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ ذَكَرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ ابْتَاعَيْهَا فَأَعْتَقَيْهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَّيَسَّرَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَّيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَأَنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطٍ

২৫৪৮] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার কিতাবতের ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে এল। তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি (কিতাবতের সমুদয় প্রাপ্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিতে পারি এবং ওয়ালার অধিকার হবে আমার। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন, তিনি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালার অধিকার তারই, যে আযাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথারে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই! যে এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, সে তার অধিকারী হবে না যদিও শর্ত শর্ত আরোপ করে।’

٤١٧. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْاِشْتِرَاطِ وَالثُّنِيَّا فِي الْاِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّذِي يَتَعَارَفُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا قَالَ مِائَةً أَلَا وَاحِدَةً أَوْ ثَنَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيَةٍ ارْحَلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ ارْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَخْرُجْ فَقَالَ شُرِيفٌ : مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ أَنَّ لَمْ أَتَكَ الْأَرْبَعَاءَ فَلَيْسَ بِيَنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ ، فَلَمْ يَجْعَلْ فَقَالَ شُرِيفٌ لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ

১৭০৪. পরিষেদ : শর্ত আরোপ করা ও স্বীকারোভির মধ্য থেকে কিছু বাদ দেওয়ার বৈধতা এবং লোকদের মধ্যে প্রচলিত শর্তাবলী প্রসংগে যখন কেউ বলে যে, এক বা দু' ব্যক্তিৎ একশ'? (তবে হ্রস্ম কি হবে)। ইবন আওন (র) ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার (সওয়ারীর) কেরায়াদারকে বলল, তুমি তোমার সওয়ারী রাখ আমি যদি অমুক দিন তোমার সঙ্গে না যাই, তাহলে তুমি একশ' দিয়েছাম পাবে, কিন্তু সে গেলো না। কার্য শুরাইহ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বেচ্ছার বিনা চাপে নিজের উপর কোন শর্ত আরোপ করে, তাহলে তা তার উপর বর্তায়। ইবন সীরীন (র) থেকে আইযুব (র) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য-দ্রব্য বিক্রি করল এবং (ক্রেতা) তাকে বলল, আমি যদি বুধবার তোমার কাছে না আসি তবে তোমার আমার মধ্যে কোন বেচা-কেলা নেই। তারপর সে এল না। তাতে কার্য শুরাইহ (র) ক্রেতাকে বললেন, তুমি ওয়াদা খেলাপ করেছ। তাই তিনি ক্রেতার বিরক্তি রাখ দিলেন।

٢٥٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَسْعَهُ
وَتِسْعِينَ اِسْمًا مِائَةً اَلْوَاحِدِيًّا مِنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

২৫৪৯ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিরান্বকই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা অরণ রাখবে সে জান্মাতে প্রবেশ করবে।

١٧٠٥. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

১৭০৪. পরিষেদ : ওয়াক্ফের ব্যাপারে শর্তাবলী

২৫০. حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ
حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَى أَنَّبَانِيَ نَافِعَ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَسْعَهُ يَشْتَمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي أَصَبَتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَأَ قَطُّ أَنْفُسُ عِنْدِي
مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ أَنْ شَتَّتَ حَبْسَتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ هَا قَالَ فَتَصَدَّقَ
بِهَا أَنَّهُ لَا ثَبَاعٌ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي
الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ

عَلَىٰ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَثَتْ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَا لَّا

[২৫৫০] কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খান্তাব (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অলেন এবং বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কি আদেশ দেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূলসত্ত্ব ওয়াকফে আবক্ষ করতে এবং উৎপন্ন বস্তু সাদ্কা করতে পার।’ ইবন উমর (রা) বলেন, ‘উমর (রা) এ শর্তে তা সাদ্কা (ওয়াকফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না।’ তিনি সাদ্কা করে দেন এর উৎপন্ন বস্তু অভাবহাত্ত, আস্তীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য। (রাবী আরও বললেন) যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য সম্পদ সম্ভব্য না করে যথাবিহিত খাওয়া ও খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তারপর আমি ইবন সীরীন (র)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, অর্থাৎ মাল জমা না করে।

كتاب الوصايا
অসীয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে তরু করছি।

كتاب الوصايا

অধ্যায় : অসীয়াত

١٧٠٦. بَابُ الْوَصَائِيَا وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خِبْرًا لِلْوَالِدِينِ إِلَى جَنَّفًا جَنَّفًا مَيْلًا مُتَجَانِفًا مَائِلًا

১৭০৬. পরিচ্ছেদ : অসীয়াত প্রসঙ্গে এবৎ নবী ﷺ-এর বাণী, মানুষের অসীয়াত তার নিকট লিখিত আকারে ধাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন : তোমাদের অসীয়াত করার বিধান দেওয়া হল। তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে, সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তার পিতামাতার জন্য,..... পক্ষপাতিত্ব পর্যন্ত। (২ : ১৮০-১৮২) অর্থ-বুংকে যাওয়া পক্ষপাতিত্ব করা এই মুজান্ফ অধিক ব্যক্তি, যে বুংকে পড়ে, পক্ষপাতিত্ব করে।

٢٥٥١ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبارنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيث ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند تابعة محمد بن مسلم عن عمر عن ابن عمر عن النبي ﷺ

২৫৫১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়াতযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দুর্বাত কাটারে অথচ তার কাছে তার অসীয়াত লিখিত থাকবে না। মুহাম্মদ ইবন মুসলিম (র) এ হাদীস বর্ণনায় মালিক (র)-এর অনুসরণ করেছেন। এ সনদে আমর (র) ইবন উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

২০৫২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ حَتَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَّةَ بْنَتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
مَوْتَهُ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا امْمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءُ
وَسِلَاحَهُ وَأَرْضَهُ جَعَلَهَا صَدَقَةً

২৫৫২ ইবরাহীম ইবন হারিস (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্যালক অর্থাৎ উশুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া
বিন্ত হারিসের ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর
ইন্তিকালের সময় তাঁর সাদা খচরাটি, তাঁর হাতিয়ার এবং সে জমি যা তিনি সাদ্কা করেছিলেন, তাছাড়া
কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা, কোন দাস-দাসী কিংবা কোন জিনিস রেখে যাননি।'

২০৫৩ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ أَبْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ
مُصْرِفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ
أَمْرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ

২৫৫৪ খালাদ ইবন ইয়াহুয়া (র)..... তালহা ইবন মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি
আবদুল্লাহ ইবন আন্দী আওফা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি অসীয়াত করেছিলেন? তিনি
বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অসীয়াত ফরয করা হলো, কিংবা ওয়াসিয়াতের
নির্দেশ দেয়া হলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কিভাবের (অনুযায়ী আমল করার) অসীয়াত
করেছেন।

২০৫৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا أَشْمَعِيلُ عَنْ أَبْنِ عَوْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَشْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا
فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدَرِيِّي أَوْ قَالَتْ حَجْرِيِّي
فَدَعَاهَا بِالْطُّشْتِ فَلَقَدْ اِنْخَنَتْ فِي حَجْرِيِّي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتَّ
أَوْصَى إِلَيْهِ

২৫৫৪ আমর ইব্ন যুরারা (র)..... আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ আয়িশা (রা)-এর কাছে আলোচনা করলেন যে, আলী (রা) নবী ﷺ-এর ওয়াসী^১ ছিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, ‘তিনি কখন তাঁর প্রতি অসীয়াত করলেন? অথচ আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার বুকে অথবা বলেছেন আমার কোলে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি পানির তস্তুরি চাইলেন, তারপর আমার কোলে বুকে পড়লেন। আমি বুঝতেই পারিনি যে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। অতএব তাঁর প্রতি কখন অসীয়াত করলেন?’

١٧٠٧ . بَابُ أَنْ يُتْرَكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءُ خَيْرٌ مَّنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

১৭০৭. পরিচ্ছেদ ৪: ওয়ারিসদের অপরের কাঁচে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে মালদার রেখে যাওয়া শ্রেণি

২৫৫৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ حَدَّثَنَا سُقِيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْوَدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبْنَ عَفَرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي بِمَا لَيْكَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثَّلْثُ قَالَ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ أَنْكَ أَنْ تَدْعُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءُ خَيْرٌ مَّنْ أَنْ تَدْعُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَأَنْكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفْقَةِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْأَقْمَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيَضْرِبِكَ أَخْرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِنَةٌ

২৫৫৬ আবু নুয়াইম (র)..... সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার আমাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে আসেন। সে সময় আমি মক্কায় ছিলাম। কোন ব্যক্তি যে হান থেকে হিজরত করে, সেখানে মৃত্যুবরণ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন। এজন্য তিনি বলতেন, আল্লাহু রহম কর্মক ইব্ন আফ্রা-র উপর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ﷺ আমি কি আমার সমুদয় মালের ব্যবহারের অসীয়াত করে যাব়? তিনি বললেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে অর্ধেক? তিনি ইরশাদ করলেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে এক তৃতীয়াংশ? তিনি ইরশাদ করলেন, (হ্যাঁ) এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিসগণকে দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে

১. নবী ﷺ-এর জন্য খিলাফতের অসীয়াত করেছিলেন।

যাওয়া শ্রেয়। তুমি যখনই কোন খরচ করবে, তা সাদ্কারণপে গণ্য হবে। এমনকি সে লোকমাত্র যা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে। হয়ত আল্লাহু পাক তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং লোকেরা তোমার দ্বারা উপকৃত হবেন, আবার কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তার একটি মাত্র কল্যাণ ছাড়া কেউ ছিল না।

١٧٠٨ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ لِلَّذِي مَوَاتَهُ وَصِيَّةُ الْثُّلُثِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَنْ اخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

১৭০৮. পরিচ্ছেদ ৪: এক তৃতীয়াংশ অঙ্গীয়াত করা। হাসান বাস্তুরী (র) বলেন, যিন্হির (কাফির) জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক অঙ্গীয়াত করা জায়িয় নয়। ইবন আবাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন আল্লাহু যা নাখিল করেছেন সে অনুযায়ী যিন্হিদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহু তাআলা বলেনঃ তাদের মধ্যে ফয়সালা কর, আল্লাহু যা নাখিল করেছেন, সে অনুযায়ী। (৫: ৪৯)

٢٥٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِيعِ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ التُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ

২৫৫৫ কৃতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা যদি এক চতুর্থাংশে নেমে আসত (তবে ভাল হতো) কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়াংশই বিরাট অথবা তিনি বলেছেন বেশ।

٢٥٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدَى حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرْدَنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْشَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ أَرِيدُ أَنْ أَوْصِي وَإِنَّمَا لِي أَبْنَةٌ فَقُلْتُ أُوْصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ التُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ فَأَوْصِي النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَالِكَ لَهُمْ

২৫৫৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র)..... আমির ইবন সাদ (র)-এর পিতা সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দু’আ করুন, তিনি যেন আমাকে পেছন দিকে ফিরিয়ে না নেন।’ তিনি বললেন, ‘আশা করি আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার দ্বারা লোকদের উপকৃত করবেন।’ আমি বললাম, ‘আমি অসীয়ত করতে চাই। আমার তো একটি মাত্র কন্যা রয়েছে।’ আমি আরো বললাম, ‘আমি অর্ধেক অসীয়ত করতে চাই।’ তিনি বললেন, অর্ধেক অনেক বেশী। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, আজ্ঞা এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশ বেশী বা তিনি বলেছেন বিরাট। সাদ (রা) বলেন, এরপর শোকেরা এক তৃতীয়াংশ অসীয়ত করতে শাগল। আর তা-ই বৈধ হলো।

١٧٠٩. بَابُ قَوْلِ الْمُوصَىِ لِوَصِيَّةِ تَعَاهِدَ وَلَدِيٍّ وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدُّعَوَىِ

১৭০৯. পরিচ্ছেদ : অসীর প্রতি অসীয়তকারীর উকি : তুমি আমার সন্তানদের প্রতি সক্ষ রাখবে, আর অসীর জন্য কিন্তু দাবী জায়িয়

২৫৫৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهَدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيَدَةَ زَمْعَةَ مِنْيَ فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيْهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ أَمَّةِ أَبِي وَلِيَدَ عَلَى فِرَاسَهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيْهِ فَيَبِهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيَدَةِ أَبِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنِ زَمْعَةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بْنِتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

২৫৫৯ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মীণি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্তোল্লাহ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) তাঁর ভাই সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে এই বলে অসীয়ত করেন যে, যামআর দাসীর ছেলেটি আমার ওরসজ্জাত। তাকে তুমি তোমার অধিকারে আনবে। মঙ্গা বিজয়ের বছর সাদ (রা) তাকে নিয়ে নেন এবং বলেন, সে আমার ভাতিজা (আমার ভাই) আমাকে এর

১. অর্থাৎ আমি বেখান থেকে হিজরত করে চলে এসেছি আল্লাহ ভালালা যেন সেখানে আমার মৃত্যু না দেন।

ব্যাপারে অসীয়াত করে গেছেন। আব্দ ইবন যামআ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। আমার পিতার বিছানায় তার জন্য হয়েছে। তারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন। সাদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে আমার ভাইয়ের পুত্র এবং তিনি আমাকে তার স্পর্কে অসীয়াত করে গেছেন। আব্দ ইবন যামআ (রা) বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আব্দ ইবন যামআ, সে তোমারই প্রাপ্য। কেননা যার বিছানায় সন্তান জন্মেছে, সে-ই সন্তানের অধিকারী। ব্যক্তিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। তারপর তিনি সাওদা বিন্তে যামআ (রা)-কে বললেন, 'তুমি এই ছেলেটি থেকে পর্দা কর।' কেননা তিনি ছেলেটির সঙ্গে উত্বা-র সাদৃশ্য দেখতে পান। ছেলেটির আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত সে কখনো সাওদা (রা)-কে দেখেনি।

١٧١. بَأْبُ اِذَا اُمَّا الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ اِشَارَةَ بَيْنَهُ جَازَتْ

১৭১০. পরিচ্ছেদ : কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাথা দিয়ে শ্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা অহণযোগ্য

٢٥٥٩

حَدَّثَنَا حَسَانُ بْنُ أَبِي عَبَادٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَ رَأْسَ جَارِيَةَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقَيْلَ لَهَا مِنْ فَعْلِ بَكِ أَفْلَانَ أَوْ فُلَانَ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَلَمْ يَزِلْ حَتَّى اِعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ

[২৫৫৯] হাস্সান ইবন আবু আবুদাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী একটি মেয়ের মাথা দুইটি পাথরের মাঝে রেখে তা তেঁথলে ফেলে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমাকে এমন করেছে? কি অমুক, না অমুক ব্যক্তি! অবশ্যে যখন সেই ইয়াহুদীর নাম নেওয়া হল তখন মেয়েটি মাথা দিয়ে ইশারা করল, হ্যাঁ। তারপর সেই ইয়াহুদীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশ্যে সে স্বীকার করল। নবী ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। সে মতে পাথর দিয়ে তার মাথা তেঁথলিয়ে দেয়া হলো।

١٧١١. بَأْبُ لَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

১৭১১. পরিচ্ছেদ : ওয়ারিসের জন্য কোন অসীয়াত নেই

٢٥٧٠

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَالِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذِّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الْأَنْثَيْرِ

وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ التِّسْعُونَ وَالرُّبُعَ
وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

[২৫৬০] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সেকালে)
উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদ পেতো সন্তান আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়াত। এরপর আল্লাহ্ তাআলা
তাঁর পছন্দ মোতাবেক এ বিধান রহিত করে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিশেণ, পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য এক
ষষ্ঠমাংশ, স্ত্রীর জন্য (যদি সন্তান থাকে) এক অষ্টমাংশ, (না থাকলে) এক চতুর্থাংশ, স্বামীর জন্য (সন্তান না
থাকলে) অর্ধেক, (থাকলে) এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

١٧١٢. بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৭১২. পরিচ্ছেদ : মৃত্যুর সময় দান খায়রাত করা

[২৫৬১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةَ
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدِّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ
تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشِي الْفَقَرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانِ
كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ

[২৫৬২] মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে
জিজাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তম সাদৃকা কোনটি? তিনি বলেন, সুস্থ এবং সম্পদের প্রতি অনুরাগ
থাকা অবস্থায় দান খয়রাত করা, যখন তোমার ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং তুমি দারিদ্রের আশংকা
রাখ, আর তুমি এভাবে অপেক্ষায় থাকবে না যে, যখন তোমার প্রাণ কষ্টাগত হয়ে আসে, তখন তুমি বলবে,
অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু অথচ তা অমুকের জন্য হয়েই গেছে।

[২৫৬৩] ١٧١٣. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىَ بِهَا أَوْ دِينِ ، وَيُذَكَّرُ أَنْ
شَرِيكًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاؤْسًا وَعَطَاءً وَأَبِينَ أَذِينَةَ أَجَازُوا اقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدِينِ
وَقَالَ الْمُحْسِنُ أَحَقُّ مَا يُصَدِّقُ بِهِ الرَّجُلُ أَخْرَيَوْمٌ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوْلَيَوْمٌ مِنَ الْآخِرَةِ وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ وَالْمُحْكَمُ إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدِّينِ بِرِئَةً ، وَأَوْصَى رَافِعٌ بْنُ خَدِيجَ أَنْ لَا

تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمًا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الْمُحَسِّنُ إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتَ أَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِيَ قَضَانِيَ وَقَبَضَتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَجُوزُ اقْرَارُهُ لِسُوءِ الظُّنُّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ اقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَّةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيَّا كُمْ وَالظُّنُّ فَإِنَّ الظُّنُّ أَكْذَبُ الْمُحَدِّثِ وَلَا يَحْلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ أَيَّهُ الْمُنَافِقِ إِذَا أُوتُّمْ خَانَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتَ إِلَى أَهْلِهَا ، فَلَمْ يَخُصْ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৭১৩. পরিচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ খণ্ড আদায় ও অসীয়াত পূর্ণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে)। ৪ : ১২ উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুরাইহ, উমর ইবন আবদুল আয়ীয, তাউস, আতা ও ইবন উয়ায়না (র) রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ঝণের স্বীকারোক্তিকে বৈধ বলেছেন। হাসান (র) বলেন, দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আবিরাতের প্রথম দিনে উপনীত হওয়া মানুষ যে স্বীকারোক্তি করে তাই বেশী গ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম ও হাকাম (র) বলেন, উত্তরাধিকারী যদি (মৃতের) খণ্ড মাফ করে দেয়, তবে সে মৃত্যু হয়ে যাবে। রাফি' ইবন খাদীজ (র) অসীয়াত করেন যে, যে সকল মাল ফায়ারিয়া গোত্রের তার জ্ঞান ঘরে আবদ্ধ রয়েছে, তা যেন বের করা না হয়। হাসান (র) বলেন, কেউ যদি মৃত্যুর সময় তার জ্ঞানাসকে বলে, আমি তোমাকে আযাদ করেছি তবে তা বৈধ। শাবী (শ) বলেন, যদি কোন জ্ঞান মৃত্যুকালে বলে, আমার স্বামী আমার হক আদায় করে দিয়েছেন এবং আমি তা নিয়ে নিয়েছি, তবে তা বৈধ। কেউ কেউ বলেন যে, ওয়ারিস সম্পর্কে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাতে তার স্বক্ষে কুধারণা হতে পারে। তারপর ইস্তিহ্সান করে বলেন যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আমানত, পুঁজি ও শরীকী ব্যবসা সম্বন্ধীয় স্বীকারোক্তি বৈধ। অর্থে নবী ﷺ বলেছেন যে, তোমরা খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা খারাপ ধারণা সবচাইতে বড় যিথ্য। কোন মুসলমানের মাল হালাল নয়; কেননা, নবী ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামাত হল-তার নিকট কিছু আমানাত রাখা হলে সে তা খেয়ানাত করে। আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানাত তার হকদারের কাছে অবশ্যই ফিরিয়ে দিবে। ৪ : ৫৮ এতে তিনি উত্তরাধিকারী কিংবা অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করেননি। এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

২০৬২ حدثنا سليمان بن داؤد أبو الريبع حدثنا اسماعيل بن جعفر
حدثنا نافع بن مالك بن عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي

اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَيَّةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا أُوْتَمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

২৫৬১ সুলাইমান ইব্ন দাউদ আবু রাবী' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি—যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে এবং প্রতিশ্রূতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

١٧١٤. بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىُّ بِهَا أَوْ دِينٍ وَيُذَكَّرُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَىٰ بِالدِّينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا فَإِذَا أَمَانَةٌ أَحَقُّ مِنْ تَطْوِعِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرٍ غَنِّيٍّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُوصَىُّ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاعِيٌّ مَالِ سَيِّدِهِ

১৭১৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহু তা'আলার বাণী ৪ খণ্ড আদায় ও অসীয়াত পূরণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ করতে হবে) ৪ : ১১ এর ব্যাখ্যা। উল্লেখ রয়েছে যে, নবী ﷺ অসীয়াতের পূর্বে খণ্ড আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহু তা'আলার বাণী ৪ : আল্লাহু তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হস্তানের কাছে ফিরিয়ে দিবে। ৪ : ৫৮ কাজেই নফল অসীয়াত পূরণ করার আগে আমানত আদায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে। আর নবী ﷺ বলেছেন ৪ : ব্রহ্মতা ব্যতীত সাদকা করতে নেই। ইব্ন আবুস রাওন (রা) বলেন, গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া অসীয়াত করবে না। নবী ﷺ বলেন, গোলাম তার মালিকের সম্পদের হিফাজতকারী

٢٥٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الْزُّبَيرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حَلْوٌ فَمَنْ أَخْذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٌ بُورَكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخْذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٌ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قَالَ حَكِيمٌ فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّىٰ أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيهِ الْعَطَاءَ فَيَأْبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ إِنَّ
عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهِ فَيَأْبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهُ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي
أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَنِي فَيَأْبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ
يَرِزِّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّىٰ تُوفَىَ

২৫৬৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... হাকীম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমি সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। আবার সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, ‘হে হাকীম। এই ধন সম্পদ সবুজ-শ্যামল, মধুর। যে ব্যক্তি দানশীলতার মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে। আর যে ব্যক্তি প্রতীক্ষা কাতর অন্তরে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে না। সে ঐ ব্যক্তির মত যে খায়; কিন্তু তৎপুর হয় না। উপরের (দাতার) হাত নীচের (ঘৰীতার) হাতের চাইতে উন্নত।’ হাকীম (রা) বলেন, তারপর আমি বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই সন্তান কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আপনার পরে আমি দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে আর কারো কিছু চাইব না। (কোন কিছু নেব না) এরপর আবু বকর (রা) কিছু দান করার জন্য হাকীমকে আহবান করেন, কিন্তু হাকীম (রা) তাঁর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করেন। তারপর উমর (রা)-ও হাকীম (রা)-কে কিছু দান করার জন্য ডেকে পাঠান, কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে তিনি অঙ্গীকার করেন। তখন উমর (রা) বলেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি আল্লাহ প্রদত্ত গন্মীতের মাল থেকে প্রাপ্য তাঁর অংশ তাঁর সামনে পেশ করেছি, কিন্তু তিনি তা নিতে অঙ্গীকার করেছেন; হাকীম (রা) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নবী ﷺ-এর পরে আর কারো নিকট কিছু চাননি।

২৫৬৪ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ
الْزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمَامُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ
فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ

২৫৬৫ বিশ্র ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তোমরা প্রত্যেকই দায়িত্বান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা

হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্ববান, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্ববান এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের সম্পদের দায়িত্ববান, তার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মালিকের ধন-সম্পদের দায়িত্ববান, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন যে, পুত্র তার পিতার সম্পদের দায়িত্ববান।

١٧١٥. بَابُ اذَا وَقَفَ اوْ اُوصَى لِاقْارِبِهِ وَمَنِ الْاَقْارِبُ ، وَقَالَ ثَابَتٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِابْنِ طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفَقَرَاءَ اقْارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَانَ وَابْنِ كَعْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ثَابَتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفَقَرَاءَ قَرَابَتِكَ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَانَ وَابْنِ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ أَلِيهِ مِنْيَ وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَانَ وَابْنِي مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ الْأَشْوَدِ بْنُ حَرَامٍ بْنُ عَمْرُو بْنِ زَيْدٍ مَنَاهَا بْنُ عَدَى بْنُ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ بْنُ النَّجَّارِ وَ حَسَانُ بْنُ ثَابَتٍ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنُ حَرَامٍ فَيَجْتَمِعُونَ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الْأَبُ الْثَالِثُ وَ حَرَامٌ بْنُ عَمْرُو بْنُ زَيْدٍ مَنَاهَا بْنُ عَدَى بْنُ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ بْنُ النَّجَّارِ فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَانَ وَابَّا طَلْحَةَ وَابِيَا إِلَى سَتَةِ أَبَاءِ إِلَى عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ أَبِي بْنِ كَعْبٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عُبَيْدَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ مَالِكٍ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمِعُ حَسَانَ وَابَّا طَلْحَةَ وَابِيَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا اُوصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى أَبَائِهِ فِي الْإِسْلَامِ

১৭১৫. পরিচ্ছেদ : যখন আজীয়-স্বজনের জন্য শোকফ বা অসীয়ত করা হয় এবং আজীয় কারা? সাবিত (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবু তালহাকে বলেন, তুমি (তোমার বাগানটি) তোমার গরীব আজীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। তারপর তিনি বাগানটি হাস্সান ও উবাই ইবন কা'বকে দিয়ে দেন। আনসারী (র) বলেন, আমার পিতা সুমামা এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে সাবিত (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বাগানটি তোমার গরীব আজীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) বাগানটি হাস্সান এবং উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে দিলেন আর তারা উভয়েই আমার চাইতে তার নিকটাজীয় ছিলেন। আবু তালহা (রা)-এর সঙ্গে হাস্সান এবং উবাই (রা)-এর সম্পর্ক ছিল এক্ষণ্ট। আবু তালহা (রা) নাম-যায়দ ইবন সাহল ইবন আসওয়াদ ইবন হারাম ইবন আমর ইবন যায়দ যিনি ছিলেন মানাত ইবন আদী ইবন আমর ইবন মালিক ইবন নাজ্জার। (হাস্সানের বৎশ পরিচয় হলোঃ) হাস্সান ইবন সাবিত ইবন মুন্ফির ইবন হারাম। কাজেই উভয়ে হারাম নামক পুরুষে মিলিত হন। যিনি ত্তীয় পিতৃপুরুষ ছিলেন এবং হারাম ইবন আমর ইবন যায়দ যিনি মানাত ইবন আদী ইবন আমর ইবন মালিক ইবন নাজ্জার। অতএব

হাস্সান, আবু তালহা ও উবাই (রা) ষষ্ঠ পুরুষে এসে আমর ইবন মালিকের সঙ্গে মিলিত হন। আর উবাই হলেন উবাই ইবন কা'ব ইবন কায়স ইবন উবাইদ ইবন যায়দ ইবন মুআবিয়া ইবন আম্র ইবন মালিক ইবন নাজ্জার। কাজেই আম্র ইবন মালিক এসে হাস্সান, আবু তালহা ও উবাই একত্র হয়ে যায়। কারো কারো মতে নিজের আঞ্চীয়-স্বজনের জন্য অসীয়াত করলে তা তার মুসলিম বাপ-দাদার জন্য প্রযোজ্য হবে।

٢٥٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِابْنِ
طَلْحَةَ أَرِيَ أَنْ تَجْعَلُهَا فِي الْأَقْرَبَيْنَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْارِبِهِ وَبَنِيِّ عَمَّهُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَّلَتْ
وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ ، جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِي يَا بَنِيِّ فِهْرٍ يَا بَنِيِّ
عَدِيِّ لِبَطْوُونَ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَّلَتْ : وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبَيْنَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

২৫৬৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আবু তালহা (রা)-কে বলেন আমার মত হলো, তোমার বাগানটি তোমার আঞ্চীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, আমি তা-ই করব ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাই আবু তালহা (রা) তার বাগানটি তার আঞ্চীয়-স্বজন ও চাতাত ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেন। ইবন আবাস (রা) বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হল : (হে মুহাম্মদ) আপনার নিকট আঞ্চীয়বর্গকে সতর্ক করে দেন (২৬:২১৪)। তখন নবী ﷺ কুরায়শ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রদের ডেকে বললেন, হে বানু ফিহুর, হে বানু আদী, তোমরা সতর্ক হও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলোঃ (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার নিকটাঞ্চীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন (২৬:২১৪)। তখন নবী ﷺ বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়।

১৭১৬. بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلْدُ فِي الْأَقْارِبِ

১৭১৬. পরিচ্ছেদ : স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততি (অসীয়াতের ক্ষেত্রে) আঞ্চীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

٢٥٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ
بْنُ الْمُسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبَيْنَ ، قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا إِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا

أَغْنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَافٌ لَا أَغْنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَغْنِيَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا أَغْنِيَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْمَى مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أَغْنِيَ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَغَ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

২৫৬৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের এই আয়াতটি নাফিল করলেন, (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার নিকটাত্ত্বীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন (২৬:২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, ‘হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা (আল্লাহ্ আযাব থেকে) আত্মরক্ষা কর। আল্লাহ্ আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বানু আব্দ মানাফ! আল্লাহ্ আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আববাস ইবন আবদুল মুতালিব! আল্লাহ্ আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়া! রাসূলুল্লাহ্ ফুফু, আল্লাহ্ আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহ্ আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। আসবাগ (র) ইবন ওয়াহব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবুল ইয়ামান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

১৭১৭. بَأْبَ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمُرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَهُ أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ قَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

১৭১৭. পরিচ্ছেদ ৪ : ওয়াক্ফকারী তার কৃত ওয়াক্ফ দ্বারা উপকার হাসিল করতে পারে কি? উমর (রা) শর্তারোপ করেছিলেন, যে ব্যক্তি ওয়াক্ফের মুতাওয়ালী হবে, তার জন্য তা থেকে কিছু খাওয়াতে কোন দোষ নেই। ওয়াক্ফকারী নিজেও মুতাওয়ালী হতে পারে, আর অন্য কেউও হতে পারে। অনুরূপ যে ব্যক্তি উট বা অন্য কিছু আল্লাহ্ নামে উৎসর্গ করে তার জন্যও তা থেকে নিজে উপকৃত হওয়া বৈধ, যেমন অন্যদের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ, যদিও শর্ত আরোপ না করে

২৫৬৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكِبْهَا فَقَالَ يَا

رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهَا بَدْنَةٌ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيَلْكَ أَوْ وَيَحْكَ

২৫৬৭ কুতাইবা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। সে বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তো কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়বার বা চতুর্থবার তাকে বললেন, তার উপর সওয়ার হয়ে যাও, দুর্ভোগ তোমার জন্য কিংবা বললেন, তোমার প্রতি আফসোস।

২৫৬৮ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسْوُقُ بَدْنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهَا بَدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيَلْكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي التَّالِيَةِ

২৫৬৮ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। লোকটি বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তো কুরবানীর উট।’ তিনি দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বার বললেন, এর উপর সওয়ার হও, দুর্ভোগ তোমার জন্য।

১৭১৮. بَابٌ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائزٌ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَ ، وَقَالَ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخْصُ أَنْ وَلَيْهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلُهَا فِي الْأَقْرَبَيْنَ فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَسَمَهَا فِي أَقْارِبِهِ وَبَنِي عَمَّهُ

১৭১৮. পরিচ্ছেদ : যখন কেউ কোন কিছু ওয়াক্ফ করে এবং তা অন্যের হাওয়ালা না করে, তবুও তা জায়িয়। কেননা, উমর (রা) এই রকম ওয়াক্ফ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মুতাওয়ালীর জন্য তা থেকে কিছু খেতে দোষ নেই। তিনি নিজে মুতাওয়ালী হবেন, না অন্য কেউ তা তিনি নির্দিষ্ট করেননি। নবী করীম ﷺ আবু তালহা (রা)-কে বলেন, আমার অভিমত এই যে, তুমি তা (তোমার সাদ্কাকৃত বাগানটি) তোমার নিকটাঞ্চীয়দের দিয়ে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, আমি তা-ই করব। তারপর তিনি তাঁর নিকটাঞ্চীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা বাঁচন করে দেন

১৭১৯. بَابٌ إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائزٌ وَيَضَعُهَا

فِي الْأَقْرَبَيْنَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِيُّ لِابْنِ طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِيِ الْأَيْ
بَيْرُحَاءَ وَأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَاجْعَزَ النَّبِيُّ ذَالِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ
لِمَنْ وَالْأُولُ أَصْحَ

১৭১৯. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ বলে যে, আমার ঘরটি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাদ্কা এবং ফকীর বা অন্য কারো কথা উল্লেখ না করে তবে তা জায়িয়। সে তা আজীবন্দের-মধ্যে কিংবা যাদের ইচ্ছা দান করতে পারে। আবু তালহা (রা) যখন বললেন যে, আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হল বায়ুর বাগানটি এবং আমি তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাদ্কা করলাম। তখন নবী ﷺ তা জায়িয় রেখেছেন। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, যতক্ষণ না কারো জন্য তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয় হবে না। কিন্তু প্রথম অভিমতটি অধিকতর সহীহ

১৭২০. بَأْبَ إِذَا قَالَ أَرْضِيُّ أَوْ بُشْتَانِيُّ صَدَقَةٌ لِلَّهِ عَنْ أُمِّيْ فَهُوَ جَائِزٌ وَأَنْ لَمْ يُبَيِّنْ
لِمَنْ ذَالِكَ

১৭২০. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ বলে যে, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মাঝের তরফ থেকে আল্লাহর ওয়াত্তে সাদ্কা তবে তা জায়িয়, যদিও তা কার জন্য তা ব্যক্ত না করে

٢٥٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَحْلُدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عَكْرَمَةَ يَقُولُ أَنْبَانَا ابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوفِيتَ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ أُمِّيْ تُوفِيتَ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيْنَفَعُهَا شَيْئٌ أَنْ تَصَدَّقَتُ
بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَيَ الْخَرَافِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

২৫৬৯ মুহাম্মদ (র)..... ইবন আবুস রামান (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাদ ইবন উবাদা (রা)-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে (সাদ) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা আমার অনুপস্থিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদ্কা করি, তাহলে কি তা তাঁর কোন উপকারে আসবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। সাদ (রা) বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সাদ্কা করলাম।'

১৭২১. بَأْبَ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقْيَقَهُ أَوْ دَوَابَهُ فَهُوَ جَائِزٌ
১৭২১. পরিচ্ছেদ : কেউ যদি তাঁর আংশিক সম্পদ কিংবা কতিপয় গোলাম অথবা কিছু জন্ম-জানোয়ার সাদ্কা বা ওয়াক্ফ করে তবে তা জায়িয়

٢٥٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أُنْخْلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكْ سَهْمِيَ الدِّئْ بِخَيْرِ

২৫৭০) ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র)..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার তাওয়া (কবুলের শুকরিয়া) হিসাবে আমি আমার যাবতীয় মাল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে সাদ্কা করে মুক্ত হতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, 'তাহলে আমি আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দিলাম।'

১৭২২. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ، ثُمَّ رَدَ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ اسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَسْحَاقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنْ أَحَبْ أَمْوَالَهُ إِلَى بَيْرَحَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ أَرْجُو بِرَهُ وَذُخْرَهُ فَضَعَهَا أَيْ رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَابِيعٌ قَبْلَنَا مِنْكَ ﷺ وَرَدَدَنَا عَلَيْكَ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبَيْنِ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذُوئِ رَحْمَهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أَبِي وَحْسَانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَانُ حِصْنَتَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، فَقِيلَ لَهُ تَبِيَعُ صَدَقَةً أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ إِلَّا أَبِيئُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بْنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةَ

১৭২২. পরিচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি তার উকিলকে সাদ্কা প্রদান করল, তারপর উকিল সেটি তাকে ফিরিয়ে দিল। ইসমাইল (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন নাখিল হলোঃ “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ কর্তে পারবে না।” (৩ : ৯২) তখন আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, ‘إِنَّمَا تَنْهَاكُمُ الْبَرُّ حَتَّىٰ تَتَقْبَلُوا مِمَّا تُحِبُّونَ’ এবং আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রহা। আনাস (রা) বলেন, এটি সে বাগান যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশীফ নিয়ে ছায়ায় বসতেন এবং এর পানি পান করতেন। আবু তালহা (রা) বলেন এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে দান কর। আমি এর বিনিময়ে ছাওয়ার ও আখিরাতের সংরক্ষণের আশা রাখি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বেশ, হে আবু তালহা। এটি লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করলাম এবং তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। তা তুমি তোমার আজীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। তারপর আবু তালহা (রা) তা আজীয়-স্বজনের মধ্যে সাদ্কা করে দিলেন। আনাস (রা) বলেন যে, এদের মধ্যে উবাই এবং হাস্সান (রা)-ও ছিলেন। হাস্সান তার অৎশ মুআবিয়া (রা)-এর কাছে বিক্রি করে দেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি আবু তালহা-এর সাদকাকৃত সম্পদ বিক্রি করে দিছ? হাস্সান (রা) বললেন, আমি কি এক সা’ দিরহামের বিনিময়ে এক সা’ খেজুর বিক্রি করব না? আনাস (রা) বলেন, বাগানটি ছিল বনু হৃদায়লা প্রাসাদের স্থানে অবস্থিত, যা মুআবিয়া (রা) নির্মাণ করেন।

১৭২৩. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ

১৭২২. পরিচ্ছেদ ৪ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী ৪ : মীরাসের মাল ভাগাভাগির সময় যদি কোন আজীয়, ইয়াতীয় ও মিসকীন উপস্থিত থাকে, তবে তা থেকে তাদেরও কিছু দান করবে। (৪ : ৮)

২৫১। حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِيهِ بِشَرٍّ عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِينِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ نَاسًا يَرْعَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّةَ نُسْخَتْ وَلَا وَاللَّهِ مَا نُسْخَتْ وَلِكُنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالْيَانِ وَالْيَرِثُ وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ وَوَالِ لَا يَرِثُ وَقَالَ فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ

২৫১। আবু নুমান মুহাম্মদ ইব্ন ফাযল (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের ধারণা, উক্ত আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে; কিন্তু আল্লাহর কসম। আয়াতটি মানসূখ হয়নি; বরং লোকেরা এর উপর আমল করতে অনীহা প্রকাশ করছে। আজীয় দু’ ধরনের- এক, আজীয় যারা ওয়ারিস হয়, এবং তারা

উপস্থিতদের কিছু দিবে। দুই, এমন আঘীয়া যারা ওয়ারিস নয়, তারা উপস্থিতদের সঙ্গে সদালাপ করবে এবং বলবে, আমাদের অধিকার কিছু নেই, যা তোমাদের দিতে পারি।

١٧٢٤. بَابُ مَا يُسْتَحِبُ لِمَنْ تُسُوقُ فَجَاءَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاهُ النُّذُورُ عَنِ الْمَيْتِ

১৭২৪. পরিষেদ : হঠাৎ মারা গেলে তারপক্ষ থেকে সাদকা করা মুস্তাহাব আর মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে তার মানুষ আদায় করা

٢٥٧٢ حَدَّثَنَا أَشْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّيَ افْتَلَتْ نَفْسَهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدِّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدِّقُ عَنْهَا

[২৫৭২] ইসমাইল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন সাহাবী নবী করীম -কে বললেন, আমার মা হঠাৎ মারা যান। আমার ধারণা যে, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে সাদকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে সাদকা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ  বললেন, হ্যা, তুমি তার পক্ষ থেকে সাদকা কর।

٢٥٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّيَ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ أَقْضِيهِ عَنْهَا

[২৫৭৩] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাদ ইবন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ -এর কাছে জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার উপর মানুষ ছিল, রাসূলুল্লাহ  বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা আদায় কর।

١٧٢٥ : بَابُ الْأَشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصُّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ

১৭২৫. পরিষেদ : ওয়াক্ফ, সাদকা ও অসীয়াতে সাক্ষী রাখা

٢٥٧٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هَشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبِينَ جُرَيْجَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَمُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى أَبِينَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

أَنْبَأَنَا أَبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوْفِيَتْ أُمَّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوْفِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشَهِّدُكَ أَنَّ حَانِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةً عَلَيْهَا

২৫৭৪ ইব্রাহীম ইবন মূসা (র)..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বানু সাঈদার নেতা সাদ ইবন উবাদা (রা)-এর মা মারা গেলেন। তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদ্কা করি, তবে তা কি তাঁর কোন উপকারে আসবে?’ তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ।’ সাদ (রা) বললেন, ‘তাহলে আপনাকে সাক্ষী করে আমি আমার মিখ্�রাফের বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে সাদ্কা করলাম।’

১৭২৪. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالْطَّيْبِ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ كَانَ حُوَيْتاً كَبِيرًا ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَى فَأَنْكِحُوهُمَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

১৭২৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর তাআলার বাণী : ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দিবে এবং ভালোর সংগে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সংগে তাদের সম্পদ মিশিয়ে ধাস করবে না, তা মহাপাপ। তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে (৪ : ২-৩)

২৫৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرُوهَةُ بْنُ
الْزَّبِيرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا
فِي الْيَتَامَى فَأَنْكِحُوهُمَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ هِيَ
الْيَتِيمَةُ فِي حَجَرِ وَلِيَهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيَرِيدُ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا
لَهُنَّ فِي أَكْمَالِ الصِّدَاقِ ، وَأَمْرُوهُنَّ بِنِكَاحٍ مَنْ سُوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ
عَائِشَةُ ثُمَّ أَسْتَفْتَنِي النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتَنُكُمْ فِيهِنَّ، قَالَتْ فَبَيْنَ اللَّهِ هَذِهِ
الْأَيْةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغَبُوا فِي نِكَاحِهَا، وَلَمْ
يُلْحَقُوهَا بِسُنْتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قُلْةِ
الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَّمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ فَلَمَّا
يَتَرَكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَكَحُّوْهَا إِذَا رَغَبُوا فِيهَا،
إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ، وَيَعْطُوْهَا حَقَّهَا

২৫৭৫ আবুল ইয়ামান (র)..... উরওয়া ইবন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়িশা (রা)-কে
জিজসা করেন: وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ
ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে (৪৩)।
আয়াতটির অর্থ কি? আয়িশা (রা) বললেন, এখানে সেই ইয়াতীম মেয়েদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে তার
অভিভাবকের লালন-পালনে থাকে। এরপর সে অভিভাবক তার রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে, তার
সমমানে মেয়েদের প্রচলিত মাহর থেকে কম দিয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। অতএব যদি মাহর পূর্ণ করার
ব্যাপারে এদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারে তবে ঐ অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এদের বিবাহ
করতে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের ছাড়া অন্য মেয়েদের। বিবাহ করতে। আয়িশা (রা) বলেন,
এরপর লোকেরা রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে আল্লাহু তাআলা এই আয়াত নাফিল
করেন: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتَنُكُمْ فِيهِنَّ
এবং লোকে আপনার কাছে মহিলাদের বিষয়ে জানতে
চায়। বলুন, আল্লাহু তোর্মাদের তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন (৪১২৭)। আয়িশা (রা) বলেন, আল্লাহু
তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াতীম মেয়েরা সুন্দরী ও সম্পদশালী হলে অভিভাবকরা তাদের বিয়ে
করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু পূর্ণ মাহর প্রদান করে না। আবার ইয়াতীম মেয়েরা গরীব হলে এবং সুশ্রী না হলে
তাদের বিয়ে করতে চায় না বরং অন্য মেয়ে তালাশ করে। আয়িশা (রা) বলেন যে, আকর্ষণীয় না হলে তারা
যেমন ইয়াতীম মেয়েদের পরিত্যাগ করে, তেমনি আকর্ষণীয় মেয়েদেরও তারা বিয়ে করতে পারবে না, যদি
তাদের ইনসাফ মাফিক পূর্ণ মাহর প্রদান এবং তাদের হক যথাযথভাবে আদায় না করে।

**১৭২৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَابْتَلُو الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ
مِنْهُمْ رُشْدًا قَادِفُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يُكَبِّرُوا وَمَنْ كَانَ
غَنِيًّا فَلَيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى قَوْلِهِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ،
خَسِيبًا كَافِيًّا وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عَمَالَتِهِ**

১৭২৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : তোমরা ইয়াতীমদের যাচাই করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে ঐ সম্পদ হতে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে না। যে অভাবমুক্ত সে যেন তাদের সম্পদ হতে নির্বৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। এক নির্ধারিত অংশ পর্যন্ত (৪ : ৬-৭) অর্থ যথেষ্ট আর অসী ইয়াতীমের মাল কীভাবে ব্যবহার করবে এবং তার শ্রমের অনুপাতে কী পরিমাণ সে ভোগ করতে পারবে

٢٥٧٦ حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بْنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَا لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ ثُمَّغٌ وَكَانَ نَخْلًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ تَصَدُّقُ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثُمَّرُهُ فَتَصَدُّقُ بِهِ عُمَرُ فَصَدَّقَتْهُ ذَالِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْخَيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَذِي الْقُرْبَىِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُوْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ بِهِ

২৫৭৬ হাকুন (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে উমর (রা) নিজের কিছু সম্পত্তি সাদ্কা করেছিলেন, তা ছিল, ছামাগ নামে একটি খেজুর বাগান। উমর (রা) বলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি সম্পদ পেয়েছি, যা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। আমি সেটি সাদ্কা করতে চাই।’ নবী ﷺ বলেন, ‘মূল সম্পদটি এ শর্তে সাদ্কা কর, যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কেউ ওয়ারিস হবে না, বরং তার ফল (আল্লাহর পথে) দান করা হবে। তারপর উমর (রা) সেটি এভাবেই সাদ্কা করলেন। তার এ সাদ্কা ব্যয় হবে আল্লাহর রাস্তায়, দাস মুক্তির ব্যাপারে, মিসকান, মেহমান, মুসাফির ও আস্তীয়দের জন্য। এর যে মুতাওয়ালী হবে তার জন্য তা থেকে সঙ্গত পরিমাণ আহার করলে কিংবা বস্তু-বাস্তবকে খাওয়ালে কোন দোষ নেই। তবে তা সঞ্চয় করতে পারবে না।

٢٥٧٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَشْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسَ تَعْفُفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَتْ أَنْزَلْتُ فِي وَالِّي الْيَتِيمِ أَنَّ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا لِهِ بِالْمَعْرُوفِ

২৫৭৭ উবাইদ ইবন ইসমাঈল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ) যে বিন্দুবান সে যেন বিরত থাকে আর যে বিন্দুহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে (৪ : ৬)। আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। অভিভাবক যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে বিধি মোতাবেক ইয়াতীমের সম্পত্তি থেকে প্রয়োজন পরিমাণ থেতে পারবে।

১৭২৮. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظَلَمُوا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

১৭২৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জুলন্ত আগন্তে প্রবেশ করবে। (৪ : ১০)

২৫৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْমَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبِقَاتِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيمِ، وَالْتَّوَالِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْمَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

২৫৭৯ আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাতটি ধৰ্মস্কারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেগুলো কি? তিনি বললেন, (১) আল্লাহৰ সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ্ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্বন্ধে ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল প্রকৃতির সঙ্গে মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া।

১৭২৯. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لَأَعْنَتُكُمْ لَا حَرَجُكُمْ وَضَيْقٌ، وَعَنَتْ حَضَعَتْ، وَقَالَ لَنَا سُلَيْমَانُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ مَارَدٌ أَبْنُ عَمْرٍ عَلَى أَحَدٍ وَصِيهَةٌ وَكَانَ أَبْنُ سِيرِينَ

أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي مَالِ الْيَتَمِّ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَاحَاؤهُ وَأُولَئِاُؤهُ فَيَنْظُرُوا إِلَيْهِ حَيْرَةً ، وَكَانَ طَاؤُسٌ إِذَا سُتِّلَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْيَتَامَى قَرَأَ : وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَقَالَ عَطَاءُ فِي يَتَامَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يُنْفِقُ الْوَكِيْلُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حَصْتِهِ

১৭২৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহু তাআলার বাণীঃ লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উচ্চম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক, তবে তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহু জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহু ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন (২ : ২২০)। এর অর্থ তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত এবং কষ্টে ফেলতে পারতেন উচ্চ। শব্দের অর্থ নত হল, (ইমাম বুখারী (র) বলেনঃ) সুলাইমান (র)..... নাফি (র) থেকে বর্ণিত, ইবন উমর (রা) কথনো কারো অসীয়াত প্রত্যাখ্যান করেননি। ইবন সীরীন (র)-এর কাছে ইয়াতীমের মাল সম্পর্কে সবচাইতে প্রিয় বিষয় ছিল, অভিভাবক ও শুভাকাৰীদের একত্রিত হওয়া, যাতে তারা তার কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। তাউস (র)-এর কাছে ইয়াতীমের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পাঠ করতেন : আল্লাহু জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী। আতা (র) বলেন, ইয়াতীম ছোট হোক কিংবা বড়, অভিভাবক তার অংশ থেকে প্রত্যেকের জন্য পরিমাণ মত ব্যয় করতে পারবে।

১৭৩. بَابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتَمِّ فِي السَّفَرِ وَالْحَضْرِ إِذَا كَانَ لَهُ صَلَاحًا وَنَظَرِ الْأَمْ وَزَوْجِهَا لِلْيَتَمِّ

১৭৩০. পরিচ্ছেদ : আবাসে কিংবা প্রবাসে ইয়াতীমদের থেকে খেদুমত গ্রহণ করা, যখন তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মায়ের স্বামী কর্তৃক ইয়াতীমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখা

٢٥٧٩ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدْمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَأَشْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنْسًا غَلَامَ كَيْسَ فَلَيَخْدُمَكَ فَخَدَمَتْهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضْرِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتَهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لِمَ أَصْنَعْتَهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا

২৫৭৯ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় এলেন, তখন তাঁর কোন খাদিম ছিল না। আবু তালহা (রা) আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনাস একজন বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে।’ এরপর প্রবাসে ও আবাসে আমি তাঁর খেদমত করেছি। আমার কৃত কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো বলেননি, তুমি এরূপ কেন করলে? কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি, তুমি এটি এরূপ কেন করলে না!

১৭৩১. بَابٌ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمُحْدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

১৭৩১. পরিচ্ছেদ ৪: যখন কোন জমি ওয়াক্ফ করে এবং সীমা নির্ধারণ না করে তা বৈধ। অনুলিপি সাদ্ব্যাকাও

২৫৮০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَشْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُهَاءَ مُسْتَقْبِلَةُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَبِيبٌ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَّلَتْ : لَئِنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : لَئِنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُهَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَهَا وَذَخِرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالٌ رَّابِعٌ أَوْ رَابِعٌ شَكٌّ أَبْنِي مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَأَنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبَيْنَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ ، وَقَالَ إِشْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ رَابِعٍ

২৫৮০ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহার খেজুর বাগান-সম্পদ সবচাইতে বেশী ছিল। আর সকল সম্পদের মধ্যে তাঁর কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিল মসজিদের (নববীর) সামনে অবস্থিত বায়রুহ বাগানটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে

বাগানে যেতেন এবং এর সুস্থাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন নায়িল হলঃ لَنْ تَنْلُوُ الْبِرْ: -তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা নেকী হাসিল করতে পারবে না। আবু তালহা (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ বলেছেনঃ তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো নেকী হাসিল করতে পারবে না। আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রুহ। সেটি আল্লাহর নামে সাদক। আমি আল্লাহর কাছে এর সওয়াব ও কিয়ামতের সঞ্চয়ের আশা করি। আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী আপনি তা ব্যয় করুন।' রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেন, 'বেশ! এটি লাভজনক সম্পদ অথবা (বললেন), অস্থায়ী সম্পদ।' ইব্ন মাসলামা সন্দেহ পোষণ করেন। (রাসূলাল্লাহ ﷺ বললেন) তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনেছি। আমার ঘতে তুমি তা তোমার আঞ্চীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা-ই করব।' তারপর তিনি তা তার আঞ্চীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ইসমাঈল, আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ, ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (রা) মালিক (র)-এর (সন্দেহ ছাড়াই) (অস্থায়ী) বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَشْحَقَ حَدَّثَنِي عَمَرُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّةَ شُوَفَيْتَ أَيْنَفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَإِنَّ لِي مِحْرَافًا، فَإِنَّهُ أَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا

২৫৮১ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী রাসূলাল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার মা মারা গেছেন। তার পক্ষ থেকে যদি আমি সাদক করি তাহলে তা কি তার উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সাহাবী বললেন, আমার একটি বাগান আছে, আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি তার পক্ষ থেকে সাদক করলাম।

১৭৩২. بَابِ اذَا وَقَفَ جَمَاعَةً اَرْضًا مُشَاعِّاً فَهُوَ جَائزٌ

১৭৩২. পরিচ্ছেদ ৪ এক দল লোক যদি তাদের কোন শরীকী জমি ওয়াক্ফ করে তা হলে তা জায়িয

২৫৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّابِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بْنَى النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَتَطْبِ ثَمَنَهُ إِلَى اللَّهِ

২৫৮২ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদ তৈরীর নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, হে বানু নাজ্জার, তোমরা এই বাগানটির মূল্য নির্ধারণ করে আমার কাছে

বিক্রি কর। তারা বলল, একে নয়। আল্লাহর কসম! আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই এর মূল্যের আশা রাখি।

١٧٣٣. بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

১৭৩৩. পরিচ্ছেদ ৪ ওয়াক্ফ কিভাবে লেখা হবে?

٢٥٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ أَبْنُ زُرْيَعٍ حَدَّثَنَا عَوْنَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطَّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ، قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَّشْتَ أَصْلَاهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَحْسِدَقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبْاعُ أَصْلَاهَا وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سُبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَأَبْنِ السُّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيهِ

٢٥٨٤ [মুসাদাদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি রাসূললাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তুম ইচ্ছা করলে আসল জমিটি ওয়াক্ফ করে তার উৎপন্ন সাদৃকা করতে পার। উমর (রা) এটি গরীব, আজীয়-ব্রজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহর পথে, মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সাদৃকা করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তবে যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সংগত পরিমাণ খেতে বা বঙ্গ-বাঙ্কিকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে সঞ্চয় করবে না।

١٧٣٤. بَابُ الْوَقْفِ لِلْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ وَالضَّيْفِ

১৭৩৪. পরিচ্ছেদ ৪ অভাবগত ধনী, ও মেহমানদের জন্য ওয়াক্ফ করা

٢٥٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ مَا لَا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنْ شَيْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَحْسِدَقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبْاعُ أَصْلَاهَا وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ

২৫৮৪ আবু আসিম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) খায়বারে কিছু সম্পদ লাভ করেন এবং নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে সেটি সাদ্কা করতে পার। তারপর তিনি সেটি অভাবগ্রস্ত, মিসকীন, আজীয়-স্বজন ও মেহমানদের মধ্যে সাদ্কা করে দেন।

١٧٣٥ . بَابُ وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

১৭৩৪. পরিচ্ছেদ ৪: মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা

২৫৮৫ حَدَّثَنَا أَشْحَاقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُوهُ التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَدِينَةِ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بْنَى النَّجَارِ ثَامِنُونِيْ حَائِطَكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ شَمَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৫৮৬ ইসহাক (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন, ‘হে বানু নাজার! মূল্য নির্ধারিত করে তোমাদের এ বাগানটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।’ তারা বলল, ‘একপ নয়, আল্লাহর ক্ষম! একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমরা এর মূল্যের আশা রাখি।’

১৭৩৬ . بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ الْفَدِينَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَجْرِيْهَا ، وَجَعَلَ رِيْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلْ لِلرِّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِيحِ تِلْكَ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِيْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ ، قَالَ لِيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

১৭৩৬. পরিচ্ছেদ ৪: জন্ম জানোয়ার, ঘোড়া, আসবাবপত্র ও সোনাক্ষণ ওয়াক্ফ করা। যুহরী (র) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে আল্লাহর পথে এক হাজার শৰ্মুদ্রা দান করল এবং তার এক ব্যবসায়ী গোলামকে তা দিল, সে যেন তা দিয়ে ব্যবসা করে আর লভ্যাংশটি মিসকীন ও আজীয়-স্বজনের মধ্যে সাদ্কা করে দিল। সোকটি সেই এক হাজার মুদ্রার লভ্যাংশ থেকে খেতে পারবে কি? যদিও সে এর লভ্যাংশ মিসকীনদের জন্য সাদ্কা করেনি। যুহরী (র) বলেন, তা থেকে সে নিজে খেতে পারবে না

২৫৮৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فَحَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأَخْبَرَ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيَّعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ لَا تَبْتَعَهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ

২৫৮৬ মুসান্দাদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) এক ব্যক্তিকে তার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেন, যেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আরোহণ করার জন্য দিয়েছিলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে তা আরোহণ করার জন্য দিলেন। উমর (রা)-কে জানান হলো যে, ঘোড়াটি সে ব্যক্তি বিক্রির জন্য রেখে দিয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা ক্রয় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ‘তুমি তা ক্রয় করবে না এবং যা সাদৃকা করে দিয়েছ তা আর ফিরিয়ে নিবে না।’

١٧٣٧. بَابُ نَفَقَةِ الْقِيمِ لِلْوَقْفِ

১৭৩৭. পরিচ্ছেদ ৪ ওয়াক্ফের তন্ত্রবধায়কের খরচ

২০৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيٍّ وَمَؤْنَةِ عَامِلِيٍّ فَهُوَ صَدَقَةٌ

২৫৮৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আমার উত্তরাধিকারীরা কোন স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগভাগি করবে না, বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার সহধর্মীনীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সাদৃকা।’

২০৮৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلَيْهِ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

২৫৮৮ কৃতাইবা ইবন সাইদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) তাঁর ওয়াক্ফে এই শর্তাবলী করেন যে, মুতাওয়ালী তা থেকে নিজে খেতে পারবে এবং বক্সু-বাঙ্কিকেও খাওয়াতে পারবে, তবে সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না।

۱۷۳۸. بَأْبُ اذَا وَقَفَ ارْضًا اوْ بَشَرًا ، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مثِلَّ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَوْقَفَ أَنَسَّ دَارًا ، فَكَانَ اذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزَّيْرُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاهِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضَرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا ، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجِ فَلِيسَ لَهَا حَقٌّ ، وَجَعَلَ ابْنَ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ أَلْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ عَبْدَ أَكْبَرَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ حُوْصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنْشَدُكُمُ اللَّهُ ، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ الْسَّتُّمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ بِثَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَتُهَا ، الْسَّتُّمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَزْتُهُمْ ، قَالَ فَصَدَقُوهُ بِمَا قَالَ ، وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهُ أَنْ يَأْكُلَ ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلِّ

۱۷۳۸. পরিচ্ছেদ : যখন কেউ জমি বা কৃপ ওয়াক্ফ করে এবং অন্যান্য মুসলিমের মত সে নিজেও পানি নেওয়ার শর্ত আরোপ করে। আনাস (রা) একটি ঘর ওয়াক্ফ করেন। যখন তিনি সেখানে আসতেন, তখন তাতে অবস্থান করতেন। যুবায়র (রা) তার ঘর সাদ্কা করে তার কন্যাদের মধ্যে যারা তালাক প্রাপ্তি তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, কোন ধর্কার ক্ষতিসাধন না করে তারা এখানে বসবাস করতে পারবে; এবং তাদেরও যেন কোন কষ্ট দেওয়া না হয়। তবে তারা যদি স্বামী গ্রহণ করে অভাবমুক্ত হয়ে যায় তাহলে সেখানে তাদের হক থাকবে না। ইবন উমর (রা) তার পিতা উমর (রা)-এর ওয়ারিস হিসাবে যে ঘরটি পেয়েছিলেন সেটি তার অভাবগ্রস্ত বংশধরদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আবদান (র) আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) অবরুদ্ধ হলে তিনি উপর থেকে সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আর আমি নবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রূমার কৃপটি খনন করে দিবে সে জানাতী এবং আমি তা খনন করে দিয়েছি। আপনারা কি জানেন না যে, তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি তাবুকের যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রী ব্যবহা করে দেবে, সে জানাতী এবং আমি তা ব্যবহা করে দিয়েছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণ তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করলেন। উমর(রা) তাঁরওয়াকফ সম্পর্কে বলেছিলেন, মুতাওয়ালীর জন্য তা থেকে আহার করতে কোন দোষ নেই। ওয়াক্ফকারী কখনো নিজে মুতাওয়ালী হয় আবার কখনো অপর ব্যক্তি হয়। এ ব্যাপারে সকলের জন্য অবকাশ রয়েছে।

١٧٣٩. بَابُ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

১৭৩৯. পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফকারী যদি বলে, আমি একমাত্র আল্লাহর কাছে এর মূল্যের আশা করি, তবে তা জায়িয়

٢٥٨٩ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّارِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ ، قَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

২৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বললেন, হে বানু নাজ্বার! তোমাদের বাগানটি মূল্য নির্ধারণ করে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা বলল, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর কাছে আশা রাখি।

١٧٤. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ الَّتِي وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ، وَقَالَ لِي عَلَيْهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَيْنَدَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي القَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمَ الدَّارِيِّ وَعَدَيِّ بْنِ بَدَاءِ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ بِتَرْكِتِهِ فَقَدُوا جَامِاً مِنْ فِضَّةٍ مُخْوَصًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَحْلَفُوهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَجَدُوا الْجَامِ بِمَكَّةَ فَقَالُوا أَبْتَعَنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدَيِّ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أُوْلَيَائِهِ فَاحْلَفَ لِشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ

১৭৪০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : হে যুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপর্যুক্ত হয় তখন অসীমাত করার সময় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে দুঃজনকে

সাক্ষী নিযুক্ত করবে। আল্লাহু তাআলা ফাসিকদের হিদায়াত করেন না। (৫: ১০৬-১০৮) আল্লী ইবন
আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীম দারী
ও আদী ইবন বাদ্দা (র) -এর সঙ্গে সফরে বের হন এবং সাহম গোত্রের লোকটি এমন এক জামগাম
মারা যান, যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু'জন তার পরিত্যক্ত জিনিষ পত্র নিয়ে ফিরে আসলে
মৃতের আঞ্চীয়-স্বজন তার মধ্যে স্বর্ণখচিত একটি ঝুপার পেয়ালা পেলেন না। এ সম্পর্কে তাদের
দু'জনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম করালেন। তারপর তারা পেয়ালাটি মকাব পেল। (যাদের কাছে পাওয়া
গেল) তারা বলল, আমরা এটি তামীম ও আদী (র)-এর নিকট থেকে ত্রয় করেছি। এরপর মৃতের
আঞ্চীয়দের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কসম করে বলে, এ দু'জনের সাক্ষ্য থেকে আমাদের সাক্ষ্য
অধিক ঘৃণ্যযী। নিচয়ই এ পেয়ালাটি তাদের আঞ্চীয়ের। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের সম্ভক্ষে এই
যা আইন দ্বীপে অবতীর্ণ হয় : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْتِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ

١٧٤١. بَابُ قَضَاءِ الْوَصْيَ دِيْوَنَ الْمَيْتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِّنَ الْوَرَثَةِ

১৭৪১. পরিচ্ছেদ : অসীয়াতকারী কর্তৃক মুতের ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে মুতের খণ পরিশোধ করা

٢٥٩٠ حدثنا محمد بن ساقي أو الفضل بن يعقوب عنه حدثنا شيبان
أبو معاوية عن فراس قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله
الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه أستشهد يوم أحد وترك ست بنات
وتراك عليه دينًا ، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله ﷺ فقلت
يا رسول الله قد علمت أن والدى أستشهد يوم أحد وترك عليه دينًا
كثيراً وأنى أحب أن يراك الغرماء ، قال اذهب بيادر كل تمر على
ناحيته ففعلت ثم دعوه فلما نظروا إليه أغرموا بي تلك الساعة فلما
رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيادرًا ثلاثة مرات ثم جلس عليه
ثم قال أدع أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدى وأنا
والله راض أن يؤدى الله أمانة والدى ، ولا أرجع إلى أخواتي بثمرة ،
فسلم والله البيادر كلها ، حتى أنه نظر إلى البيادر الذي عليه رسول

اللَّهُ أَعْلَمُ كَانَهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَغْرُوا بِي
هَيْجُوا بِي فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاؤُ وَالْبَغْضَاءُ

[২৫৯০] মুহাম্মদ ইবন সাবিক (র) কিংবা ফযল ইবন ইয়াকুব (র)..... মুহাম্মদ ইবন সাবিক (র)-এর মাধ্যমে..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়। তিনি ছ'টি কন্যা সন্তান রেখে যান আর তাঁর উপর ঝণও রেখে যান। খেজুর কাটার সময় হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছে আর তিনি অনেক ঝণ রেখে গেছেন। আমার মনে চায় যে, পাওনাদাররা আপনাকে দেখে নিক। (হয়ত এতে তারা কিছু ঝণ ছেড়ে দিতে পারে।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যাও। (খেজুর কেটে) এক এক রকম খেজুর এক এক স্থানে জমা কর। আমি তা-ই করলাম। এরপর তাঁকে অনুরোধ করে নিয়ে এলাম। লোকেরা (পাওনাদাররা) যখন তাঁকে দেখল, তখন তারা আমার কাছে জোর তাগাদা করতে লাগল। তিনি তাদের একপ করতে দেখে খেজুরের বড় স্তুপটির চারদিকে তিনবার ঘূরলেন, এরপর তার উপর বসে পড়লেন। তারপর বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক। তিনি মেপে মেপে তাদের পাওনা আদায় করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমার পিতার সমস্ত ঝণ আদায় করে দিলেন। আর আল্লাহর কসম, আমি এতেই সম্মুষ্ট যে, আমার পিতার ঝণ আল্লাহ পরিশোধ করে দেন, এবং আমি আমার বোনদের কাছে একটি খেজুরও নিয়ে না ফিরি। কিন্তু আল্লাহর কসম! সমস্ত স্তুপই যেমন ছিল তেমন রয়ে গেল। আমি সেই স্তুপটির দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে ছিলাম, যার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে ছিলেন। মনে হলো যে, তা থেকে একটি খেজুরও কমেনি। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন এগ্রু বি এর অর্থ হলো **হীজু বি** অর্থাৎ আমার কাছে জোর তাগাদা করতে লাগল। মহান আল্লাহর বাণীঃ “আমি তাদের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্যে জাগরুক রেখেছি।” (৫ : ১৪)

كتابُ الْجِهَادِ
জিহাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহুর নামে শুরু করাই।

كتابُ الْجَهَادِ অধ্যায় : জিহাদ

✓ ١٧٤٢ . بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ أَشَّتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتَّلُونَ وَيُقَاتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًا فِي التُّورَاةِ وَالْأَنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعِهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأَشْتَبَرُوا بِيَتَعَمَّدُ الَّذِي يَأْعُمَّهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَيَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاغِيَةُ

১৭৪২. পরিচ্ছেদ : জিহাদ ও যুক্তের ক্ষয়ীলত। আল্লাহ তাআলার বাণী : আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তাদের জন্যে জালাত রয়েছে। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিখণ্ডি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পূরণে আল্লাহ অপেক্ষা প্রের্ততর কে আছে? তোমরা বে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাক্ষ্য.....এবং মুমিনদেরকে আপনি তত সংবাদ দেন। (১ : ১১১-১২) ইবন আবাস (রা) বলেন, অর্থ (আল্লাহর) আনুগত্য

٢٥٩١ حدثنا الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مقوال قال سمعت الواليد بن العيازار ذكر عن أبي عمررو الشيباني قال قال عبد الله بن مشعود رضي الله عنه سألت رسول الله

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِنْقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ
قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزَدْتُ لَزَادَنِي

২৫৯১ হাসান ইবন সাবরাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজাসা করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোনু কাজ সর্বোত্তম?’ তিনি বললেন, ‘সময় মত সালাত আদায় করা।’ আমি বললাম, ‘তারপর কোনটি?’ তিনি বললেন, ‘এরপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা।’ আমি বললাম, ‘তারপর কোনটি?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর পথে জিহাদ।’ তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আর কিছু জিজাসা না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি (কথা) বাঢ়াতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন।

২৫৯২ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا هِجْرَةٌ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلِكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا أَسْتَنْفِرْتُمْ فَآنْفِرُوا

২৫৯৩ **২৫৯৩** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আবুস ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়াত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেওয়া হয়, তা হলে বেরিয়ে পড়।’

২৫৯৪ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بْنَتْ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَاتَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنْ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجَّ مَبْرُورٌ

২৫৯৫ মুসান্দাদ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি, তবে কি আমরা জিহাদ করব না?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হচ্ছে মকবুল হজ্জ।’

২৫৯৬ حَدَّثَنَا أَشْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينٍ أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَدَّثَنَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دُلْنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ
الْجِهَادَ، قَالَ لَا أَجِدُهُ، قَالَ هَلْ تَشَتَّطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ
مَسْجِدَكَ فَتَقُومُ وَلَا تَفْتَرُ وَتَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ قَالَ وَمَنْ يَشْتَطِيْعُ ذَلِكَ ،
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لِيَشْتَأْنُ فِي طِوَّلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ
حَسَنَاتٌ ،

২৫৯৪ ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি
রাসূলগ্রাহ صلوات الله عليه وآله وسلام-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য
হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাঞ্চি না। (এরপর বললেন), তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন
বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে এবং (এতটুকু) আলস্য
করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙবে না। লোকটি বলল, তা কার সাধ্য? আবু
হুরায়রা (রা) বলেন, 'মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকী লেখা
হয়।'

١٧٤٣ . بَابُ أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَوْلُهُ
تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَمِنِ ، تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ الْفُوزُ
الْعَظِيمُ

১৭৪৩ পরিচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে সে মুসিন মুজাহিদই উত্তম, যে কীয় জ্ঞান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে
জিহাদ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: হে মুসিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সম্মান
দেব, যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মস্তুদ শাস্তি থেকে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস
স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে..... এ-ই
মহাসাফল্য। (৬১ : ১০-১২)

٢٥٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ
يَزِيدَ الْيَثْرَى أَنَّ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبْلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ أَئِ النَّاسُ أَفْضَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي

**سَيِّئَاتِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ قَائِلُوا ثُمَّ مَنْ، قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبِ مِنْ
الشَّعَابِ يَتَقَبَّلُ اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرَّهُ**

୧୯୯୫ ଆରୁଳ ଇୟାମାନ (ର)..... ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଦରୀ (ରା) ଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ, ଜିଜାସା କରା ହଲୋ, ‘ଇୟା ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ! ମାନୁଶର ମଧ୍ୟେ କେ ଉତ୍ତମ?’ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ  ବଲେନ, ‘ସେଇ ମୁମିନ ଯେ ନିଜ ଜାନ ଓ ମାଲ ଦିଯେ ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଜିହାଦ କରେ ।’ ସାହାରୀଗଣ ବଲେନ, ‘ଭାରପର କେ?’ ତିନି ବଲେନ, ‘ସେଇ ମୁମିନ ଯେ ପାହାଡ଼େର କୋନ ତୁହାୟ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରେ ଏବଂ ନିଜ ଅନିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଲୋକଦେଇରକେ ନିରାପଦ ରାଖେ ।’

٢٥٩٦ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : مثل المجاهد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة

২৫৯৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে
বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা
সিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর ন্যায়। আল্লাহ তাআলা তার পথের মুজাহিদের জন্য এই দায়িত্ব
নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জানাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা গানীমতসহ নিরাপদে
ফিরিয়ে আনবেন।

١٧٤٤. بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي
شَهَادَةً فِي بَلْدَ رَسُولِكَ

୧୯୪୮ ପରିଚେତ : ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀର ଜନ୍ୟ ଜିହାଦ ଓ ଶାହାଦାତେର ଦୁଆଁଆ । ଉମର (ରା) ବଲେନ, ‘ହେ ଆଶ୍ଵାସ, ଆମାକେ ଆପନାର ରାସୁଲର ଶହରେ ଶାହାଦାତ ନୀରି କରନ’ ।

٢٥٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بَثَتْ مُلْحَانًا فَتُطْعَمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ

حَرَامٌ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابُّعِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطْعَمَهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِيْرَ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيقَظَ وَهُوَ يُضْحِكُ، قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَىٰ غُزَّةَ فِي سَبَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ شَبَّاجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلْوَّكًا عَلَىٰ الْأَسْرَةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلْوَّكِ عَلَىٰ الْأَسْرَةِ، شَكَ اشْحُوقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيقَظَ وَهُوَ يُضْحِكُ، فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَىٰ غُزَّةَ فِي سَبَبِيلِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتَ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبْتَ الْبَحْرَ فِي زَمَانٍ مُّعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصَرَعْتَ عَنْ دَابِّتِهَا حِينَ خَرَجْتَ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكْتَ

২৫৯৭। আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ উপরে হারাম বিন্ত মিলহান (রা)-এর কাছে যাতায়াত করতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ উপরে হারাম-কে খেতে দিতেন। উপরে হারাম (রা) ছিলেন, উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদিন রাসূলুল্লাহ উপরে হারাম তাঁর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাচতে থাকেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ উপরে হারাম ঘৃমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘূম থেকে জাগলেন। উপরে হারাম (রা) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাসির কারণ কি?’ তিনি বললেন, ‘আমার উম্মাতের কিছু লোককে আল্লাহর পথে জিহাদের অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তথ্যের উপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহর মত তথ্যে উপবিষ্ট।’ এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (র) সন্দেহ করেছেন। উপরে হারাম (রা) বলেন, ‘আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন।’ রাসূলুল্লাহ উপরে হারাম তাঁর জন্য দুআ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ উপরে হারাম আবার মাথা রাখেন (ঘৃমিয়ে পড়েন)। তারপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি?’ তিনি বললেন, ‘আমার উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদের কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়।’ পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উপরে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। তারপর মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা)-এর সময় উপরে হারাম (রা) জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন অবতরণ করেন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। আর এতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

١٧٤٥. بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَالُ هَذِهِ سَبِيلِي

هذا سَبِيلِي وَ جَلِيلِي هَذِهِ سَبِيلِي ১৭৪৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা। বলা হয় জিহাদকারীদের মর্যাদা। বলা হয় এর অর্থাৎ উভয়ই ব্যবহার হয়, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন হল পূর্ণিম অর্থাৎ উভয়ই ব্যবহার হয়, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন হল এবং এর অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা।

٢٥٩٨ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلَىٰ عَنْ عَطَاءَ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَمْنَ
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَأَقامَ الصَّلَاةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ
يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُبَشِّرُ النَّاسَ ، قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةً دَرَجَةً
أَعْدَهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى
الْجَنَّةِ أُرَاهُ قَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجُّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ

২৫৯৮ ইয়াহুইয়া ইবন সালিহ (র)..... আবু হুয়ায়িরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ইমান আনল, সালাত আদায় করল ও রম্যানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্থীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌছে দিব না ? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দুটি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবন ফুলাইহ (র) তাঁর পিতার সুত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপর রয়েছে আরশে রহমান।

٢٥٩٩ حَدَثَنَا مُوسَى حَدَثَنَا جَرِيرٌ حَدَثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمْرُةَ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ الْيَأْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَاهُنِّيْ

دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرْ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فَالْأَمْمَاءُ هُنَّ الْمُدْرَارُ
الشُّهَدَاءُ

২৫৯৯ মুসা (র)..... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি আজ রাতে (ঘণ্টে) দেখতে পেলাম যে, দুর্ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। তারপর আমাকে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল; এর আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দুর্ব্যক্তি আমাকে বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।

١٧٤٦ . بَابُ الْغَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

১৭৪৬. পরিচ্ছেদ ৪ আল্লাহর রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত করা। জানাতে তোমাদের কারোর একটি ধনুক পরিমাণ স্থান

২৬০ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رُوحَةَ خَيْرٍ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

২৬০ মুআল্লা ইবন আসাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।

২৬০১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هَلَالِ بْنِ عَلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرِبُ وَقَالَ الْغَدْوَةُ أَوْ الرُّوحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرِبُ

২৬০১ ইবরাহীম ইবন মুন্যির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জানাতে ধনুক পরিমাণ স্থান, তা (পৃথিবী) থেকে উত্তম যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা সূর্যের উদয়ান্তের স্থান (পৃথিবী)-এর চাইতে উত্তম।

٢٦٠٣ حَدَّثَنَا قَبِيْحَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرُّوحُ وَالْغَدوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمِمَّا فِيهَا

২৬০২ কাবীসা (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর রাজ্যালয় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার সকল কিছু থেকে উত্তম।

١٧٤٧ بَابُ الْحُورِ الْعَيْنِ وَصِفَتِهِنَّ يُحَارِ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةٌ سَوَادُ الْعَيْنِ ، شَدِيدَةٌ بَيَاضُ الْعَيْنِ ، وَزَوْجَنَاهُمْ بِحُورِ عَيْنٍ أَنْكَحَنَاهُمْ .

১৭৪৭. পরিচ্ছেদ : ডাগর চক্র বিশিষ্ট হুর ও তাদের শুণাবলী। তাদের দর্শনে দৃষ্টি হ্রিয়ে থাকে না এবং তাদের চোখের মনি অতীব কালো ও চোখের সাদা অংশ অতীব শুভ। (এই জন্যই তাদের হুরে 'ইন বলা হয়)--জালাতীদের আমি হুরে 'ইনের সাথে বিম্বে করিয়ে দিব।

٢٦٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعاوِيَةً بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اشْلَقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مَنْ عَبْدٌ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا شَهِيدٌ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِذَا يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ مَرَةً أُخْرَى قَالَ وَسَمِعْتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِرَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ غَدْوَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيَدِهِ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنْ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأْتُهُ رِيحًا وَلَنَصِيبَ فُهُوا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

২৬০৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহর কাছে তার সাওয়াব রয়েছে তাকে

দুনিয়াতে এর সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের ফর্মালত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে। রাবী হ্যাইদ (র) বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে এ কথাও বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। তোমাদের কারোর ধন্যকের কিংবা চাবুক রাখার মত জাল্লাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। জাল্লাতী কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উকি দেয় তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীর সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সব কিছু থেকে উত্তম।

١٧٤٨ . بَابُ تَمْنِي الشَّهَادَةِ

১৭৪৮. পরিচ্ছেদ : শাহাদাতের আকাঞ্চ্ছা করা

٢٦٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسِيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ رَجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةِ تَغْزِيْلِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْدِتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ

২৬০৪ আবুল ইয়ামান (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সন্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মৃমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সন্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। তারপর জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়।

٢٦٥ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ

الْتَّبِيُّ^{رَبِّي} فَقَالَ أَخْذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَصْبَبَ ثُمَّ أَخْذَهَا جَعْفَرٌ فَأَصْبَبَ، ثُمَّ أَخْذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصْبَبَ، ثُمَّ أَخْذَ خَالِدًا بْنَ الْوَلِيدَ عَنْ غَيْرِ اِمْرَأٍ فَفَتَحَ لَهُ، وَقَالَ مَا يَسْرُنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، قَالَ أَيُّوبُ، أَوْ قَالَ مَا يَسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ.

২৬০৫ ইউসুফ ইবন ইয়াকুব আস সাফ্ফার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুতার মুদ্দে সৈন্য প্রেরণের পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ খৃত্বা দিতে গিয়ে বলেন, যায়দ (রা) পতাকা ধারণ করল এবং শহীদ হল, তারপর জাফর (রা) পতাকা ধারণ করল, সেও শহীদ হল। তারপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) পতাকা ধারণ করল এবং সেও শহীদ হল। এরপর খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) বিনা নির্দেশেই পতাকা ধারণ করল এবং সে বিজয় লাভ করল। তিনি আরো বলেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা আমাদের নিকট আনন্দায়ক নয়। আইয়ুব (র) বলেন, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা তাদের নিকট আদৌ আনন্দায়ক নয়, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চোখ থেকে অঞ্চ বারছিল।

١٧٤٩ . بَابُ فَضْلٍ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى :
وَمَنْ يُخْرَجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ ، وَقَعَ وَجْبَ

১৭৪৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সওয়ারী থেকে পড়ে মারা যায়, সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার বাণীঃ মَنْ يَتْرُجِعْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘৰ থেকে বের হয় এবং (পথিমধ্যে) তাঁর মৃত্যু ঘটে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। (৪ : ১০০)

২৬.٦ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَثَنِي الْلَّيْثُ حَدَثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالِدِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِشَتِّي مَلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ^{رَبِّي} يَوْمًا قَرِيبًا مِنْئِيَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ مَا أَضَّ حَكَكَ، قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ، يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ، كَالْمُلْوَكِ عَلَى الْأَسِرَةِ، قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي

مِنْهُمْ، فَدَعَاهَا، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةُ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا، فَقَاتَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا، فَقَاتَتْ أَدْعَ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ أَنْتَ مِنَ الْأَوْلَيْنَ، فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ غَازِيًّا أَوْلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوَتِهِمْ قَافِلَيْنَ فَنَزَلُوا الشَّامَ، فَقَرِبَتِ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتُرْكِبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ

২৬০ড় আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... উষ্মে হারাম বিনৃত মিলহান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকটবর্তী একস্থানে শুয়েছিলেন, এরপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে দাগলেন। আমি বললাম আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমার উষ্মাতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো যারা এই নীল সমুদ্রে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। উষ্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার জন্য দুআ করলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার নিদ্রা গেলেন এবং আগের মত আচরণ করলেন। উষ্মে হারাম (রা) আগের মতই বললেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আগের মতই জবাব দিলেন। উষ্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দুআ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মুআবিয়া (রা)-এর সাথে মুসলমানরা যখন প্রথম সমুদ্র পথে অভিযানে বের হয়, তখন তিনি তাঁর স্বামী উবাদা ইবন সামিতের সঙ্গে যুদ্ধে শিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাদের কাফেলা সিরিয়ায় থামে। আরোহণের জন্য উষ্মে হারামকে একটি সওয়ারী দেয়া হলো, তিনি সওয়ারীর উপর থেকে পড়ে মারা গেলেন।

. ۱۷۵. بَابُ مَنْ يُنْكَبُ أَوْ يُطْعَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

১৭৫০. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হলো কিংবা বর্ণ বিন্দু হল

২৬.৭ حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِشْحَاقَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ أَقْوَاماً مِنْ بَنِي سُلَيْمَانَ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ رَجُلًا فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِئٌ أَتَقْدَمُكُمْ فَإِنْ أَمْتُوْنِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالآكُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمْتُوْهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَوْمَأُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَزَرَتْ وَرَبِّ الْكَعْبَةَ، ثُمَّ مَالَوْا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ أَلْأَ

رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ، قَالَ هَمَّامٌ أَرَاهُ أَخْرَ مَعَهُ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ، فَرَضَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنَّ بَلَغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِيَنَا رَبُّنَا فَرَضَى عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِغْلِ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِخْيَانَ وَبَنِي عُصِيَّةَ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

[২৬০৭] হাফ্স ইবন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বানু সুলায়মের সন্তুর জন লোকের একটি দলকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বানু আমিরের কাছে পাঠান। দলটি সেখানে পৌছলে আমার মামা (হারাম ইবন মিলহান) তাদেরকে বললেন, আমি সর্বাঞ্ছে বনু আমিরের কাছে যাব। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী পৌছাতে পারি, (তবে তো তাল) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবে। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন। কাফিররা তাঁকে নিরাপত্তা দিল, কিন্তু তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী শুনাতে লাগলেন, সেই সময় আমির গোত্রীয়না এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। আর সেই ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারল এবং তীর শরীর তেজ করে বের হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন আল্লাহু আকবার, কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। তারপর কাফিররা তার অন্যান্য সংগীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং সকলকে শহীদ করল, কিন্তু একজন ধোঁড়া ব্যক্তি বেঁচে গেলেন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হারাম (র) অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় তার সাথে অন্য একজন ছিলেন। তারপর জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ-কে খবর দিলেন যে, প্রেরিত দলটি তাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি (রব) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা এই আয়াতটি পাঠ করতাম, আমাদের কাওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। পরে এ আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়। তারপর আল্লাহু ও রাসূলের প্রতি অবাধ্যতার দরশন রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রমাগত চল্লিশ দিন রিংল, যাকওয়ান, বানু লিহয়ান ও বানু উসাইয়ার বিরুদ্ধে দুআ করেন।

[২৬.৮] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اشْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَشْوَدِ هُوَ أَبُنْ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ سُفْرَيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيَتِ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيَتِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ

[২৬০৮] মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... জুনদুব ইবন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আঙ্গুল রক্তাঙ্গ হলে তিনি (এই কবিতাটি) পড়েছিলেন : মَلَ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيَتِ، وَفِي : তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র; তুমি তো রক্তাঙ্গ হয়েছ আল্লাহরই পথে।

١٧٥١. بَابُ مَنْ يُجْرِحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৭৫১. পরিচ্ছেদ : যে মহান আল্লাহর পথে আহত হয়

٢٦٠.٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِشَكِ

২৬০.৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই সন্তান কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হলে কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশকের সুগঞ্জি ছড়াবে এবং আল্লাহই তাল জানেন কে তার পথে আহত হবে।

١٧٥٢. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : هَلْ تَرَصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْمُسْتَبَينَ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

১৭৫২ পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণীঃ হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির অপেক্ষা করছ? (৯ : ৫২) যুদ্ধ হচ্ছে বড় পানি পান্তের ন্যায়।

٢٦١.٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْبَيْتُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ أَبِنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَقِيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هَرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قَاتَلُكُمْ أَيَّاهُ، فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُولَ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ ثُبَّتَ لَهُمْ تَكُونُ لَهُمْ الْعَاقِبَةُ

২৬১.০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবু সুফিয়ান ইবন হারব (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, হিরাকল (রোম স্ট্রাট হিরাক্সিয়াস) তাঁকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর (রাসূলুল্লাহ) সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ ছিল? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ বড় পানির পাত্র এবং ধন সম্পদের মত। রাসূলগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। তারপর তাল পরিণতি তাঁদেরই হয় (তাঁরাই পুরুষ্কার প্রাপ্ত হন)।

١٧٥٣ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا

১৭৫৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহু তাআলার বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহুর সৎগে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। (৩৩ : ২৩)

২৬১১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِيْرٌ أَنَسُ بْنُ النَّضِيرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَبَّتُ عَنْ أَوْلَ قِتَالٍ قَاتَلْتُ الْمُشْرِكِيْنَ لِئِنَّ اللَّهَ أَشَهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لِيَرِيَنَ اللَّهَ مَا أَصْنَعَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحْدٍ وَأَنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذُرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُوَلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُوَلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبُّ النَّضِيرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحْدٍ، فَقَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ قَالَ أَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضَعَّا وَثَمَانِيْنَ ضَرَبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمَيْةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَخْتَهُ بِبَيْنَانِهِ، قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُرَى أَوْ نَظَنَّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَّلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ، إِلَى أَخْرِ الْآيَةِ، وَقَالَ أَنَّ أَخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبِيعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةً امْرَأَةً فَأَمْرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالقصَاصِ، فَقَالَ أَنَسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكِنْ سَرُّ ثَنِيَّتِهَا فَرَضُوا بِالْأَرْشِ

وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْا قُسْمَ
عَلَى اللَّهِ لَا يَرْهُ

[২৬১] মুহাম্মদ ইবন সাঈদ খুয়ায়ী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবন নায়ার (রা) বদরের যুদ্ধের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুশরিকদের সঙ্গে আপনি প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, আমি সে সময় অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে শরীর হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখতে পাবেন যে, আমি কী করি।’ তারপর উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে আনাস ইবন নায়ার (রা) বলেছিলেন, ইয়া আল্লাহ! এরা অর্থাৎ তাঁর সাহাবীরা যা করেছেন, তার সম্মতে আপনার কাছে ওয়র পেশ করছি এবং এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করছি। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন, এবং সাদ ইবন মুআয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, হে সাদ ইবন মুআয়, (আমার কাম্য)। নায়ারের রবের কসম, উহুদের দিক থেকে আমি জালাতের সুগন্ধ পাছি। সাদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি যা করেছেন, আমি তা করতে পারিনি। আনাস (রা) বলেন, আমরা তাকে এমতাবস্থায় পেয়েছি যে, তার দেহে আশিটিরও অধিক তলোয়ার, বর্ণ ও তীরের বর্খম রয়েছে। আমরা তাকে নিহত অবস্থায় পেলাম। মুশরিকরা তার দেহ বিকৃত করে ফেলেছিল। তার বোন ছাঢ়া কেউ তাকে চিনতে পারেনি এবং বোন তার আঙুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছিল। আনাস (রা) বলেন, আমাদের ধারণা, কুরআনের এই আয়াতটি : **إِنَّمَا مَنِ الْمُؤْمِنُونَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ** তাঁর এবং তাঁদের মত মুমিনদের সম্পর্কে নাখিল হয়েছে। আনাস (রা) আরো বলেন, **رَبِّ الْفَلَقِ** তার কিসাসের নির্দেশ দেন। আনাস (রা) বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই সন্তার কসম, যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন, তার দাঁত ভঙ্গ হবে না।’ পরবর্তীতে তার বাদীপক্ষ কিসাসের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ নিতে রায় হলে রাসূলুল্লাহ **رَبِّ الْفَلَقِ** বললেন, ‘আল্লাহর এমন কিছু বাদ্দা আছেন, যারা কসম করলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন।’

[২৬২] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنِي إِشْمَاعِيلُ
قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبْنِ
شَهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَسْخَتُ
الصُّحْفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدَتْ أَيَّةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُثُرًا أَسْمَعَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْهَا أَلْمَعَ خُزِيمَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، الَّذِي
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ

২৬১২ আবুল ইয়ামান ও ইসমাইল (র)..... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ একত্রিত করে একটি মুসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম, তখন সুরা আহ্যাবের একটি আয়াত আমি পেলাম না। যা রাসূলগ্লাহ ﷺ -কে পড়তে শুনেছি। একমাত্র খুযাইমা আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। যার সাক্ষকে রাসূলগ্লাহ ﷺ দু'ব্যক্তির সাক্ষের সমান সাব্যস্ত করেছিলেন। সে আয়াতটি হলো: ۚ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدُقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ۝ (৩৩ : ২৩)

১৭৫৪. بَأْبُ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقَتَالِ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنَّمَا تُقَاتَلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ ،
وَقَوْلُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُنَّ مَا لَا تَفْعَلُنَّ ، كَبُرَ مَقْتَنَا عِنْدَ اللَّهِ
بِنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ،

১৭৫৪. পরিচ্ছেদ ৪ যুদ্ধের আগে নেক আমল। আবু দারদা (রা) বলেন, আমল অনুসারে তোমরা জিহাদ করে থাকো। আল্লাহ তাআলার বাণীঃ হে যারা ইমান এনেছ, তোমরা কেন এমন কথা বল, যা তোমরা কর না? তা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসন্তোষজনক।সীসাচালা পাঠীরের ন্যায়। (৬১ : ২-৩)

২৬১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارِ الْفَزَارِيِّ
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِيهِ اشْلَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
أَتَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ مُّقْنَعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْاتَلُ وَأَسْلِمُ
قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيلًا
وَأَجِرَ كَثِيرًا

২৬১৪ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহীম (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লৌহ বর্মে আবৃত এক ব্যক্তি রাসূলগ্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলগ্লাহ! আমি যুদ্ধে শরীক হবো, না ইসলাম প্রচণ্ড করব?' তিনি বললেন, 'ইসলাম প্রচণ্ড কর, তারপর যুদ্ধে যাও।' তারপর সে ব্যক্তি ইসলাম প্রচণ্ড করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদাত বরণ করল। রাসূলগ্লাহ ﷺ বললেন, 'সে অল্প আমল করে বেশী পুরক্ষার পেল।'

১৭৫৫. بَأْبُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرَبٌ فَقَتَلَهُ

১৭৫৫. পরিচ্ছেদ ৪ অঙ্গাত তীর এসে যাকে হত্যা করে

২৬১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا
شَيْبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيْعَ بِنْتَ الْبَرَاءِ ، وَهِيَ

أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتُلَ يَوْمَ بَذْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرَتْ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ، اجْتَهَدَتْ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ ، قَالَ يَا أُمُّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ إِبْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى

২৬১৪ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মে কুবায়ি বিনতে বারা, যিনি হারিসা ইবন সুরাকার মা রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলেন, ‘ইয়া নবীয়ুল্লাহ! আপনি হারিসা (রা) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? হারিসা (রা) বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। সে যদি জাগ্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি সবর করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরত কাঁদতে থাকবো।’ রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘হে হারিসার মা! জাগ্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জাগ্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেছে।’

۱۷۵۶. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلَيَا

১৭৫৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা (দীন) বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে

২৬১৫ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنِمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرِيَ مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلَيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৬১৬ সুলাইমান ইবন হারব (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী কর্ম কর্মকাল -এর কাছে এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধির জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদে শরীক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।’

۱۷۵۷. بَابُ مَنِ اغْبَرَتْ قَدْمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحسِنِينَ

১৭৫৭. পরিচ্ছেদ ৪ যার দু' পা আল্লাহর পথে খুলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ তাআলার বাণীঃ মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরম্বাসীদের জন্য সন্ত নয়, তারা আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাওয়া..... আল্লাহ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। (৯ : ১২০)

٢٦١٦ حَدَّثَنَا أَشْحَقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ أَخْبَرَنَا عَبَّاِيَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنُ رَافِعٍ بْنُ خَدِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْسٍ إِشْمَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَغْبَرْتُ قَدْمًا عَبْدِِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

২৬১৬ ইসহাক (র)..... আবদুর রাহমান ইবন জাবর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহর পথে যে বান্দার দু’পা ধুলিধূসরিত হয়, তাকে জাহানামের আগুন স্পর্শ করবে একপ হয় না।’

١٧٥٨ . بَابُ مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ الرَّاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৭৫৮. পরিচ্ছেদ ৪ আল্লাহর পথে মাথায় লাগা খুলি মুছে ফেলা

٢٦١٧ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَكْرَمَةَ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلَعَلَّيْ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَشْتَيَا أَبَا سَعِيدِ فَأَشْمَعَاهُ مِنْ حَدِيثِهِ فَاتَّيَاهُ وَهُوَ أَخْوَهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَاهُ فَلَمَّا رَأَاهَا جَاءَ فَأَخْتَبَى وَجَلَسَ، فَقَالَ كُنْ نَنْقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتَلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ

২৬১৭ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র)..... ইকরিমা (র) বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) তাকে ও আলী ইবন আবদুল্লাহকে বলেছিলেন যে, তোমরা আবু সাঈদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তার কিছু বর্ণনা শোন। তারপর আমরা তার কাছে গেলাম। সে সময় তিনি ও তার ভাই রাগানে পানি সেঁচের কাজে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি আসলেন এবং দু’ হাঁটু বুকের সাথে লাগিয়ে বসে বললেন, মসজিদে নববীর জন্য আমরা এক একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর আব্বাস (রা) দু’দুটি করে বহন করছিল। সে সময় নবী

তার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার মাথা থেকে ধূলাবালি মুছে ফেললেন এবং বললেন, আশ্মারের জন্য বড় দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। সে (আশ্মার) (রা) তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করবে এবং তারা আশ্মারকে জাহানামের পথে ডাকবে।

١٧٥٩. بَابُ الْغَشْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

১৭৫৯. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের পর ও ধূলাবালি শাগার পর গোসল করা

٢٦١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَأَغْتَسَلَ فَاتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَاللَّهِ مَا وَضَعْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّمَا قَالَ هَاهُنَا وَأَوْمًا إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২৬১৮ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধ থেকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে অন্ত রাখলেন এবং গোসল করলেন, তখন জিব্রীল (আ) তাঁর কাছে এলেন, আর তাঁর মাথায় পটির ন্যায় ধূলি জমেছিল। তিনি বললেন, আপনি অন্ত রেখে দিলেন অথচ আল্লাহর কসম, আমি এখনো অন্ত রাখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বানু কুরায়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এদিকে। আয়িশা (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

١٧٦٠. بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَخْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحَيْنَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

১৭৬০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার এ বাণী যাদের সংকে অবর্তীর্ণ হয়েছে, তাদের মর্যাদা : শারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রিয়ক থাঙ্গ। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত আর আল্লাহ মুমিনগণের শ্রমফল নষ্ট করে দেন না। (৩ : ১৬৯-১৭১)

٢٦١٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ

عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَشْرٍ مَعْوِنَةً ثَلَاثِينَ غَدَاءً عَلَى رِغْلِ
وَذَكْرِ وَأَنَّ وَعُصْبَيَّةَ عَصَتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْسٌ أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا
بِبَشْرٍ مَعْوِنَةً قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِفُوا قَوْمَنَا أَنَّ قَدْ لَقِينَا رَبُّنَا
فَرَضَيْنَا عَنَّا وَرَضِيَّنَا عَنْهُ

২৬১৯ ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বীরে মাউনায় শরীর সাহাবীদেরকে শহীদ করেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই খ্রিস্ট ও যাকওয়ানের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে দুআ করেছিলেন এবং উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। আনাস (রা) বলেন, বী'রে মাউনার কাছে শহীদ সাহাবীদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। পরে তা, মানসুখ হয়ে যায়। (আয়াতটি হলো)

بَلِفُوا قَوْمَنَا أَنَّ قَدْ لَقِينَا رَبِّنَا فَرَضَيْنَا عَنَّا وَرَضِيَّنَا عَنْهُ

“তোমরা আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।”

২৬২০ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحْدِيْ ثُمَّ قُتِلُوا
شُهَدَاءَ فَقِيلَ لِسُفِّيَانَ مِنْ أَخْرِ ذَالِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هَذَا فِيهِ

২৬২০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উভদের যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলায় শরাব পান করেন, এরপর যুদ্ধে তারা শাহাদাত বরণ করেন। সুফিয়ান (র)-কে প্রশ্ন করা হলঃ সেই দিনের শেষ বেলায়ঃ তিনি বললেন, এ কথাটি তাতে নেই।

১৭৬১. بَابُ ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

১৭৬১. পরিচ্ছেদ : শহীদের উপর ফিরিশ্তাদের ছায়াদান

২৬২১ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا
بْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جِئَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ
وَقَدْ مُئَلِّبَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبَتُ أَكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِيْ
فَسَمِعَ صَوْتَ صَانِحَةٍ فَقِيلَ أَبْنَةُ عَمْرِو أَوْ أَخْتُ عَمْرِو فَقَالَ فِيمَ تَبَكَّرِيْ أَوْ

فَلَا تَبْكِيْ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةٍ أَفِيْهِ حَتَّىٰ رُفِعَ
قَالَ رُبُّمَا قَالَهُ

[২৬১] সাদাকা ইবন ফাযল (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ শেষে আমার পিতাকে (তার জাশ) নবী ﷺ-এর কাছে অংগ-প্রত্যঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় তিনি কোন বিলাপকারিগীর বিলাপ ধর্মী শুনতে পেলেন। বলা হলো, সে আমরের কন্যা বা ভগ্নি। তারপর নবী ﷺ বললেন, সে কাঁদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাঁদে। ফিরিশ্তারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন। আমি (ইমাম বুখারী (র) বলেন) সাদাকা (র)-কে জিজাসা করলাম, এও কি বর্ণিত আছে যে, তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত? তিনি বললেন, (জাবির (রা)) কখনো তাও বলেছেন।

۱۷۶۲. بَابُ تَمَنَّى الْمُجَاهِدِ أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

১৭৬২. পরিচ্ছেদ : মুজাহিদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা

[২৬২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ
قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا
أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ
الْكَرَامَةِ

[২৬৩] মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তার কাছে বিদ্যমান থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।

[১৭৬৩] بَابُ الْجَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّبُوفِ ، وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّ
مَنْ قُتِلَ مِنْا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ أَيْسَ قَتْلَكَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ
فِي النَّارِ قَالَ بَلَى

১৭৬৩. পরিচ্ছেদ : তরবারীর বলকের নীচে জানাত। মুগীরা ইবন উ'বা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, আমাদের মধ্যে যে শহীদ হলো সে জানাতে পৌছে গেল। উমর (রা) নবী ﷺ -কে বলেন, আমাদের শহীদগণ জানাতবাসী আর তাদের নিহতরা কি জাহানামী নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হ্যাঁ

২৬২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اشْحَاقَ عَنْ مُوسَى ابْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضِيرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيْفِ . ثَابَعَهُ الْأَوَيْسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ

২৬২৪ آবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... উমর ইবন উবায়দুল্লাহ (র)-এর আশাদকৃত গোলাম ও তার কাতির সালিম আবুন নায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) তাঁকে লিখেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ, তরবারীর ছয়ার নীচেই জানাত। উয়াইসী (র) ইবন আবু যায়খিনাদ (র)-এর মাধ্যমে মুসা ইবন উকবা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুআবিয়া ইবন আমর (র) আবু ইসহাক (র)-এর মাধ্যমে মুসা ইবন উকবা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুসরণ করেছেন।

১৭৬৪ . بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ وَقَالَ الْيَهُودِيُّ حَدَّثَنِي جَعْفُرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَا تُطْقِنَ اللَّيْلَةَ عَلَى مَائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعَ وَتُسْعِينَ كُلَّهُنَّ يَاتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقْرَ رَجُلٍ وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرِسَانًا أَجْمَعُونَ .

১৭৬৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সজ্ঞান আকাঙ্ক্ষা করে। শায়স..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সুলায়মান ইবন দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি একশ' অথবা বলেছেন নিরাম্ববই জন ঝীর সাথে সংগত হব। তাদের প্রত্যেকেই একজন বীর মুজাহিদ প্রস্তুত করবে। তার একজন সাথী বললেন, বলুন, ইনশাআল্লাহ! কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেন নি। ফলে

একজন ঝী ছাড়া কেউই গর্জবতী হলেন না। তিনিও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান থসব করলেন। সেই সন্তান কসম, যার হাতে মুহাম্মদের ﷺ-এর প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হত এবং তারা সকলেই ঘোড় সওয়ার হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

١٧٦٥. بَابُ الشُّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُنُبِ

১৭৬৫. পরিষেদ : যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীমতা

٣٦٢٤ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرْسٍ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا .

২৬২৪ [আহমদ ইবন আবদুল মালেক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। মদীনাবাসীগণ একবার ভীত-সন্ত্রিত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ ঘোড়ায় চড়ে সবার আগে আগে অগ্রসর হয়ে বললেন, আমরা একটি সমুদ্রের ন্যায় দ্রুত গতিসম্পন্ন পেয়েছি।

٣٦٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسْيِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ مَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَتِ الْأَعْرَابُ يَسَّالُونَهُ حَتَّى أَضْطَرُوهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَخَطَفَتِ رِدَاءُهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِيْ لَوْ كَانَ لِيْ عَدَدٌ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمْ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَ لَا كَذُوبًا وَ لَا جَبَانًا

২৬২৫ আবুল ইয়ামান (র)..... জুবাইর ইবন মুত্তাইম (রা) থেকে বর্ণিত, হনাইন থেকে ফেরার পথে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক সাহসী ছিলেন। এমন সময় কিছু গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদের কিছু দেওয়ার জন্য পীড়াগীড়ি উচ্চ করল। এমনকি তারা তাঁকে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেল এবং তাঁর চাদর (গাছের কঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার চাদরটি ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই সব কঁটাযুক্ত গাছের সমপরিমাণ বক্রী থাকত, তাহলে এর সবই তোমাদের ভাগ করে দিতাম। আর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ দেখতে পেতে না।

١٧٦٦. بَابُ مَا يُتَعَوِّذُ مِنَ الْجِنِّ

১৭৬৬. পরিচ্ছেদ : কাপুরুষতা থেকে পানাহ চাওয়া

[٢٦٢٦]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونَ الْأَوَدِيَ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعْلَمُ بَنِيهِ هُؤُلَاءِ الْكَلْمَاتِ كَمَا يُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْغَلْمَانُ الْكِتَابَةُ وَيَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوِّذُ مِنْهُنَّ دُبْرَ الصَّلَاةِ : أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجِنِّ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرْدَى إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَحَدَّثَتْ بِهِ مُصَبِّبًا فَصَدَقَهُ

[২৬২৫] মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আমর ইবন মায়মুন আউদী (র) থেকে বর্ণিত, শিক্ষক যেমন ছাত্রদের লেখা শিক্ষা দেন, সাদ (রা) তেমনি তাঁর সন্তানদের এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের পর এগুলো থেকে পানাহ চাইতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি ভীরুতা, অতি বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আঘাত থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই।’ রাবী বলেন, আমি মুসআব (রা) -এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।

[٢٦٢٧]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجَزِ وَالْكَشْلِ وَالْجِنِّ وَالْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

[২৬২৭] মুসাদাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ করতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কবরের আঘাত থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই।’

١٧٦٧. بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْمَرْبِبِ قَالَهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ

১৭৬৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন তার নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করে। আবু উসমান (র) তা সাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

٢٦٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا حَاتَمٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَاحِبُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعَدًا وَالْمُقْدَادَ بْنَ الْأَشْوَدَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أَحْدَدٍ

[২৬২৮] কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... সায়িব ইবন ইয়ায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ সাদ, মিকদাদ ইবন আসওয়াদ এবং আবদুর রাহমান ইবন আওফ (রা)-এর সঙ্গ শাড় করেছি। আমি তাদের কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তবে তালহা (রা)-কে উছুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٧٦٨ . بَابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ وَقَوْلِهِ : اِنْفِرُوا حَفَافًا وَتَقَالًا وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَآنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا فَاصْدِأُ اِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . يَا اَيُّهَا الْذِينَ اَمْنَوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ اِنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِنْاقِلُمْ اِلَى الارْضِ اَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاُخْرَةِ فَمَا مَنَعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْاُخْرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ وَيُذَكَّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَانْفِرُ وَا ثُبَاتٌ سَرَّاكِيَا مُتَفَرِّقِيَنَ وَيُقَالُ وَاحِدُ الثُّبَاتِ ثُبَّةٌ

১৭৬৮. পরিচ্ছেদ ৪ জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তার নিয়মাতের আবশ্যিকতা। আল্লাহ তাআলার বাণীঃ অভিযানে বের হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হটক অথবা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন ধারা। এই তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যদি তোমরা জানতে। আগ শাড়ের সজ্ঞাবনা থাকলে এবং সফর সহজ হলে..... তারা যে শিথ্যাচারী তা তো আল্লাহ জানেন (৪১৪৪২)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদের আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুকে পড়? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতৃষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিত্কর (৯১৩৮)। ইবন আব্বাস (রা) থেকে উল্লেখ রয়েছে, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুকে পড়? তোমরা কি অর্থ হোট হোট দলে বিভক্ত হয়ে তোমরা জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়? শব্দটির একবচন নুঁতু অর্থ হোট দল

২৬২৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا .

২৬৩০ آমুর ইবন আলী (র)..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, ‘এই বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জিহাদ ও নিয়াত। যখনই তোমদের বের হওয়ার আহবান জানানো হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

১৭৬৯. بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ .

১৭৬৯. পরিচ্ছেদ ৪ কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম অঙ্গ করে এবং দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়

২৬৩০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُشَتَّشَهُدُ

২৬৩০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, গ্রাসুল্লাহ মুক্তি বলেছেন, দুব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। তারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর তাওবা করুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে।

২৬৩১ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْرٍ بَعْدَ مَا افْتَحَوْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهِمُ لِيْ فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ لَا تُشْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ أَبْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ أَبْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ وَأَغْرِبَأً لَوْبَرٍ تَدَلِّي

عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَانٍ يَنْفُعُ عَلَىٰ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدِيْ
وَلَمْ يُهْنِيْ عَلَىٰ يَدِيْهِ قَالَ فَلَا أَدْرِيْ أَشَهَمَ لَهُ أَوْ لَمْ يُشَهِمْ لَهُ قَالَ سُفْيَانُ
وَحَدَّثَنِيْ السَّعِيدِيْ عَنْ جَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّعِيدِيْ
هُوَ عَمَرُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ

[২৬৩১] হুমায়নী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সেখানে অবস্থানকালেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকেও (গনীমতের) অংশ দিন।’ তখন সাইদ ইবন আসের কোন এক পুত্র বলে উঠল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অংশ দিবেন না।’ আবু হুরায়রা (রা) বললেন, সে তো ইবন কাউকালের হত্যাকারী। তা শুনে সাইদ ইবন আসের পুত্র বললেন, দান (পান) (ضَانٍ) পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আমাদের কাছে আগত বিড়াল মাশি জন্মটি, (সেই ব্যক্তির) কথায় আশ্চর্যবোধ করছি, সে আমাকে এমন একজন মুসলিমকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে যাকে আল্লাহ তাআলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন এবং যার দ্বারা আমাকে সাঞ্চিত করেননি। আববাস (রা) বলেন, পরে তাকে অংশ দিয়েছেন কি দেননি, তা আমাদের জানা নেই। সুফইয়ান (র) বলেন, আমাকে সাইদী (র) তাঁর দাদার মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (ইয়াম বুখারী) (র) বলেন, সাইদী হলেন, আমর ইবন ইয়াহিয়া ইবন সাইদ ইবন আমর ইবন সাইদ ইবন আস।

١٧٧. بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصُّومِ

১৭৭০. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর অগ্রাধিকার দেয়

[২৬৩২] حَدَّثَنَا أَدْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَرَهُ يُفْطِرُ إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحِي

[২৬৩৩] আদম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর জীবনকালে আবু তালহা (রা) জিহাদের কারণে সিয়াম পালন করতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আয়হা ব্যতীত তাকে আর কখনো সিয়াম ছেড়ে দিতে দেখিনি।

١٧٧١ . بَابُ الشَّهَادَةِ سَبْعُ سِوَى الْقَتْلِ

১৭৭১. পরিচ্ছেদ : নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকারের শাহাদত রয়েছে

২৬৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّهَادَةُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৬৩৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ অকার মৃত ব্যক্তি শহীদঃ মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধৰ্মসম্বূপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং যে আল্লাহর পথে শহীদ হলো, সে ব্যক্তি।

২৬৩৪ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৬৩৫ বিশ্র ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত।

১৭৭২ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ : غَفُورًا رَّحِيمًا .

১৭৭২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে সীয় ধন প্রাণ ধারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়..... আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৪ : ৯৫-৯৬)

২৬৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِمَا نَزَّلْتَ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا ، فَجَاءَ بِكَتْفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَّا أَبْنَامَكَتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَّلْتَ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الضَّرَرِ

২৬৩৫ আবুল ওয়ালীদ (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি বলেন, বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতটি নাফিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদ (রা)-কে ডেকে আনলেন। তিনি কোন জন্মের একটি চওড়া হাঁড় নিয়ে আসেন এবং তাতে উক্ত আয়াতটি লিখে রাখেন। ইবন উয়ে মাকতুম জিহাদে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে আয়াতটি নাফিল হয়।

٢٦٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدَ الزُّهْرِيُّ
قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى
جَلَسَتْ إِلَيْهِ جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يَشْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ قَالَ فَجَاءَهُ أَبْنُ أَمْ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمْلِأُهَا عَلَىٰ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
أَسْتَطِعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَغْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى
عَلَىٰ رَسُولِهِ وَفَخَذَهُ عَلَىٰ فَخَذَى فَتَقْلَتْ عَلَىٰ حَتَّىٰ خَفَتْ أَنَّ تَرُضَ
فَخَذَى ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولَئِي الضرَرِ

২৬৩৬ আবদুল আয়ী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... সাহল ইবন সাদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি মারওয়ান ইবন হাকামকে মসজিদে বসা অবস্থায় দেখলাম। তারপর আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবন সবিত (রা) তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর অবতীর্ণ আয়ত, **لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ** (মুসলমানদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা পরম্পর সমান নয়) যখন তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় অঙ্ক ইবন উষ্মে মাকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যদি জিহাদে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতাম।’ সে সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার কাছে এতই ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। এরপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেল, এ সময় **غَيْرُ أُولِيِ الْضَّرِّ** আয়াতটি নাযিল করেন।

١٧٧٣ . بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَال

১৭৭৩. পরিচ্ছেদ ৪ যুক্তের সময় ধৈর্যধারণ

٢٦٣٧ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو اشْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبْنِ النَّضْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ فَقَرَأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوْا

২৬৩৭] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... সালিম আবু নায়র (র) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) লিখে পাঠালেন, আর আমি এতে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা তাদের (শক্তদের) মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে।

١٧٧٤. بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الْقِتَالِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : حَرِّضَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ .

১৭৭৪. পরিচ্ছেদ ৪: জিহাদে উত্তুল্করণ। আল্লাহ তাআলার বাণী ৪: মুসিমদের জিহাদের জন্য উত্তুল্ক করুন

২৬৩৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمَّارٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو اشْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ فِي غَدَاءَ بَارَدَةً فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَيْدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النُّصْبِ وَالْجُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعِيشَ عِيشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِ فَقَالُوا مُجِيْبِيْنَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَأْيَعُوْمَا مُحَمَّداً * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقَيْنَا أَبَداً

২৬৩৯] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খনকের দিকে বের হলেন, সীম শীতল সকালে আনসার ও মুহাজিররা পরীক্ষা খনন করছেন, আর তাদের এ কাজ করার জন্য তাদের কোন গোলাম ছিল না। যখন তিনি তাদের দেখতে পেলেন যে, তারা কষ্ট এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত, তখন বলেলেন, হে আল্লাহ! সুখের জীবন আখিরাতের জীবন। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। প্রত্যুভাবে তারা বলে উঠেনঃ আমরা সেই লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে আছি।

١٧٧٥. بَابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

১৭৭৫. পরিচ্ছেদ ৪: পরীক্ষা খনন

২৬৩৯] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ

الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُوْنِهِمْ وَيَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بِأَيْمَانِهِمْ مُحَمَّدًا * عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِيَّنَا أَبَدًا

وَالثَّبِيْرِ يُجِيْبُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنَّا لَأَخْيَرُ الْأَخْيَرَةَ ، فَبَارِكْ فِي
الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ

[২৬৩] আবু মা'মার (র)..... আনসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার পাশে পরীক্ষা খনন করেছিলেন এবং তারা পিঠে করে মাটি বহন করেছিলেন। আর তারা এই কবিতা আবৃত্তি করতেছিলেনঃ আমরা ইসলামের উপর মুহাম্মদের হাতে বায়আত নিয়েছি, ততদিন পর্যন্ত যতদিন আমরা বেঁচে থাকি। আর নবী ﷺ তাদের উত্তরে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। তাই আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন।

২৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ سَمِعَتُ الْبَرَاءَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

[২৬৪] আবু ওয়ালীদ (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাটি উঠাচ্ছিলেন এবং বলেছিলেন, যদি আপনি না হতেন তাহলে আমরা হিদায়ত পেতাম না।

২৬৫. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ
وَقَدْ وَارَى التُّرَابَ بِيَاضٍ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلَا
تَصْدِقْنَا ، وَلَا صَلَّيْنَا فَانْزَلَنِ سُكِّينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبَّتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقْيَنَا ،
إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبْيَنَا

[২৬৫] হাফস ইব্ন উমর (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহ্যাবের দিন আমি গ্রাসুলশাহু -কে দেখেছি যে, তিনি মাটি বহন করছেন। আর তাঁর পেটের শুভতা মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে সময় তিনি আবৃত্তি করেছিলেন, (ইয়া আল্লাহহ)ঃ আপনি না হলে আমরা হিদায়ত পেতাম না; সাদকা দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। তাই আমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করুন। যখন আমরা শক্ত সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন। ওরা (মুশরিকরা) আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা যখনই কোন ফিত্না সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি।

١٧٧٦. بَابُ مِنْ حَبْسَةِ الْعُذْرِ عَنِ الْغَزِيرِ

১৭৭৬. পরিচ্ছেদ ৪ : ওয়ার যাকে জিহাদে যেতে বাধা দেয়

٢٦٤٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ فِي غَزَّةٍ فَقَالَ إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلَفُنَا مَا سَلَكْنَا شَفَعًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا هُمْ مَعْنَى فِيهِ حَبْسَهُمُ الْعُذْرُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَوَّلُ عِنْدِي أَصْحَحُ

২৬৪২ আহমদ ইবন ইউনুস ও সুলাইমান ইবন হার্ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক যুদ্ধে ছিলেন, তখন তিনি বললেন, কিছু লোক মদীনায় আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা কোন ঘাঁটি বা কোন উপত্যকায় চলিনি, কিন্তু তারাও এতে আমাদের সঙ্গে আছে। ওয়ারই তাদের বাধা দিয়েছে। মুসা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, প্রথম সনদটি আমার নিকট অধিক সহীহ।

١٧٧٧. بَابُ فَضْلِ الصُّومِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৭৭৭. পরিচ্ছেদ ৫ : আল্লাহর পথে জিহাদের অবস্থায় সিয়াম পালনের ফয়লত

٢٦٤٣ حَدَّثَنَا أَشْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسَهْلَ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهِ وَجْهَهُ عَنِ التَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

২৬৪৩ ইসহাক ইবন নাস্র (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) দোয়খের আগুন থেকে সন্তুর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।

۱۷۷۸. بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৭৭৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে খরচ করার ফয়েলত

۲۶۴۴ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةٍ بَابٌ أَيُّ فُلُّ هَلْمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُ مِنْهُمْ

۲۶۴۵ سَادُ الدِّينِ إِبْنُ هَارِنْ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দু'টি করে কোন জিনিস ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক দরজার প্রহরী তাকে আহবান করবে। (তারা বলবে), হে অমৃক ! এদিকে আস। আবু বকর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তাহলে তো তার জন্য কোন ক্ষতি নেই। নবী ﷺ বললেন, 'আমি আশা করি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'

۲۶۴۵ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هَلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَا بِاَخْدَأَهُمَا وَثَنَى بِالْأَخْرَىِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَاتِيَ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قُلْنَا يُؤْخَى إِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَانَ عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ، ثُمَّ أَنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحْضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ أَنْفًا أَوْ خَيْرًا هُوَ ثَلَاثَةِ أَنَّ الْخَيْرَ لَيَأْتِيَ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ كُلُّمَا يُتَبَّتُ الرَّبِيعُ يُقْتَلُ أَوْ يُلْمُ أَلَاكَلَةُ الْخَضْرُ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اشْتَقَبَلَتِ الشَّمْسُ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّهُ لَهَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَنَعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخْذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهَا

بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْأَكْلِ لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬৪৫. মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... আবু সাউদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথারে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য ভয় করি এ ব্যাপারে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণের (মঙ্গলের) দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর তিনি দুনিয়ার নিয়ামতের উল্লেখ করেন। এতে তিনি প্রথমে একটির কথা বলেন, পরে দ্বিতীয়টির বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! কল্যাণও কি অকল্যাণ বয়ে আনবে?’ নবী ﷺ নীরব রইলেন, আমরা বললাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোকও এমনভাবে নীরবতা অবলম্বন করল, যেন তাদের মাথার উপর পার্শ্ব বসে আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখের ঘাম মুছে বললেন, এখনকার সেই প্রশ়নকারী কোথায়? তাকে কল্যাণকর? তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। কল্যাণ কল্যাণই বয়ে আনে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বসন্তকালীন উন্টিদ (পশুকে) ধৰ্ষণ অথবা ধৰ্ষণোন্ধ করে ফেলে। কিন্তু যে পশু সেই ঘাস এ পরিমাণ খায় যাতে তার ক্ষুধা মিটে, তারপর রোদ পোহায় এবং মলমৃত্র ত্যাগ করে, এরপর আবার ঘাস খায়। নিচ্ছয়ই এ মাল সরূজ শ্যামল সুস্বাদু। সেই মুসলিমের সম্পদই উন্টয যে ন্যায়ত তা উপার্জন করেছে এবং আল্লাহর পথে, ইয়াতীম ও মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জন করে তার দৃষ্টান্ত এমন ভক্ষণকারীর ন্যায় যার ক্ষুধা মিটে না এবং তা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

١٧٧٩. بَابُ فَضْلٍ مِنْ جَهْزَ غَازِيًّا أَوْ خَلْفِهِ بِخَيْرٍ

১৭৭৯. পরিচ্ছেদ ৪: যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করে অথবা যুক্তে গমনকারী সৈনিকের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করে তার ফর্যালত

২৬৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى
قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُشَّرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَزَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزا
وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزا

২৬৪৭. আবু মামার (র)..... যায়দ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করে সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উন্টমুরুপে দেখাশোনা করে, সেও যেন জিহাদ করল।

২৬৪৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اسْلَحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أَمْرٍ
سُلْطَنٍ إِلَّا عَلَى أَذْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمْهُمَا قُتِلَ أَخْوَهُمَا مَعِي

২৬৪৭] মুসা ইবন ইসমাঈল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মদীনায় উষ্মে সুলাইম ব্যতীত কারো ঘরে যাতায়াত করতেন না কিন্তু তাঁর সহধর্মীদের কথা ভিন্ন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘উষ্ম সুলাইমের ভাই আমার সাথে জিহাদে শরীক হয়ে সে শহীদ হয়েছে, তাই আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাই।’

١٧٨. بَابُ التَّحْنِطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

১৭৮০. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

২৬৪৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَى عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةَ قَالَ أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسِرَ عَنْ فَخْذِيهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَا عَمَّا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِئَ قَالَ أَلَا نَ يَا أَبْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ ، يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ اِنْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِئْسَ مَا عَوْدَتُمْ أَقْرَانَكُمْ رَوَاهُ حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

২৬৪৯] আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (র)..... মুসা ইবন আনাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, তিনি সাবিত ইবন কায়সের নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার উভয় উঙ্গ থেকে কাপড় সরিয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করছেন। আনাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে চাচা! যুদ্ধে যাওয়া থেকে আপনাকে কিসে বিরত রাখলো?’ তিনি বললেন, ‘ভাতিজা, এখনই যাব।’ এরপরও তিনি সুগন্ধি মালিশ করতে লাগলেন। তারপর তিনি বসলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সোকদের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা আমাদের সম্মুখ থেকে সরে পড়। যাতে আমরা শক্তির সাথে মুখোযুদ্ধি লড়তে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা কখনো একুশ করিনি। কত খারাপ তা যা তোমরা তোমাদের শক্তিদেরকে অভ্যন্ত করেছ।’ হায়াদ (র) সাবিত (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٨١. بَابُ فَضْلِ الطَّبِيعَةِ

১৭৮১. পরিচ্ছেদ : শক্তিদের তথ্য সংগ্রহকারী দলের ফর্মীলত

২৭] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ جَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ

الْزَبِيرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَا تِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزَبِيرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَ الزَبِيرُ

২৬৪৯ আবু নুআইম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কে আমাকে শক্ত শিবিরের খবরাখবর এনে দিবে?' যুবাইর (রা) বললেন, 'আমি আনব।' তিনি আবার বললেন, 'আমাকে শক্ত শিবিরের খবরাখবর কে এনে দিবে?' যুবাইর (রা) আবারও বললেন, 'আমি আনব।' তারপর নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীরই সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী যুবাইর।'

১৭৮২. بَابُ هَلْ يُبَعِثُ الطَّلِيعَةُ وَهَذِهُ

১৭৮২. পরিচ্ছেদ : একজন তথ্য সংগ্রহকারী পাঠানো যায় কি?

২৬৫০ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَيْيَنَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ أَظْنَهُ يَوْمَ الْخُنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزَبِيرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَبِيرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَبِيرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَ الزَبِيرِ بْنَ الْعَوَامِ

২৬৫০ সাদাকা (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কর্মী  লোকদের আহবান জানালেন। সাদাকা (র) বলেন, আমার মনে হয়, এটি খন্দকের যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। যুবাইর (রা) তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার লোকদের আহবান করলেন, এবারও যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় লোকদের আহবান করলেন। এবারও কেবল যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী যুবাইর ইবন আওয়াম (রা)।'

১৭৮৩. بَابُ سَفَرِ الْإِثْنَيْنِ

১৭৮৩. পরিচ্ছেদ : দু'জনের ভ্রমণ

২৬৫১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَاءِ عَنْ أَبِيهِ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اتَصَرَّفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبِ لِئِذْنَنَا وَأَقِيمَا وَلَيَزُمُّكُمَا أَكْبَرُ كُمَا

২৬৫১) আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... মালিক ইবন হয়ায়ারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছ থেকে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে ও আমার একজন সঙ্গীকে বললেন, তোমরা আযান দিবে ও ইকামত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতী করবে।

١٧٨٤. بَابُ الْخَيْلِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِبِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৪. পরিচেদ : ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ নিবন্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

২৬৫২) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِبِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৬৫৩) আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত।

২৬৫৩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ وَأَبِنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَفْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِبِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ سُلَيْমَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَفْدِ * تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَفْدِ

২৬৫৪) হাফ্স ইবন উমর (র)..... উরওয়া ইবন জাদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে। সুলাইমান (র) শুবা (র) সূত্রে উরওয়া ইবন আবুল জাদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনায় সুলাইমান (র)-এর অনুসরণ করেছেন মুসাদ্দাদ (র)..... উরওয়া ইবন আবুল জাদ (র) থেকে।

২৬৫৫) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّارِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِبِ الْخَيْلِ

২৬৫৬) মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে বরকত রয়েছে।

١٧٨٥. بَابُ الْجِهَادِ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي

نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৫. পরিচ্ছেদ : জিহাদ অব্যাহত থাকবে নেতৃত্বানকারী সৎ হোক অথবা সীমালংঘনকারী। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ নিবন্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

٢٦٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاً عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

২৬৫৫ আবু নুআইম (র)..... উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আধিরাতের) পুরস্কার এবং গৌণমতের মাল।

١٧٨٦ . بَابُ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

১৭৮৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে। মহান আল্লাহর বাণীঃ যে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে

٢٦٥٦ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَضَدِّيْقًا بِوَعْدِهِ فَإِنْ شِبْعَةً وَرِئَةً وَرَوْلَةً فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬৫৬ আলী ইবন হাফ্স (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান ও তার যত প্রতিক্রিতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।

١٧٨٧ . بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

১৭৮৭. পরিচ্ছেদ : ঘোড়া ও গাঢ়ার নামকরণ

٢٦٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ

أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَأَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسَأً لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوَا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ وَأَكَلُوا فَنَدَمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلَهَا

২৬৫৭ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হন। কিন্তু তিনি কয়েকজন সংগী সহ পেছনে পড়ে গেলেন। আবু কাতাদা (রা) ব্যতীত তার সঙ্গীরা সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আবু কাতাদা (রা) দেখার পূর্বে তার সঙ্গীরা একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং তাকে চলে যেতে দেন; আবু কাতাদা (রা) গাধাটি দেখা মাঝেই জারাদা নামক তার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন এবং ঘোড়ার চাবুকটি উঠিয়ে দিতে সঙ্গীদের বলেন; কিন্তু সঙ্গীরা অশ্বীকার করলে তখন আবু কাতাদা (রা) নিজেই চাবুকটি তুলে নেন এবং গাধাটি শিকার করে সঙ্গীদের নিয়ে এর গোশ্ত আহার করেন। (সঙ্গীগণ) এতে তারা লজ্জিত হন। তারপর তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছলেন তখন তিনি বলেন, গাধাটির কোন অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি? তারা বললেন, আমাদের সাথে একটি পায়া আছে। নবী ﷺ তা নিয়ে আহার করলেন।

২৬৫৮ حَدَثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ حَدَثَنَا أَبْيَٰ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْأَحِيفُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْأَخِيفُ

২৬৫৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাফর (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের বাগানে নবী ﷺ-এর একটি ঘোড়া থাকত, যাকে লুহাইফ বলা হত। আর কেউ কেউ বলেছেন “লুখাইফ” খা আমর দিয়ে।

২৬৬০ حَدَثَنِي إِشْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ يَحْيَىٰ بْنَ أَدْمَ حَدَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِشْحَاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عَفِيَّرٌ فَقَالَ يَا مُعاذَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللَّهِ قَلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَىٰ الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَبْشِرُ بِهِ النَّاسُ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَلَّوْا

২৬৫৯ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... মুআয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুআয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, বান্দা তার ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না! তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসবে।

২৬৬০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعَتْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسَأْ لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنَّ وَجْدَنَاهُ لَبَحْرًا

২৬৬০ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সময় মদীনায় ভীতি ছড়িয়ে পড়লে নবী ﷺ আমদের মানদূর নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন। পরে তিনি বললেন, ‘উত্তির কোন কারণ তো আমি দেখতে পেলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্নাতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।’

১৭৮৮ . بَابُ مَا يُذَكَّرُ مِنْ شُوْمِ الْفَرَسِ

১৭৮৮. পরিচ্ছেদ ৪ ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়

২৬৬১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّزْهَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيًّا ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّؤُمُ فِي ثَلَاثَةِ : فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

২৬৬১ আবুল ইয়ামান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনটি জিনিয়ে অকল্যাণ রয়েছেঃ ঘোড়া, নারী ও বাড়ীতে।

২৬৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ كَانَ فِي شَيْءٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

২৬৬৩ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... সাহল ইবন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন কিছুতে অকল্যাণ থাকে, তবে তা নারী, ঘোড়া ও বাড়ীতে।

۱۷۸۹. بَابُ الْخَيْلِ لِثَلَاثَةٍ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكِبُوهَا
وزینة

১৭৮৯. পরিচ্ছেদ ৪ ঘোড়া তিনি থকার লোকের জন্য। আর আল্লাহ তাআলার বাণীঃ তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচর ও গাধা। (১৬ : ৮)

٢٦٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ أَبِيهِ صَالِحِ
السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةِ
لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتُّرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَمَمَّا أَذْيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطْالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلَهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ
الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَثَ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ
كَانَتْ أَرْوَاهَا وَأَئْارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِثْهُ وَلَمْ يُرِدْ
أَنْ يَشْقِيَهَا كَانَ ذَالِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخَرَا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ
الإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ وَسَئَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُمَرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ
عَلَى فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْأَيْةُ الْجَامِعَةُ الْفَادِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يُرَهُ

২৬৬৩ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়া তিনি শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরক্ষার; একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। আর যার জন্য পুরক্ষার, সে হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) ঘোড়া বেঁধে রাখে এবং রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সে চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার নেকী রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপ সম্মতের বিনিময়ে তার জন্য নেকী রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নহরে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি, তবে এর ফলেও তার জন্য নেকী রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলমানদের সাথে শক্রতা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার উপর আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি, ব্যাপক অর্থবোধক এই একটি আয়ত ছাড়া। (আল্লাহর বাণীঃ) কেউ অনু পরিমাণ সংকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অনু পরিমাণ অসংকর্ম করলে তাও দেখবে। (৯৯ : ৭-৮)

١٧٩٠. بَابُ مِنْ ضَرَبِ دَابَّةٍ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

১৭৯০. পরিচ্ছেদ : জিহাদে যে ব্যক্তি অপরের জানোয়ারকে চাবুক মারে

٢٦٦٤ حَدَثَنَا مُسْلِمٌ حَدَثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدَثَنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ أَبُو عَقِيلٍ لَا أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَحَبْ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَيَتَعَجَّلْ قَالَ جَابِرٌ فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ أَذْقَامَ عَلَى فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرَبَهُ فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ فَقَالَ أَتَيْتُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فِي طَوَافِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ ، فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعْثَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلَيْ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَعْطُوهَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ إِشْتَوَفَيْتُ الشَّمْنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الشَّمْنُ وَالْجَمَلُ لَكَ

২৬৬৫ মুসলিম ইবন ইব্রাহিম (র)..... আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে যা শুনেছেন, তা থেকে আমার কাছে কিছু বর্ণনা করুন। তখন জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক সফরে তার সঙ্গে ছিলাম। আবু আকীল বললেন, সেটি কি জিহাদের সফর ছিল, না উমরা পালনের, তা আমার জানা নেই। আমরা যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন নবী ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা পরিজনদের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে আগ্রহী, তারা তাড়াতাড়ি যাও। জাবির (রা) বলেন, তারপর আমি একটি উটের পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লাম, সেটির দেহে কোন দাগ ছিল না এবং বর্ণ ছিল লাল-কালো মিশ্রিত। লোকেরা আমার পেছনে পেছনে চলছিল। পথিমধ্যে আমার উটটি ঝাঞ্চ হয়ে থেমে পড়লে নবী ﷺ আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি থাম। তারপর তিনি চাবুক দিয়ে উটটিকে একটি আঘাত করলেন, আর উটটি অকস্বাদ দ্রুত চলতে লাগল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর মদীনায় পৌছলে নবী ﷺ সাহাবীদের একদল সহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি আমার উটটিকে মসজিদের বালাত-এর পার্শ্বে বেঁধে রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, এই আপনার উট। তখন তিনি বেরিয়ে এসে উটটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, উটটিতো আমারই। তারপর তিনি কয়েক উকিয়া স্বর্ণসহ এই বলে পাঠালেন যে,

এগুলো জাবিরকে দাও। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটের পুরা মূল্য পেয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মূল্য এবং উট তোমারই।

١٧٩١. بَابُ الرُّكُوبِ عَلَى دَائِبٍ صَعِبَةٍ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ السُّلْفُ يَشْتَهِبُونَ الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَاجْسَرَ

১৭৯১. পরিচ্ছেদ ৪ অবাধ্য পশু এবং তেজস্বী অঙ্গে আরোহণ করা। রাশিদ ইবন সাদ (র) বলেন, সালফ সালেহীন তেজস্বী অঙ্গে আরোহণ করতে পছন্দ করতেন। কেননা এ (শ্রেণীর) ঘোড়া অতি দ্রুতগামী ও খুব সাহসী।

٢٦٦٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعَ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لَأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنَّ وَجْدَنَاهُ لَبَحْرًا

২৬৬৫ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মদিনাতে ভীতি দেখা দিলে নবী ﷺ আবু তালহার মানদূর নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন এবং এর উপর আরোহণ করলেন আর বললেন, আমি কোন ভীতি দেখিনি। কিন্তু ঘোড়াটি সমুদ্রের স্রাতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।

١٧٩٢. بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ وَقَالَ مَالِكٌ يُشْهِمُ لِلْخَيْلِ وَالرَّازِئِينَ مِنْهَا لِقَوْلِهِ وَالْخَيْلِ وَالْبَغَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكِبُوهَا وَلَا يَشْهِمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسٍ

১৭৯২. পরিচ্ছেদ ৪ গনীমাতে ঘোড়ার অংশ। মালিক (র) বলেন, ঘোড়া ও বিশেষ করে তুর্কী ঘোড়ার গনীমাতে অংশ দেওয়া হবে। আল্লাহর বাণী: তোমাদের আরোহণের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচর ও গাধা। (১৬:৮) একটি ঘোড়ার অধিক হলে এর কোন অংশ দেওয়া হবে না।

٢٦٦٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ عَنْ أَسَمَّةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمَيْنِ ،

২৬৬৬ উবাইদ ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমাতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য দু' অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

١٧٩٣. بَابُ مِنْ قَادَ دَآبَةً غَيْرِهِ فِي الْحَرَبِ

১৭৯৩. পরিচ্ছেদ : জিহাদে যে ব্যক্তি অন্যের বাহন পরিচালনা করে

٢٦٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ اسْحَاقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَفْرَرَتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لِكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفِرْ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاهُ وَإِنَّ لَمَّا لَقِيَتُهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا ، فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَفِرْ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا سُفِيَّانَ أَخِذَ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

২৬৬৮ কৃতাইবা (র)..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি 'বারা' ইবন আযিব (রা)-কে বলল, আপনারা কি হৃষায়নের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ময়দানে রেখে পলায়ন করেছিলেন? 'বারা' ইবন আযিব (রা) বলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ পলায়ন করেননি। হাওয়ায়িনরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা সামনা-সামনি যুদ্ধে তাদের পরাত্ত করলে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়ানা করে গনীমাতের মাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করল। এই সুযোগে শক্ররা তীর বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের আক্রমণ করে বসল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থান ত্যাগ করেননি। আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচরাটির উপর অটল অবস্থায় দেখেছি। আবু সুফিয়ান (রা) তাঁর বাহনের লাগাম ধরে টানছেন; আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, 'আমি নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুতালিবের বংশধর।'

١٧٩٤. بَابُ الرِّكَابِ وَالغَرْزِ لِلدَّابَةِ

১৭৯৪. পরিচ্ছেদ : সাওয়ারীর রিকাব ও পা-দানী প্রসঙ্গে

٢٦٦৮ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ أَسَمَّةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَشْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

২৬৬৮ উবাইদ ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সাওয়ার হয়ে পা-দানীতে কদম মুবারক রাখার পর উটটি দাঁড়িয়ে গেলে যুল-ছলাইফা মসজিদের নিকট তিনি ইহরাম বেঁধে নিতেন।

١٧٩٥. بَابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرَى

১৭৯৫. পরিচ্ছেদ : গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ

২৬৬৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ عَرَى مَا عَلَيْهِ سَرَّاجٌ فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ

২৬৭০ আম্র ইবন আওন (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন; তাঁর কাঁধে ছিল ঝুলত তলোয়ার।

١٧٩٦. بَابُ الْفَرَسِ الْقَطْوُفِ

১৭৯৬. পরিচ্ছেদ : ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়া

২৬৭০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةَ فَزَعُوا مَرَةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبْشِرِ طَلْحَةَ كَانَ يَقْطَفُ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدَنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَخْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارِي

২৬৭১ আবদুল আলা ইবন হাশ্মাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মদীনাবাসীগণ ভীত হয়ে পড়লে নবী ﷺ আবু তালহা (রা)-এর ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তিনি (শহর প্রদক্ষিণ করে) ফিরে এসে বললেন, আমি তোমার ঘোড়াটিকে সমৃদ্ধ স্বোত্তর ন্যায় (ক্রুতিগতি সম্পন্ন) পেয়েছি। পরবর্তীকালে ঘোড়াটিকে আর কখনো পেছনে ফেলা যেতো না।

١٧٩٧. بَابُ السُّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

১৭৯৭. পরিচ্ছেদ : ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

২৬৭১ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمِرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفَّيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ

الْوَدَاعُ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضْمِرْ مِنَ التَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ أَبْنُ عُمَرَ وَكَتَنْ فِيمَنْ أَجْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ سُفِيَّانُ بَيْنَ الْحَفَيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةُ وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ

২৬৭১ কাবীসা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার জন্য হাফ্যা থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত এবং প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার জন্য সানিয়া থেকে বানু যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। ইবন উমর (রা) বলেন, আমি উক্ত প্রতিযোগিতার একজন অংশগ্রহণকারী ছিলাম। সুফিয়ান (র) বলেন, হাফ্যা থেকে সানিয়াতুল বিদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়া থেকে বানু যুরায়কের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।

১৭৯৮. بَابُ اِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسُّبْقِ

১৭৯৮. পরিচ্ছেদ ৪: প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার প্রশিক্ষণ দান

২৬৭২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَئْمَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الثَّبِيْرِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمِرْ وَكَانَ أَمْدُهَا مِنَ التَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابِقَ بِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَمْدًا غَایَةً فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ

২৬৭১ আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন এবং এই দৌড়ের সীমানা ছিল সানিয়া থেকে বানু যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত। আবদুল্লাহ (রা) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী (র)) বলেন, আমা এর অর্থ সীমা।

১৭৯৯. بَابُ غَایَةِ السُّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

১৭৯৯. পরিচ্ছেদ ৪: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা

২৬৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو اشْحَاقَ عَنْ مُؤْسَيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَابِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ،
فَقُتِلَتْ لِمُؤْسِى فَكُمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سَيْئَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةً، وَسَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ
الَّتِي لَمْ تُضْمِرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمْدُهَا مَسْجِدٌ بَنِي زُرَيْقٍ قُلْتُ
فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلًا أَوْ نَحْوُهُ، وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ مِمْنَ سَابِقَ فِيهَا

[২৬৭৩] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা হাফয়া থেকে শুরু হয়েছে এবং সানিয়াজুল বিদায়
শেষ হয়েছে। (রাবী আবু ইসহাক (র) বলেন), আমি মূসা (র)-কে বললাম, এর দূরত্ব কী পরিমাণ হবে? তিনি
তিনি বললেন, ছয় বা সাত মাইল। প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হতো সানিয়াজুল বিদা থেকে
এবং শেষ হতো বানু যুরাইকের মসজিদে। আমি বললাম, এর মধ্যকার দূরত্ব কত? তিনি বললেন, এক মাইল
বা তার অনুরূপ। ইবন উমর (রা) এতে অংশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

.. ۱۸۰۰. بَابُ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ أَرْدَفَ النَّبِيِّ ﷺ أَسَامَةً عَلَى الْقَصَوَاءِ ،
وَقَالَ الْمِسْرُورُ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ مَا خَلَاتِ الْقَصَوَاءُ

১৮০০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে। ইবন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ উসামাকে কাসওয়া
নামক উদ্ধৃতির পিঠে তাঁর পেছনে বসান। মিসওয়ার (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তাঁর উদ্ধৃতি কাসওয়া
কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি

[২৬৭৪] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ
قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا
الْعَضِباءُ

[২৬৭৫] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).... আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি উদ্ধৃতি ছিল যাকে
আয়বা বলা হত।

[২৬৭৬] حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَشْمَعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضِباءَ لَا تُشْبَقُ ، قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لَا تَكَادُ
تُشْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيًّا عَلَى قَعْدَهِ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى
عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ

২৬৭৫ মালিক ইবন ইসমাইল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযবা নামক একটি উষ্টী ছিল। কোন উষ্টী তার আগে যেতে পারত না। হুমাইদ (র) বলেন, কোন উষ্টী তার আগে যেতে সংক্ষম হতো না। একদিন এক বেদুইন একটি জওয়ান উটে চড়ে আসল এবং আযবা-এর আগে চলে গেল। এতে মুসলমানগণের মনে কষ্ট হল। এমনকি নবী ﷺ-ও তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বিধান এই যে, ‘দুনিয়ার সবকিছুরই উত্থানের পর পতন রয়েছে।’

১৮০। بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَاتُ قَالَ أَنَسٌ وَقَالَ أَبُو هُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ اِيلَةَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ بَغْلَةَ بَيِّنَاتٍ

১৮০১. পরিচ্ছেদ ৪: নবী ﷺ-এর সাদা খচর। আনাস (রা) তা বর্ণনা করেছেন। আবু হুমাইদ (র) বলেন, আয়লার শাসক নবী ﷺ-কে একটি সাদা খচর উপহার দিয়েছিলেন

২৬৭৬ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِشْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَاتُ إِلَّا بَغْلَةً أَبَيِّضَاءَ وَسِلَاحَةً وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

২৬৭৬ আম্র ইবন আলী (র)..... আম্র ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (ইন্তিকালের সময়) তাঁর সাদা খচর, কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সামান্য ভূমি ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। এগুলোও তিনি সাদৃকা স্বরূপ ছেড়ে যান।

২৬৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنَىٰ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِشْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَيْتَمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلِكِنْ وَلَى سَرَعَانَ الثَّاَسِ فَلَقِيهِمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَى بَغْلَةِ بَيِّنَاتٍ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْذَ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

২৬৭৮ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবু উমারা। আপনারা হনায়নের যুক্তে পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, না। নবী ﷺ কখনো পলায়ন করেননি। বরং অতি উৎসাহী অঘবর্তী কিছু লোক হাওয়ায়িনদের তীর নিক্ষেপের ফলে পালিয়ে ছিলেন। আর নবী ﷺ তাঁর সাদা খচরটির উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) এর লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বলেছিলেন, ‘আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।’

۱۸۰۲. بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

১৮০২. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের জিহাদ

۲۶۷۸ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اشْحَقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادٌ كُنْ الْحَجُّ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بِهَذَا .

۲۶۷۹ **মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)**..... উস্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, ‘তোমাদের জন্য জিহাদ হলো হজ্জ।’

۲۶۷۹ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَهُ نِسَاءُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعَمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ

২৬৭৯ **কাবীসা (র)**.... উস্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর সহধর্মীনীগণ জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, (মহিলাদের জন্য) উভয় জিহাদ হলো হজ্জ।

۱۸۰۳. بَابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

১৮০৩. পরিচ্ছেদ : সামুদ্রিক যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

۲۶۸۰ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اشْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخُلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنَةِ مُلْحَانَ فَاتَّكَأَ عَنْهَا، ثُمَّ ضَحَكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضَحَّكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلُهُمْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرِرَةِ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ أَجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحَكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلٌ أَوْ مِمْ ذَلِكَ

فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعِلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَلَسْتِ مِنَ الْآخِرِينَ قَالَ أَنْسٌ فَتَرَوْجَتْ عِبَادَةُ بْنَ الصَّامِتِ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَاظَةَ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتِ دَابِتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ

[২৬৮০] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিলহানের কন্যার কাছে গেলেন এবং সেখানে তিনি বিশ্বাম করলেন। তারপর তিনি হেসে উঠলেন। মিলহান (রা)-এর কন্যা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন হাসছেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার উচ্চতের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এই সবুজ সমুদ্রে সফর করবে। তাদের দৃষ্টিষ্ঠান সিংহাসনের উপবিষ্ট বাদশাহদের ন্যায়। মিলহান (রা)-এর কন্যা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ, আপনি মিলহানের কন্যাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আবারও তিনি বিশ্বাম নিলেন, এরপর হেসে উঠলেন। মিলহান (রা)-এর কন্যা তাঁকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলেন অথবা বললেন, এ কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। মিলহান (রা)-এর কন্যা বললেন, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলে আছ, পেছনের দলে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, তারপর তিনি উবাদা ইবন সামিতের সাথে বিবাহ বস্তনে আবদ্ধ হন এবং কারায়ার কন্যার সঙ্গে সমুদ্র সফর করেন। তারপর ফেরার সময় নিজের সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন, তখন তা থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে ইস্তিকাল করেন।

১৮০. بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَاءٍ

১৮০৪. পরিচ্ছেদ : কয়েক স্তৰীর মধ্যে একজনকে নিয়ে জিহাদে যাওয়া

[২৬৮১] حَدَّثَنَا حَاجُّ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمِيرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبِيرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسِيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ وَعَبْيَدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كُلُّ حَدِيثِنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَاءِهِ فَأَيْتَهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمَهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِيٌّ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابَ

২৬৮৪ হাজাজ ইবন মিনহাল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বাইরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সহধর্মীদের মধ্যে করআর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং এতে যার নাম আসত তাঁকেই নবী ﷺ সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক যুদ্ধে এভাবে তিনি আমাদের মধ্যে করআর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাতে আমার নাম আসল এবং আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। এ ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

١٨٠٥. بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

১৮০৫. পরিচ্ছেদ ৪ মহিলাদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

২৬৮২ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحْدُ اثْهَزَّ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّ سُلَيْمَ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تَفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمَلَّنِهَا ثُمَّ تَجْيِئَانِ فَتَتْفِرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ

২৬৮৩ আবু মামার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধে সাহাবীগণ নবী ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন আমি দেখলাম, আয়িশা বিন্তে আবু বকর ও উহু সুলাইম (রা) তাঁদের আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে, আমি তাঁদের উভয় পায়ের অলংকার দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই মশক পিঠে বহন করে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবার ফিরে গিয়ে মশক ভর্তি করে নিয়ে এসে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে ঢেলে দিচ্ছিলেন।

١٨٠٦. بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

১৮০৬. পরিচ্ছেদ ৪ যুদ্ধে মহিলাদের মশক নিয়ে শোকদের কাছে যাওয়া

২৬৮৩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ مَرْوُطًا بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ ، فَبَقِيَ مِرْطُ جَيْدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطَ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّكَ يُرِيدُونَ أَمْ كُلُّ ثُومٍ ابْنَةَ عَلَىِّ، فَقَالَ عُمَرُ أَمْ سَلَيْطَ أَحَقُّ وَأَمْ سَلَيْطٌ مِّنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِنْ بَأْيَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزَفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أَحْدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَزَفِرُ تَخِيَطُ

২৬৮৩ আবদান (র).....সালাবা ইবন আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাতাব (রা) মদীনার কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে কয়েকখানা (রেশমী) চাদর বন্টন করেন। তারপর একটি ভাল চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তাঁর কাছে উপস্থিত একজন তাঁকে বললেন, হে আমীরুল্লাহ মুমিনীন! এ চাদরটি আপনি রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নাতিন উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রা) যিনি আপনার কাছে আছেন, তাকে দিয়ে দিন। উমর (রা) বলেন, উম্মে সালীত (রা) এই চাদরটির অধিক হক্কার। উম্মে সালীত (রা) রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর হাতে বায়আত প্রহণকারী আনসার মহিলাদের একজন। উমর (রা) বলেন, কেননা, উম্মে সালীত (রা) উহুদের মুক্তে আমাদের কাছে মশক (ভর্তি পানি) বহন করে নিয়ে আসতেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, অর্থ তিনি সেলাই করতেন।

١٨٠٧. بَابُ مَدَاؤَةِ النِّسَاءِ الْجَرْحِيِّ فِي الْغَزِيزِ

১৮০৭. পরিচ্ছেদ : মহিলা কর্তৃক যুক্তাহতদের পরিচর্যা

২৬৮৪ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضِّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ ابْنَةِ مَعْوَذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَشَقَّيْ وَنَدَوِيْ الْجَرْحِيِّ، وَنَرِدُ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

২৬৮৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....রূবাইয়ি' বিন্ত মুআব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা (যুক্তের ময়দানে) নবী صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর সঙ্গে থাকতাম। আমরা লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদীনায় পাঠাতাম।'

١٨٠٨. بَابُ رَدِ النِّسَاءِ الْجَرْحِيِّ وَالْقَتْلَى

১৮০৮. পরিচ্ছেদ : মহিলা কর্তৃক আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠান

২৬৮৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضِّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ ابْنَةِ مَعْوَذٍ قَالَتْ كُنَّا نَفَزُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَشَقَّيْ الْقَوْمَ نَخْدُمُهُمْ وَنَرِدُ الْجَرْحِيِّ وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

২৬৮৫ মুসাদ্দাদ (র)..... 'রূবাইয়ি' বিন্ত মুআবুবিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে যুক্তে অংশ প্রহণ করে লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের পরিচর্যা করতাম এবং আহত ও নিহত লোকদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।'

۱۸۰. بَابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدْنِ

১৮০৯. পরিচ্ছেদ ৪ শরীর থেকে তীর বের করা

২৬৮৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ أَنْزِغْ هَذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعَتْهُ فَنَزَّاً مِنْهُ الْمَاءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ أَبِي عَامِرٍ

২৬৮৭ মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক যুক্তে) আবু আমিরের হাঁটুতে তীর বিন্দি হলো, আমি তাঁর কাছে গেলাম। আবু আমির (রা) বললেন, এই তীরটি বের কর। তখন আমি তীরটি টেনে বের করলাম। ফলে সে হান থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমি নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইয়া আল্লাহহ! আবু আমির উবায়দকে ক্ষমা করুন।'

۱۸۱. بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৮১০. পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর পথে যুক্তে পাহারাদারী করা

২৬৮৮ حَدَّثَنَا أَسْمَعِيلُ بْنُ خَلَيلٍ أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ مُشْهِرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَهِرًا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ أَذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ ، فَقَالَ مَنْ هَذَا ، فَقَالَ أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ ، وَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ

২৬৮৯ ইসমাইল ইবন খলীল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে কাটান। তারপর তিনি যখন মদীনায় এলেন এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত। এমন সময় আমরা অঙ্গের শব্দ

শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? লোকটি বলল, আমি সাদ ইবন আবু ওয়াকাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তারপর নবী ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন।

٢٦٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ حَصِينٍ عَنْ أَبِيهِ
صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَسَّ عَبْدُ
الدِّيَنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ
سَخِطَ لَمْ يَرْفَعْهُ إِشْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حَصِينٍ وَزَادَ لَنَا
عَمَرُو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ
صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعَسَّ عَبْدُ
الدِّيَنَارِ ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ، وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ
سَخِطَ ، تَعَسَّ وَأَنْتَكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا اتَّقْشَ ، طُوبَى لِعَبْدِ أَخْذِ بِعَنَانِ
فَرَسِيِّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسَهُ مُغْبَرَةً قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ
كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ
يُؤْذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ، فَتَعْسَ كَانَهُ يَقُولُ فَاتَّعْسَهُمُ اللَّهُ خَيْبَهُمُ
اللَّهُ ، طُوبَى فُعْلَى مِنْ كُلِّ شَيْئٍ طَيِّبٍ وَهِيَ يَاءٌ حُوَلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِيَ
مِنْ يَطِيبِ

২৬৮ ইয়াহুইয়া ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, শাহ্রিত হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এই হাদীসটির সনদ ইসরাইল এবং মুহাম্মাদ ইবন জুহাদা, আবু হসাইনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছাননি। আর আমর, আবদুর রাহমান ইবন আবদুল্লাহ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে আমাদেরকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, শাহ্রিত হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা শাহ্রিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাটা বিন্দ হলে তা কেউ তুলে দিবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (সৈন্য দলের) পেছনে পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার

সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের অপমানিত করুক উচ্চম।.... এর কাঠামোতে গঠিত। মূলতঃ ছিল যা কে দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে অর্থ মুক্তি।

١٨١١. بَابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

১৮১১. পরিচ্ছেদ ৪ যুদ্ধে খেদমতের ফয়লত

٢٦٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْيَّدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَاحِبُتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي أَنَسٌ، قَالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمَتُهُ

২৬৮৯ মুহাম্মদ ইবন আরআরা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক) সফরে আমি জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খেদমত করতেন। অথচ তিনি আনাস (রা)-এর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। জারীর (রা) বলেন, আমি আন্সারদের এমন কিছু কাজ দেখেছি, যার ফলে তাদের কাউকে পেলেই সম্মান করি।

٢٦٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْرَ أَخْدُمْهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا وَبَدَأَهُ أَحَدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبِّنَا وَنُحِبُّهُ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: أَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِرِّمُ مَا بَيْنَ لَبَتِي—هَا كَتَحَرِّيمِ ابْرَاهِيمَ مَكَّةَ، أَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمَدِنَا

২৬৯০ আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে গিয়েছিলাম আর আমি তাঁর খেদমত করেছিলাম। যখন নবী ﷺ সেখান থেকে ফিরলেন এবং উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি বললেন, ‘এই পাহাড় আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি।’ তারপর তিনি হাত দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘ইয়া আল্লাহ! ইব্রাহীম (আ) যেমন মকাকে হারাম (সম্মানিত স্থান) বানিয়েছিলেন, তেমনি আমিও এ দুই কংকরময় ময়দানের মধ্যবর্তী স্থান (মদীনা)-কে হারাম বলে ঘোষণা করছি। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সা’ ও মুদ্দে বরকত দান করুন।’

٢٦٩١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَّ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُورَقِ الْعِجْلَى عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُنَا ظِلَّ الَّذِي يَشْتَظُلُ بِكَسَائِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعْثَوْا الرِّكَابَ وَأَمْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطَرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

২৬৯১ সুলায়মান ইবন দাউদ আবু রাবী' (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (কোন এক সফরে) রাসূলগ্রাহ صلوات الله عليه-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ছায়াই ছিল সর্বাধিক যে তার চাদর দ্বারা ছায়া প্রাপ্ত করছিল। তাই যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোন কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের তত্ত্বাবধান করছিল, খেদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন নবী صلوات الله عليه বললেন, 'যারা সাওয়াম পালন করে নি তারাই আজ অধিক সাওয়াব হাসিল করল।'

١٨١٢. بَابُ فَضْلٍ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السُّفَرِ

১৮১২. পরিচ্ছেদ ৪ সফর-সঙ্গীর আসবাবপত্র বহনকারীর ক্ষীলত

٢٦٩٢ حَدَّثَنِي أَشْحَقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ سُلَامٍ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابِّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلْمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

২৬৯২ ইসহাক ইবন নাসুর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী صلوات الله عليه বলেছেন, 'শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন একটি করে সাদৃকা রয়েছে। কোন লোককে তার সাওয়াবীর উপর উঠার ব্যাপারে সাহায্য করা, অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেওয়া সাদৃকা। উন্নত কথা বলা ও সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ সাদৃকা এবং (পথিককে) রাস্তা বাতলিয়ে দেওয়া সাদৃকা।'

١٨١٣. بَابُ فَضْلٍ رِبَاطٍ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا الْآيَةُ

۱۸۱۳. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে একদিন প্রহরারত থাকার ফয়লত। মহান আল্লাহর বাণীঃ হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, অপরকেও ধৈর্যে উৎসাহিত কর এবং (প্রতিরক্ষায়) সদা প্রস্তুত থাক.....আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ২০০)

۲۶۹۳ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْيَرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرُّوحَةُ يَرْوِحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

۲۶۹۴ آবادুল্লাহ ইবন মুনীর (র)..... সাহল ইবন সামি'দী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। জান্মাতে তোমাদের কারো চিবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চাইতে উত্তম। আল্লাহর পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চাইতে উত্তম।’

۱۸۱۴. بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبَقَى لِلْخَدْمَةِ

۱۸۱۴. পরিচ্ছেদ : যুক্তে যে ব্যক্তি খেদমতের জন্য কিশোর নিয়ে যায়

۲۶۹۴ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ التَّمِّسْ غُلَامًا مِنْ غُلَامَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْرِكُمْ، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِيًّا وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحَلْمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَشْلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُنُونِ وَضَلَّالِ الدِّينِ، وَغَلَبةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْرَكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَمْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةَ بِئْتَ حُيَّى بْنَ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرْوَسًا فَاضْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى إِذَا

بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلْثَ فَبَنَىٰ بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَاعِ صَفِيرٍ، ثُمَّ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أذْنَ مَنْ حَوْلَكَ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
عَلَىٰ صَفِيرَةٍ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْوِي
لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةً ثُمَّ يَجْلِسُ عَنْدَ بَعِيرَهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيرَةُ
رِجْلَهَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ تَرْكَبَ فَسَرَّنَا حَتَّىٰ إِذَا أَشْرَقَنَا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ نَظَرَ
إِلَىٰ أَحُدَّ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ : أَللَّهُمَّ
إِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَبَتِيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَمَ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ، أَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ
فِي مُدِهِّمٍ وَصَاعِهِمْ

২৬৯টি কুতাইবা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবু তালহাকে বলেন, তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুজে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। তারপর আবু তালহা (রা) আমাকে তার সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করতে শাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দু'আ পড়তে শুনতামঃ ‘ইয়া আল্লাহ! আমি দুচিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঝণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।’ পরে আমরা খায়বারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর যখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে দুর্গের উপর বিজয়ী করলেন, তখন তাঁর কাছে সাফিয়া বিনতে হয়েই ইব্ন আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিত; তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন সাদৃশ্য সাহুবা নামক স্থানে পৌছলাম তখন সাফিয়া (রা) হায়েয থেকে পৰিত্ব হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। এরপর তিনি চামড়ার ছোট দস্তরখানে ‘হায়সা’ (এক প্রকার খাদ্য) প্রস্তুত করে আমাকে আশেপাশের লোকজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাফিয়ার বিয়ের ওয়ালিমা। তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা দিলাম। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেছনে চাদর দিয়ে সাফিয়াকে পর্দা করছেন। উঠানামার প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের কাছে হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন, আর সাফিয়া (রা) তাঁর উপর পা রেখে উটে আরোহণ করতেন। এভাবে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উহদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর মদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ইয়া আল্লাহ, এই কক্ষরময় দুটি ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি ‘হারাম’ (সশানিত স্থান) বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইব্রাহীম (আ) মকাবে ‘হারাম’ (সশানিত স্থান) ঘোষণা করেছিলেন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের মুদ এবং সাঁতে বরকত দান করুন।’

١٨١٥. بَابُ رُكُوبِ الْبَخْرِ

১৮১৫. পরিচ্ছেদ ৪ সমন্বয় সফর

٢٦٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَرَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهِ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُضْحَكُكَ، قَالَ عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرَةِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَيَقُولُ أَنْتَ مِنَ الْأَوْلَيْنِ، فَتَزَوَّجْ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامتِ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزِّ وَفَلَمَّا رَجَعَتْ قُرْبَتْ دَابَّةً لِتَرْكَبَهَا، فَوَقَعَتْ فَانْدَقَتْ عَنْقُهَا

২৬৯৬ آবু نুমান (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উষ্মে হারাম (রা) আমাকে বলেছেন, একদিন নবী ﷺ তার বাড়ীতে ঘূমিয়ে ছিলেন। পরে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। উষ্মে হারাম (রা) জিজাসা করলেন, ইয়া রাসূলগ্রাহ! কিসে আপনাকে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি আমার উম্মাতের একদলের ব্যাপারে বিশ্বিত হয়েছি, তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা-বাদশাহদের মত সমন্বয় সফর করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অঙ্গুর্জ করেন। রাসূলগ্রাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। তারপর তিনি আবার ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। আর তিনি দু'বার অথবা তিনবার অনুরূপ বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অঙ্গুর্জ করেন। রাসূলগ্রাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের অগামীদের মধ্যে রয়েছ। পরে উবাদা ইবন সামিত (রা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁকে নিয়ে জিহাদে বের হন। যখন তিনি তাঁর আরোহণের জন্য একটি সাওয়ারীর জানোয়ারের নিকটবর্তী করা হল। কিন্তু তিনি তা থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় ভেঙে যায়।

১৮১৬. بَابُ مَنِ اشْتَعَانَ بِالضُّعْفِ ، وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
اَخْبَرَنِي اَبُو سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِي قَيْصَرٌ سَأَلْتُكَ اشْرَافَ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ امْ ضُعَفَاؤُهُمْ ،
فَرَعَمْتَ ضُعَفَاءَهُمْ وَهُمْ اتَّبَاعُ الرُّسُلِ

১৮১৬. পরিচ্ছেদ : দুর্বল ও সংশ্লেষকদের উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া। ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, আবু সুফিয়ান (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রোম স্ট্রাট কায়সার আমাকে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম তাঁর অনুসরণ করছে প্রভাবশালী লোক, না তাদের মধ্যে দুর্বলরা? তুমি বলছ যে, তাদের মধ্যকার দুর্বলরা-এরাই রাসূলদের অনুসারী হয়

২৬৭৫ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ مُضْعِبٍ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ

২৬৭৬ সুলাইমান ইবন হারব (র).....মুসআব ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সাদ (রা)-এর ধারণা ছিল অন্যদের চাইতে তাঁর মর্যাদা বেশী। তখন নবী ﷺ বললেন, ‘তোমরা দুর্বলদের উসিলায়ই সাহায্য ও রিয়ক প্রাপ্ত হচ্ছে।’

২৬৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمْعَاجَبِرَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا تِي زَمَانٌ يَغْرُزُ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيهِمْ مَنْ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ثُمَّ يَا تِي زَمَانٌ ، فَيُقَالُ فِيهِمْ مَنْ صَاحِبُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ

২৬৭৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ‘এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের কেউ আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। তারপর (তাঁর বরকতে) বিজয় দান করা হবে। তারপর এমন এক সময় আসবে, যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, নবী ﷺ -এর সাহাবীদের সহচরদের (তাবেঙ্গেন) মধ্যে কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ, তারপর তাদের বিজয় দান করা হবে। তারপর এক যুগ এমন আসবে যে, জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য দাঙ্ক করেছে, (তাবে-তাবেঙ্গেন)? বলা হবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরও বিজয় দান করা হবে।’

১৮১৭ . بَابٌ لَا يَقُولُ فُلَانٌ شَهِيدٌ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَّا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلِمُ فِي سَبِيلِهِ

১৮১৭. পরিচ্ছেদ : অমুক ব্যক্তি শহীদ তা বলবে না । আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আস্ত্রাহর পথে কে জিহাদ করছে, তা তিনিই ভাল জানেন এবং কে তাঁর পথে আহত হয়েছে আস্ত্রাহই সমধিক অবগত আছেন

২৬৯৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَقَوَّلَ هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَلُوا ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَا الْأَخْرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاءَةً وَلَا فَائِدَةَ إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيِّفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَ الْيَوْمِ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ ، فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ ، وَإِذَا أَشْرَعَ أَشْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيِّفِهِ بِالْأَرْضِ وَذَبَابَهُ بَيْنَ ثَدَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيِّفِهِ فَقُتِلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّفَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسَ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرَحَ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيِّفِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَذَبَابَهُ بَيْنَ ثَدَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقُتِلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمْبَدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَمْبَدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

২৬৯৯ কৃতাইবা (র)..... সাহল ইবন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুশ্রিকদের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয়পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিঙ্গ হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সৈন্যদের কাছে ফিরে এলেন, মুশ্রিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে কোন মুশ্রিককে একাকী দেখলেই তার পশাক্ষাবন করত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করত। বর্ণনাকারী (সাহল ইবন সাদ (রা)) বলেন, আজ আমাদের কেউ

অমুকের মত যুদ্ধ করতে পারেন। তা শনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তো জাহানামের বাসিন্দা হবে। একজন সাহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী হব। তারপর তিনি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে দ্রুত দ্রুত চললে তিনিও দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে মারাঞ্চকভাবে আহত হলো এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এক সময় তলোয়ারের বাট মাটিতে রাখল এবং এর তীক্ষ্ণ দিক বুকে চেপে ধরে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে আঘাতভ্যাস করল। অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আঘাতভ্যাস করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, যে লোকটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে জাহানামী হবে। তা শনে সাহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি লোকটির সম্পর্কে খবর তোমাদের জানাব। তারপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম এক সময় লোকটি মারাঞ্চকভাবে আহত হয় এবং সে শীত্রেই মৃত্যু কামনা করতে থাকে। তারপর তার তলোয়ারের বাট মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপরে ঝাপিয়ে পড়ে আঘাতভ্যাস করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, ‘মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে জাহানামী হয় এবং অনুরপভাবে মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোন ব্যক্তি জাহানামীর মত আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী হয়।’

١٨١٨ . بَابُ التَّخْرِيصِ عَلَى الرَّمْيِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ

১৮১৮. পরিচ্ছেদ : তীরান্দাজীর প্রতি উৎসাহিত করা। আঘাত তা'আশাৰ বাণী : তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ হারা তোমরা সন্তুষ্ট করবে আঘাতের শক্তিকে এবং তোমাদের শক্তিকে। (৮ : ৬০)

٢٦٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اشْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفْرٍ مِنْ أَشْلَامِ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْمُوا بَنِي اشْمَعِيلَ فَإِنَّ أَبَا كُمْ كَانَ رَأِمِيًّا أَرْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْمُوا فَإِنَّا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ

২৬৯৯ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নবী ﷺ আসলাম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীরান্দাজীর অনুশীলন করছিল। নবী ﷺ বললেন, হে বানু ইসমাঈল! তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ দক্ষ

তীরান্দাজ ছিলেন এবং আমি অযুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, এ কথা শুনে দু'দলের একদল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ করছ না? তারা জবাব দিল, আমরা কেমন করে তৌর নিক্ষেপ করতে পারি, অথচ আপনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন? নবী ﷺ বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি।

٢٧٠.. حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أَسِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدَرٍ حِينَ صَفَقَنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفَقُوا لَنَا إِذَا أَكْتَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَكْتَبُوكُمْ يَعْنِي أَكْثَرُوكُمْ

[২৭০০] আবু নু'আদিম (র).....আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরের দিন বলেছেন, আমরা যখন কুরাইশদের বিরুদ্ধে সারিবন্ধ হয়েছিলাম এবং কুরাইশরা আমাদের বিরুদ্ধে সারিবন্ধ হয়েছিল, তখন নবী ﷺ আমাদের বললেন, যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে। আবু আব্দুল্লাহ (র) বলেন আক্তিবুক্ম এর অর্থ যখন অধিক সংখ্যক সমবেত হয়।

١٨١٩. بَابُ اللَّهُو بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا

১৮১৯. পরিচ্ছেদ : বর্ণা বা অনুরূপ সরঞ্জাম দ্বারা খেলা করা

٢٧١. حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هَشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا الْجَبَشِيُّ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْنِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعُوهُمْ يَا عُمَرُ، وَزَادَ عَلَىِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي الْمَسْجِدِ

[২৭০১] ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র).....আবু হৃয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল হাব্শী লোক নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণা নিয়ে খেলা করছিলেন। এমন সময় উমর (রা) সেখানে এলেন এবং হাতে কঙ্ক তুলে নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! তাদের করতে দাও। আলী.....মা'মার (র) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, (এ ঘটনা) মসজিদে ঘটেছিল।

١٨٢٠. بَابُ الْمِجْنَنِ وَمَنْ تَرَسَّ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

১৮২০. পরিচ্ছেদ : ঢালের বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে

۲۷.۲ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ اشْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَرَسَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَرْسًا وَاحِدًا، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ، فَكَانَ إِذَا رَأَى تَشْرُفَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ

۲۷۰۲ [আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)].....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই ঢাল ব্যবহার করেছেন। আর আবু তালহা (রা) ছিলেন একজন ভাল তীরন্দাজ। তিনি যখন তীর নিষ্কেপ করতেন, তখন নবী ﷺ মাথা উঁচু করে তীর যে স্থানে পড়ত তা লক্ষ্য রাখতেন।

۲۷.۳ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا كُسِّرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَذْمَى وَجْهُهُ وَكُسِّرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ، وَكَانَ عَلَى يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمَجْنِ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَفْسِلُهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ فَرَقَّ الدَّمُ

۲۷۰۳ [সাইদ ইবন উফাইর (র)].....সাহল ইবন সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধের ময়দানে যখন নবী ﷺ-এর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল ও তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, তখন আলী (রা) ঢালে করে ভরে ভরে পানি আনতেন এবং ফাতিমা (রা) ক্ষতস্থান ধূতে ছিলেন। যখন ফাতিমা (রা) দেখলেন যে, পানির চাইতে রক্তস্রবণ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন একখানা চাটাই নিয়ে তা পোড়ালেন এবং তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, তাতে রক্ত বক্ষ হয়ে গেল।

۲۷.۴ حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِي وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّاثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النُّضِيرِ مَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَا لَمْ يُؤْجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفْقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاجِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৭০৪ [আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....] উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু নয়ারের সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে 'ফায়' হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলমানগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেন। এ কারণে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সম্পদ থেকে নবী ﷺ তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতি স্বরূপ হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।

১৮২১. بَابٌ

১৮২১. পরিচ্ছেদ

২৭.৫ حَدَّثَنَا قَبِيْحَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادَ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَفْدِي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأَمِي

২৭০৫ [কাবীসা (র).....] আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সাদ (রা) ব্যতীত আর কারো জন্যও তাঁর পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার কথা বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, 'তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ (ফিদা) হোক।'

১৮২২. بَابُ الدُّرَقِ

১৮২২. পরিচ্ছেদ ৪ চামড়ার ঢাল প্রসঙ্গে

২৭.৬ حَدَّثَنَا أَشْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنِي أَبُو
الْأَشْوَدَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ وَعَنْدِي جَارِيَتَانِ تُفْنِيَانِ بِغْنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ
وَحَوْلَ وَجْهِهِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ مَزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا ، فَلَمَّا عَمِلَ
غَمْزَتْهُمَا فَخَرَجَتَا ، قَالَتْ وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدُّرَقِ
وَالْحَرَابِ فَامَّا سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَامَّا قَالَ لَئِنِ اتَّشَّهَيْنَ أَنْ تَنْظُرِي
فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِيْعَى عَلَى خَدِيْعَى وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي أَرْفَدَةَ ،

حَتَّىٰ إِذَا مَلَّتُ قَالَ حَسْبُكِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَأَذْهَبِي قَالَ أَحَمَدُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فَلَمَّا غَفَلَ

۲۷۰۶ ইসমাইল (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমার কাছে আসলেন। সে সময় দু'টি বালিকা বু'আস যুদ্ধ সম্পর্কীয় গৌরবগাংথা গাইছিল। তিনি এসেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এমন সময় আবু বকর (রা) এলেন এবং আমারকে ধমক দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূলের কাছে শয়তানের বাদ্য! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে ফিরে বললেন, ওদের ছেড়ে দাও। তারপর যখন তিনি অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি বালিকা দু'টিকে (হাত দিয়ে) খোঁচা দিলাম। আর তারা বেরিয়ে গেল। আয়িশা (রা) বলেন, ঈদের দিনে হাবশী লোকেরা ঢাল ও বর্ণ নিয়ে খেলা করত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলছিলাম কিংবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তাঁর গালের উপর ছিল। তিনি বলছিলেন, হে বানু আরফিদা, চালিয়ে যাও। যখন আমি ঝাস্ত হয়ে পড়লাম, তিনি আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে! বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এখন যাও। আহমদ (র) ইবন ওয়াহব (র) সূত্রে বলেন, তিনি যখন অন্য মনস্ক হলেন।

۱۸۲۳. بَابُ الْعِمَائِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنْقِ

۱۸۲۳. পরিচ্ছেদ : খাপ এবং কাঁধে তরবারী ঝুলান

۲۷.۷ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلُوهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ اسْتَبَرَ أَخْبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَبِيَّ طَلْحَةَ عُرْيَ وَفِي عَنْقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أُوْ قَالَ أَنَّهُ لَبَحْرٌ

۲۷۰۷ সুলাইমান ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সকল লোকের চাইতে সুন্দর ও সাহসী ছিলেন। একরাতে মদীনার লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে উথিত শব্দের দিকে বের হলো। তখন নবী ﷺ তাদের সামনে এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের যথার্থতা অব্যৱহণ করে ফেলেছেন। তিনি আবৃ তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তাঁর কাঁধে তরবারী ঝুলান ছিল।। তিনি বলছিলেন, তোমরা ভীত হয়ো না। তারপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায়গতিশীল পেয়েছি, অথবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র অর্থাৎ অতি বেগবান।

۱۸۲۴. بَابُ حَلْيَةِ السُّيُوفِ

۱۸۲۴. পরিচ্ছেদ : তলোয়ারে সোনা রূপার কাজ

۲۷.۸ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : لَقَدْ فَتَحَ الْفَتْوَحَ قَوْمٌ مَا كَانُوا حَلِيلِيَّةً سَيُؤْفِهِمُ الْذَّهَبُ وَلَا الْفِضَّةُ إِنَّمَا كَانُوا حَلِيلِهِمُ الْعَلَابِيُّ وَالْأَنْكَ وَالْحَدِيدَ

۲۷۰۴ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই সব বিজয় এমন সব লোকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, যাদের তলোয়ার স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত ছিল না, বরং তাদের তলোয়ার ছিল উটের গর্দানের চামড়া এবং লৌহ কারুকার্য মণিত।

۱۸۲۵. بَابُ مَنْ عَلَقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السُّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

۱۸۲۵. পরিচেদ ৪ : সফরে দুপুরের বিশ্বামের সময় তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা

۲۷.۹ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبْلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعَضَابِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ سَمْرَةَ فَعَلَقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنَمَنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونَا ، وَإِذَا عَنْهُ أَغْرَابِيٌّ ، فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَاطٌ عَلَى سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَسْتَيْقَظُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلَتْنَا ، فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْيَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي فَقَلَتُ اللَّهُ أَللَّهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ وَرَوَى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ هِشَامُ السَّيِّفُ لَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمَّا يُعَاقِبْهُ

۲۷۰۵ আবুল ইয়ামান (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নাজদের দিকে কোন এক যুক্তে বের হয়েছিলেন। নবী ﷺ প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সঙ্গে

প্রত্যাবর্তন করেন। তারা যখন কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষরাজীতে ঢাকা এক উপত্যকায় উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের দিবা বিশ্বামের সময় এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবতরণ করেন। লোকেরা ছায়ার আশ্রয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর আমরা সকলেই ঘূর্মিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ডাকতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর পার্শ্বে একজন গ্রাম্য আরব। তিনি বললেন, আমার নিদ্রাবহায় এই ব্যক্তি আমারই তরবারী আমারই উপর বের করে ধরেছে। জেগে উঠে দেখতে পেলাম যে, তার হাতে খোলা তরবারী। সে বলল, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে, আমি বললাম, আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ! তিনবার। এবং তাঁর উপর তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি, অথচ সে সেখানে বসে আছে।

١٨٢٦. بَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

১৮২৬. পরিচ্ছেদ ৪: শিরস্ত্রাণ পরিধান করা

٢٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئْلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ جُرْحُ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسْرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ، وَهُشِّمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَفْسِيلُ الدَّمَ وَعَلَى يُمْسِكٍ فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَرِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخْذَتْ حَصِيرًا فَأَهْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ الْزَقَّةُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ -

২৭১০ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে উহদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঘাত সম্পর্কে জিজাসা করা হলো। তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর মুখমণ্ডল আহত হল এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ডেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরস্ত্রাণ ডেঙ্গে গেল। ফাতিমা (রা) রক্ত ধুইতে ছিলেন আর আলী (রা) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্তক্ষরণ বাঢ়ছেই, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। তারপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হল।

١٨٢٧. بَابُ مَنْ لَمْ يَرْكَسِرِ السِّلَاحَ عِنْدَ الْمُوتِ

১৮২৭. পরিচ্ছেদ ৫: কারো মৃত্যুর সময় তার অন্ত ধৰ্ম করা যাবা পছন্দ করে না

٢٧١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ اشْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا سِلَاحٌ وَبَغْلَةٌ بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

۲۷۱۱ آمِرِ حَسَنٍ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (ر).....آمِرِ حَسَنٍ هَارِيْسَ (رَا) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই রেখে যাননি, শুধু তাঁর অস্ত্র, একটি সাদা খচর ও একখণ্ড জমি, যা তিনি সাদৃকা করে গিয়েছিলেন।

۱۸۲۸. بَابُ تَفْرِقُ النَّاسِ عَنِ الْأَمَامِ عِنْدَ الْقَاتِلَةِ وَالْأَسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

۱۸۲۸. پরিচ্ছেদ ۸: দুপুরের বিশ্বামের সময় লোকজনের ইমাম থেকে পৃথক হওয়া এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্বাম অঙ্গ করা

۲۷۱۲ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَنَانُ بْنُ أَبِي سَنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُمَا - حَ وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَشْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ سَنَانَ بْنِ أَبِي سَنَانٍ الدُّؤْلِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذْرَكُتُمُ الْقَاتِلَةَ فِي وَادِ كَثِيرِ الْعُضَاءِ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعُضَاءِ يَسْتَظْلُونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةً فَعَلَقَ بِهَا سَيِّفَهُ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَرَجَلٌ عِنْدَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيِّفِي فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَشَامَ السَّيِّفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقبَهُ

۲۷۱۳ آবুল ইয়ামান ও মুসা ইবন ইসমাইল (র).....জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একটি যুদ্ধে অংশ অঙ্গ করেছিলেন। তাদের দুপুরের বিশ্বামের সময় হল এমন একটি উপত্যকায় যাতে কাঁটাযুক্ত প্রচুর বৃক্ষ ছিল। লোকেরা কাঁটাযুক্ত বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিক্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়ল। আর নবী ﷺ একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন এবং একটি বৃক্ষে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি জেগে উঠলেন এবং হঠাৎ তাঁর পার্শ্বে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক, অথচ তিনি তার সম্পর্কে টের পাননি। তখন নবী ﷺ বললেন, এই লোকটি হঠাৎ আমার তরবারীটি উঁচিয়ে বলল, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! তখন সে লোক তলোয়ারটি কোষবন্ধ করল। আর এই সে লোক, এখানে বসা, কিন্তু তিনি তাকে কোন শাস্তি দেননি।

۱۸۲۹. بَابُ مَا قَبِيلَ فِي الرَّمَاحِ وَيُذَكَّرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جُعِلَ رِزْقِيَ تَحْتَ ظِلِّ رَمْحِيِّ ، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

১৮২৯. পরিচ্ছেদ ৪ তীর নিক্ষেপ থসকে ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, তীরের ছায়াতলে আমার রিয়্ক রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে, তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত

٢٧١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضِيرِ مَوْلَى
عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِعَضُ طَرِيقٍ
مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَاراً
وَخُشِيَّاً فَأَشْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوَا،
فَسَأَلَهُمْ رُمْحَةً فَأَبَوَا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَآبَى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي
النَّضِيرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لِحْمِهِ شَيْءٌ

২৭১৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলেন। মক্কার পথে কোন এক স্থানে পৌছার পর আবু কাতাদা (রা) কতিপয় সঙ্গীসহ তাঁর পেছনে রয়ে গেলেন। সঙ্গীরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায় আর তিনি ছিলেন ইহরাম বিহীন। এ সময় তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং (তা শিকারের উদ্দেশ্যে) তাঁর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের তাঁর চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলেন; কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। আবার তিনি তাঁর বর্ণাটি উঠিয়ে দিতে বলেন। তারা তাও দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নিলেন। এরপর গাধাটির উপর আক্রমণ চালালেন এবং তাকে হত্যা করলেন। সাথীরা কেউ কেউ এর গোশ্ত খেলেন এবং কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছে এ সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এটি একটি আহার্য বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আহারের জন্য দিয়েছেন। যাইয়িদ ইবন আসলাম (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে আবু নায়র (রা)-এর অনুকরণ বন্য গাধা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সাথে তার কিছু গোশ্ত আছে কি?

١٨٣. بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا خَالِدٌ فَقَدِ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৮৩০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ - এর বর্ম এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কিত। নবী ﷺ বলেন, খালিদ (ইবন ওয়ালিদ) তো তাঁর বর্মগুলো আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) ওয়াক্ফ করে দিয়েছে

٢٧١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي قَبْلَةِ يَوْمِ بَدْرٍ : أَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشَدْتُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي شَتَّتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخْذَ أَبْوَ بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَشْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدِ الْحَجَّتْ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدَّرَّعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : سَيِّدُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلَّونَ الدُّبُرَ بِلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ آذْهَى وَأَمْرٌ ، وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَوْمَ بَدْرٍ

২৭১৪] মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরের দিন একটি শুভজরাজি তাঁরুতে অবস্থান কালে দু'আ করছিলেন, 'ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি যদি চান, তাহলে আজকের পরে আর আপনার ইবাদাত করা হবে না।' এ সময় আবু বকর (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বার বার মিনতির সঙ্গে আপনার রবের কাছে দু'আ করেছেন।' সে সময় নবী ﷺ বর্ম পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন : শীত্রই দুশ্মনরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে অধিকস্তু কিয়ামত শান্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (৫৪ : ৪৫. ৪৬) ওহাইব (র) বলেন, খালিদ (র) বলেছেন, 'বদরের দিন'

٢٧١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَشْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوْفِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدَرَعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيِّ بِثَلَاثَيْنَ صَاعَةً مِنْ شَعِيرٍ وَقَالَ مُعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَقَالَ يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ

২৭১৫ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর ইনতিকালের সময় তাঁর বর্মটি ত্রিশ সা'-এর বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর কাছে বক্ষক ছিল। মুআল্লা আবদুল ওয়াহিদ (র) সূত্রে আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর লোহবর্ম বক্ষক রেখেছিলেন। আর ইয়ালা (র) আমাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বর্মটি ছিল লোহার।

২৭১৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَشْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَهِيَبٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَحَدِّقِ ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانٌ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا ، فَكُلُّمَا هُمْ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْفَى أَثْرَهُ ، وَكُلُّمَا هُمْ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ اتَّقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقْلَصَتْ عَلَيْهِ ، وَأَنْضَمَتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيْهِ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلَا تَتَسْعِ

২৭১৭ মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির ন্যায়, যারা লৌহ বর্ম পরিহিত। বর্ম দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কজায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে, তখন বর্মটি তার শরীরের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরম্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হাত কষ্টের সাথে লেগে যায়। তারপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে; কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না।

১৮৩১. بَابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرَبِ

১৮৩১. পরিচ্ছেদ : সফর এবং যুদ্ধে জোর্জা পরিধান করা

২৭১৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَشْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضْحَى مُسْلِمٍ هُوَ أَبْنُ صَبَّيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شَعْبَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقِيَتْهُ بِمَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ

يَدِيهِ مِنْ كُمَيْلٍ فَكَانَا ضَيْقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ فَغْسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْلٍ

۲۷۱۷ مূসা ইবন ইসমাইল (র).... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন (প্রাকৃতিক) হাজত পূরণের জন্য গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে গেলাম। তিনি তা দিয়ে উয়ু করেন। তাঁর পরিধানে ছিল শামী (সিরিয়া) জোকুর। তিনি কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও মুখমণ্ডল ধোত করেন। এরপর তিনি জামার আস্তিন শুটিয়ে দু'টি হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন দু'টি ছিল খুবই আঁটসাঁট। তাই তিনি ভেতর দিক দিয়ে হাত বের করে উভয় হাত ধুলেন এবং মাথা মসেহ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

۱۸۳۲. بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْمَرْبَطِ

۱۸۳۲. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে রেশমী কাপড় পরিধান করা

۲۷۱۸ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَحْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكْكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا

۲۷۱۸ আহমদ ইবন মিকদাম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রাহমান ইবন আওফ (রা) ও যুবায়র (রা)-কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকার কারণে রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

۲۷۱۹ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي الْقُمَلَ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَّةِ

۲۷۲۰ আবুল ওয়ালিদ ও মুহাম্মাদ ইবন সিনান (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রাহমান ও যুবায়র (রা) নবী ﷺ-এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদের রেশমী পোষাক পরিধানের অনুমতি দেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যুদ্ধে তাদের শরীরে তা দেখেছি।

২৭২০ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالْزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَامِ فِي حَرِيرٍ

[২৭২০] মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রাহমান ইবন আওফ ও যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দেন।

২৭২১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِيعُ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ رَجُلٍ أَوْ رَجُلٍ لَهَا لِحَكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا

[২৭২১] মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, শরীরে চুলকানীর জন্য তাদের দু'জনকে (আবদুর রাহমান ও যুবায়র) রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন বা দেয়া হয়েছিল।

১৮৩৩. بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي السِّكِّينِ

১৮৩৩. পরিচ্ছেদ : ছুরি সম্পর্কে বর্ণনা

২৭২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ كَتْفٍ يَحْتَرُّ مِنْهَا، ثُمَّ دَعَى إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَزَادَ فَآلَقَ السِّكِّينَ

[২৭২২] আবদুল আয়ীয় ইবন আবদুল্লাহ (র).....আম্র ইবন উমায়া যামরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে (বকরীর) বাহ থেকে কেটে কেটে খেতে দেখেছি। তারপর তাঁকে সালাতের জন্য ডাকা হলে তিনি সালাত আদায় করলেন; কিন্তু তিনি উয়ু করেননি। আবুল ইয়ামান (র) শুয়াইব সূত্রে যুহরী (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ছুরি রেখে দিলেন।

১৮৩৪. بَابُ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ

১৮৩৪. পরিচ্ছেদ : রোমকদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে www.alqurans.com

۲۷۲۳ حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدَّمْشَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثُورُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْأَشْوَدَ الْعَنْسَيَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ آتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحِلِ حَمْصَ وَهُوَ فِي بَنَاءِ لَهُ وَمَعْهُ أُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَنَا أُمُّ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ : أَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ أَنْتَ فِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصِرَ مَفْتُورٌ لَهُمْ فَقُلْتُ يَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا

۲۷۲۴ ইসহাক ইবন ইয়াহীদ দিমাশকী (র).....উমাইর ইবনু আসওয়াদ আনসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর কাছে আসলেন। তখন উবাদা (রা) হিম্স উপকূলে তাঁর একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন উম্মে হারাম। উমাইর (রা) বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলগ্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উশ্মাতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নো যুক্তে অংশ প্রাপ্ত করবে তারা যেন জান্নাত অনিবার্য করে ফেলল। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি কি তাদের মধ্যে হবো? তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে হবে। উম্মে হারাম (রা) বলেন, তারপর নবী ﷺ বললেন, আমার উশ্মাতের প্রথম যে দলটি কায়সার (রোমক সম্রাট) এর রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তারপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলগ্লাহ ﷺ আমি কি তাদের মধ্যে হবো?' নবী ﷺ বললেন, 'না।'

۱۸۳۵. بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

১৮৩৫. পরিচ্ছেদ ৪: ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

۲۷۲۵ حَدَّثَنَا اشْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوَيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّىٰ يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِيٌّ فَاقْتُلْهُ

۲۷۲۶ ইসহাক ইবন মুহাম্মদ ফারবী (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি পাথরের আড়ালে আঞ্চলিক প্রাপ্তি করে তাহলে পাথরও বলবে, 'হে আল্লাহর বান্দা, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর।'

٢٧٢٥ حَدَّثَنَا إِشْلَقُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْدَاعِ
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا أَهْلَيْهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ
أَهْلَيْهُودِيُّ، يَا مُسْلِمٍ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ

٢٧٢٦ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলপ্রাহ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আঘাতে পাথর বলবে, ‘হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর।’

١٨٣٦ . بَابُ قِتَالِ التُّرْكِ

১৮৩৬. পরিষেদ : তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

٢٧٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو النُّفَمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ
يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ النَّبِيُّ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ
أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ نَعَالَ الشَّعَرِ، وَأَنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ
تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَانَ وَجْهُهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ

২৭২৬ আবু নুমান (র).....আম্র ইবন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আলামসমূহের একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশ্চের জুতা পরিধান করবে। কিয়ামতের আর একটি আলামত এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখ হবে চওড়া, যেন তাদের মুখগুল পিটানো চামড়ার ঢাল।

٢٧٢٧ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ
الْأَعْرَاجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لَا تَقُومُ
السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صَفَارَ الْأَعْيُنِ، حُمَرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الْأَنُوفِ
، كَانَ وَجْهُهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا
نِعَالَهُمُ الشَّعَرُ

২৭২৭ سائِدَ إِبْنُ مُحَمَّدٍ (ر).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَسْلَمَ
বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ
ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্টা এবং মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। আর ততদিন কিয়ামত
সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশ্মের।

١٨٣٧. بَابُ قِتَالِ الظِّيَّنِ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ

১৮৩৭. পরিষেদ : পশ্মের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

২৭২৮ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ
السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالَهُمُ الشَّعْرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَانُ وُجُوهُهُمُ الْمُطْرَقَةُ، قَالَ سُفِّيَانُ وَزَادَ فِيهِ أَبُو
الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً، صِفَارَ الْأَعْيُنِ، ذَلِكَ الْأَنْوَفُ،
كَانُ وُجُوهُهُمُ الْمُطْرَقَةُ

২৭২৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, کیامত
সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশ্মের। আর
কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে
পিটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। سُفِّيَانُ (র) বলেন, آরাজ سূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে আবৃষ্যিনাদ এই
রেওয়ায়তে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন; তাদের চোখ হবে ছোট, নাক হবে চেপ্টা, তাদের চেহারা যেন পিটানো
ঢালের ন্যায়।

١٨٣٨. بَابُ مَنْ صَفَ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ، وَنَزَلَ عَنْ دَابْتِهِ وَاسْتَنَصَرَ

১৮৩৮. পরিষেদ : পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সাহিবক করা, নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করা ও
আল্লাহর সাহায্য কামনা করা

২৭২৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدَ الْجَرَانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اشْحَقَ
قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَكْنَتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ،
قَالَ لَا وَاللَّهِ، مَا وَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِكِنَّهُ خَرَجَ شُبَانُ أَصْحَابِهِ

وَأَخْفَافُهُمْ حُسْرًا لَيْسَ بِسَلَاحٍ فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاءً جَمْعًا هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ
مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطُونَ، فَاقْبَلُوا
هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ
بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُهُ، فَنَزَلَ وَاسْتَثْصَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا
النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ صَفَ أَصْحَابَهُ

২৭২৯ আম্র ইবন খালিদ (র).....বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবু উমারা! হনায়নের যুদ্ধে আপনারা কি পলায়ন করেছিলেন? তিনি বলেন, না, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ পলায়ন করেননি। বরং তাঁর কিছু সংখ্যক নওজোয়ান সাহাবী হাতিয়ার বিহীন অবস্থায় অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বানু হাওয়ায়িন ও বানু নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরান্দাজদের সম্মুখীন হন। তাদের কোন তীরই লক্ষ্যভূষ্ট হয়নি। তারা এদের প্রতি এমনভাবে তীর বর্ষণ করল যে, তাদের কোন তীরই ব্যর্থ হয়নি। সেখান থেকে তারা নবী ﷺ -এর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তখন তাঁর শ্বেত খচরটির পিঠে ছিলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুতালিব তাঁর লাগাম ধরে ছিলেন। তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি নবী, এ কথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুতালিবের পৌত্র। এরপর তিনি সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন।

١٨٣٩ . بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِئَةِ وَالْزُّلْزَلِ

১৮৩৯. পরিচ্ছেদ ৪: মুশরিকদের পরাজয় ও পর্যন্ত করার দু'আ

২৭৩০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْيَدَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَخْرَابِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلَأَ الْأَرْضَ بِإِلَهٍ بِيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَفَّلُونَا عَنِ
الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ

২৭৩১ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহ্যাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করেন, 'আল্লাহ তাদের (মুশরিকদের) ঘর ও কবর আঙ্গনে পূর্ণ করুন। কেননা তারা আসরের সালাত থেকে আমাদের ব্যতিব্যন্ত রেখেছে, এমনকি সূর্য অন্তিমিত হয়ে যায়।'

২৭৩১ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُونَ فِي الْقُنُوتِ: أَللَّهُمَّ

أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هَشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَائِكَ عَلَى مُضَرَّ ، اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِينَ يُوسُفَ

২৭৩১ কাবীসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কুন্তে নাযিলায় এই দুआ করতেন, ‘ইয়া আল্লাহ! আপনি সালামা ইব্ন হিশামকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ! ওয়াশীদ ইব্ন ওয়ালীদকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ! আয়াশ ইব্ন আবী রাবী‘আ-কে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ! দুর্বল মুমিনদের নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ মুয়ার গোত্রকে সমূলে ধ্রংস করুন। ইয়া আল্লাহ! (মুশরিকদের উপর) ইউসুফ (আ)-এর সময়কালীন দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন।’

২৭৩২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : أَللَّهُمَّ مُنْزِلُ الْكِتَابِ سَرِيعُ الْحِسَابِ ، أَللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ ، أَللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلِّلْهُ

২৭৩২ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)....আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহম্মাদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দুআ করেছিলেন যে, হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! তাদের সকল দলকে পরাজিত কর। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের পরাভূত করুন এবং পর্যুদ্ধ করুন।’

২৭৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي ظَلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنَحْرَتْ جَزُورَ بَنَاحِيَةَ مَكَّةَ فَأَرْسَلُوا فَجَاؤُوا مِنْ سَلَاهَا وَطَرَحُوا عَلَيْهِ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَالْقَتَهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، أَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، أَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، لَا يَبْرُئُ جَهْلِ بْنِ هَشَامٍ ، وَعَثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدَ بْنِ عَثْبَةَ ، وَأَبَى بْنِ خَلْفٍ ، وَعَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعِيطٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلْبِي بَدْرِ قَتَلَى ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقِ

وَنَسِيْتُ السَّابِعَ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ أَبِي إِشْحَاقِ أَمِيَّةَ بْنُ خَلْفٍ، وَقَالَ شُعْبَةُ أَمِيَّةَ أَوْ أَبِي الصَّحِيفَ أَمِيَّةَ

২৭৩৩ [আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র)].....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কাবার ছায়ায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন আবু জাহল ও কুরায়শদের কিছু সোক পরামর্শ করে। সেই সময় মক্কার বাইরে একটি উট যবেহ হয়েছিল। কুরায়শরা একজন পাঠিয়ে সেখান থেকে এর গর্তখলি নিয়ে এলো এবং তারা নবী ﷺ-এর পিঠে ঢেলে দিল। তারপর ফাতিমা (রা) এসে এটি তাঁর থেকে সরিয়ে দিলেন। এই সময় নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। অর্থাৎ আবু জাহল, ইবন হিশাম, উত্বা ইবন রবী'আ, শায়বা ইবন রবীআ', ওয়ালীদ ইবন উত্বা, উবাই ইবন খালফ এবং উকবা ইবন আবী মু'আইত (তাদের ধ্বংস করুন)। আবদুল্লাহ (র) বলেন, এরপর আমি তাদের সকলকে বদরের একটি পরিত্যক্ত কৃপে নিহত দেখেছি। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি সগুষ ব্যক্তির নাম ভুলে গিয়েছি। শুবা (র) বলেন, উমাইয়া অথবা উবাই। তবে সহীহ হলো উমাইয়া। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইউসুফ ইবন আবু ইসহাক (র) আবু ইসহাক (র) সুত্রে উমাইয়া ইবন খালফ।

২৭৩৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِيْ يُوبَ عَنْ أَبِيْ أَبِيْ مُلِيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا سَامُ عَلَيْكَ فَلَعْنَتُهُمْ فَقَالَ مَالِكٌ قَالَتْ أَوْ لَمْ تَشْمَعْ مَا قَالُوا ، قَالَ فَلَمْ تَشْمَعِيْ مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

২৭৩৪ [সুলায়মান ইবন হারব (র)].....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একদিন কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল এবং বলল, তোমার মৃত্যু ঘটুক। (তা শনে) আয়িশা (রা) তাদের অভিশাপ দিলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী হলো? আয়িশা (রা) বললেন, তারা কী বলেছে, আপনি কি তা শনেননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যে বলেছি, তোমাদের উপর, তা কি তুমি শোননি?

১৮৪. بَابُ هَلْ يُرِشِدُ الْمُسْلِمُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ

১৮৪০. পরিচ্ছেদ ৪ মুসলিম ব্যক্তি কি আহলে কিতাবকে পদ্ধতিদর্শন করবে কিংবা তাদের কুরআন শিক্ষা দিবে?

২৭৩৫ حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخْيَى أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ : فَانْتَوْلِيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيَسِيَّةِ

২৭৩৫ ইসহাক (র).....আবদুল্লাহ ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন, যদি তুমি এই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে প্রজাদের পাপের বোৰা তোমারই উপর বর্তাবে।

١٨٤١. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأْفِفُهُمْ

১৮৪১. পরিচ্ছেদ ৪: মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ, যাতে তাদের মন আকৃষ্ট হয়

২৭৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدَمَ طَفِيلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ وَأَصْحَابَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتَ وَأَبْتَ فَادِعَ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلْ كُثُرَ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَاتِّبِعْهُمْ

২৭৩৭ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফাইল ইবন আম্র দাওসী ও তাঁর সঙ্গীরা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাওস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অবাধ্য হয়েছে ও অঙ্গীকার করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন।’ তারপর বলা হলো, দাওস গোত্র খৎস হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘ইয়া আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদের (ইসলামে) নিয়ে আসুন।’

١٨٤٢. بَابُ دُعَوةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصَارَى، وَعَلَى مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كِشْرَى وَقَيْصَرَ وَالدُّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

১৮৪২. পরিচ্ছেদ ৪: ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে (ইসলামের থতি) আহবান করা এবং কি অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়? নবী ﷺ কায়সার ও কিস্রা-এর কাছে যা লিখেছিলেন এবং যুক্তের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া

২৭৩৮ حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعَبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِمَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ

قِيلَ لَهُ أَنَّهُمْ لَا يَقْرُؤُنَ كِتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا فَأَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
فَكَانَىْ أَنْظُرُ إِلَى بِيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২৭৩৭ [আলি ইবন জাদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ রোমের (সন্ত্রাটের) প্রতি লেখার ইচ্ছা করেন। তখন তাকে বলা হলো যে, তারা মোহরকৃত পত্র ছাড়া পাঠ করে না। তারপর তিনি ঝুপার একটি মোহর নির্মাণ করেন। আমি এখনো যেন তাঁর হাতে এর উদ্ভাবন দেখছি। তিনি তাতে খোদাই করেছিলেন, “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”।]

২৭৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَئِثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنِ
ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَثْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِشْرَى فَأَمَرَهُ أَنَّ
يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِشْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ
كِشْرَى خَرَقَهُ فَحَسِبَتْ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسِيَّبَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ
أَنَّ يُمْزَقُوا كُلُّ مُمْزَقٍ

২৭৩৯ [আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্রসহ কিস্রার কাছে (দৃত) পাঠালেন এবং দৃতকে নির্দেশ দেন যে, তা যেন বাহরাইনের শাসনকর্তার হাওলা করে। পরে বাহরাইনের শাসনকর্তা তা কিস্রার কাছে পৌছিয়ে দেন। কিস্রা যখন তা পড়ল তা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলল। আমার মনে হয়, সাইদ ইবন মুসায়াব (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দুআ করেন, যেন তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়।]

১৮৪৩ . بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالنُّبُوَّةِ وَأَنَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَى أَخِرِ الْآيَةِ

১৮৪৩. পরিচ্ছেদ ৪: ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নবী ﷺ -এর আহবান আর মানুষ যেন আল্লাহ ছাড়া তাদের পরম্পরাকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিক্মাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে যে, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও। তা তার জন্য শোভনীয় নয়। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ৭৯)

٢٧٣٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَعْثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دَحْيَةَ الْكَلَبِيِّ وَأَمْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصَرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حَمْصَ إِلَى إِيلِيَّاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهَ اللَّهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ التَّمْسُوا لَى هَاهُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامَ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا تَجَارِيًّا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَوَجَدْنَا رَسُولَ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ، فَانْطَلَقَ بَيْنَ وَبِأَصْحَابِيِّ، حَتَّى قَدَمْنَا إِيلِيَّاءَ فَأَدْخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّؤُمِ، فَقَالَ لِتَرْجُمَانَهُ سَلَّمُهُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، قَالَ أَبُو سُفْيَانُ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، فَقُلْتُ هُوَ أَبْنُ عَمِّي وَلَيْسَ فِي الرَّكَبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ غَيْرِيُّ، فَقَالَ قَيْصَرُ أَدْنُوهُ، وَأَمْرَ بِأَصْحَابِيِّ فَجَعَلُوا خَلْفَ ظَهْرِيِّ عِنْدَ كَتْفِيِّ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانَهُ قُلْ لِأَصْحَابِيِّ أَنِّي سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلِ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذَبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاةَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثِرَ أَصْحَابِيِّ عَنِ الْكَذَبِ لَكَذَبَتُهُ حِينَ سَأَلْنَيْهُ وَلَكِنِّي أَشْتَهَيْتُ أَنْ يَأْثِرُوا الْكَذَبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانَهُ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيهِمْ؟ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ فَهَلْ

قالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدُ مِنْكُمْ قَبْلَهُ، قُلْتُ لَا : فَقَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَهْمِونَ عَلَى
الْكَذَبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ مَا قَالَ، قُلْتُ لَا، قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ ؟
قُلْتُ لَا : قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَبَعِّونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ قُلْتُ بَلَّ ضُعَفَاؤُهُمْ
، قَالَ فَيَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ قُلْتُ، بَلَّ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ
سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ قُلْتُ لَا : قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ لَا :
وَنَحْنُ الآنَ مُثْهَى فِي مُدَّةٍ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَلَمْ
يُمْكِنَنِي كَلْمَةً أَدْخُلَ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقْسِهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْثِرَ عَنِّي غَيْرُهَا
، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلْكُمْ ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ
وَحَرْبُكُمْ ؟ قُلْتُ كَانَتْ دُولَةً وَسِجَالًا، يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَةَ وَنَدَالُ عَلَيْنَا
الْآخْرَى، قَالَ فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ
بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ
وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانَهُ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ
قُلْ لَهُ اتَّقْنِ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسْبِهِ فِيْكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسْبٍ وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ
ثُبَعَثَ فِي نَسْبِ قَوْمَهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلُ قَبْلَهُ،
فَزَعَمْتَ أَنَّ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ
يَا تَمْ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهْمِونَ بِالْكَذَبِ قَبْلَ أَنْ
يَقُولَ مَا قَالَ، فَزَعَمْتَ أَنَّ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدِعَ الْكَذَبَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ فَزَعَمْتَ أَنَّ
لَا فَقُلْتُ، لَوْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مَلَكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلَكٌ أَبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ
النَّاسِ يَتَبَعِّونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ أَتَبْعَوْهُ وَهُمْ أَتَبَاعُ
الرَّسُولُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ
الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمْ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ

فِيَهُ فَزَعَمْتَ أَنَّ لَا فَكَذِلَكَ الْأَيْمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، وَسَالَتْكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّ لَا وَكَذِلَكَ الرَّسُولُ لَا يَغْدِرُونَ، وَسَالَتْكَ هَلْ فَاتَّلَمُوهُ وَقَاتَلُوكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّ قَدْ فَعَلَ أَنَّ حَرَبَكُمْ وَحَرَبَهُ تَكُونُ دُوَّلًا، وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَةُ وَتَدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، وَكَذِلَكَ الرَّسُولُ تُبَتَّلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، وَسَالَتْكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَئُثْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْلُّوفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْآمَانَةِ، قَالَ وَهَذِهِ صَفَةُ النَّبِيِّ، قَدْ كُنْتَ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنْ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًا فَيُؤْشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَاتَيْنِ وَلَوْ أَرْجُو أَنَّ أَخْلُصَ إِلَيْهِ، لَتَجَشَّمْتُ لُقْيَهُ وَلَوْ كُنْتُ عَنْهُ لَغَسَّلْتُ قَدَمِيَّهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَرَىءَ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّؤُومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدُعَايَةِ الْأَسْلَامِ، أَسْلَمْ تَشَلَّمْ وَأَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَثَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّتِي فَعَلَيْكَ أَثْمُ الْأَرْيَسِيَّينَ، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنَّ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا أَنَّ قَضَى مَقَاتَلَةً عَلَتْ أَصْوَاتُ الْذِيْنَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّؤُومِ، وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلَا أَذْرَى مَاذَا قَالُوا ، وَأَمْرَ بِنَا فَأَخْرَجْنَا فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِيِّ وَخَلَوْتُ بِهِمْ، قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمْرَ أَبْنَ أَبِي كَبِشَةَ، هَذَا مَلَكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاللَّهِ مَا زَلْتُ ذَلِيلًا مُشْتَيْقَنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِي الْأَسْلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ

[৭৩] ইব্রাহীম ইব্ন হাময়া (র)..... ইব্ন আবুস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারকে ইসলামের প্রতি আহবান সম্বলিত চিঠি লেখেন এবং দেহইয়া কালবীর (রা)-এর মারফত সে চিঠি পাঠান এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যেন তা বুসরার গভর্নরের কাছে অর্পণ করেন, যাতে তিনি তা কায়সারের কাছে পৌছিয়ে দেন। আল্লাহ যখন পারস্যের সৈন্য বাহিনীকে কায়সারের এলাকা থেকে হাটিয়ে দেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের এই শুকরিয়া হিসাবে কায়সার হিম্স থেকে পায়ে হেঁটে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেন। এ সময় তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চিঠি এসে পৌছলে তা পাঠ করে তিনি বললেন যে, তাঁর গোত্রের কাউকে খোঁজ কর যাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। ইব্ন আবুস (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, সে সময় আবু সুফিয়ান (রা) কুরাইশদের কিছু লোকের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। এ সময়টি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কাফির কুরাইশদের মধ্যে সন্ক্রিত যুগ। আবু সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন যে, কায়সারের সেই দৃতের সঙ্গে সিরিয়ার কোন স্থানে আমাদের দেখা হলে সে আমাকে আমার সঙ্গী-সাথীসহ বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। তারপর আমাদের কায়সারের দরবারে হাজির করা হলো। তখন কায়সার মুকুট পরিধান করে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর পার্শ্বে ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর দোভাসীকে বললেন, তাদের জিজ্ঞাসা কর, যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন, এদের মধ্যে তাঁর নিকটাস্থীয় কে? আবু সুফিয়ান (রা) বললেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর সবার্ধিক নিকটতম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কি ধরনের আঙীয়তা রয়েছে? আমি বললাম, তিনি আমার চাচাতো ভাই। সে সময় উক্ত কাফেলায় আমি ছাড়া আব্দ মানাফ গোত্রের আর কেউ ছিল না। কায়সার বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারপর বাদশাহর নির্দেশে আমার সকল সঙ্গীকে আমার পেছনে কাঁধের কাছে সমবেত করা হল। এরপর কায়সার দোভাসীকে বললেন, লোকটির সাথীদের জানিয়ে দাও, আমি তার কাছে সেই লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যিনি নবী বলিয়া দাবী করেন। যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ না করতাম যে, আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তাহলে তাঁর প্রশ্নের জবাবে নবী সম্পর্কিত কিছু (মিথ্যা) কথা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা আমি মিথ্যা বলেছি বলে প্রচার করবে। ফলে আমি সত্যই বললাম। তারপর তিনি তাঁর দোভাসীকে বললেন, জিজ্ঞাসা করো, তোমাদের মধ্যে নবীর বংশ মর্যাদা কিরূপ? আমি বললাম, আমাদের মধ্যে তিনি উচ্চ বংশীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বংশের অন্য কোন সময় কি তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে তোমরা অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পূর্ব পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? আমি বললাম, বরং দুর্বলরাই। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি সে দীনের প্রতি অপচন্দ করে তা পরিত্যাগ করেছে? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তির মেয়াদে আছি এবং আশঙ্কা করছি যে, তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন। আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আমার বক্তব্যে এই কথা ব্যতীত এমন কোন কথা লুকানো সম্ভব হয়নি। যাতে রাসূল ﷺ -কে খাট করা হয় আর আমার প্রতি অপপ্রচারের আশংকা না হয়। কায়সার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে এবং তিনি কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি

বললাম, যুদ্ধ কূয়ার বালতির মত। কখনো তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হন, কখনো আমরা তাঁর উপর বিজয়ী হই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বিষয়ে আদেশ করেন? আমি বললাম, তিনি আমাদের আদেশ করেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না করতে। আমাদের পিতৃ পুরুষেরা যে সবের ইবাদত করত, তিনি সে সবের ইবাদত করতে আমাদের নিষেধ করেন। আর তিনি আমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে; সাদ্কা দিতে, পৃত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে এবং আমানত আদায় করতে। আমি তাকে এসব জানালে তিনি দোভাসীকে আদেশ দিলেন, তাকে বলে, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর বৎশ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বলেছ যে, তিনি উচ্চ বংশীয়। সেরূপই রাসূলগণ, তাঁদের কাওমের উচ্চ বংশেই প্রেরিত হন। আমি তোমাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যে, তোমাদের কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের দাবী করেছে? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে যদি কোন ব্যক্তি এক্সপ কথা বলে থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করছে। আমি জানতে চেয়েছি, তাঁর এ (নবুওয়্যাত) দাবীর পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন, এমন হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? তুমি বলেছ, না। আমি বলছি, যদি তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ বাদশাহ থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃ পুরুষদের রাজজু উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে, প্রভাবশালী লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? তুমি বলেছ, দুর্বলরাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের (দুর্বল) লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাঢ়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাঢ়ছে। ঈমান এভাবেই (বাঢ়তে বাঢ়তে) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি অসম্ভুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে? তুমি বলেছ, না। ঈমান এক্সপই হয়ে থাকে, যখন তা হৃদয়ের গভীরে পৌছে, তখন কেউ তার প্রতি অসম্ভুষ্ট হয় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি কি চুক্তিভঙ্গ করেন? তুমি বলেছ, না। ঠিকই রাসূলগণ কখনো চুক্তিভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ এবং তিনি কি কখনো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন? তুমি বলেছ, করেছেন। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার লড়াই কৃপের বালতির মতো। কখনো তোমরা তাঁর উপর জয়ী হয়েছ, আবার কখনো তিনি তোমাদের উপর জয়ী হয়েছেন। এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূল হয়। আমি আরো জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কি কি বিষয়ে আদেশ করে থাকেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের আদেশ করেন যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না কর। আর তিনি তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যে সবের ইবাদত করত তা থেকে নিষেধ করেন আর তোমাদের নির্দেশ দেন, সালাত আদায় করতে, সাদ্কা দিতে, পৃত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে, আমানত আদায় করতে। এসব নবীগণের শুণাবলী। আমি জানতাম, তাঁর আগমন ঘটবে। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন, সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যা যা বললে, তা যদি সত্য হয়, তবে অট্টিরেই তিনি আমার এই পায়ের নীচের জায়গার মালিক হয়ে যাবেন। আমি যদি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর কাছে পৌছতে পারবো, তবে কষ্ট করে তাঁর সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তবে তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, তারপর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তা পাঠ করে শুনানো হলো। তাতে ছিল:

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের স্ত্রাট হিরাক্সিয়াসের প্রতি ...যারা হিদায়াতের

অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে রোমের সমস্ত প্রজার পাপ আপনার উপর বর্তাবে। ‘হে কিতাবীগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকে তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ না করে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।’ আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, তার কথা শেষ হলে তার পার্শ্বের রোমের পদস্থ ব্যক্তিরা চিৎকার করতে লাগল এবং হৈ চৈ করতে লাগল। তারা কি বলছিল তা আমি বুঝতে পারিনি এবং নির্দেশক্রমে আমাদের বের করে দেয়া হলো। আমি সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়ে, তাদের বললাম, নিচয় মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপার তো বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই যে রোমের বাদশাহ তাঁকে ভয় করেছে। আবু সুফিয়ান (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এরপর থেকে আমি অপমানবোধ করতে লাগলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, মুহাম্মদের দাওয়াত অচিরেই বিজয় লাভ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন, অথচ তখনও আমি তা অপছন্দ করছিলাম।

٢٧٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِّيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ خَيْرٍ لَا يُعْطَى الرَّأْيَ رَجُلٌ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِيهِ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدُوا وَكُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَى فَقَالَ أَيْنَ عَلَى فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنِيْهِ فَأَمَرَ فَدَعَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنِيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَانَهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رَسُولِكَ حَتَّى تَنْزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبَرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدِي بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمَ

২৭৪০ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....সাহল ইবন সা'আদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যার হাতে বিজয় অর্জিত হবে। এরপর কাকে পতাকা দেয়া হবে, সেজন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রত্যেকেই এ আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, হয়ত তাকে পতাকা দেয়া হবে। কিন্তু নবী ﷺ বললেন, আলী কোথায়? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তখন তিনি আলীকে ডেকে আনতে বললেন। তাকে ডেকে আনা হল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখের লালা তাঁর উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাতঃ তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে, তাঁর কোন অসুস্থই ছিল না। তখন আলী (রা) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। নবী ﷺ বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং

তাদের করণীয় সম্বন্ধে তাদের অবহিত কর। আল্লাহর কসম, যদি একটি স্লোকও তোমার দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চাইতেও শ্রেয়।

২৭৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعاوِيَةً بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اشْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
بْنَ عَلِيٍّ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغْرِيْهُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ
يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحَ فَنَزَّلَنَا خَيْبَرَ لَيْلًا

২৭৪২ [আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কাওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে সকাল হওয়ার সাথে সাথে আক্রমণ করতেন। আমরা খায়বারে রাত্রিকালে পৌছলাম।

২৭৪২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
بْنَ عَلِيٍّ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا ح - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَشْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ
حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودَ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ
قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ
بْنَ عَلِيٍّ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ
خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَّلَنَا بِسَاحَةَ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

২৭৪৩ [কুতাইবা ও আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রাতে সেখানে পৌছলেন। তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কোন জনপদে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করেন না। যখন সকাল হলো ইয়াল্দীরা কোদাল ও ঝুঁড়ি নিয়ে বের হল এবং যখন নবী ﷺ -কে দেখতে পেলো, তখন তারা বলে উঠল, মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ তাঁর পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত! নবী ﷺ তখন আল্লাহ আকবার ধরনি উচ্চারণ করেন এবং বললেন, খায়বার ধ্রংস হল, নিশ্চয়ই আমরা যখন কোন জনপদের আঙিনায় উপস্থিত হই, তখন সতর্কতদের সকাল কত মন!

২৭৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
www.alqurans.com

الْمُسَيْبٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

[২৭৪৩] আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ শাৰীফ বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত স্লোকদের সাথে লড়াইয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে হিফাজত করে নিল। অবশ্য ইসলামের বিধান আলাদা, আর তার (প্রকৃত) হিসাব আলাহৰ উপর ন্যস্ত।

١٨٤٤. بَابُ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَى بِغَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

১৮৪৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করে এবং অন্যদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন করে রাখে আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে

[২৭৪৪] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبَ مِنْ بَنِيَّهُ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةً إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا

[২৭৪৫] ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র).....আবদুল্লাহ ইবন কাব ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন কাবের পুত্রদের মধ্যে পথপ্রদর্শক, তিনি বলেন, আমি কাব ইবন মালিক (রা) থেকে শুনেছি, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ শাৰীফ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ শাৰীফ যখনই কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন।

[২৭৪৫] حَ وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا يُرِيدُ غَزْوَةً بَغْزُوهَا إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةً تَبُوكَ فَغَزَّاهَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرَبِ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ
غَزْوَةً عَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَاهُبُوا أَهْبَةً عَدُوِّهِمْ،
وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرَىٰ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ
لَقَلَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ

۲۷۴۵ **আহমদ ইবন মুহাম্মদ (রা).....** কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের ইচ্ছা করলে অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন কিন্তু যখন তাবুক যুদ্ধ এল, যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দিলেন, প্রচণ্ড গরম এবং সমুদ্রীন হলেন দীর্ঘ সফরের ও মরুময় পথের আর অধিক সংখ্যক সৈন্যের মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন। তাই তিনি মুসলমানদের সামনে বিষয়টি প্রকাশ করলেন, যাতে তারা শক্তির মুকাবিলার উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধের লক্ষ্যস্থল সবাইকে জানিয়ে দিলেন। আর ইউনুস (র) যুহুরী (র) সূত্রে কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন সফরে যাবার ইচ্ছা করতেন তখন বেশীর ভাগ সময় বৃহস্পতিবারেই রওয়ানা করতেন।

۲۷۴۶ **حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هَشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرَىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ
يَوْمَ الْخَمِيسِ**

۲۷۴۶ **আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (রা).....** কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হন আর বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই তিনি পছন্দ করতেন।

۱۸۴۵. بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظَّهِيرِ

۱۸۴۵. পরিচ্ছেদ ৪ যুদ্ধের পর সফরে বের হওয়া

۲۷۴۷ **حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِيهِ
قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظَّهِيرَ أَرْبَعًا
وَالْعَصْرَ بِذِي الْحِلْيَةِ رَكَعْتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا**

২৭৪৭] সুলাইমান ইব্ন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনাতে যুহরের সালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং যুল-ছলায়ফাতে পৌছে দু'রাকআত আসর সালাত আদায় করেন। আমি তাদের হজ্জ ও উমরা উভয়টির তালিবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

١٨٤٦ . بَابُ الْخُرُوجِ أَخْرَ الشَّهْرِ ، وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِيَنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدِمَ مَكَةً لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ

১৮৪৬. পরিষেদ ৪ মাসের শেষ ভাগে সফরে রওয়ানা হওয়া। কুরাইব (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যুল-কাদার পাঁচ দিন থাকতে মদীনা থেকে রওয়ানা হন এবং যুল-হিজার ৪ তারিখে মকাব পৌছেন।

٢٧٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَشْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بْنِتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ لِيَالٍ بَقِيَنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَةَ أَمْرَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذَيْ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحْلُّ ، قَالَتْ عَائِشَةَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ نَحْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ ، قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

২৭৪৮] আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুল-কাদার ৫ রাত থাকতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মকাব নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিলেন যাদের নিকট কুরবানীর জম্বু নেই, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঁজ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। আয়িশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের নিকট গরুর গোশ্ত পৌছানো হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কিসের? বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মীগণের পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় করেছেন। ইয়াহ-ইয়া (র) বলেন, আমি হাদীসটি কাসেম ইবন মুহাম্মদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম বর্ণনাকারিণী এ হাদীসটি আপনার নিকট যথাযথ বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٧. بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

১৮৪৭. পরিষ্কেত : রম্যান মাসে সফর করা

٢٧٤٩ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ الْكَدْيَدَ أَفْطَرَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْأُخْرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৭৪৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....ইবন আবুসাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রম্যান মাসে সফরে বের হন এবং সিয়াম পালন করেন। যখন তিনি কাদীদ নামক স্থানে পৌছলেন তখন সিয়াম ছেড়ে দেন। সুফিয়ান (র).....ইবন আবুসাম (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, এটা যুহুরী (র)-এর উকি এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ কার্যই গ্রহণযোগ্য।

١٨٤٨. بَابُ التَّوْدِيعِ عِنْدَ السَّفَرِ ، وَقَالَ أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعْثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ ، وَقَالَ لَنَا أَنْ لَقِيْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُمَا فَحَرَقُوهُمَا بِالنَّارِ ، قَالَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُودَعَهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ ، فَقَالَ أَنِّي كُنْتُ أَمْرَتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ أَخْذُتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

১৮৪৮. পরিষ্কেত : সফরকালে বিদায় দান করা। ইবন ওহুব (র).....আবু হুয়ায়রা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। কুরাইশদের দু'জন লোকের নামাল্লুখ করে আমাদেরকে বললেন, তোমরা যদি অমুক ও অমুকের সাক্ষাত পাও তবে তাদেরকে আগনে জ্বালিয়ে ফেলবে। আবু হুয়ায়রা (র) বলেন, তারপর আমরা রওয়ানা করার প্রাক্কালে বিদায় গ্রহণ করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে আগনে জ্বালিয়ে ফেলতে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু আগনের মাধ্যমে শাস্তি দান করা আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিত আর কারো অধিকার নেই। তাই তোমরা যদি তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হও, তবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে।

١٨٤٩. بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلأَمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةِ

১৮৪৯. পরিচ্ছেদ : ইমামের কথা শোনা ও আনুগত্য করা যতক্ষণ সে শুনাহর কাজের নির্দেশ না দেয়

[٢٧٥.] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمِرْ بِالْمُغْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

[٢٧٦.] মুসাদাদ এবং মুহাম্মদ ইবন সাবাহ (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘পাপ কার্যের আদেশ না করা পর্যন্ত ইমামের কথা শোনা ও তার আদেশ মান্য করা অপরিহার্য। তবে পাপ কার্যের আদেশ করা হলে তা শোনা ও আনুগত্য করা যাবে না।’

١٨٥. بَابُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْأَمَامِ وَيُتَّقَىَ بِهِ

১৮৫০. পরিচ্ছেদ : ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা

[٢٧٥.] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادَ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ ، وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَىَ اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّمَا الْأَمَامُ جُنَاحٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىَ بِهِ ، فَإِنْ أَمْرَ بِتَقْوَىِ اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذِلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

[٢٧٧.] আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমরা সর্বশেষে আগমনকারী (পৃথিবীতে) সর্বাঞ্চ প্রবেশকারী (জাগ্রাতে)। আর এ সনদেই বর্ণিত হয়েছে যে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,) যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই নাফরমানী

করল আৰ যে ব্যক্তি (শৰীয়ত স্বীকৃত) আমীৱেৱ আনুগত্য কৱল, সে ব্যক্তি আমাৱই আনুগত্য কৱল আৰ যে ব্যক্তি আমীৱেৱ নাফৰমানী কৱল সে ব্যক্তি আমাৱই নাফৰমানী কৱল। ইমাম তো ঢাল স্বৰূপ। তাৰ নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাৰই মাধ্যমে নিৱাপনা অৰ্জন কৱা হয়। অনন্তৰ যদি সে আল্লাহৰ তাকওয়াৰ নিৰ্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্ৰতিষ্ঠা কৱে, তবে তাৰ জন্য এৱ প্ৰতিদান রয়েছে আৰ যদি সে এৱ বিপৰীত কৱে তবে এৱ মন্দ পৱিণ্ডি তাৰ উপৰই বৰ্তাবে।

١٨٥١ . بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرَبِ أَنْ لَا يَفْرُوا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

১৮৫১. পৱিছেদ ৪ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ থেকে পলায়ন না কৱাৱ উপৰ বায়আত কৱা। আৱ কেউ বলেছেন, মৃত্যুৱ উপৰ বায়আত কৱা। যেহেতু আল্লাহু তা'আলা ইৱশাদ কৱেছেন ৪ নিচয় আল্লাহু তা'আলা মু'মিনদেৱ প্ৰতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তাৱা আপনাৱ নিকট বৃক্ষতলে বায়আত গ্ৰহণ কৱেছিলেন। ৪৮ ৪ ১৮

٢٧٥٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا أَجْتَمَعَ مِنْ اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَأْيَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ، فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَأْيَعْهُمْ عَلَى الْمَوْتِ، قَالَ لَا بَلَّ بَأْيَعْهُمْ عَلَى الصَّبَرِ

২৭৫৩ মুসা ইবন ইসমাঈল (ৱ).....ইবন উমর (ৱা) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, 'আমোৱা যখন হৃদায়বিয়া সঞ্চিৰ পৱৰণৰ্ত্ত বছৰ প্ৰত্যাবৰ্তন কৱলাম, তখন আমাদেৱ মধ্য হতে দু'জন লোকও যে বৃক্ষেৱ নীচে আমোৱা বায়আত কৱেছিলাম সেটি চিহ্নিত কৱাৱ ব্যাপারে একমত হতে সক্ষম হয় নি। তা ছিল আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত স্বৰূপ।' বৰ্ণনাকাৰী বলেন, 'আমি নাফি (ৱ)-কে জিজ্ঞাসা কৱলাম যে, তাঁদেৱ নিকট হতে কিসেৱ বায়আত গ্ৰহণ কৱা হয়েছিল? তা কি মৃত্যুৱ উপৰ?' তিনি বললেন, 'না, বৱং রাসূলুল্লাহ তা'আলা তাঁদেৱ নিকট হতে অটল থাকাৱ উপৰ বায়আত গ্ৰহণ কৱেছিলেন।'

٢٧٥٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمْنُ الْحَرَةِ أَتَاهُ اتَّهُ فَقَالَ لَهُ أَنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَا يُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ

২৭৫৩] মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হার্রা নামক যুদ্ধের সময়ে তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, ‘ইব্ন হানযালা (রা) মানুষের নিকট থেকে মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর আমি তো কারো নিকট এক্ষেপ বায়আত করব না।

২৭৫৪] حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ أَبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَأَيْمَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ عَدَلَتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَاعِ لَا تَبَايِعُ قَدْ قُلْتُ قَدْ بَأَيْمَنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ وَآيَضًا : فَبَأَيْمَنَةِ الثَّانِيَةِ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ

২৭৫৪] মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র).....সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি নবী ﷺ -এর নিকট বায়আত করলাম। তারপর আমি একটি বৃক্ষের ছায়াতলে গেলাম। মানুষের ভীড় কমে গেলে, (তাঁর নিকট উপস্থিত হলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, ‘ইব্ন আকওয়া! তুমি কি বায়আত করবে না?’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো বায়আত করেছি।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আরেকবার হোক না।’ তখন আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বায়আত করলাম। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি তাঁকে জিজসা করলাম, ‘হে আবু মুসলিম! সেদিন তোমরা কোন্ বিষয়ের উপর বায়আত করেছিলে? তিনি বললেন, ‘মৃত্যুর উপর।’

২৭৫৫] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُنَحْنُ الَّذِينَ بَأَيْعُوا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيَّنَا أَبَدًا فَاجَابُهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْأَخْرِهِ + فَأَكْرِمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

২৭৫৫] হাফস ইব্ন উমর (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন : “আমরাই হচ্ছি সে সকল লোক, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হস্তে জিহাদ করার উপর বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব।” রাসূলুল্লাহ ﷺ তদুন্তরে ইরশাদ করেন : হে আল্লাহ! আবিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ হচ্ছে প্রকৃত সুখ; সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত করুন।

٢٧٥٦ حَدَّثَنَا أَشْحَقُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنِ أَخِي فَقُلْتُ بِاِبْنِ أَخِي عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مَضِّتِ الْهِجْرَةُ لَأَهْلِهَا ، فَقُلْتُ عَلَامَ تُبَابِعُنَا ، قَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ

২৭৫৬ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....মুজশি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার ভাতিজাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদেরকে হিজরতের উপর বায়আত নিন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'হিজরত তো হিজরতকারীগণের জন্য অতীত হয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'তাহলে আপনি আমাদের কিসের উপর বায়আত নিবেন?' তদুন্তের রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'ইসলাম ও জিহাদের উপর।'

١٨٥٢ . بَابُ عَزْمِ الْأَمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

১৮৫২. পরিচ্ছেদ ৪ জনসাধারণের জন্য যথাসাধ্য ইমামের নির্দেশ পালন

٢٧٥٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرِيْتُ مَا أَرْدُدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًّا نَشِيطًا ، يَخْرُجُ مَعَ امْرَائِنَا فِي الْمَفَازِيِّ ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا يُخْصِيْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنَا كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَأَةٌ حَتَّى تَفْعَلَهُ وَأَنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا أَتَقْرَى اللَّهُ ، وَإِذَا شَكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجْدُوهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا آذِكُرُ مَا غَيْرَ مِنَ الدِّينِيَا إِلَّا كَالْتَغْبِ شُرِبَ صَفْوَهُ وَبَقِيَ كَدْرَهُ

২৭৫৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র).....আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আজ আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমন করে। সে আমাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে, যার উত্তর কি দিব, তা আমার বুঝে আসছিল না।' লোকটি বললো, 'বলুন তো, এক ব্যক্তি সশ্রদ্ধ অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধে বের হল। কিন্তু সেই আমীর এমন সব নির্দেশ দেন যা পালন করা সম্ভব নয়। আমি

বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমাদের এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? হ্যাঁ, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সাধারণত আমাদেরকে কোন বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু একবার মাত্র একপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমরা তা পালন করেছিলাম। আর তোমাদের যে কেউ ততক্ষণ ভাল থাকবে, যতক্ষণ সে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। আর যখন সে কোন বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়বে, তখন সে এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করে নিবে, যে তাকে সন্দেহ মুক্ত করে দিবে। আর সে যুগ অত্যাসন্ন যে, তোমরা এমন লোক পাবে না। শপথ সেই স্তোর যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। দুনিয়ায় যা অবশিষ্ট রয়েছে, তার উদাহরণ একপ যেমন একটি পুরুরের মধ্যে পানি সঞ্চিত হয়েছে। এর স্বচ্ছ পানি তো পান করা হয়েছে, আর নীচের ঘোলা পানি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে।

١٨٥٣. بَابُ كَانَ النَّبِيُّ رَبِيعُهُ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوْلَ النَّهَارِ أَخْرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَرْوَلَ الشَّمْسُ

১৮৫৩. পরিষেদ ৪ নবী ﷺ যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করতেন, তবে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ বিলম্ব করতেন

٢٧٥٨

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو اشْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضِيرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ، قَالَ كَتَبَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَرَأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَبِيعَهُ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ التِّي لَقِيَ فِيهَا اشْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقاءَ الْعَدُوِّ وَسُلُوا اللَّهُ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوْا، وَأَعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظَلَالِ السَّيُوفِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلُ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمُ الْأَخْرَابِ، أَهْزِمْهُمْ وَأَنْصِرْنَا عَلَيْهِمْ

২৭৫৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহর আয়াদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবু নায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) তার মনিবের নিকট পত্র লিখেন যা আমি পাঠ করলাম, তাতে ছিল যে, শক্রদের সাথে কোন এক মুখোমুখি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন : হে লোক সকল! শক্রের সাথে মোকাবেলায় অবর্তী হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দু'আ করবে। তারপর যখন তোমরা শক্রের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জানাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! কুরআন

অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্যদলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।

১৮৫৪. بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْأَمَامِ ، لِقَوْلِهِ : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ

১৮৫৪. পরিষেদ : কোন ব্যক্তির ইমামের অনুমতি শহণ। আল্লাহ তা'আলাৰ বাণী : তাৱাই প্ৰকৃত মুহিম ঘাৰা আল্লাহ তা'আলা ও তাৰ রাসূল ﷺ-এৰ উপৰ ইমান এনেছে, আৱ ঘৰন তাৱা তাৰ সঙ্গে কোন সমষ্টিগত বিষয়ে একত্ৰিত হয়, তখন তাৱা তাৰ অনুমতি ব্যতিৱেকে চলে ঘায় না। (২৪ : ৬২)

٢٧٥٩ حَدَّثَنَا أَشْحَقُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغَيْرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَتَلَاحَقَ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عَلَىٰ نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَى فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ ،
فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ أَعْيَى قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَاهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْأَبْلِ قُدُّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِي عَنِّي ، قَالَ فَأَشْتَخَيَّتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَبَعْنَى قَالَ فَبَعْثَتْهُ أَيَّاهُ عَلَىٰ أَنْ لَيْ فَقَارَ ظَهَرَهُ حَتَّىٰ أَبْلَغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي عَرْوَسٌ فَأَسْتَأْذِنُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمَتُ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَالَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَامَنِي ، قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ أَسْتَأْذِنُهُ هَلْ تَزَوَّجُتْ بِكْرًا أَمْ ثَيْبًا ، فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيْبًا ، فَقَالَ هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوفِّيَ وَالدُّى أَوْ أَشْتَشِدُهُ وَلَيْ أَخْوَاتُ صِفَارًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤْدِبَهُنَّ وَلَا تَقْوُمُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيْبًا لِتَقْوُمَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤْدِبَهُنَّ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي شَمَنَهُ وَرَدَهُ عَلَىٰ ، قَالَ الْمُغَيْرَةُ هَذَا

فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا

২৭৫৯। ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ পরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হন; আমি তখন আমার পানি-সেচের উটনীর উপর আরোহী ছিলাম। উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; এটি মোটেই চলতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উটনীটির পেছন দিক থেকে গিয়ে উটনী-টিকে হাঁকালেন এবং এটির জন্য দুআ করলেন। এরপর এটি সবক'টি উটের আগে চলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমার উটনীটির কিরূপ মনে হচ্ছে? আমি বললাম, ভালই। এটি আপনার বরকত লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এটি আমার নিকট বিক্রয় করবে? তিনি বলেন, আমি মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম। (কারণ) আমার নিকট এ উটটি ব্যতীত পানি বহনকারী অন্য কোন উটনী ছিল না। আমি বললাম, হ্যাঁ (বিক্রয় করব)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে আমার নিকট বিক্রয় কর। অনন্তর আমি উটনীটি তাঁর নিকট এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে, মদীনায় পৌছা পর্যন্ত এর উপর আরোহণ করব। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সদ্য বিবাহিত একজন পুরুষ। তাঁরপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি লোকদের আগে আগে চললাম এবং মদীনায় পৌছে গেলাম। তখন আমার মামা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমাকে উটনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম যা আমি করেছিলাম। তিনি আমাকে তিরঙ্কার করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি কুমারী বিবাহ করেছে, না এমন মহিলাকে বিবাহ করেছে যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তাঁর সঙ্গে খেলাধূলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে খেলাধূলা করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছেট ছেট বোন রয়েছে। তাই আমি তাদের সমবয়সের কোন মেয়ে বিবাহ করা পছন্দ করিনি; যে তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন পূর্ব বিবাহ হয়েছে এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি; যাতে সে তাদের দেখাশোনা করতে পারে এবং তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসেন, পরদিন আমি তাঁর নিকট উটনীটি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এর মূল্য দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিলেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমাদের বিবেচনায় এটি উত্তম। আমরা এতে কোন দোষ মনে করি না।

^{١٨٥} بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعْرُسِهِ فِيهِ جَابِرُ عَنِ التَّبَّيِّنِ

১৮৫৫. পরিষেবে ৪ সদ্য বিবাহিত অবস্থায় যুক্তে অংশগ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে জাবির (রা) কর্তৃক
রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

١٨٥٦. بَابُ مِنْ اخْتَارِ الْغَزَوَ بَعْدَ الْبَنَاءِ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৬. পরিষেদ : নববিবাহিত ব্যক্তি জ্ঞার সঙ্গে প্রথম মিলনের পর মুদ্দে অংশ গ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

١٨٥٧. بَابُ مُبَادَرَةِ الْأَمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

১৮৫৭. পরিষেদ : ডয়-তীতির সময় ইমামের (সকলের আগে) অগ্সর হওয়া

٢٧٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرَزَعُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسَأْ لِابْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّ وَجْدَنَاهُ لَبَحْرًا

২৭৬০ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদীনায় তীতির সঞ্চার হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং বলেন যে, আমি তো ভয়ের কিছু দেখতে পেলাম না। তবে আমি এ ঘোড়টিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।

١٨٥٨. بَابُ السُّرْعَةِ وَالرُّكْضِ فِي الْفَزَعِ

১৮৫৮. পরিষেদ : ডয়-তীতির সময় তাড়াতাড়ি করা ও দ্রুত ঘোড়া চালনা করা

٢٧٦١ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَرَزَعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسَأْ لِابْنِ طَلْحَةَ بَطِئًا ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا أَنَّهُ لَبَحْرٌ فَمَا سُبِّقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

২৭৬১ ফায়ল ইব্ন সাহল (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় লোকেরা তীত-সন্ত্রন্ত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা (রা)-এর মহুরগতি সম্পন্ন একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন এবং একাকী ঘোড়টিকে ইঁকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। লোকেরা তখন তাঁর পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলল। (ফিরে এসে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিছুই না, তোমরা ডয় করো না। এ ঘোড়টি তো দ্রুতগামী। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন হতে আর কখনো সে ঘোড়টি কারো পেছনে পড়েনি।

١٨٥٩. بَابُ الْمُنْرُوِجِ فِي الْفَزَعِ وَحْدَهُ

১৮৫৯. পরিষেদ : ভয়-তীতির সময় একা বের হওয়া

১৮৬. بَابُ الْمُعَائِلِ وَالْمُحْلَّاَنِ فِي السَّبِيلِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ الْغَزُوَ قَالَ أَنِّي أَحَبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَافِقَةٍ مِّنْ مَالِيَ قُلْتُ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَىَ ، قَالَ أَنْ غَنَاكَ لَكَ وَأَنِّي أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِيَ فِي هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَالَ عُمَرُ أَنْ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالَ لِيُجَاهِدُوا ، ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَا لَهُ حَتَّىٰ نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، وَقَالَ طَاؤُسٌ وَمُجَاهِدٌ أَذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعَهُ عِنْدَ أَهْلِكَ

১৮৬০. পরিষেদ : কাউকে পারিশ্রমিক দানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে যুক্ত করানো এবং আল্লাহর রাহে সাওয়ারী দান করা। মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, আমি জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাই। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে আর্থিক ব্যবস্থার দান করেছেন। তিনি, (ইবন উমর (রা)) বললেন, তোমার ব্যবস্থার জন্য। আমি চাই, আমার কিছু সম্পদ এ পথে ব্যয় হোক। উমর (রা) বলেন, এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা জিহাদ করার জন্য (বায়তুলমাল হতে) অর্থ গ্রহণ করে, পরে জিহাদ করে না। যারা একটি করে, আমরা তার সম্পদে অধিক হক্কদার এবং আমরা তা ফেরত নিয়ে নিব, যা সে গ্রহণ করেছে। তাউস ও মুজাহিদ (র) বলেছেন, যখন আল্লাহর রাহে বের হওয়ার জন্য তোমাকে কিছু দান করা হয়, তা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার আর তোমার পরিবার-পরিজনের কাছেও রেখে দিতে পার

٢٧٦٢ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس سأله زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي عليه أشتريه فقال لا تشتريه ولا تدع في صدقتك

২৭৬২ হমায়দী (র).....উমর ইবন খাত্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাহে একটি অশ্ব আরোহণের জন্য দান করেছিলাম। তারপর আমি তা বিক্রয় হতে দেখতে পাই। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আল্লাহ কি তা ক্রয় করে নিব?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘না, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার (প্রদত্ত) সাদ্কা ফেরত নিও না।’

٢٧٦٣ حَدَّثَنَا أَشْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَبْتَاعُهُ وَلَا تَعُدُ فِي صِدْقَتِكَ

২৭৬৩ ইসমাইল (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর ইবন খাতাব (রা) জনৈক অশ্বারোহীকে আল্লাহর রাহে একটি অশ্ব দান করেন। এরপর তিনি দেখতে পান যে, তা বিক্রয় করা হচ্ছে। তখন তিনি তা ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, ‘তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার প্রদত্ত সাদ্কা ফেরত নিও না।’

٢٧٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْيَدٍ أَنَّ سَعْيَدَ الْأَنْصَارِيَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنَّ أَشْقَى عَلَى أَمْتَى مَا تَخَلَّفَتُ عَنْ سَرِيَّةِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمْوَلَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَخْمَلُهُ عَلَيْهِ وَيَشْقُ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي ، وَلَوْدِدُتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيْتُ

২৭৬৪ মুসান্দাদ (র)আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে মনে না করতাম, তবে আমি কোন সেনা অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকতাম না। কিন্তু আমি তো (সকলের জন্য) সাওয়ারী সংগ্রহ করতে পারছি না এবং আমি এতগুলো সাওয়ারী পাছি না যার উপর আমি তাদের আরোহণ করাতে পারি। আর আমার জন্য এটা কষ্টদায়ক হবে যে, তারা আমার থেকে পেছনে পড়ে থাকবে। আমি তো এটাই কামনা করি যে, আমি আল্লাহর রাহে জিহাদ করব এবং শহীদ হয়ে যাবো, এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং আমি পুনরায় শহীদ হবো। এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

১৮৬১ . بَابُ الْأَجِيرِ ، وَقَالَ الْمُحَسَّنُ وَابْنُ سَيْرِينَ يُقْسِمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْغَنَمِ ، وَأَخْذَ عَطِيَّةً بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ قَبْلَ سَهْمِ الْفَرَسِ أَرْبِعَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَخْذَ مِائَتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَةَ مِائَتَيْنِ

১৮৬১. পরিচ্ছেদ ৪: মজুরী গ্রহণ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করা। হাসান বসরী ও ইবন সীরীন (র) বলেন, মজদুরকেও গনীমত লক্ষ সম্পদে অংশ দান করা হবে। আতিয়া ইবন কায়েস (রা) জনেক ব্যক্তি থেকে একটি অশ্র এ শর্তে গ্রহণ করেন যে, গনীমত লক্ষ সম্পদে থাণ্ড অংশ অর্ধেক করে বণ্টিত হবে। তিনি অশ্বটির অংশে 'চারশ' দীনার লাভ করেছিলেন। তখন তিনি দু'শ দীনার গ্রহণ করেন এবং দু'শ দীনার অশ্রের মালিককে দিয়ে দেন

[২৭৬০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفَوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا ، فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَأَنْتَزَعَ يَدُهُ مِنْ فِيهِ وَنَزَعَ ثَيْنِيَّةً فَاتَّى النَّبِيَّ ﷺ فَاهْدَرَهَا فَقَالَ أَيْدِفْعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضِيمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ

[২৭৬১] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূল-ল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। আমি একটি জওয়ান উট (জিহাদে) আরোহণের জন্য (জনেক ব্যক্তিকে) দেই। আমার সঙ্গে এটিই ছিল আমার অধিক নির্ভরযোগ্য কাজ। আমি এক ব্যক্তিকে মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করলাম। তখন সে এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, একজন অপরজনের হাত কামড়িরে ধরে সে তার হাত কামড়দাতার মুখ হতে সজোরে বের করে আনে। ফলে তার সামনের দাত উপড়ে আসে। উক্ত ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দাঁতের কোন প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন নি। আর তিনি বলেন, সে কি তার হাতটিকে তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তাকে উটের ন্যায় কামড়াতে থাকবে।

১৮৬২. بَابُ مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৬২. পরিচ্ছেদ ৪: নবী ﷺ -এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

[২৭৬১] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْيَثْرَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ الْقُرَاطِيُّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ

২৭৬৬ سائِدٌ إِبْنُ آبَوْ مَارِيَمْ (ر) کاےوسِ إِبْنُ سَادٌ آنِسَارِی (ر) خেکے بَرْتِ، آارِ تینِ
ছিলেনِ رَاسْلُلَّاھُ ﷺ -এরِ پَتَاکَاَ بَهْنَکَارِی، تِنِّي هَجَزَرِ سَكَنَ کَرَرِنِ، تَخَنِ تِنِّي مَاثَارِ
آঁচড়িয়ে نিলেনِ ।

২৭৬৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتَمُ بْنُ أَسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
عَبِيدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ الْيَوْمَةِ
الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَعْطِيَنَ الرَّأْيَةَ، أَوْ
قَالَ لِيَاخُذُنَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعِلْمٍ وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا هَذَا عَلَىٰ فَأَعْطِاهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

২৭৬৮ كُوتَاهِيَّا إِبْنُ سَائِدٍ (ر) سَالَامَا إِبْنُ آكَوَيَا (ر) خেکے بَرْتِ، تِنِّي بَلِئِنِ،
খَيَّابَارِ يُون্দِيَّا (ر) رَاسْلُلَّاھُ ﷺ خেکے پِেছَنِ خেکے يَانِ، (কَارِণ) তারِ চোখে
অসুখ হয়েছিলِ । تَخَنِ تِنِّي بَلِئِنِ، آমি কি رَاسْلُلَّاھُ ﷺ خেکے پিছিয়ে থাকবِ؟ এরপরِ آলী (ر) বেরিয়ে
পড়লেন এবং নবী ﷺ -এরِ سঙ্গে এসে মিলিত হলেন । যখনِ সে রাতে এলِ، যে রাতে
শেষে সকালে آলী (ر) খায়বারِ জয় করেছিলেনِ، তখনِ رَاسْلُلَّاھُ ﷺ বললেনِ،
আগামীকালِ آমি এমনِ এক ব্যক্তিকে
পَتَاکَاَ অর্পণ করবِ،
কিংবা (বললেনِ)
আগামীকালِ
এমনِ এক ব্যক্তি
পَتَاکَاَ
গ্রহণ করবে
যাকে
আল্লাহُ
ও
তারِ رَاسْلُلَّاھُ ﷺ
ভাল-
বাসেনِ ।
অথবা
তিনি
বলেছিলেনِ,
যে
আল্লাহُ
তাআলা
ও
তারِ رَاسْلُلَّاھُ ﷺ -কে
ভালবাসে ।
আল্লাহُ
তাআলা
তারই
হাতে
খায়বারِ
বিজয় দান
করবেনِ ।
হঠাৎ
আমরা
দেখতে
পেলাম
যে,
আলী (ر)
এসে
উপস্থিত,
অথচ
আমরা
তার
আগমন
প্রত্যাশা
করিনি ।
তারা
বললেনِ,
এই
যে
আলী (ر)
এসে
গিয়েছেনِ ।
তখনِ
রَاسْلُلَّاھُ ﷺ
তাকে
পَتَاکَاَ
অর্পণ
করলেনِ ।
আরِ
আল্লাহُ
তাআলা
তারই
হাতে
খায়বারের
বিজয় দান
করলেনِ ।

২৭৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا هَاهُنَا أَمْرَكَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ تَرْكُزَ الرَّأْيَةَ

২৭৭০ مُعَاذِنِيَّا إِبْنُ آلَالَا (ر) إِبْنُ آكَوَسِ (ر) خেکے بَرْتِ،
তিনি
যুবাইর (ر)-কে
বলেছিলেনِ،
এখানেই
কি
রَاسْلُلَّاھُ ﷺ
আপনাকে
পَتَاکَاَ
পুঁতে
রাখতে
আদেশ
করেছিলেনِ؟

١٨٦٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نُصْرَتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
سَنَلْقَى فِي قُلُوبِ الظِّنَّ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ قَالَهُ جَاءِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৬৩. পরিষেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উকি : এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে (শক্তির মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহুর তাআলার বাণী : আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব। যেহেতু তারা আল্লাহর শরীক করেছে। ৩ : ১৫১ (এ প্রসঙ্গে) জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস উদ্ভৃত করেছেন

٢٧٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعْثَتْ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصْرَتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآتَنْتُمْ تَنْتَلُونَهَا

২৭৬৯] ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র)আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অন্ত শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার শক্তি সহ আমি প্রেরিত হয়েছি এবং শক্তির মনে ভীতির সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রায় ছিলাম, এমতাবস্থায় পৃথিবীর ধনভাণ্ডার সমূহের চাবি আমার হাতে অর্পণ করা হয়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো চলে গেছেন আর তোমরা তা বের করছ।

٢٧٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفِيَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ بِإِيلِيَاءَ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْهُ الصُّبُّ، فَارْتَفَعَ الْأَصْوَاتُ وَأَخْرَجْنَا، فَقَلَّتْ لِأَصْحَابِيِّ حِينَ أَخْرَجْنَا لَقَدْ أَمْرَ بْنَ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ

২৭৭০] আবুল ইয়ামান (র)ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে আবু সুফিয়ান জানিয়েছেন, (রোম স্ম্যাট) হিরাক্ল (হিরাক্লিয়াস) আমাকে ডেকে পাঠান। তখন তিনি ইলিয়া (বর্তমান ফিলিস্তিন) নামক

স্থানে অবস্থান করছিলেন। তারপর সম্মাট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানি আনতে আদেশ করেন, যখন পত্র পাঠ সমাপ্ত হল, তখন বেশ হৈ চৈ ও শোরগোল পড়ে গেল। এরপর আমাদেরকে (দরবার হতে) বাইরে নিয়ে আসা হল। তখন আমি আমার সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বললাম, যখন আমরা বহিকৃত হচ্ছিলাম, আবু কাবশার পুত্রের^১ বিষয়ের শুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। রোমের বাদশাহও তাঁকে ভয় করে।

١٨٦٤ . بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَتَزَوَّدُوا فَإِنْ خَيْرُ الرَّازِدِ التَّقْوَى

১৮৬৪. পরিচ্ছেদ : যুক্তে পাথেয় বহন করা। আল্লাহ তাআলার বাণী : তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে। আস্বস্যমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ২ : ১৯৭

٢٧٧١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ عَنْ أَشْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ سَفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَتْ فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ ، وَلَا لِسَقَائِهِ مَا نَرْبَطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبَطُ بِهِ الْأَنْطَاقِ ، قَالَ فَشُفِّقَتِي بِإِثْنَيْنِ فَارْبَطْنِي بِوَاحِدِ السِّقَاءِ وَبِالْأُخْرِ السَّفْرَةِ فَفَعَلْتُ ، فَلِذِلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ

২৭৭২ উবাইদ ইবন ইসমাইল (র) আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাথেয় শুছিয়ে দিয়েছিলাম, যখন তিনি মদীনায় হিজরত করার সংকল্প করেছিলেন। আসমা (রা) বলেন, আমি তখন মালপত্র কিংবা পানির মশক বাঁধার জন্য কিছুই পাছিলাম না। তখন আবু বকর (রা)-কে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আমার কোমর বক্ষনীর ব্যতীত বাঁধার কিছুই পাছি না। আবু বকর (রা) বললেন, একে দ্বিখণ্ডিত কর। এক খণ্ড দ্বারা মশক এবং অপর খণ্ড দ্বারা মালপত্র বেঁধে দাও। আমি তাই করলাম। এজন্যই আমাকে বলা হত দু' কোমর বক্ষনীর অধিকারীবী।

٢٧٧٣ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لِحُومَ

১. আবু কাবশা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুখ মা হালীমা (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। আবু সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেকার ঘটনা হিসাবে তাছিল্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আবু কাবশা পুত্র বলেছিলেন।

الْأَضَاحِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمَدِينَةِ

২৭৭২ [আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুগের কুরবানীর গোশত মদীনা পর্যন্ত পাথেয়রূপে গ্রহণ করতাম।

২৭৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى
قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّفَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ
وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ آذِنَى خَيْبَرَ فَصَلَوَا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِالْأَطْعَمَةِ فَلَمْ يُؤْتِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا بِسَوْيِقٍ فَلَكُنَا فَاكِلُنَا وَشَرِبُنَا ثُمَّ قَامَ
النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَضَمَضَ وَمَضَمَضَنَا وَصَلَيْنَا

২৭৭৪ [মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) সুয়াইদ ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন খায়বারের উপকর্ত্তে অবস্থিত সাহবা নামক স্থানে পৌছলেন, তাঁরা সেখানে আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার নিয়ে আসতে বললেন। তখন নবী ﷺ -এর নিকট যবের ছাতু ব্যক্তিত কিছুই উপস্থিত করা হয়নি। আমরা তা পানির সাথে মিশিয়ে আহার করলাম ও পান করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম ও সালাত আদায় করলাম।

২৭৭৫ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
عَبْيَدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَفَتَ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا
فَأَتَوْا النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَحْرِ ابْلِهِمْ فَأَذْنَنَ لَهُمْ، فَلَقِيْهِمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ
مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ ابْلِكُمْ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ ابْلِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَادَ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ
بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَدَعَاهُمْ وَبَرَكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَأَخْتَشَى
النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

২৭৭৪ বিশ্র ইব্ন মারহম (র)সালামা (ইব্ন আকওয়া) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে যায় এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হায়ির হয়ে তাদের উট যবেহ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিলেন। সে সময় উমর (রা)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হল। তারা তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তিনি বললেন, উট যবেহ করে তারপর তোমরা কিরণপে টিকে থাকবে? উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ সকল লোক উট যবেহ করে খেয়ে ফেলার পর কিরণপে বাঁচবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিজ নিজ অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ঘোষণা দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারের জন্য বরকতের দুআ করলেন। তারপর তাদেরকে নিজ নিজ পাত্র নিয়ে উপস্থিত হতে আদেশ করলেন। তারা তাদের পাত্র ভরে নিতে লাগলো অবশেষে সকলই নিয়ে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর আমি আল্লাহর রাসূল।’

١٨٦٥. بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ

১৮৬৫. পরিচ্ছেদ ৪: কাঁধে পাথেয় বহন করা

২৭৭৫ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثَمَائَةُ نَحْمَلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّىٰ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً، قَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَآيْمَنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقْعُ مِنَ الرَّجُلِ، قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدَنَا هَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلَنَا مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَخْبَبَنَا

২৭৭৫ সাদাকা ইব্ন ফায়ল (র)জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক জিহাদে বের হলাম এবং আমরা সংখ্যায় তিনশ' ছিলাম। প্রত্যেকে নিজ নিজ পাথেয় নিজেদের কাঁধে বহন করছিলাম। পথে আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি আমরা দৈনিক একটি মাত্র খেজুর খেতে থাকলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবু আবদুল্লাহ! একটি মাত্র খেজুর একজন লোকের কি করে যথেষ্ট হত? তিনি বললেন, যখন আমরা তাও হারালাম তখন এর হারামোটা অনুভব করলাম। অবশেষে আমরা সমুদ্র তীরে এসে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ সমুদ্র একটি বিরাট মাছ তীরে নিক্ষেপ করল। আমরা সে মাছটি তৃপ্তি সহকারে আঠার দিন পর্যন্ত খেলাম।

١٨٦٦. بَابُ اِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ اَخِيهَا

১৮৬৬. পরিচ্ছেদ : আপন ভাইয়ের পেছনে একই উটের পিঠে মহিলাকে বসানো

٢٧٧٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَشْوَدَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مُلِيقَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجُعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجَّ وَعُمْرَةِ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَىِ الْحَجَّ، فَقَالَ لَهَا أَذْهَبِي وَلَيُرِدْ فُكَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنَ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، فَأَنْتَظَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ يَرْجِعُهَا بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ حَتَّىٰ جَاءَتْ

২৭৭৫ আম্র ইবন আলী (র) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ইয়া রাসূলগ্রাহ! আপনার সাহাবীগণ তো হজ্জ ও উমরার সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছেন, আর আমি তো হজ্জ থেকে অতিরিক্ত কিছুই করতে পারলাম না।’ তখন রাসূলগ্রাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুম যাও, আবদুর রহমান তোমাকে তার পেছনে সাওয়ারীতে বসিয়ে নিবে। তিনি আবদুর রহমানকে আদেশ করলেন, তাঁকে তানয়ীম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে। আর রাসূলগ্রাহ ﷺ মকায় উচ্চভিত্তে তাঁর অন্য অপেক্ষায় থাকলেন।

٢٧٧٧ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو هُوَ أَبْنُ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَنِي النَّبِيُّ يَرْجِعُهَا أَنْ أَرْدِفَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

২৭৭৭ আবদুল্লাহ (র) আবদুর রহমান ইবন আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আয়িশা (রা)-কে আমার পেছনে বসিয়ে তানয়ীম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।

١٨٦٧. بَابُ الْأَرْتِدَافِ فِي الْغَزوِ وَالْحَجَّ

১৮৬৭. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ও হজ্জে একই সাওয়ারীতে একে অপরের পেছনে বসা

٢٧٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ

أَبِي قَلَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفًا لِّأَبِي طَلْحَةَ وَأَنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ

২৭৭৮ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু তালহা (রা)-এর পেছনে একই সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন লোকেরা হজ্জ ও উমরা পালনার্থে লাক্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ করছিল।

١٨٦٨. بَابُ الرِّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ

১৮৬৮. পরিচ্ছেদ ৪ গাধার পিঠে একে অপরের পেছনে বসা

২৭৭৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفَوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَرَاءَهُ

২৭৮০ কুতাইবা (র) উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাধার পিঠে পালান লাগিয়ে তার উপর চাদর বিছিয়ে তাতে আরোহণ করেন। আর উসামা (রা)-কে তাঁর পেছনে বসালেন।

২৭৮০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحْلَتِهِ مُؤْدِفًا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بَلَّا وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَّةِ حَتَّى آتَاهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَسَامَةُ وَبَلَّا وَعُثْمَانُ فَمَكَثَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوْجَ بَلَّا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا، فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَنَسِيَتْ أَنْ أَسَأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ

২৭৬০ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন আপন সাওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বসিয়ে মক্কার উচ্চ ভূমির দিক থেকে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা) এবং চাবি সংরক্ষক উসমান ইব্ন তালহা। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের পার্শ্বে উটটিকে বসালেন। তারপর উসমান (রা)-কে কাঁবা গৃহের চাবি নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। কাবার (দ্বার) খুলে দেওয়া হল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা, বিলাল ও উসমান (রা)। দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সেখান হতে বেরিয়ে এলেন। এ সময়ে লোকেরা প্রবেশ করার জন্য দৌড়িয়ে আসল। সকলের আগে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে দরজার পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করতে তুলে গিয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন?

١٨٦٩. بَابُ مِنْ أَخْذِ الرِّكَابِ وَنَحْوِهِ

১৮৬৯. পরিচ্ছেদ ৪ রিকাব বা অন্য কিছু ধরে আরোহণে সাহায্য করা

২৭৮১ حَدَّثَنِي إِشْرَقٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْأَثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَيَعْيَنُ الرَّجُلُ عَلَى دَائِبِتِهِ فَيَخْمَلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلْمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمْيِطُ الْأَذْيَى عَنِ الْطَّرِيقِ صَدَقَةٌ -

২৭৮১ ইসহাক (র)আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তাতে মানুষের দেহের প্রতিটি জোড়া হতে একটি মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সদকা রয়েছে। প্রতি দিন যাতে সূর্য উদিত হয়। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সাদকা। কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও সাদকা। ভাল কথাও সাদকা। সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সাদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদকা।

١٨٧. بَابُ كَرَاهِيَّةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَكَذَلِكَ يُرَاوِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشِّرٍ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَابَعَهُ ابْنُ اسْلَحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ

১৮৭০. পরিচ্ছেদ ৪ : কুরআন শরীফ সহ শক্র ভূখণ্ডে সফর করা অপছন্দনীয়। অনুকৃত মুহাম্মদ ইবন বিশর (র) ইবন উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ (র)-এর অনুসরণকারী ইবন ইসহাকও..... ইবন উমর (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুকৃত বর্ণনা করেছেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (রা) শক্রের ভূখণ্ডে সফর করেছেন এবং তাঁরা কুরআনুল কর্মীম জানতেন

٢٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

২৭৮২ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন সঙ্গে নিয়ে শক্রের ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।

١٨٧١. بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرَبِ

১৮৭১. পরিচ্ছেদ ৪ : যুদ্ধের সময় তাকবীর ঘড়া

٢٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرًا وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاجِدِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَلَجَوْا إِلَى الْحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ : أَللَّهُ أَكْبَرُ، خَرَبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةَ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ، وَأَصْبَنَاهُمْ فَطَبَخْنَا هَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَا يَنْكِفِتُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَأَكْفَيْتِ الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا ،
تَابِعَةٌ عَلَىٰ عَنْ سُفِيَّانَ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ

১৭৮৩ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অতি প্রভাব্যে খায়বার প্রান্তরে প্রবেশ করেন। সে সময় ইয়াহুদীগণ কাঁধে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন তাঁকে দেখতে পেল, তখন বলতে লাগল, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে। ফলে তারা দুর্গে চুকে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাত তুলে বললেন, আল্লাহ আকবার, খায়বার ধ্রংস হোক। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের অঞ্চলে অবতরণ করি, তখন তাঁ প্রদর্শিতদের সকাল মন্দ হয় এবং আমরা সেখানে কিছু গাধা পেয়ে গেলাম। তারপর আমরা এগুলোর (গোশ্ত) রান্না করলাম। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল, নিচ্য আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গাধার গোশত (আহার করা) হতে নিষেধ করেছেন। (এতদ্র্শবণে) ডেকগুলো উল্টিয়ে দেওয়া হল তাতে যা ছিল তা সহ। আলী (রা) সুফিয়ান (রা) সূত্রে নবী ﷺ তাঁর দু'হাত উপরে উঠান বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٨٧٢. بَابُ مَا يُكَرَّهُ مِنْ رَفْعِ الصُّوتِ فِي التُّكْبِيرِ

১৮৭২. পরিচ্ছেদ : তাকবীর জোরে জোরে বলা অপচন্দনীয়

১৭৮৪ حدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ وَادِ هَلْلَنَا وَكَبَرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعْكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

১৭৮৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোন উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন লাইলাহ ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ আকবার বলতাম। আর আমাদের আওয়াজ অতি উঁচু হয়ে যেত। নবী ﷺ আমাদেরকে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। কেননা, তোমরা তো বধির বা দূরবর্তী স্তরকে ডাকছ না। বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্বেষকারী ও নিকটবর্তী।

١٨٧٣ . بَابُ التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيَا

১৮৭৩. পরিষেদ : কোন উপত্যকায় আক্রমণ করাকালে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া

٢٧٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنُّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

২৭৮৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহ আকবার বলতাম আর যখন কোন উপত্যকায় অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ বলতাম।

١٨٧٤ . بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا

১৮৭৪. পরিষেদ : উচ্চ স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা

٢٧٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنُّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَرْنَا ، وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا

২৭৮৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উচুস্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহ আকবার বলতাম আর যখন নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ বলতাম।

٢٧٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثُنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمُرَةِ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ الْغَرْزوَ يَقُولُ كُلُّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنَيَةٍ أَوْ فَدَفَدَ كَبَرَ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - أَيْبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ
لَهُ : أَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ لَا

১৭৮৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, নাকি এক্সপ বলেছেন যে, যখন জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি ধাঁটি অথবা প্রস্তরময় ভূমিতে পৌছে তিনবার আল্লাহ আকবার বলতেন। তারপর এ দ্রুত পাঠ করতেন, “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, কর্তৃত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, শুনাহ থেকে তাওবাকারী, ইবাদত পালনকারী, সিজদাকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিষ্ঠিত পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, কাফির সৈন্যদলকে তিনি একাই পরাভূত করেছেন।” সালেহ (র) বলেন, আমি তাকে বললাম, আবদুল্লাহ কি ইনশাআল্লাহ বলেননি? তিনি বললেন, না।

١٨٧٥ . بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْأِقَامَةِ

১৮৭৫. পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের জন্য তা-ই লিখিত হবে, যা সে আমল করত ইকামত (আবাস) অবস্থায়

২৭৮৮ حَدَّثَنَا مَطْرُبُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَامُ
حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ أَبُو أَشْمَاءَ عِيلَ السَّكَسِكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ
وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي
السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا
صَحِيحًا

১৭৮৮ মাতার ইব্ন ফাযল (র).....আবু বুরদা ইবন আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং ইয়াবিদ ইবন আবু কাবশা (রা) সফরে ছিলেন। আর ইয়াবিদ (রা) মুসাফির অবস্থায় রোয়া রাখতেন। আবু বুরদা (রা) তাঁকে বললেন, আমি আবু মূসা (আশআরী) (রা)-কে একাধিকবার বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয় কিংবা সফর করে, তখন তার জন্য তা-ই লিখিত হয়, যা সে মুকীম অবস্থায় বা সুস্থ অবস্থায় আমল করত।

١٨٧٦. بَابُ السِّيرِ وَحْدَهُ

১৮৭৬. পরিচ্ছেদ ৪ একাকী ভ্রমণ করা

٢٧٨٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَأَنْتَدَبَ الرَّزْبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأَنْتَدَبَ الرَّزْبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأَنْتَدَبَ الرَّزْبَيْرُ ثَلَاثًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيًّا الرَّزْبَيْرَ قَالَ سُفِّيَانُ : الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ

২৭৯০ হুমাইদী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন লোকদেরকে আহবান করেন। যুবাইর (রা) সে আহবানে সাড়া দিলেন, পুনরায় তিনি লোকদের আহবান করলেন, আবারও যুবাইর (রা) সে আহবানে সাড়া দিলেন। পুনরায় তিনি লোকদের আহবান করলেন, এবারও যুবাইর (রা) সে আহবানে সাড়া দিলেন। এরপ তিনবার বললেন। নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য একজন বিশেষ মদদগার থাকে আর আমার বিশেষ মদদগার হচ্ছে যুবাইর।' সুফিয়ান (র) বলেন, হাওয়ারী সাহায্যকারীকে বলা হয়।

٢٧٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مَحْمَدٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عُمَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَأْكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ

২৭৯০ আবুল ওয়ালাদী ও আবু নুআইম (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি লোকেরা একা সফর করতে কি অনিষ্ট রয়েছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী ভ্রমণ করত না।

١٨٧٧. بَابُ السُّرْعَةِ فِي السِّيرِ وَقَالَ أَبُو هُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيْ فَلَيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ الْحَدِيثَ

১৮৭৭. পরিচ্ছেদ ৪ ভ্রমণকালে তাড়াতাড়ি করা। আবু হুমাইদ (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি দ্রুত মদীনায় পৌছতে ইচ্ছুক, কাজেই যে ব্যক্তি আমার সাথে তাড়াতাড়ি যেতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি চলে

২৭৯১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنِى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِى قَالَ سُلَيْلَ أَسَمَّةً بْنَ زَيْدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْيَى يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنْقِ

২৭৯২ [মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).].....হিশাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরূপ গতিতে পথ চলেছিলেন। রাবী ইয়াহয়া (র) বলতেন, উরওয়া (র) বলেন, “আমি শুনতেছিলাম, তবে আমার বর্ণনায় তা বাদ পড়েছে। উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সহজ দ্রুতগতিতে চলতেন আর যখন প্রশস্ত খালি জায়গা পেতেন, তখন দ্রুত চলতেন। নাস হচ্ছে সহজ গতির চাইতে দ্রুত গতিতে চলা।

২৭৯৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ أَبْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقٍ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدَ شَدَّةَ وَجَعَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَى الْمَفْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّبَهُ السَّيْرُ أَخْرَى الْمَفْرِبِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

২৭৯৪ [সাইদ ইবন আবু মারয়াম (র).].....আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। পথে তাঁর নিকট সাফিয়া বিনতে আবু উবাইদ (রা)-এর ভীষণ অসুস্থির সংবাদ পৌছে। তখন তিনি দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন। এমনকি যখন সূর্যাস্তের পরে লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি উট থেকে অবতরণ করে মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করেন। আর আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি, যখন তাঁর দ্রুত চলার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি মাগরিবকে বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশার উভয় সালাত পরপর এক সাথে আদায় করতেন।

২৭৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

رَبُّكَ قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْتَنَعُ أَهْدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَهْدَكُمْ نَهَمَتَهُ فَلَيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ

২৭৯৩] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সফর যেন আয়াবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা, আহার ও পান করা থেকে বিরত রাখে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন সফরে নিজ কাজ সম্পন্ন করে ফেলে, সে যেন তারপর নিজ পরিবার পরিজনের কাছে দ্রুত চলে আসে।

১৮৭৮. بَابٌ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَاهَا تُبَاعُ

১৮৭৮. পরিচ্ছেদ : আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে

২৭৯৪] **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبَيْلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : لَا تَبْتَاعَهُ وَلَا تُعْدُ فِي صِدَّقَتِكِ**

২৭৯৪] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাতাব (রা) আল্লাহর রাহে আরোহণের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। তারপর তিনি সে ঘোড়াটিকে বিক্রি হতে দেখতে পান। তিনি তা ক্রয় করে নিতে ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার দেওয়া সাদকা ফেরত নিও না।

২৭৯৫] **حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبَيْلِ اللَّهِ ، فَابْتَاعَهُ أَوْ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدَتُ أَنْ أَشْتَرِيهِ وَظَنَّنْتُ أَنَّهُ بِائِعُهُ بِرُّخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : لَا تَشْتَرِيهِ وَأَنْ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْغَائِدَ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْثِهِ**

২৭৯৫] ইসমাইল (র).....উমর ইবন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাহে একটি ঘোড়া দান করি। সে তা বিক্রি করতে চেয়েছিল কিংবা যার নিকট সেটা ছিল সে তাকে বিনষ্ট

করার উপক্রম করেছিল। আমি ঘোড়াটি দ্রুয় করতে ইচ্ছা করলাম। আর আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে তাকে সন্তায় বিক্রি করে দিবে। আমি এ বিষয়ে নবী ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তুমি তা দ্রুয় কর না, যদিও তা একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়ে হয়। কেননা সাদকা দান করত ফেরত গ্রহণকারী এমন কুকুরের তুল্য, যে বমি করে পুনরায় তা খায়।

١٨٧٩. بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبْوَيْنِ

১৮৭৯. পরিচ্ছেদ ৪: পিতামাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদে যাওয়া

٢٧٩٤ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسَ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتَهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَىٰ وَالْدِيَكَ، قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهَدْ

২৭৯৬ آদম (র)আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, 'তবে তাঁদের খেদমত করতে চেষ্টা কর।'

١٨٨٠. بَابُ مَا قِيلَ فِي الْمَحَرِّسِ وَنَخْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الْأَبِيلِ

১৮৮০. পরিচ্ছেদ ৪: উটের গলায় ঘটা ইত্যাদি বাঁধা প্রসংগে

٢٧٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرَ الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَشْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبْيَتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولاً أَنْ لَا تَبْقِيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً أَلْقَطَعَتْ

২৭৯৮ آবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)আবু বাশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। (রাবী) আবদুল্লাহ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি

(আবু বাশীর আনসারী) বলেছেন যে, মানুষ শয্যায় ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন সৎবাদ বাহককে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা কিংবা মালা না থাকে, থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।^১

১৮৮১. بَابُ مَنِ اكْتَبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ حَاجَةً ، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنَ لَهُ

১৮৮১. পরিচ্ছেদ : যার নাম জিহাদে যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর তার স্ত্রী হজ্জে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে অথবা তার কোন ওয়ার দেখা দিলে, তবে তাকে (জিহাদ থেকে বিরত থাকার) অনুমতি দেওয়া হবে কি?

২৭৭৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرْنَ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً ، قَالَ اذْهَبْ فَحَجْجَ مَعَ امْرَأَتِكَ

২৭৯৪ কুতাইবা ইবন সাইদ (র) ইবন আকবাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর কোন মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তবে যাও নিজ স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।’

১৮৮২. بَابُ الْجَاسُوسِ التَّجَسُّسُ التَّبْحُثُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ ،

১৮৮২. পরিচ্ছেদ : গোয়েন্দাগিরী করা। তাজাসসুস শব্দের অর্থ হচ্ছে খোঁজ-খবর নেওয়া। আর আল্লাহু তাওলার বাণী : তোমরা আমার শক্তি ও তোমাদের শক্তিকে বক্ররূপে ঘৃণ করো না। (৬০ : ১)

১. জাহেলী যুগে উটের গলায় এক ধরনের মালা এ উদ্দেশ্য লটকানো হতো যাতে উট নজর থেকে রক্ষা পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ভাস্ত ধারণা দূরীকরণার্থে এ নির্দেশ প্রদান করেন।

২৭৯৯ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا عَمَرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا وَالْزَبِيرُ وَالْمَقْدَادُ بْنُ الْأَشْوَدِ وَقَالَ انْطَلَقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاغٍ فَإِنَّ بَهَا طَعْمَيْنَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا ، فَإِنْطَلَقْنَا تَعَادِي بَنَا خَيْلُنَا ، حَتَّىٰ اتَّهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا أَخْرِجِيَ الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُتَلَقِّيَنَّ الْكِتَابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عَقَاصِهَا ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا فِيهِ : مَنْ حَاطَبَ بْنَ أَبِي بَلْتَغَةَ إِلَى أَنَّاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَى إِنِّي كُنْتُ أَمْرَأًا مُلْصِقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مِنْ مَعْكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بَهَا أَهْلِيَّهُمْ وَآمْوَالَهُمْ ، فَأَخْبَبَتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنَّ أَتَّخَذَ عِذَّهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بَهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضاً بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَدْ صَدَقْتُكُمْ ، قَالَ أَمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبَ عَنِّي هَذَا الْمُنَافِقَ ، قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهَدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَقَالَ سُفِيَّانُ وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا

২৭৯৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাম্জুল্লাহ  আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-কে পাঠিয়ে বললেন, ‘তোমরা খাখ বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার কাছ থেকে তা নিয়ে আসবে।’ তখন আমরা রওনা করলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে

চলছিল। অবশ্যে আমরা উক্ত খাখ নামক বাগানে পৌছলাম এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, ‘পত্র বাহির কর।’ সে বলল, ‘আমার কাছে তো কোন পত্র নেই।’ আমরা বললাম, ‘তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে।’ তখন সে তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইব্ন আবু বালতাআ (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিক ব্যক্তির নিকট লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বললেন, ‘হে হাতিব! একি ব্যাপার?’ তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ব্যাপারে কোন তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। মূলত আমি কুরাইশ বংশীয় লোক ছিলাম না। তবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুহাজিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মক্কাবাসীদের সাথে আঞ্চীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি, যদ্বারা অন্তত তারা আমার আপনজনদের রক্ষা করবে। আর আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হওয়ার উদ্দেশ্যে করি নি এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনঃ কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণেও নয়।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বললেন, ‘হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছে।’ তখন উমর (রা) বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বললেন, ‘সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সম্ভবত তোমার হয়ত জানা নেই, আল্লাহ তা‘আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।’ সুফিয়ান (র) বলেন এ সনদটি কতই না উত্তম।

١٨٨٣. بَابُ الْكِسْوَةِ لِلْأَسَارِيِّ

১৮৮৩. পরিচ্ছেদ : বন্দীদের পোশাক প্রদান

٢٨٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَتَى
بِأَسَارِيٍ وَأَتَى بِالْعَبَاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثُوبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ
قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِيِّ يُقْدَرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ
ﷺ أَيَّاهُ، فَلَذِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ الَّذِي أَبْسَهُ قَالَ أَبْنُ
عَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَدْ فَاحِبٌ أَنْ يُكَافِئَهُ

২৮০০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধের দিন কাফির বন্দীদেরকে হামির করা হল এবং আবরাস (রা)-কেও আনা হল আর তখন তাঁর

শরীরে পোশাক ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শরীরের জন্য উপযোগী জামা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর জামা তাঁর গায়ের উপযোগী। নবী ﷺ সে জামাটি তাঁকেই পরিয়ে দেন। এ কারণেই নবী ﷺ নিজ জামা খুলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে (তাঁর মৃত্যুর পর) পরিয়ে দিয়েছিলেন। ইব্ন উয়াইনাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর প্রতি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর একটি সৌজন্য আচরণ ছিল, তাই তিনি তাঁর প্রতিদান দিতে চেয়েছেন।

١٨٨٤. بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ

১৮৮৪. পরিচ্ছেদ ৪: যার হাতে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তাঁর ফর্মালত

٢٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيَدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْرٍ لِأَعْطِينَ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيَّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ أَيُّنَ اعْلَى فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجْعٌ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَفَاتُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلًا فَقَالَ انْفَذْ عَلَى رَسُولِكَ حَتَّى تَنْزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَا نَ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرَ النَّعْمَ

২৮০৭ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন বলেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব, যার হাতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে, আর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ তাকে ভালবাসেন। লোকেরা সারা রাত এ চিন্তায় কাটিয়ে দেয় যে, কাকে এ পতাকা দেওয়া হয়? আর পরদিন সকালে প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আলী কোথায়? বলা হল, তাঁর চোখে অসুখ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে আপন মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। তাতে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। যেন আদৌ তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না তাঁর আমাদের মত হয়ে যায়। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, ‘তুমি স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়ে তাদের আঙিনায় অবতরণ কর। তারপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান কর এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জন্য যা অপরিহার্য

তা তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লালবর্ণের উটের মালিক হওয়া অপেক্ষা উন্নত।

١٨٨٥. بَابُ الْأُسَارَىٰ فِي السَّلَاسِلِ

১৮৮৫. পরিচ্ছেদ ৪ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কয়েদী

٢٨٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ
بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَجِيبٌ
اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ

২৮০২ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকের উপর সন্তুষ্ট হন, যারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় জান্মাতে প্রবেশ করবে।

١٨٨٦. بَابُ فَضْلٍ مِنْ أَشْلَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

১৮৮৬. পরিচ্ছেদ ৪ ইয়াহুদী ও নাসারাদের থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মর্যাদা

٢٨٠٣ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ
بْنُ حَمْزَةَ أَبُو حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : الرَّجُلُ
يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعْلَمُهَا فَيُخْسِنُ تَعْلِيمَهَا يُؤْدِبُهَا فَيُخْسِنُ أَدْبَهَا ، ثُمَّ
يُعْتَقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمَؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا
ثُمَّ أَمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤْدِي حَقَّ اللَّهِ
وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَعْطَيْتُكُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ
الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَانِ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

২৮০৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তিনি প্রকারের ব্যক্তিকে দ্বিশুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তির একটি বাঁদী আছে, সে তাকে শিক্ষা দান করে, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দান করে। তারপর তাকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করে। সে ব্যক্তির জন্য দ্বিশুণ সওয়াব রয়েছে। আর আহলে কিতাবদের মধ্য বুখারী শরীফ (৫) — ৩০

থেকে মু'মিন ব্যক্তি যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। তারপর নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে। তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। যে গোলাম আল্লাহর হক যথাযথভাবে আদায় করে এবং স্থীর মনীবের দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করে, (তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে) শা'বী (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করে সালেহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাকে এ হাদীসটি কোন বিনিময় ছাড়াই শুনিয়েছি। অথচ এর চেয়ে সহজ হাদীস শোনার জন্য লোকেরা মদীনা পর্যন্ত সফর করতেন।

١٨٨٧ . بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّنُونَ فِيْصَابُ الْوَلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ بَيَّنًا لَيْلًا لَنْبِيَّتَنَّهُ لَيْلًا بَيَّنَتُ لَيْلًا

১৮৮৭. পরিচ্ছেদ ৪ রাত্রীকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু নিহত হলে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত এবং এ শব্দগুলোর অর্থের মধ্যে রাতের সময় বুৰানো হয়েছে।

٢٨٤ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرَأَ
بِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَانَ وَسَيْلَ عنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّنُونَ مِنْ
الْمُشْرِكِينَ فِيْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيَّهُمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمْعَتُهُ يَقُولُ
لَا حِمْيَ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنِ
أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الدَّارَارِيِّ وَكَانَ عَمَّرُو يُحَدِّثُنَا عَنِ
أَبْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ
عَمَّرُو هُمْ مِنْ أَبَائِهِمْ

২৮০৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....সাব ইবন জাস্মামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুগণ নিহত হয়, তবে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারাও তাদেরই অস্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি যে, সংরক্ষিত চারণভূমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ব্যতীত আর কারো জন্য হতে পারে না।

١٨٨٨. بَابُ قَتْلِ الصَّبِيَّانِ فِي الْحَرْبِ

১৮৮৮. পরিচ্ছেদ ৪ যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা

২৮.৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا الْأَئِثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَّانِ

২৮০৫আহমদ ইবন ইউনুস (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক যুদ্ধে জনেকা মহিলাকে নিহত পাওয়া যায়, তখন নবী ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

١٨٨٩. بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

১৮৮৯. পরিচ্ছেদ ৪ যুদ্ধে মহিলাদের হত্যা করা

২৮.৬ حَدَّثَنَا أَشْحَقُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لَبِّيْ أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عَبْيَدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُجِدَتْ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَّانِ

২৮০৬ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক যুদ্ধে জনেকা মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

١٨٩٠. بَابُ لَا يُعَذَّبُ بِعِذَابِ اللَّهِ

১৮৯০. পরিচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ঘারা কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না

২৮.৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا الْأَئِثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي

بَعْثَ فَقَالَ أَنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحَرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ أَنِّي أَمْرَتُكُمْ أَنْ تُحرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

২৮০৭ কুতাইবা ইবন সাইদ (র)আবু হুরায়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করেন এবং বলেন, 'তোমরা যদি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাদের উভয়কে আগুনে জালিয়ে দিবে।' তারপর আমরা যখন বের হতে চাইলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কিন্তু আগুন দ্বারা শান্তি দেওয়া আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য সমীচীন নয়। কাজেই তোমরা যদি তাদের উভয়কে পেয়ে যাও, তবে তাদেরকে হত্যা কর।'

২৮০৮ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَكْرَمَةَ أَنَّ عَلَيَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَقَ قَوْمًا فَبَلَغَ أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُعَذِّبُوْ بِعِذَابِ اللَّهِ وَلَقَاتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَدْلَ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ

২৮০৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) এক সম্প্রদায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। এ সংবাদ আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা)-এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন, 'যদি আমি হতাম, তবে আমি তাদেরকে জালিয়ে ফেলতাম না। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ নির্ধারিত শান্তি দ্বারা কাউকে শান্তি দিবে না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।'

১৮৯১. بَابُ قَامًا مَنَا بَعْدُ وَإِمَامًا فِدَاءَ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرَبُ أَوْ زَارَهَا فِيهِ حَدِيثٌ ثُمَّامَةَ وَقُولَهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُكَوِّنَ لَهُ أَشْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ يَعْنِي يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا الْآيَةُ

১৮৯১. পরিচ্ছেদ ৪: (বন্দী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন) এর পর হয় অনুকূল্য কর্তৃতিপথ। যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। (৪৭ : ৪) প্রসঙ্গে সুমামা (রা) বর্ণিত হাসানাত করেছে আর আল্লাহ তা'আলার বাণী: কোন নবীর জন্য সংগত নয় যে, তার নিকট বন্দী করে কেশে ব্যাপক তাবে শক্রপরাবৃত্ত না করা পর্যন্ত অর্ধাংশ দেশে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ। (৮ : ৬৭)

١٨٩٢. بَأْبَ هَلْ لِلْأَسْيَرِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَخْدَعَ الْذِينَ أَسْرُوهُ حَتَّىٰ يَنْجُوُ مِنَ الْكُفَّارِ فِيهِ الْمُسْرُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৯২. পরিষ্কেদ : কোন মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী হলে সে বন্দীকারীকে হত্যা করবে কি? অথবা যারা বন্দী করেছে, তাদের সাথে কৌশল করত তাদের খেকে নিজেকে মুক্ত করবে কি? এ প্রসঙ্গে মিসওয়ার (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

١٨٩٣. بَأْبَ إِذَا حَرَقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

১৮৯৩. পরিষ্কেদ : মুশরিক যদি কোন মুসলমানকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় তবে তাকে কি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে?

٢٨.٩ حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ أَسَدَ حَدَّثَنَا وَهَيْبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلَ ثَمَانِيَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغُنَا رِسْلًا قَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِالْذُورِ فَأَنْتَلَقُوا فَشَرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْأَلْبَانِهَا حَتَّىٰ صَحُوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَأَشْتَاقُوا الذُورَ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ، فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ الْطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ السَّنَهَارُ حَتَّىٰ أُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجَلَهُمْ ثُمَّ أَمْرَ بِمَسَامِيرٍ فَأَخْمَمَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَشْقُونَ فَمَا يُشْقَونَ حَتَّىٰ مَاتُوا قَالَ أَبُو قَلَابَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ وَسَعَوا فِي الْأَرْضِ فَسَادُوا

১৮০৪. মুআল্লা ইবন আসাদ (র),.....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উক্ল নামক গোত্রের আট ব্যক্তির একটি দল নবী ﷺ -এর নিকট এল। মদীনার আবহাওয়া তারা উপযোগী মনে করেনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দুষ্ক্রিয়তা উটনীর ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বরং সাদকার উটের পালের কাছে যাও। তখন তারা সেখানে গিয়ে সেগুলোর পেশা ও দুধ পান করে সুস্থ এবং মোটাতাজা হয়ে গেল। তারপর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং মুসলমান হওয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেল। তখন জনৈক সংবাদদাতা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হল। নবী ﷺ অশ্বারোহীদেরকে তাদের সন্ধানে পাঠালেন। তখন পর্যন্ত

দিনের আলো পূর্ণতা লাভ করেনি। ইতোমধ্যেই তাদেরকে ঘোফতার করে নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হাত পা কেটে ফেললেন। তারপর তাঁর নির্দেশে গৌহশলাকা উত্পন্ন করে তাদের চোখে প্রবেশ করানো হয় এবং তাদেরকে প্রস্তরময় উত্পন্ন ভূমিতে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি ঢেয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে পানি দেওয়া হয়নি। অবশেষে তারা মারা যায়। আবু কিলাবা (রা) বলেন, (তাদেরকে একাপ শাস্তি এ জন্য দেয়া হয়েছে যে,) তারা হত্যা করেছে, তুরি করেছে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে (ধর্ম ত্যাগী হয়ে) যুদ্ধ করেছে এবং পৃথিবীতে বিশ্বখলা ছড়াতে চেষ্টা করেছে।

১৮৯৪. بَأْبٍ । ১৮৯৪

১৮৯৪. পরিচ্ছেদ ৪

২৮১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبْنِ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَرَصَتْ نَمَلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمَلِ فَأَحْرَقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ قَرَصَتْكَ نَمَلَةٌ أَحْرَقَتْ أَمَّةً مِنَ الْأَمْمِ تُسَبِّحُ اللَّهَ

২৮১০. ইয়াহিয়া ইবন বুকাইর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন একজন নবীকে একটি পিপিলিকা কামড় দেয়। তিনি পিপিলিকার সমগ্র আবাসটি জুলিয়ে দেয়ার আদেশ করেন এবং তা জুলিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন, তোমাকে একটি পিপিলিকা কামড় দিয়েছে আর তুমি আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী জাতিকে জুলিয়ে দিয়েছ।

১৮৯৫. بَابُ حَرَقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ । ১৮৯৫

১৮৯৫. পরিচ্ছেদ ৪ ঘরবাড়ী ও খেজুর বাগান জুলিয়ে দেওয়া

২৮১১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَشْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِئِنْ جَرِيرًا قَالَ لِئِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تُرِحْنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَشْعَمَ يُسَمِّي كَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ قَالَ فَأَنْطَلَقَتْ فِي خَمْسِينَ وَمَائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ

قَالَ وَكُنْتُ لَا أَثِبُّ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدَرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدَرِي، وَقَالَ اللَّهُمَّ شَبَّهْ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهَدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَشَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جَثَّتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفٌ أَوْ أَجْرَبٌ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلٍ أَخْمَسَ وَرْجَالِهَا خَمْسَ مَرَاتٍ

১৮১১ [মুসান্দাদ (র).....] জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে যিলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দিবে না? খাশআম গোত্রে একটি মৃত্তি ঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কাবা নামে আখ্যায়িত করা হত। জারীর (রা) বলেন, তখন আমি আহমাসের দেড়শ' অশ্বারোহীর সাথে নিয়ে রওয়ানা করলাম। তারা নিপুণ অশ্বারোহী ছিল। জারীর (রা) বলেন, আর আমি অধ্বের উপর স্থির থাকতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং হিদায়াত প্রাণ, পথ প্রদর্শনকারী করুন।' তারপর জারীর (রা) সেখানে গমন করেন এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জ্বালিয়ে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সংবাদ নিয়ে এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন জারীর (রা)-এর দৃত বলতে লাগল, কসম সে মহান আল্লাহ তা'আলার! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখন যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। জারীর (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করেন।

১৮১২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَقَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ

১৮১২ [মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....] ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বনী নাফির ইয়াহুদীদের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮১৬. بَابُ قَتْلِ النَّائِمِ الْمُشْرِكِ

১৮১৬. পরিচ্ছেদ : ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করা

১৮১৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي اشْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْأَشْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ لِيَقُولُ لَهُ فَإِنْ تُلْهُ فَانْطَلَقْ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حَصْنَهُمْ قَالَ فَدَخَلْتُ فِي مَرْبَطِ دَوَابٍ لَهُمْ قَالَ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحَصْنِ ثُمَّ انْهَمُ فَقَدُوا حَمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ فَخَرَجْتُ فِي مَنْ خَرَجَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَطْلَبُهُ مَعَهُمْ فَوَجَدُوا الْحَمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحَصْنِ لَيْلًا فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيحَ فِي كُوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوا أَخْذَتُ الْمَفَاتِيحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحَصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ فَاجْبَنِي فَتَعْمَدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغَيَّثٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ وَغَيْرُتُ صَوْتِي فَقَالَ مَالِكُ الْوَيْلُ قُلْتُ مَا شَانُكَ قَالَ لَا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَى فَضَرَبَنِي قَالَ فَوَضَعْتُ سَيِّفِي فِي بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهْشٌ فَاتَّيْتُ سُلْمَانَ لَهُمْ لَأَنْزَلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوَثَيْتُ رِجْلِي فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَاحِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَشْمَعَ الْوَاعِيَةَ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَيَاً أَبِي رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلَ الْحِجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلْبَةً حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَنَا

[১৮১৩] آলী ইবন মুসলিম (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীগণের একটি দল আবু রাফে ইয়াহুদীকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে ইয়াহুদীদের দুর্গে চুকে পড়ল। তিনি বলেন, তারপর আমি তাদের পশ্চর আস্তাবলে প্রবেশ করলাম। এরপর তারা দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। তারা তাদের একটি গাধা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়ে। আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তাদেরকে আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি তাদের সঙ্গে গাধার খোঁজ করছি। অবশেষে তারা গাধাটি পেল। তখন তারা দুর্গে প্রবেশ করে এবং আমিও প্রবেশ করলাম। রাতে তারা দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। আর তারা চাবিগুলো একটি কুলুঙ্গীর মধ্যে রেখে দিল। আমি তা দেখতে পাইলাম। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, আমি চাবিগুলো নিয়ে নিলাম এবং দুর্গের দরজা খুললাম। তারপর আমি আবু রাফের নিকট পৌছলাম

এবং বললাম, হে আবু রাফে! সে আমার ডাকে সাড়া দিল। তখন আমি আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য করে তরবারীর আঘাত হানলাম, অমনি মে চিকার দিয়ে উঠল। আমি বেরিয়ে এলাম। আমি পুনরায় প্রবেশ করলাম, যেন আমি তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছি। আর আমি আমার গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবু রাফে! সে বলল, তোমার কি হল, তোমার মা ধৃৎস হোক। আমি বললাম, তোমার কি অবস্থা? সে বলল, আমি জানি না, কে বা কারা আমার এখানে এসেছিল এবং আমাকে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, তারপর আমি আমার তরবারী তার পেটের উপর রেখে সব শক্তি দিয়ে চেপে ধরলাম, ফলে তার হাঁড় পর্যন্ত পৌছে কট করে উঠল। এরপর আমি ভীত-সন্তুষ্ট অবস্থায় বের হয়ে এলাম। আমি অবতরণের উদ্দেশ্যে তাদের সিঁড়ির কাছে এলাম। যখন আমি পড়ে গেলাম, তখন এতে আমার পায়ে আঘাত লাগল। আমি আমার সাথীগণের সঙ্গে এসে মিলিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, আমি এখান হতে ততক্ষণ পর্যন্ত যাব না, যাবত না আমি মৃত্যুর সংবাদ প্রচারকারীগীর আওয়াজ শুনতে পাই। হিজায়বাসীদের বণিক আবু রাফের মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি বলেন, তখন আমি উঠে পড়লাম এবং আমার তখন কোনুরপ ব্যথা বেদনাই অনুভব হচ্ছিল না। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌছে এ বিষয়ে তাঁকে সংবাদ দিলাম।

২৮১ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَشْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيقٍ بَيْتَهُ لِيَلْأَفْقَتْلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ

২৮১৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীগণের একদলকে আবু রাফে ইয়াহুদীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) রাত্তীকালে তার ঘরে চুকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন।

১৮৭. بَابُ لَا تَمْنُونُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ

১৮৯৭. পরিষেদ ৪ তোমরা শক্তির মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না

২৮১৫ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوُعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضِرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفِى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأَتْهُ فَإِذَا فِيْهِ أَنَّ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ اَنْتَظَرَ حَتَّىٰ
مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمْنَأُوا لِقاءَ
الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ
تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مِنْزَلُ الْكِتَابِ وَمَجْرِيَ السَّحَابِ
وَهَازِمُ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَاثْصِرْنَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوسَى ابْنُ عَقْبَةَ
حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ
كَتَابٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقاءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقاءَ الْعَدُوِّ وَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوْا

২৮১৫ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র)..... উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহর আয়াদকৃত গোলাম আবুন নায়ার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহর লেখক ছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর নিকট আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) একখানি পত্র লিখেন। যখন তিনি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হন। আমি পত্রটি পাঠ করলাম--তাতে লেখা ছিল যে, শক্রুর সাথে কোন এক মুখোমুখী যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'হে লোক সকল; তোমরা শক্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দুআ করবে। তারপর যখন তোমরা শক্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।'

মূসা ইব্ন উকবা (র) বলেন, সালিম আবুন নয়র আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন উবাইদুল্লার লেখক ছিলাম। তখন তার কাছে আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা)-এর একখানা পত্র পৌছল এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা শক্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আবু আমির (র) আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা শক্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে।

١٨٩٨. بَابُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

১৮৯৮. পরিষেদ : যুদ্ধ হল কৌশল

٢٨١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْكَ
كَسْرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ بَعْدَهُ، وَقَيْصَرٌ لَيَهْلَكَ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ،
وَلَتُقْسَمَنَ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ الْخَدْعَةَ

٢٨١٧ [আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, (পারস্য সম্রাট) কিস্রা ধ্রংস হবে, তারপর আর কিস্রা হবে না। আর (রোমক সম্রাট) কায়সার
অবশ্যই ধ্রংস হবে, তারপর আর কায়সার হবে না। এবং এটা নিশ্চিত যে, তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর
রাহে বন্টিত হবে। আর তিনি যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেন।]

٢٨١٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
هَمَّامَ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ
الْحَرْبَ خَدْعَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ هُوَ بَوْرُ بْنُ أَصْرَمَ

٢٨١৯ [আবু বকর ইবন আসরাম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ
যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু বকর হলেন বুর ইবন
আসরাম।]

٢٨٢٠ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو سَمْعَ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

٢٨٢১ [সাদাকা ইবন ফায়ল (র)জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ
বলেছেন, 'যুদ্ধ হল কৌশল।'

١٨٩٩. بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

১৮৯৯. পরিষেদ : যুদ্ধে কথা ঘুরিয়ে বলা

٢٨٢٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيَدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَكَعْبٌ
بْنُ الْأَشْرَفَ فَأَنَّهُ قَدْ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ
أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي
النَّبِيَّ ﷺ قَدْ عَنَّا وَسَأَلْنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَآيْضًا وَاللَّهُ قَالَ فَإِنَّ قَدْ
أَتَبَغَنَا هُنَّ كُلُّهُمْ أَنْ نَدْعُهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ
يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ

[১৮১৯] কৃতাইবা ইব্ন সাউদ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার বললেন, ‘কে আছ যে কা’ব ইব্ন আশরাফ-এর (হত্যার) দায়িত্ব নিবে? কেননা সে আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দিয়েছে।’ মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করিঃ’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘হ্যাঁ।’ বর্ণনাকারী বলেন, তারপর মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) কা’ব ইব্ন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, ‘এ ব্যক্তি অর্থাৎ নবী ﷺ আমাদের কষ্টে ফেলেছে এবং আমাদের থেকে সাদক চাছে।’ রাবী বলেন, তখন কা’ব বলল, ‘এখন আর কী হয়েছে?’ তোমরা তো তার থেকে আরো অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে।’ মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, ‘আমরা তাঁর অনুসরণ করেছি, এখন তাঁর পরিষতি না দেখা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা পছন্দ করি না।’ রাবী বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) এভাবে তার সাথে কথা বলতে থাকেন এবং সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

١٩٠٠. بَابُ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ

১৯০০. পরিচ্ছেদ : হারবীকে গোপনে হত্যা করা

[১৮২০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَكَعْبٌ بْنُ الْأَشْرَفَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ
أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَقُولَ لِي فَأَقُولَ قَالَ قَدْ فَعَلتُ

[১৮২১] আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, ‘কা’ব ইব্ন আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে?’ তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, ‘আপনি কি এ পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করিঃ’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, ‘তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।’ তিনি বললেন, ‘আমি অনুমতি প্রদান করলাম।’

١٩٠١. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَحْتِيَالِ وَالْمُحَذَّرِ مَعَ مَنْ يَخْشِي مَعْرَفَتَهُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَبْنَى بْنُ كَعْبٍ قَبْلَ أَبْنِ صَيَّادٍ فَحَدَّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّخْلَ طَفَقَ يَتَقَوَّلُ بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَأَبْنِ صَيَّادٍ فِي قَطْيَفَةِ لَهُ فِيهَا رَمَرَمَةً ، فَرَأَتْ أُمُّ أَبْنِ صَيَّادٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا صَافَ هَذَا مُحَمَّدٌ فَوَتَّبَ أَبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكْتُهُ بَيْنَ

১৯০১. পরিচ্ছেদ ৪ : যার থেকে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সাথে কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করা বৈধ। লায়স (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে সাথে নিয়ে ইবন সাইয়াদের নিকট গমন করেন। তখন শোকেরা বলল, সে খেজুর বাগানে আছে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট খেজুর বাগানে পৌছলেন, তখন তিনি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের আড়াল করতে লাগলেন। ইবন সাইয়াদ তখন তার চাদর জড়িয়ে শুণ্টণ করছিল। তখন ইবন সাইয়াদ-এর মা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে বলে উঠল, হে সাক ! (ইবন সাইয়াদের সংক্ষিপ্ত নাম) এই যে, মুহাম্মদ ﷺ। তখন ইবন সাইয়াদ লাকিয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি এ মহিলা তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে যেত।

١٩٠٢. بَابُ الرِّجَزِ فِي الْحَرَبِ وَرَفِعِ الصُّوتِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ فِيهِ سَهْلٌ وَآنسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ

১৯০২. পরিচ্ছেদ ৪ যুদ্ধক্ষেত্রে কবিতা আবৃত্তি করা ও পরীক্ষা খননকালে বর উচু করা। এ প্রসঙ্গে সাহল ও আনাস (রা) সূত্রে নথী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, আর ইয়াযিদ (র) সালামা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে

٢٨٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَأَرَى التُّرَابَ شَعَرًا صَدَرَهُ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرًا الشَّعْرِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرِجَزٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا = وَلَا تَصَدَّقَنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزَلْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا = وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا

إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا = إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

[১৮২১] মুসাদ্দাদ (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি, তিনি স্বয়ং মাটি বহন করেছেন। এমনকি তাঁর সমগ্র বক্ষদেশের কেশরাজিকে মাটি আবৃত করে ফেলেছে আর তাঁর শরীরে অনেক পশম ছিল। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) রচিত কবিতা আবৃতি করেছিলেন : “হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে হিদায়ত না করতেন, তাহলে আমরা হিদায়ত পেতাম না। আর আমরা সাদ্কা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। আপনি আমাদের প্রতি প্রশাস্তি অবতীর্ণ করুন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদেরকে অবিচল রাখুন। শক্রগণ আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, যখন তারা ফিত্না সৃষ্টির সংকল্প করেছে, আমরা তা অস্বীকার করেছি।” আর তিনি এ কবিতাগুলো আবৃত্তিকালে স্বর উঁচু করেছিলেন।

١٩٠٣. بَابُ مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ

১৯০৩. পরিচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারে না

[২৮২২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ادْرِيسَ عَنْ أَسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْلَمُ وَلَا رَأَنِي أَلَا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثِبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا

[১৮২২] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র).....জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমার চেহারার দিকে তাকাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার অসুবিধার কথা জানালাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দু'আ করলেন, ‘হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়তকারী ও হিদায়তপ্রাপ্ত বানান।’

١٩٠٤. بَابُ دَوَاءِ الْجُرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيرِ وَغَشْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَحَمْلِ الْمَاءِ فِي التُّرسِ

১৯০৪. পরিষেদ : চাটাই পুড়ে যখমের চিকিৎসা করা এবং মহিলা কর্তৃক নিজ পিতার মুখমণ্ডলের
রক্ত ধোত করা, ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করে আনা

٢٨٢٣ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدَ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُوْسِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقَى مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي كَانَ عَلَىٰ يَحْرِيَءُ بِالْمَاءِ فِي تُرسِهِ وَكَانَتْ يَعْنِي فَاطِمَةَ تَغْسلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخْذَ حَصِيرًا فَأَحْرَقَ ثُمَّ حُشِنَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ

٢٨٢٤ [আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....সাহল ইবন সাউদি (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে লোকেরা
জিজ্ঞাসা করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখম কিরূপে চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন সাহল (রা)
বলেন, এখন আর এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত কেউ অবশিষ্ট নেই। আলী (রা) তাঁর ঢালে করে
পানি বহন করে নিয়ে আনছিলেন, আর ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল হতে রক্ত ধোত করছিলেন এবং
একটি চাটাই নিয়ে পোড়ানো হয় আর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখমের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়।

**١٩٠٥. بَابُ مَا يُكَرَّهُ مِنَ التَّنَازُعِ ، وَالْأَخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ وَعَقُوبَةِ مَنْ عَصَى
إِمَامَةَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفَشِّلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ يَعْنِي الْحَرْبَ**

১৯০৫ পরিষেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা
করে তার শাস্তি। আলুহ তা'আলা বলেন : আর তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করবে না, করলে তোমরা
সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। (৮ : ৪৬) الرِّبُّ অর্থাৎ যুদ্ধ

٢٨٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ مُعاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِرًا وَلَا تُعْسِرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَاوِعًا وَلَا تَخْتَلِفَا

٢٨٢৫ [ইয়াহুইয়া (র).....আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয় ও আবু

মূসা (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন ও নির্দেশ দেন যে, ‘লোকদের প্রতি নম্রতা করবে, কঠোরতা করবে না, তাদের সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরম্পর মতেক্য পোষণ করবে, মতভেদ করবে না।’

২৮২৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اشْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أَحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَانَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، فَهَزَمْهُمْ قَالَ فَانَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشَتَّدُنَّ قَدْ بَدَّتْ خَلَالُهُنَّ وَسُوقُهُنَّ رَافِعَاتِ شِيَابَهُنَّ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيَّةَ أَئِ قَوْمٌ الْغَنِيَّةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسِيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَاللَّهِ لَنَا تِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيَّةِ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ أَذْيَدَهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ أَثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوْا مِنْ سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوْا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمَائَةً سَبْعِينَ أَسْيَرِاً وَسَبْعِينَ قَتِيلًا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ أَبْنَ أَبِي قُحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ أَبْنَنُ الْخَطَابِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا هُؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا عَدُوَ اللَّهِ أَنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَا هُيَّاءَ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقَى لَكَ مَا يَسْوُكَ، قَالَ يَوْمَ بِيَوْمٍ بَدْرٍ وَالْحَرَبُ سَجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ امْرَبْهَا وَلَمْ تَسْوُنِيْ، ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ أَعْلَى

هُبَلْ أَعْلَمْ هُبَلْ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُجِيبُوهُ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلَمْ وَأَجَلْ قَالَ إِنَّ لَنَا الْعَزْيَ وَلَا عُزْيَ لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُجِيبُوهُ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ

[৮২ত] আমর ইবন খালিদ (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহু যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক যোদ্ধার উপর আমার নিযুক্ত করেন এবং বলেন, তোমরা যদি দেখ যে, আমাদেরকে পক্ষীকূল ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তখাপি তোমরা আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যক্তিত স্থস্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শক্ত দলকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তখনও আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যক্তিত স্থ-স্থান ত্যাগ করবে না। অনন্তর মুসলমানগণ কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল। বারা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি মুশরিকদের মহিলাদেরকে দেখতে পেলাম তারা নিজ পরিধেয় বস্ত্র উপরে উঠিয়ে পলায়ন করেছে। যাতে পায়ের অলঙ্কার ও পায়ের নলা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা)-এর সহযোগীগণ বলতে লাগলেন, ‘লোক সকল! এখন তোমরা গনীমতের মাল সংগ্রহ কর। তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। আর অপেক্ষা কিসের?’ তখন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যা বলেছিলেন, তা তোমরা ভুলে গিয়েছো’ তাঁরা বললেন, ‘আল্লাহর শপথ, আমরা লোকদের সাথে মিলিত হয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করব।’ তারপর যখন তাঁরা স্থস্থান ত্যাগ করে নিজেদের লোকজনের নিকট পৌছল, তখন (কাফিরগণ কর্তৃক) তাঁদের মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয় আর তাঁরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকেন। এটা সে সময় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে বারজন লোক ব্যক্তিত অপর কেউই অবশিষ্ট ছিল না। কাফিরগণ এ সুযোগে মুসলমানদের সন্তুর ব্যক্তিকে শহীদ করে ফেলে। এর পূর্বে বদর যুদ্ধে নবী ﷺ -ও তাঁর সাথীগণ মুশরিকদের সন্তুরজনকে বন্দী ও সন্তুর জনকে নিহত করেন। এ সময় আবু সুফিয়ান তিনবার আওয়াজ দিল, ‘লোকদের মধ্যে কি মুহাম্মদ জীবিত আছে?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উত্তর দিতে নিমেধ করেন। পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল--‘লোকদের মধ্যে কি আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর (রা) জীবিত আছে?’ পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল, ‘লোকদের মধ্যে কি খাস্তাবের পুত্র (উমর (রা) জীবিত আছে?’ তারপর সে নিজ লোকদের নিকট গিয়ে বলল, ‘এরা সবাই নিহত হয়েছে।’ এ সময় উমর (রা) ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, ‘ওহে আল্লাহর শক্ত! আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যা বলছো। যাঁদের তুমি নাম উচ্চারণ করেছো তাঁরা সবাই জীবিত আছেন। তোমাদের জন্য চরম পরিণতি অবশিষ্ট রয়েছে।’ আবু সুফিয়ান বলল, ‘আজ বদরের দিনের প্রতিশোধ। যুদ্ধ তো বালতির ন্যায়। তোমরা তোমাদের লোকদের মধ্যে নাক-কান কর্তিত দেখবে, আমি এর আদেশ করিনি কিন্তু তা আমি অপছন্দও করিনি।’ এরপর বলতে লাগল, ‘হে হবাল (মৃত্তি)! তুমি উন্নত শির হও। হে হবাল! তুমি উন্নত শির হও।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘তোমরা এর উত্তর দিবে না?’ তাঁরা বললেন, ‘ইয়া

রাসূলগ্লাহ! আমরা কি বলব?’ তিনি বললেন, ‘তোমরা বল, আগ্লাহ তা’আলাই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, তিনিই মাহিমাবিত।’ আবু সুফিয়ান বলল, আমাদের জন্য উয্যা (দেবতা) রয়েছে, তোমাদের উয্যা নেই।’ রাসূলগ্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা কি তার উত্তর দিবে না?’ বারা (রা) বলেন, ‘সাহাবাগণ বললেন, ‘ইয়া রাসূলগ্লাহ! আমরা কি বলব?’ রাসূলগ্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা বল, আগ্লাহ আমাদের সাহায্যকারী বন্ধু, তোমাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।’

١٩٠٦. بَابِ إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ

১৯০৬. পরিচ্ছেদ ৪: রাতে যখন (শক্র) ভয়ে ভীত সন্তুষ্ট হয়

٢٨٢٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسَ وَأَجْوَدَ النَّاسَ وَأَشْجَعَ النَّاسَ قَالَ وَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا ، قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لَبِئِ طَلَحَةَ عُرْيٍ وَهُوَ مُتَقْلَدٌ سَيِّفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَدْتُهُ بَخْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ

২৮২৬ কুতায়বা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্লাহ ﷺ সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল ও সর্বাধিক শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, একবার এমন হয়েছিল যে, মদীনাবাসী রাতের বেলায় একটি আওয়াজ শুনে ভীত-সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, তখন নবী ﷺ আবু তালহা (রা)-এর গদীবিহীন ঘোড়ায় আরোহণ করে তরবারী ঝুলিয়ে তাদের সমূথে এলেন। রাসূলগ্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, তোমরা ভয় পেয়ো না।’ তারপর রাসূলগ্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমি এ ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।’

١٩٠٧. بَابِ وَمَنْ رَأَى الْعَدُوَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَاصَبَاحَاهُ حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ
১৯০৭. পরিচ্ছেদ ৪: যে ব্যক্তি শক্র দেখে উচ্চবরে বলে, “বিপদ আসল!” যাতে শোকদেরকে তা শুনাতে পারে

٢٨٢٧ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةَ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِيْ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مَا يَكِ

قَالَ أَخْذَتِ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ مَنْ أَخْذَهَا : قَالَ غَطْفَانُ وَفَزَارَةُ ، فَصَرَخَتِ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَشْمَعَتْ مَابَيْنَ لَا بَتَّيْهَا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ أَنْدَفَعَتِ حَتَّى الْقَاهُومُ وَقَدْ أَخْذَهَا ، فَجَعَلَتِ أَرْمَيْهُمْ وَأَقُولُ : أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ فَاسْتَنْقَذَتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا فَأَقْبَلَتِ بِهَا أَسْوَقُهَا فَلَقِينَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عَطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سَقِيَهُمْ فَأَبَعَثْتُ فِي إِثْرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ : مَلَكْتَ فَأَسْجِعُ ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ

২৮২৭ মক্কী ইবন ইব্রাহীম (র).....সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গাবাহ নামক স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। যখন আমি গাবাহর উঁচুস্থানে পৌছলাম, সেখানে আমার সাথে আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা) এর গোলামের সাক্ষাত হল। আমি বললাম, আশ্চর্য! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, নবী ﷺ -এর দুঃখবর্তী উটনীগুলো ছিনতাই হয়েছে। আমি বললাম, কারা ছিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান ও ফায়ারাহ গোত্রের লোকেরা। তখন আমি বিপদ, বিপদ বলে তিন বার চিৎকার দিলাম। আর মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে যত লোক ছিল সকলকে আওয়ায শনিয়ে দিলাম। এরপর আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে ছিনতাইকারীদের পেয়ে গেলাম। তারা উটনীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। আর বলতে লাগলাম, আমি আকওয়ায়ের পুত্র (সালামা) আর আজ কমিনাদের ধর্মসের দিন। আমি তাদের থেকে উটগুলো ছিনিয়ে নিলাম, তখনও তারা পানি পান করতে পারেনি। আর আমি সেগুলোকে ইঁকিয়ে নিয়ে আসছিলাম। এ সময়ে নবী ﷺ -এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! লোকগুলো পিপাসার্ত। আমি এত দ্রুততার সাথে কাজ সেরেছি যে, তারা পানি পান করার অবকাশ পায়নি। শীত্র তাদের পেছনে সৈন্য পাঠিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, ‘হে ইবন আকওয়া! তুমি তাদের উপর জয়ী হয়েছ, এখন তাদের ব্যাপার ছাড়। তারা তাদের গোত্রের নিকট পৌছে গেছে, তথায় তাদের আতিথেয়তা হচ্ছে।’

১৯০৮. **১৯.৮** . بَابُ مَنْ قَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ وَقَالَ سَلَمَةُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

১৯০৮. পরিচ্ছেদ ৪: তীর নিক্ষেপকালে যে বলেছে, এটা শও (পালিও না) আমি অমুকের পুত্র। আর সালামা (ইবন আকওয়া (রা) তীর নিক্ষেপ কালে) বলেছেন, এটা শও (পালিও না) আমি আকওয়ার পুত্র।

২৮২৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوْلَئِكُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ

الْبَرَاءُ وَأَنَا أَشْمَعُ ، أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثَ أَخْذَا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ فَمَارُؤِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ

১৮২৮ উবাইদুল্লাহ (র)আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, হে আবু উমারাহ! আপনারা কি হনাইনের যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? বারা (রা) বললেন, (আবু ইসহাক (র) বলেন), আর আমি তা শুনছিলাম, সেদিন তো রাসুলুল্লাহ ﷺ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। আবু সুফিয়ান ইব্ন হারিস (রা) তাঁর খচরের লাগাম ধরেছিলেন। যখন মুশরিকগণ তাঁকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহর নবী, মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুজালিবের সন্তান। তিনি (বারা) (রা) বলেন, সেদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা সুদৃঢ় আর কাউকে দেখা যায়নি।

۱۹۰۹. بَابٌ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

১৯০৯. পরিচ্ছেদ ৪ শক্রপক্ষ কারো মীমাংসা মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে আসলে

১৮২৯ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ هُوَ أَبْنُ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ بَعْثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيبًا مِثْهُ فَجَاءَ عَلَى حَمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَنَّ هُؤُلَاءِ نَزَّلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلُ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُشَبَّلِ الْذُرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

১৮৩০ সুলাইমান ইব্ন হারিস (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বনী কুরায়্যার ইয়াহুদীরা সাদ ইব্ন মুআয় (রা)-এর মীমাংসায় দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তিনি তখন ঘটনাস্থলের নিকটেই ছিলেন। তখন সাদ (রা) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা ‘তোমাদের নেতার প্রতি দণ্ডয়মান হও।’ তিনি এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট

বসলেন। তখন তাঁকে বললেন, ‘এরা তোমার মীমাংসায় সম্মত হয়েছে। (কাজেই তুমি তাদের ব্যাপারে ফয়সালা কর)।’ সাঁদ (রা) বলেন, ‘আমি এই রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের মধ্য থেকে যুক্ত করতে সক্ষমদেরকে হত্যা করা হবে এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হবে।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালাই করেছ।’

١٩١. بَابُ قَتْلِ الْأَسِيرِ وَقَتْلِ الصُّبْرِ

১৯১০. পরিচ্ছেদ ৪: বন্দীকে হত্যা করা এবং হাত পা বেঁধে হত্যা করা

٢٨٣. حَدَّثَنَا أَشْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفِرَةُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبْنَ خَطَلٍ مُتَعْلِقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ

[২৮৩] ইসমাইল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, মঙ্গা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় শিরদ্বাণ পরিহিত অবস্থায় (মঙ্গায়) প্রবেশ করেন। যখন তিনি তা খুলে ফেললেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবন খাতাল কাবার পর্দা ধরে জড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তাকে হত্যা কর।’

১৯১১. بَابُ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ
১৯১১. পরিচ্ছেদ ৪: দ্বেষ্যাম বন্দীত্ব বরণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব বরণ করেনি আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় দু’ রাকআত (সালাত) আদায় করল

٢٨٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سَفِيَّانَ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ جَارِيَةَ التَّقْفِيِّ، وَهُوَ حَلَيفُ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنَا، وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتَ الْأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذَكَرُوا لِحَىٰ مِنْ هُذِيلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحَيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مَايَتَىٰ رَجُلٌ كُلُّهُمْ رَأْمٌ فَاقْتَصُوا أَثَارَهُمْ

حَتَّىٰ وَجَدُوا مَا كَلَّهُمْ تَمِرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمِرٌ يَثْرِبَ فَاقْتَصُوا أَثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَهُمْ عَاصِمٌ وَآصْحَابُهُ لَجَؤُوا إِلَى فَدْفَدَ وَآحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا لَهُمْ أَنْزِلُوا فَاعْطُونَا بِأَيْدِيهِكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالُ عَاصِمٌ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيرَةِ أَمَا أَنَا فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنِّي نَبِيِّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبَعةِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَشْنَةَ وَرَجُلٌ أُخْرَى ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قَسِيمِهِمْ فَأَوْتَرُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ التَّالِثُ هَذَا أَوْلُ الْغَدَرِ ، وَاللهُ لَا أَصْحَبُكُمْ أَنْ فِي هُؤُلَاءِ لَأْسُوَةَ يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجَرَرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَضْحَبُهُمْ فَأَبْلَى فَقَتَلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَشْنَةَ حَتَّىٰ بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَاتِلُ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَشْتَدِّبُهَا فَأَعْارَتْهُ ، فَأَخَذَهُ أَبْنَائِ لِيٍّ وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ قَاتِلُ فَوَجَدَتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالْمُوْسِى بِيَدِهِ ، فَقَزَعَتْ فَزْعَةٌ عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لَأَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَاللهُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ فَاللهُ لَقَدْ وَجَدَتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قَطْفِ عَنْبَ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُؤْتَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ أَنَّهُ لَرِزْقُ مِنَ اللهِ رَزْقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلْ ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوهُ

فَرَكِعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنْ تَظْنُوا أَنَّ مَا بِيْ جَزَّ لَطَوْلُهَا اللَّهُمَّ
أَخِصِّهِمْ عَدَدًا وَقَالَ

لَسْتُ أَبَا لَىٰ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَىٰ أَىٰ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَضْرِعَهِ
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْأَلْهِ وَإِنْ يَشَاءُ * يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْ صَالِ شِلُوٍ مُمَزَّعٍ
فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثُ ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنُّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ اُمْرِيٍّ مُسْلِمٍ
قُتُلَ صَبَرًا ، فَأَشَّتَجَابَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أَصِيَّبَ ، فَأَخْبَرَ
النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْأَصْحَابَ خَبَرَهُمْ وَمَا أَصَبَبُوا وَبَعْثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ
إِلَى عَاصِمٍ حِينَ حُدُثُوا أَنَّهُ قُتُلَ لِيُؤْتَوْا بِشَئِيْهِ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ
قُتِلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعْثَ عَلَىٰ عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلْلَةِ مِنَ
الدَّبَرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا

[৪৮৭] আবুল ইয়ামান (র).....আমর ইবন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লিল্লাহু আলেম দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন এবং আসিম ইবন সাবিত
আনসারীকে তাঁদের দলপতি নিযুক্ত করেন। যিনি আসিম ইবন উমর ইবন খাতাবের মাতামহ ছিলেন।
তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন, যখন তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদআত নামক স্থানে পৌছেন, তখন
হ্যায়েল গোত্রের একটি প্রশাখা যাদেরকে লেহইয়ান বলা হয় তাদের কাছে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা
করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরন্দাজ ব্যক্তিকে তাঁদের পশ্চাদ্বাবনে প্রেরণ করে। এরা তাঁদের চিহ্ন
অনুসরণ করে চলতে থাকে। সাহারীগণ মদীনা থেকে সাথে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে
খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াসরিবের খেজুর। এরপর
এরা তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে লাগল। যখন আসিম ও তাঁর সাহারীগণ এদের দেখলেন, তখন
তাঁরা একটি উচ্চ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিরগণ তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে
লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রূতি
দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আসিম
ইবন সাবিত (রা) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করবো
না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌছিয়ে দিন।' অবশেষে কাফিরগণ তীর
নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আসিম (রা) সহ সাত জনকে শহীদ করলো। এরপর অবশিষ্ট
তিন জন খুবাইব আনসারী, যায়দ ইবন দাসিনা (রা) ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রূতি ও
অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্ত নিয়ে
নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে (সেই রশি দিয়ে) তাঁদের বেঁধে ফেললো। তখন

তৃতীয় জন বলে উঠলেন, ‘সূচনাতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না, আমি তাঁদেরই পদাক অনুসরণ করব, যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন।’ কাফিরগণ তাঁকে তাদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি যেতে অঙ্গীকার করেন। তখন তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা খুবাইব ও ইব্ন দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মকায় বিক্রয় করে ফেলে। এ বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কথা। তখন খুবাইবকে হারিস ইব্ন আমিরের পুত্রগণ ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব (রা) হারিস ইব্ন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব (রা) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আয়ায় অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিসের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিসের পুত্রগণ খুবাইব (রা)-কে শহীদ করার সর্বসম্ভব সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার নিকট থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিসের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। (সে বলেছে) সে সময় ঘটনাক্রমে আমার এক ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে রয়েছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি তয় পাছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় করো যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনো আমি তা করব না। (হারিসের কন্যা বলল) আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের ন্যায় উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি একদিন দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় আপুর ছড়া থেকে থাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এসময় মকায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিসের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। এরপর তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হেরেম থেকে হিল্লের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন খুবাইব (রা) তাদের বললেন, আমাকে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দান করল। তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, ‘তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তবে আমি সালাতকে দীর্ঘায়িত করতাম। হে আল্লাহ! তাঁদেরকে এক এক করে খৎস করুন।’ তারপর তিনি এ কবিতা দু'টি আবৃত্তি করলেন : “যখন আমি মুসলিম হিসাবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোন রূপ ভয় করি না। আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন, (তাতে আমার কিছু যায় আসে না)। আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার দেহের প্রতিটি খত্তিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।” অবশেষে হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয় তার জন্য দু'রাকআত সালাত আদায়ের এ রীতি খুবাইব (রা)-ই প্রবর্তন করে গেছেন। যে দিন আসিম (রা) শাহাদত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের উপর যা’ যা’ আপত্তি হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌছানো হয় যে, আসিম (রা)-কে শহীদ করা হয়েছে তখন তারা তাঁর নিকট এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর মরদেহ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে। যেন তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ, বদর যুদ্ধের দিন আসিম (রা) কুরাইশদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আসিমের মরদেহের (হেফাজতের জন্য) মৌমাছির বাঁক প্রেরিত হল (এই মৌমাছিরা) তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাঁদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করল। ফলে তারা তাঁর দেহ হতে কোন এক টুকরা গোশ্ত কেটে নিতে সক্ষম হ্যানি।

١٩١٢. بَابُ فَكَاكِ الْأَسِيرِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১১২. পরিষ্কে : বন্দীকে মুক্ত করা। এ বিষয়ে আবু মুসা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদিস বর্ণিত রয়েছে

٢٨٣٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيَدَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكُوا الْعَانِيَ، يَعْنِي الْأَسِيرَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ

২৮৩৪ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র).....আবু মুসা (আশয়ারী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে আহার দান কর এবং ঝুঁপীর সেবা-শোষণ কর।

٢٨٣٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبِرَا النَّسْمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَا يُعْطِيَهُ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصُّحُيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي هَذِهِ الصُّحُيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَإِنَّ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

২৮৩৫ আহমদ ইবন ইউনস (র).....আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজাসা করলাম, আল্লাহর কুরআনে যা কিছু আছে তা ছাড়া আপনাদের নিকট ওহীর কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, সে আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন। আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কি আছে? তিনি বললেন, ‘দীয়াতের বিধান, বন্দী মুক্তকরণ এবং কোন মুসলিমকে যেন কোন কফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয় (এ সম্পর্কিত নির্দেশ)।’

١٩١٣. بَابُ فِدَاِ الْمُشْرِكِينَ

১১১৩. পরিষ্কে : মুশরিকদের মুক্তিপণ

٢٨٣٦ حَدَّثَنَا اشْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ حَدَّثَنَا اشْمَعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ بْنُ عَقْبَةَ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنَنَا فَلَنُثْرُكَ لِابْنِ أَخْتِنَا عَبَاسَ فَدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدْعُونَ مِنْهَا دَرَهَمًا ، وَقَالَ أَبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهْيَبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ بِعَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ الْعَبَاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادِيَتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ خُذْ فَأَعْطِهَا فِي تَوْبَةِ

১৮৩৪ ইসমাঈল ইব্ন আবু উয়াইস (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আনসারীগণের কয়েকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি আমাদের অনুমতি দান করেন, তবে আমরা আমাদের ভাগ্নে আকবাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, একটি দিরহামও ছেড়ে দিবে না। ইব্রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ-এর নিকট বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ আনা হয়। তখন তাঁর নিকট আকবাস (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু দিন। আমি আমার নিজের মুক্তিপণ আদায় করেছি এবং আকীলেরও মুক্তিপণ আদায় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিয়ে নিন এবং তাঁর কাপড়ে দিয়ে দিলেন।

১৮৩৫ **حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ جَاءَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْطُّورِ**

১৮৩৫ মাহমুদ (র).....জুবাইর (ইব্ন মুত্যিম) (রা) থেকে বর্ণিত, আর তিনি (কাফির থাকা অবস্থায়) বদর যুদ্ধে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট) এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরায়ে তূর পড়তে শুনেছি।

১৯১৪. بَابُ الْحَرَبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

১৯১৪. পরিষ্ঠেদঃ হারবী (দারুল হারবের অধিবাসী) যদি নিম্নগতা ব্যক্তিত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে

১৮৩৬ **حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ أَيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَيْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عَنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ إِنْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَطْلُبُوهُ وَأَقْلُوْهُ فَنَفَلَهُ سَلَبَةُ يَعْنِي أَعْطَاهُ**

২৮৩৬ আবু নুআইম (র)..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কোন এক সফরে মুশারিকদের একদল গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তাকে খুঁজে আন এবং হত্যা কর।' নবী ﷺ তার মালপত্র হত্যাকারীকে দিয়ে দিলেন।

١٩١٥. بَابُ يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الدِّمَةِ وَلَا يُسْتَرْقُونَ

১৯১৫. পরিচ্ছেদ ৪ জিঞ্চীদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে শোলাম বানানো যাবে না

২৮৩৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَأُوصِيَ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ مُبَتَّلَةً أَنْ يُؤْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلِّفُوا إِلَّا طَاقَتْهُمْ

২৮৩৮ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার পর যিনি খলীফা হবেন) আমি তাঁকে এ অঙ্গীয়ত করছি যে, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন যথাযথভাবে পূরণ করা হয়, তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা হয়, তাদের সামর্থ্যের বাইরে তাদের উপর যেন জিয়িয়া (নিরাপত্তা কর) ধার্য করা না হয়।'

١٩١٦. بَابُ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الدِّمَةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ

১৯১৬. পরিচ্ছেদ ৪ জিঞ্চীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কि এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ

١٩١٧. بَابُ جَوَائزِ الْوَفَدِ

১৯১৭. পরিচ্ছেদ ৪ প্রতিনিধি দলকে উপচৌকন প্রদান

২৮৩৯ حَدَّثَنَا قَبِيْحَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمَعُهُ الْحَصَبَاءَ، فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ مُبَتَّلَةً وَجْهُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ أَئْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضْلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْهُ نَبِيٌّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا أَهْجَرْ رَسُولَ

اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ دَعُونِي فَأَلَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ، وَأَوْصِي عَنْ مَوْتِهِ بِثَلَاثَ، أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاجْتِزُوا الْوَفَدَ بِنَحْنُ مَا كُنَّتُ أَجِيزُهُمْ، وَنَسِيَتُ التَّالِثَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلَتُ الْمُغَيْرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : وَالْعَرَجُ أَوْلُ تَهَامَةَ

[২৮৩৮] কাবীসা (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (কোন এক সময়) বললেন, বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর অঞ্চলে (যমিনের) কক্ষরঙ্গলো সিংজ হয়ে গেল। আর তিনি বলতে লাগলেন, 'বৃহস্পতিবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যাতনা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য লিখার কোন জিনিস নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখিয়ে দিব। যাতে এরপর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট না হও। এতে সাহাবীগণ পরশ্পরে মতপার্থক্য করেন। অথচ নবীর সম্মুখে মতপার্থক্য সমীচীন নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ: দুনিয়া ত্যাগ করছেন?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যে অবস্থার দিকে আহবান করছো তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় আছি তা উত্তম।' অবশ্যে তিনি ইন্তিকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেন। (১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত কর, (২) প্রতিনিধি দলকে আমি যেকেপ উপটোকন দিয়েছি তোমরাও অনুরূপ দিও (রাবী বলেন) তত্ত্বায় ওসীয়তটি আমি ভুলে গিয়েছি। আবু আন্দুল্লাহ (র) বলেন, ইবন মুহাম্মদ (র) ও ইয়াকুব (র) বলেন, আমি মুগীরা ইবন আবদুর রাহমানকে জায়িরাতুল আরব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তাহলো মক্কা, মদীনা ইয়ামামা ও ইয়ামান। ইয়াকুব (র) বলেন, 'তিহামা আরঞ্জ হল 'আরজ থেকে।'

১৯১৮. بَابُ التَّجَمِّلِ لِلْوَفُودِ

১৯১৮. পরিচ্ছেদ : প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত হওয়া

[২৮৩৯] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَئِمَّةُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنَ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ عَمَرُ حُلَّةً اسْتَبَرَقَ تَبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفُودِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ هَذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ أَوْ أَنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ بِجُبَّةٍ دِيَبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى

أَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ أَنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لَا
خَلَقَ لَهُ أَوْ أَنَّمَا يَلْبِسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ
تَبِعِيهَا أَوْ تُصَيِّبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ .

২৮৩ ইয়াহুয়া ইব্ন বুকাইর (র).....(আবদুল্লাহ) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) একজোড়া রেশমী কাপড় বাজারে বিক্রি হতে দেখতে পেলেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রেশমী কাপড় জোড়া আপনি খরীদ করুন এবং ঈদ ও প্রতিনিধিদল আগমন উপলক্ষে এর দ্বারা আপনি সুসজ্জিত হবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘এ লেবাস তো তার (আখিরাতে) যার কোন অংশ নেই। অথবা (বলেন, রাবীর সন্দেহ) এরপ লেবাস সে-ই পরিধান করে (আখিরাতে) যার কোন অংশ নাই।’ এ অবস্থায় উমর (রা) কিছুদিন অবস্থান করেন, যে পরিমাণ সময় আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছে ছিল। এরপর নবী ﷺ একটি রেশমী জুবরা উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে আরয় করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি বলেছিলেন যে, এ তো তারই লেবাস (আখিরাতে) যার কোন অংশ নাই, কিংবা (রাবীর সন্দেহ) এ লেবাস তো সে-ই পরিধান করে, যার (আখিরাতে) কোন অংশ নাই। এরপরও আপনি তা আমার জন্য প্রেরণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (এজন্য প্রেরণ করেছি যে,) তুমি তা বিক্রয় করে ফেলবে অথবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, (এজন্য প্রেরণ করেছি যে), তুমি তা তোমার কোন কাজে লাগাবে।

١٩١٩. بَابُ كَيْفَ يُعَرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ

১৯১৯. পরিচ্ছেদ : কিভাবে শিশু-কিশোরদের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে?

২৮৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرَىِ
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ
عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ ابْنِ
صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ عَنْدَ أَطْعُمَ بْنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ
يَوْمَئِذِ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ فَلَمْ يَشْعُرْ بِشِيْئٍ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهَرَهُ
بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَشْهِدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ
صَيَّادٍ ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنِّكَ رَسُولُ الْأَمَيْمَنِ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهِدُ
أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمَتْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
مَاذَا تَرَى ، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِيَنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِطَ

عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيرَةً قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُونُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْسَأَ فَلَنْ تَغْدُ وَقَدْرَكَ قَالَ عَمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنَنِ لِي فِيهِ أَضْرِبَ عَنْقَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسْلَطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ * قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَابْنُ بْنِ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِيقَ النَّبِيِّ ﷺ يَتَلَقَّبُ بِجَذْوَعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتَلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَشْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَبِجٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطْبِيفَةِ لَهُ فِيهَا رَمْزَةً ، فَرَأَتِ امْمَ ابْنِ صَيَّادِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَقَبَّبُ بِجَذْوَعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافٍ وَهُوَ اسْمُهُ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْتَرَكَتْهُ بَيْنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ أَنِّي أَنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ : تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ

[২৮৪০] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) কয়েকজন সাহাযীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইবন সাইয়াদের কাছে যান। তাঁরা তাকে বনী মাগালার টিলার উপর ছেলে-পেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। আর এ সময়ে ইবন সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (আগমন সম্পর্কে) সে কোন কিছু টের না পেতেই নবী ﷺ তার পিঠে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন, (হে ইবন সাইয়াদ!) তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল? তখন ইবন সাইয়াদ তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মী লোকদের রাসূল। ইবন সাইয়াদ নবী ﷺ-কে বলল, আপনি কি এ সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? নবী ﷺ তাকে বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি দেখ? ইবন সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্য সংবাদ ও মিথ্যা সবাদ সবই আসে। নবী ﷺ বললেন, প্রকৃত অবস্থা তোমার নিকট সত্য- মিথ্যা মিথ্রিত হয়ে আছে। নবী ﷺ আরও বললেন, আচ্ছা! আমি আমার অন্তরে তোমার জন্য কিছু কথা গোপন রেখেছি (বলতো তা' কি?) ইবন সাইয়াদ বলল, তা' হচ্ছে ধুঁয়া। নবী ﷺ বললেন, আরে থাম, তুমি তোমার সীমার বাইরে যেতে পার না। উমর (রা) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, যদি

সে প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না আর যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোন লাভ নেই। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ও উবাই ইব্ন কাব (রা) উভয়ে সে খেজুর বৃক্ষের নিকট গমন করেন, যেখানে ইব্ন সাইয়াদ অবস্থান করছিল। যখন নবী ﷺ সেখানে পৌছলেন, তখন তিনি খেজুর ডালের আড়ালে চলতে শাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ইব্ন সাইয়াদের অজ্ঞাতসারে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। ইব্ন সাইয়াদ নিজ বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল এবং কি কি যেন শুণশুণ করছিল। তার মা নবী ﷺ -কে দেখে ফেলেছিল যে, তিনি খেজুর বৃক্ষ ডালের আড়ালে আসছেন। তখন সে ইব্ন সাইয়াদকে বলে উঠল, হে সাফ! আর এ ছিল তার নাম। সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তখন নবী ﷺ বললেন, মহিলাটি যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে তার ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে যেত। আর সালিম (র) বলেন, ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এরপর নবী লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসন করলেন। তারপর দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কেও দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা জানিয়ে দিব, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে জানান নি। তোমরা জেনে রেখ যে, সে হবে কানা আর অবশ্যই আল্লাহ কানা নন।

১৯২. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلِّيَهُودِ أَسْلَمُوا قَالَهُ الْمَقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

১৯২০. পরিষেদ : ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী : “ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে”। এ বাণী মাকবুরী আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

১৯২১. بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرْضُونَ فَهِيَ لَهُمْ

১৯২১. পরিষেদ : যদি কোন সম্প্রদায় দাক্ষল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাদের ধন-সম্পদ ও জমিজমা থাকলে তা তাদেরই থাকবে

১৮৪। حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزَلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلًا
مَنْزِلًا، ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفٍ بَنِي كَنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ
قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفُرِ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كَنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي
هَاشِمٍ أَنَّ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوِهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِيُّ

১৮৪। মাহমুদ (র)..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আগামীকাল আপনি মক্কায় পৌছে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি

বললেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর বাড়ি অবশিষ্ট রেখেছে? এরপর বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে বানু কানানার মুহাস্সাব নামক স্থানে অবতরণ করব। যেখানে কুরায়েশ লোকেরা কুফরীর উপর শপথ করেছিল। আর তা হচ্ছে এই যে, বানু কানানা ও কুরায়েশগণ একত্রে এ শপথ করেছিল যে, তারা বানু হাশেমের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং তাদের নিজগৃহে আশ্রয়ও দিবে না। যুহরী (র) বলেন, খায়ফ হচ্ছে একটি উপত্যকা।

٢٨٤٢ حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْتَغْفِلُ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيْاً عَلَى
الْحَمْىِ، فَقَالَ يَا هُنَيْاً أَضْمُمُ جَنَاحَكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَتُقُ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ
فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُشْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصَّرِيمَةِ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ،
وَأَيَّاً وَنَعَمْ أَبْنِ عَوْفٍ وَنَعَمْ أَبْنِ عَفَانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكَ مَا شَيْتُهُمَا يَرْجِعُ
إِلَى ذَرَعِهِ وَنَخْلُ وَإِنْ رَبَّ الصَّرِيمَةِ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكَ مَا شَيْتُهُمَا،
يَأْتِنِي بِيَتِهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَارُكُمْ أَنَا لَا
أَبَالُكُمْ فَالْمَاءَ وَالْكَلَأَ أَيْسَرُ عَلَىٰ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَأَيْمَنُ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَيَرَوْنَ
أَنْ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لِبَلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا
فِي الْإِسْلَامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شَبِيرًا

২৮৪২ ইসমাইল (র).....আসলামা (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) হনাইয়া নামক তাঁর এক আযাদকৃত গোলামকে সরকারী চারণভূমির তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করেন। আর তাকে আদেশ করেন, হে হনাইয়া! মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ী থাকবে, মজলুমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, মজলুমের দু'আ কবুল হয়। আর স্বল্প সংখ্যক উট ও স্বল্প সংখ্যক বকরীর মালিককে এ (চারণভূমিতে) প্রবেশ করতে দিবে। আর আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ ও উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর পশ ব্যাপারে সর্তক থাকবে (প্রবেশ করতে দিবে না)। কেননা যদি তাঁদের পশগুলো ধ্রংস হয়ে যায়, তবে তাঁরা তাঁদের কৃষি ক্ষেত ও খেজুর বাগানের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক উট-বকরীর মালিকদের পশ ধ্রংস হয়ে গেলে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর বলবে, হে আমীরুল মুমিনীন! হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কি তাদের বক্ষিত করতে পারব? হে অবুধ! সুতরাং পানি ও ঘাস দেওয়া আমার পক্ষে সহজ, স্বর্ণ-রোপ্য দেওয়ার চাইতে। আল্লাহর শপথ! এ সব লোকেরা মনে করবে, আমি তাদের প্রতি জুলুম করেছি। এটা তাদেরই শহর, জাহেলী যুগে তারা এতে যুদ্ধ করেছে, ইসলামের যুগে তারা এতেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে মহান আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে সব ঘোড়ার উপর আমি যোকাগণকে আল্লাহর

রাস্তায় আরোহণ করিয়ে থাকি যদি সেগুলো না হতো তবে আমি তাদের দেশের এক বিষয়ত পরিমাণ জমি ও সংরক্ষণ করতাম না।

١٩٢٢. بَابُ كِتَابَةِ الْأَمَامِ النَّاسِ

১৯২২. পরিচ্ছেদ ৪: ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা

٢٨٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْتُبُوا لِي مَنْ يَلْفَظُ بِالْأَسْلَامِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةً رَجُلًا، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفُ وَخَمْسَمِائَةٍ، فَلَقَدْ رَأَيْنَا أُبْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ

২৮৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... হ্যাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করেছে, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে আমাকে দাও। হ্যাইফা (রা) বলেন, তখন আমরা একহজার পাঁচশ' লোকের নাম তালিকাভুক্ত করে তাঁর নিকট পেশ করি। তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা একহজার পাঁচশত লোক, এক্ষণে আমাদের ভয় কিসের? (রাবী) হ্যাইফা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, আমরা এমনভাবে ফিতনায় পতিত হয়েছি যাতে লোকেরা ভীত-সন্ত্রন্ত অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করছে।

٢٨٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ فَوَجَدَنَا هُمْ خَمْسَمِائَةٌ، وَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَا بَيْنَ سِتِّمِائَةٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ

২৮৪৪ আবদান (র)..... আমাশ (র) থেকে এ রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ হয়েছে, আমরা তাদের পাঁচশ' পেয়েছি। আবু মুয়াবিয়ার বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, ছয়শ' হতে সাতশ' এর মাঝামাঝি।

٢٨٤৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزَوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَإِمْرَاتِي حَاجَةٌ، قَالَ ارْجِعْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأِتِكَ

২৮৪৫ আবু নুআইম (র)..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর আমার জী

হজ্জ আদায়ের সংকল্প করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘ফিরে যাও এবং তোমার জীবন সঙ্গে হজ্জ করে নাও।’

١٩٢٣. بَأْبُ اِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

১৯২৩. পরিষেস : আল্লাহ তা'আলা মন্দ লোকের ঘারা কখনো কখনো দীনের সাহায্য করেন

٢٨٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَوْدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبْنِ الْمُسِيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمْنُ يَدْعُ إِلَيْهِ اِسْلَامًا ، هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي قُلْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ ماتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ بِهِ جَرَاحًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصِيرْ عَلَى الْجِرَاجِ ، فَقُتِلَ نَفْسَهُ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمْرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

২৮৪৫ আবুল ইয়ামান ও মাহমুদ (র)..... আবু হুরায়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি তীব্রণ যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, সে লোকটি জাহান্নামী। আজ সে তীব্রণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নবী ﷺ বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, একথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তাঁরা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় রয়েছেন, এসময় সংবাদ এল যে, লোকটি যদে যায়নি বরং মাঝেকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আস্থাহত্যা করল। তখন নবী ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌছানো হল, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ আকবার! আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বাস্তা এবং তাঁর রাসূল। এরপর নবী ﷺ বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে

ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমান ব্যতীত কেউ বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা (কখনো কখনো) এই দীনকে মন্দ লোকের দ্বারা সাহায্য করেন।

١٩٢٤. بَابُ مِنْ تَأْمِرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ امْرَةٍ إِذَا حَافَ الْعَدُوُّ

১৯২৪. পরিচ্ছেদ ৪: শত্রুর আশংকা দেখা দিলে আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা

٢٨٤٧ حَدَّثَنَا يَقْوُبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ
بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ
فَقَالَ أَخْذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَصَبَّ ثُمَّ أَخْذَهَا جَعْفَرٌ فَأَصَبَّ ثُمَّ أَخْذَهَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصَبَّ ثُمَّ أَخْذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ امْرَةٍ فَفَتَحَ
عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّنِي أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَإِنَّ عَيْنِي
لَتَذْرِفَانِ

২৮৪৮ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বা দিতে গিয়ে বললেন, (মোতার যুদ্ধে) যাযিদ (ইবন সাবিত (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন, এরপর জাফর (ইবন আবু তালিব (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহ (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। এরপর খালিদ ইবন অলীদ (রা) মনোনয়ন ছাড়াই পতাকা ধারণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন আর বললেন, এ আমার নিকট পছন্দনীয় নয় অথবা রাবী বলেন, তাদের কাছে পছন্দনীয় নয় যে, তারা দুনিয়ায় আমার নিকট অবস্থান করতো। রাবী বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেন) আর তাঁর চক্ষু যুগল হতে অঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছিল।

١٩٢٥. بَابُ الْعَوْنَ بِالْمَدَدِ

১৯২৫. পরিচ্ছেদ ৪: সাহায্যকারী দল প্রেরণ করা

٢٨٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَدَىٰ وَسَهْلٌ بْنُ يُوسُفَ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
أَتَاهُ رَغْلُ وَنَكْوَانُ
وَعَصِيَّةً وَبَنُو لَخْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَأَسْتَمْدُوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ
فَأَمَدَهُمُ النَّبِيُّ
بِسْبَعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُسَمِّيهِمْ

الْقُرَاءَ يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلِّونَ بِاللَّيْلِ فَأَنْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّىٰ بَلَغُوا بَئْرَ مَعْوِنَةَ غَدَرًا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتْ شَهْرًا يَدْعُونَ عَلَىٰ رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحَيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُّ أَنَّهُمْ قَرُؤُ أَبِيهِمْ قُرَانًا أَلَا بَلَغُوا عَنِّا قَوْمَنَا بِإِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضَنَا ثُمَّ رَفَعَ ذَلِكَ بَعْدًا

২৪৪৮ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট রিল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বানু লাহইয়ান গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এবং তারা তাঁর নিকট তাদের সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন নবী ﷺ সতর জন আনসার পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা তাঁদের ক্ষারী নামে আখ্যায়িত করতাম। তাঁরা দিনের বেলায় লাকড়ী সংগ্রহ করতেন, আর রাত্রিকালে সালাতে মগ্ন থাকতেন। তারা তাঁদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। যখন তাঁরা বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌছল, তখন তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং তাঁদের হত্যা করে ফেলল। এ সংবাদ শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ রিল, যাকওয়ান ও বানু লাহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে দুআ করে একমাস যাবত কুন্তে নাযিলা পাঠ করেন। কাতাদা (র) বলেন, আনাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা তাদের সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে থাকেন : “আমাদের সংবাদ আমাদের কাওমের নিকট পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি আমাদের সন্তুষ্ট করেছেন।” এরপর এ আয়াত পাঠ করা বন্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ মানসূখ হয়ে যায়।

١٩٢٦. بَابُ مِنْ غَلْبِ الْعَدُوِّ فَاقَامَ عَلَىٰ عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثَةٌ

১৯২৬. পরিচ্ছেদ ৪ শক্রুর উপর বিজয় শাল করে তাদের বহিরাজনে তিনি দিন অবস্থান করা

২৪৪৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ * تَابَعَهُ مُعاَذٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৪৫০ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহীম (র)..... আবু তালহা (রা) সুত্রে নবী ﷺ-থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বিজয় শাল করতেন, তখন তিনি তাদের বহিরাজনে তিনি রাত অবস্থান করতেন। মুআয় ও আবদুল আলাও আবু তালহা (রা) সুত্রে নবী ﷺ-থেকে হাদীস বর্ণনায় রাওহা ইবনে উবাদা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

۱۹۲۷. بَابُ مِنْ قَسْمِ الْغَنِيَّةِ فِي غَزْوَهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعٌ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحَلِيقَةِ فَاصْبَنَا غَنَّمًا وَأَبِلًا ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِعِصْرٍ

۱۹۲۷. পরিচ্ছেদ : সফর ও যুক্তক্ষেত্রে গনীমতের মাল বন্টন করা। 'রাফে' (রা) বলেন, আমরা যুক্ত-হলাইকা নামক স্থানে রাসূলপ্রাহ রয়েছি -এর সঙ্গে হিলাম। তখন আমরা (গনীমত ব্রহ্মণ) উট ও বকরী শাড করলাম। রাসূলপ্রাহ রয়েছি দশটি বকরীকে একটি উটের সমান গণ্য করেন

۲۸۵. حَدَّثَنَا هُدَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جِرَانِهِ مِنْ الْجَعْرَانَةِ حَيْثُ قَسِمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ

۲۸۶. ছদবা ইবন খালিদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী রয়েছেন জিরানা নামক স্থান থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন, যেখানে তিনি ছনাইন যুক্তের গনীমত বন্টন করেছিলেন।

۱۹۲۸. بَابُ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالُ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ وَقَالَ أَبْنُ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ فَرَسُ لَهُ فَأَخْذَهُ الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَآبَقَ عَبْدَ لَهُ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدَهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

۱۹۲۸. পরিচ্ছেদ : যদি মুশরিকরা মুসলমানের মাল দুটি করে নেয়, তারপর মুসলমানগণ (বিজয় শাড়ের) মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয়। ইবন নুমায়রইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাঁর একটি ঘোড়া ছুটে গেলে শক্ত তা আটক করে। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় অর্জন করেন। তখন সে ঘোড়াটি রাসূলপ্রাহ রয়েছি -এর আমলেই তাঁকে ক্ষেত্র দেওয়া হয়। আর তাঁর একটি পোলাম পলায়ন করে রোমের কাফ্কিরদের সাথে মিলিত হয়। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় শাঢ করেন। তখন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) রাসূলপ্রাহ রয়েছি -এর যুগের পর তা তাঁকে ক্ষেত্র দিয়ে দেন

۲۸۶. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ فَرَدَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ ، عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَرَدَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَارٍ أَشْتَقَ مِنَ الْعِيرِ وَهُوَ حِمَارًا الْوَحْشِ أَيْ هَرَبْ .

২৮৫১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... নাফি (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা)-এর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। এরপর খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) রোম জয় করেন। তখন তিনি সে গোলামটি আবদুল্লাহ (ইবন উমর) (রা)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আর আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে রোমে পৌছে যায়। এরপর উক্ত এলাকা মুসলমানদের করতলগত হলে তারা ঘোড়াটি ইবন উমর (রা)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আবু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, عَلَيْهِ شَدَّقَتِي থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে আবু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, أَنَّمَا هَذِهِ مَرْبَةٌ—আবু আবদুল্লাহ (রা) এর অর্থ হল এই পলায়ন করেছে।

২৮৫২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ
وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بَعْثَةً أَبُو بَكْرٍ فَأَخْذَهُ الْعَدُوُّ
فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ

২৮৫২ আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন, যখন মুসলমানগণ রোমীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন, সে সময় মুসলমানদের অধিনায়ক হিসেবে খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে আবু বক্র সিদ্দিক (রা) নিয়োগ করেছিলেন। সে সময় শক্ররা তাঁর ঘোড়াটিকে নিয়ে যায়। এরপর যখন শক্রদল পরাজিত হল তখন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) তাঁর ঘোড়াটি তাঁকে ফেরত দেন।

১৯২৯. بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرُّطَانَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَخْتِلَافِ الْسِنَتِكُمْ
وَالْأَوْانِكُمْ ، وَقَالَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ ، إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ .

১৯২৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কার্য্য অথবা অন্য কোন অন্যান্য ভাষায় কথা বলে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নভাব মধ্যে (৩০ : ২২) এবং তিনি আরও বলেছেন : আর আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর ব্রজতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। (১৪:৪)

২৮৫৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي
سُفِيَّانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهْيَمَةً لَنَا وَطَحَنْتَ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَثْتَ وَنَفَرَ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ
جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَىٰ هَلَّا بِكُمْ

২৮৫৪ আমর ইব্ন আলী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার একটি বকরী ছানা যবেহ করেছি এবং আমার গ্রী এক সা যবের আটা পাকিয়েছে। আপনি কয়েকজন সঙ্গীসহ আসুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্থরে বলে উঠলেন, হে আহলে খন্দক! জাবির তোমাদের জন্য খাবার আয়োজন করেছে, তাই তোমরা চল।

২৮৫৫ حَدَّثَنَا حِبْرَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بَثْتَ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَسَكِينَةً مَعَ أَبِيهِ وَعَلَى قَمِيصٍ أَصْفَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ سَنَةً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبْشَيَّةِ حَسَنَةً قَالَتْ فَدَهَبْتُ أَلْعَبَ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ دَعَاهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذُكِرَتْ

২৮৫৫ হিকান ইব্ন মুসা (র)..... উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইব্ন সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হলুদ বর্ণের জামা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সান্না-সান্না। (রাবী) আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় তা সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত। উম্মে খালিদ (রা) বলেন, এরপর আমি তাঁর মহরে নবুয়তের স্থান নিয়ে কৌতুক করতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ‘ছোট মেয়ে তাকে করতে দাও।’ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এ কাপড় পরিধান কর আর পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর। (অর্থাৎ দীর্ঘদিন পরিধান কর)। আবদুল্লাহ (ইব্ন মুবারক) (র) বলেন, উম্মে খালিদ (রা) এতদিন জীবিত থাকেন যে, তাঁর আলোচনা চলতে থাকে।

২৮৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمَرَّةً مِنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَعْ كَعْ كَعْ أَمَا تَعْرِفُ أَنَّ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَكْرَمَةُ سَنَةُ الْحَسَنَةِ بِالْحَبْشَيَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ تَعِشْ اِمْرَأَةٌ مِثْلُ مَا عَاشَتْ هَذِهِ يَعْنِي أُمَّ خَالِدٍ

২৮৫৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাসান ইব্ন আলী (রা) সাদ্কার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে তা তাঁর মুখে রাখেন। তখন নবীস্লেকাখ-কাখ (ফেলে দাও, ফেলে দাও) বললেন, তুমি কি জান না যে, আমরা (বানু হাশিম) সাদ্কা খাই না। ইকরিমা (র) বলেন, সান্নাহ হাবশী ভাষায় সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, উম্মে খালিদের মত কোন মহিলা এত দীর্ঘজীবী হয়নি।

١٩٣۔ بَابُ الْغُلُولِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَمَنْ يُغْلِلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৯৩০ পরিষেদ ৪ গনীমতের মাল আস্তসাত করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ আর বে ব্যক্তি গনীমতের মাল আস্তসাত করে, সে কিয়ামতের দিন সেই মালসহ উপস্থিত হবে। (৩৪: ১৬১)

٢٨٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظِمَهُ وَعَظِمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أُفَيِّنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقْبَتِهِ شَاءَ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقْبَتِهِ فَرَسَّ لَهُ حَمْحَمَةً يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْثِنِنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلَكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقْبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْثِنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلَكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقْبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْثِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلَكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقْبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْرِيقٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْثِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلَكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَقَالَ أَيُوبُ السُّفَّيْفَيَانِيُّ عَنْ أَبِي حَيْيَانَ رَسُولَ اللَّهِ حَمْحَمَةً

২৮৫৬ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং গনীমতের মাল আস্তসাত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি তা মারাঞ্জক অপরাধ হওয়া ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, তার কাঁধে বকরী বয়ে বেড়াছে আর তা ভ্যাং ভ্যাং করে চিৎকার দিছে। অথবা তাঁর কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ দিছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট (আল্লাহর বিধান) পৌছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না; আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌছে দিয়েছি।

١٩٣١. بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَقَ مَتَاعَهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ

১৯৩১. পরিষ্কেদ : গনীমতের সামান্য পরিমাণ মাল আস্তসার করা। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বর্ণনায় তিনি আস্তসারকারীর মালপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছেন” কথাটি উল্লেখ করেন নি। এর এটাই বিশেষ।

٢٨٥٧ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ عَلَىٰ ثَقْلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَا تَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي التَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظَرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ : كَرْكَرَةُ يَعْنِي بِفَتْحِ الْكَافِ ، وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا

২৮৫৬ آলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাহারা দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কার্কারা নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জাহান্নামী! লোকেরা তার অবস্থা দেখতে গেল তারা একটি আবা পেল যা সে আস্তসাত করেছিল। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবন সালাম (র) বলেছেন, কারকারা।

١٩٣٢. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْأَبْلِ وَالْغَنَمِ ، فِي الْمُغَانِمِ

১৯৩২. পরিষ্কেদ : গনীমতের উট ও বকরী (বন্টনের পূর্বে) যবেহ করা মাকরহ

٢٨٥٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَشْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّا يَةَ بْنِ رَفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصَبَنَا أَبْلًا وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجَلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفَثَ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَذَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَا هُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوْ أَبْدُ كَأْوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَانَدَ عَلَيْكُمْ ، فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ

جَدِيْ : اَنَا نَرْجُو اَوْ نَخَافُ اَنْ تَلْقَى الْعَدُوُّ غَدَا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى اَفَنَذَبَ
بِالْقَصْبِ فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّ لَيْسَ السَّنَّ
وَالظُّفَرُ ، وَسَاحِدٌ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : اَمَا السِّنْ فَعَظِيمٌ وَآمَا الظُّفَرُ فَمُدَى
الْحَبَشَةِ

২৮৫৮ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে যুল-হলাইফায় অবস্থান করছিলাম। লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়েছিল। আর আমরা গন্ধীমত বুরুপ কিছু উট ও বকরী লাভ করেছিলাম। তখন নবী ﷺ লোকদের পেছন সারিতে ছিলেন। লোকেরা তাড়াতাড়ি করে (জন্ম যবেহ করে) ডেগ চড়িয়ে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডেগগুলো (উপুড় করে ফেলার) নির্দেশ দিলেন এবং উপুড় করে ফেলে দেওয়া হল। এরপর তিনি দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে তা বন্টন করে দিলেন। তার মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। লোকদের নিকট ঘোড়া কর ছিল। তাঁরা তা অনুসন্ধানে বেরিয়ে গেল এবং তাঁরা ঝাল্ল হয়ে পড়ল। এরপর এক ব্যক্তি উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, আল্লাহ তা'আলা তার গতিরোধ করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ সকল গৃহপালিত জন্মুর মধ্যেও কতক বন্য জন্মুর মত অবাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং যা তোমাদের নিকট হতে পলায়ন করে তার সঙ্গে একপ আচরণ করবে।' রাবী বলেন, আমার দাদা রাফি ইবন খাদীজ (রা) বলেছেন, আমরা আশা করি কিংবা বলেছেন আশক্তা করি যে, আমরা আগামীকাল শক্তর মুখোযুদ্ধী হব। আর আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের ধারালো চোকলা দ্বারা যবেহ করবঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং (যাত্র যবেহকালে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে (বিস্মিল্লাহ পাঠ করা হয়েছে) তা আহার কর। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। কারণ আমি বলে দিছি : তা এই যে, দাঁত হল হাঁড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।'

١٩٣٣. بَابُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ

১৯৩৩. পরিষেদ : বিজয়ের সুসংবাদ দান করা

২৮০৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْتَنِيَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي
قَيْسُ قَالَ قَالَ لِيْ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا تُرِيَحُنَّ مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ وَكَانَ بَيْتَنَا فِيهِ خَشْعَمٌ يُسَمِّي كَعْبَةَ
الْيَمَانِيَّةَ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمَائَةَ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ
فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدَرِيِّ حَتَّى
رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدَرِيِّ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ،
فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ

رَسُولُ جَرِيرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرْكَتْهَا
كَانَهَا جَمَلًا أَجْرَبَ ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْلٍ أَخْمَسَ وَرَجَّالِهَا خَمْسَ مَرَأَاتٍ قَالَ
مُسَدَّدٌ بَيْتٌ فِي خَنْفَمْ

২৮৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, ‘তুমি কি যুলখালাসা মন্দিরটিকে ধ্বংস করে আমাকে সাখুনা দিবে না?’ এ ঘরটি খাসআম গোত্রের একটি মন্দির ছিল। যাকে ইয়ামানের কা’বা বলা হতো। এরপর আমি আহমাস গোত্রের দেড়শ’ লোক নিয়ে রওয়ানা হলাম। তাঁরা সবাই নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। আমি নবী ﷺ-কে জানালাম যে, আমি ঘোড়ার উপর হির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত ঢারা আঘাত করলেন। এফলকি আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির ছাপ দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য দুআ করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! তাকে ঘোড়ার পিঠে হির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাণ করুন।’ অবশেষে জারীর (রা) তথায় গমন করলেন। ঐ মন্দিরটি ডেঙ্গে দিলেন ও জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর নবী ﷺ-কে সুস্বাদ প্রদানের জন্য দৃত প্রেরণ করলেন। জারীর (রা)-এর দৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্ত্বার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট আসিনি, যতক্ষণ না আমি তাকে জ্বালিয়ে কাল উটের ন্যায় করে ছেড়েছি। (অর্থাৎ তা জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছি)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক লোকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু’আ করলেন। মুসান্নদ (র) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত যুলখালাসা অর্থ খাসআম গোত্রের একটি ঘর।

১৯৩৪ بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالْتُّوْبَةِ

১৯৩৫. পরিচ্ছেদ : সুস্বাদদাতাকে পুরকৃত করা। কাব ইবন মালিক (রা)-কে যখন তাওবা করুলের সুস্বাদ দান করা হয়, তখন তিনি স্বাদদাতাকে পুরকার বর্জন দু’খানা কাপড় দান করেন

১৯৩৫ بَابُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

১৯৩৫. পরিচ্ছেদ : (মকা) বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই

২৮৬. **حَدَّثَنَا أَدْمَ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
بْنِ طَاؤُسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ
فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنَّ جِهَادًا وَنِيَّةً وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا**

২৮৬. আদম ইবন আবু ইয়াস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মকা বিজয়ের দিন বলেছেন, ‘মকা বিজয়ের পর থেকে (মকা থেকে) হিজরতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক কাজের নিয়াজ অবশিষ্ট রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদের আহমান জানান হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।’

২৮৬১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيهِ مُجَالِدَ بْنَ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحٍ مَكَّةَ وَلَكِنْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

২৮৬২ ইব্রাহীম ইবন মূসা (র).....মুজাশি' ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মুজাশি' তাঁর ভাই মুজালিদ ইবন মাসউদ (রা)-কে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'এ মুজালিদ আপনার কাছে হিজরত করার জন্য বাইয়াত করতে চায়। 'তখন রাসূলগ্রাহ খুব বললেন, 'মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। কাজেই আমি তার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে বায়বাত নিছি।'

২৮৬২ حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمَّرُو وَابْنُ جُرَيْحٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : ذَهَبَتْ مَعَ عَبْيَدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ مُجَاوِرَةً بِثَبِيرٍ فَقَالَتْ لَنَا : اِنْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ

২৮৬৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ (রা).....আতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদ ইবন উমাইর (রা) সহ আয়িশা (রা)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি সাবীর পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদের বললেন, 'যখন থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করেছেন, তখন হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

১৯৩৬. بَأَبِي أَصْطَرِ الرَّجُلِ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الدِّرْمَةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجَرِيْدَهُنَّ

১৯৩৬. পরিচ্ছেদ ৪: প্রয়োজনবোধে জিয়ী অথবা মুসলিম মহিলার চুল দেখা এবং তাদের বিবর্জ করা, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে

২৮৬৩ حَدَّثَنِي مَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا حُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا أَنِّي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدَّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْثَنِي النَّبِيِّ ﷺ وَالرَّبِيعُ فَقَالَ إِئْتُوا رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا (খাই)

وَتَجِدُونَ بِهَا امْرَأَةً أَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا فَأَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَقُلْنَا الْكِتَابَ قَاتَتْ لَمْ يُعْطِنِي فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ أَوْ لَا جَرِدَنَّ فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْرَتِهَا فَأَرْسَلَ إِلَى حَاطِبٍ ، فَقَالَ لَا تَعْجَلْ وَاللَّهُ مَا كَفَرَتْ وَلَا أَزَدَتْ لِلْإِسْلَامِ إِلَّا حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا وَلَهُ بِمَكَةَ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ فَأَحَبَبْتُ أَنْ أَتَخْذَ عِنْدَهُمْ يَدًا فَصَدَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ عَمَرُ : دَعْنِي أَضْرِبْ عَنْقَهُ فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ فَقَالَ : مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَهُذَا الَّذِي جَرَأَهُ

২৮৬৩ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাওশাব তায়িফী (র).....আবু আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন উসমান (রা)-এর সমর্থক। তিনি ইবন আতিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যিনি আলী (রা)-এর সমর্থক ছিলেন, কোন্ বস্তু তোমাদের সাথী (আলী (রা)-কে রক্তপাতে সাহস যুগিয়েছে, তা আমি জানি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবাইর (ইবন আওয়াম) (রা)-কে প্রেরণ করেছেন, আর বলেছেন, তোমরা খাক বাগান অভিযুক্ত চলে যাও, সেখানে তোমরা একজন মহিলাকে পাবে, হাতিব তাকে একটি পত্র দিয়েছে।' আমরা সে বাগানে পৌছলাম এবং মহিলাটিকে বললাম, পত্রখানি দাও, সে বলল, (হাতিব) আমাকে কোন পত্র দেয়নি। তখন আমরা বললাম, 'হ্যন তুমি পত্র বের করে দাও, নচেৎ আমরা তোমাকে বিবর্ত্ত করব।' তখন সে মহিলা তার কেশের ভাঁজ থেকে পত্রখানা বের করে দিল। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাদের পত্রসহ প্রত্যাবর্তনের পর) হাতিবকে ডেকে পাঠান। তখন সে বলল, 'আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর কসম! আমি কুফরী করিনি, আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগই বর্ধিত হয়েছে। আপনার সাহাবীগণের মধ্যে কেউই এমন নেই, মুক্ত যার সাহায্যকারী আঞ্চলিক-স্বজন না আছে। যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ রক্ষা করেছেন। আর আমার এমন কেউ নেই। তাই আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চেয়েছি। (যার বিনিময়ে তারা আমার মাল-আওলাদ হিফাজত করবে।)' তখন নবী ﷺ তাকে সজুরাদীরূপে স্থীকার করে নিলেন। উমর (রা) বললেন, 'লোকটিকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই, সে তো মুনাফিকী করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি জান কি? অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আহলে বদর সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত রয়েছেন এবং তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'তোমরা যেমন ইচ্ছা আমল কর।' একথাই তাঁকে (আলী (রা) দৃঃসাহসী করেছে।

১৯৩৭. بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاءِ

১৯৩৭. পরিচ্ছেদ ৪: বিজয়ী যোদ্ধাগণকে অভ্যর্থনা জানানো

২৮৬৪ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَشْوَدِ حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَحَمِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَ أَبْنُ الزُّبِيرِ لِابْنِ

جَعْفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَتَذَكَّرُ أَذْتَلَقْيَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلْنَا وَتَرَكْنَا

২৮৬৪ আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র).....ইবন আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন যুবাইর (রা), ইবন জাফর (রা)-কে বললেন, তোমার কি স্বরণ আছে, যখন আমি ও তুমি এবং ইবন আবাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। ইবন জাফর (রা) বললেন, হ্যা, স্বরণ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাহনে তুলে নিলেন আর তোমাকে ছেড়ে আসেন।

২৮৬৫ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَهَبْنَا نَتَافِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ الصَّبِيَّانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ

২৮৬৫ মালিক ইবন ইসমাইল (র)..... সায়িব ইবন ইয়ায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্যান্য শিখদের সঙ্গে আমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

১৯৩৮. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ

১৯৩৮. পরিচ্ছেদ ৪: জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যা বলবে ৪

২৮৬৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَلَّ كَبَرَ ثَلَاثًا قَالَ : اِيْبُونَ اَنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَخْزَابَ وَحَدَّهُ

২৮৬৭ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী ﷺ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, শুনাহ থেকে তাওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, আমাদের প্রতিপালককে সিজ্দাকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার সত্য প্রমাণিত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শক্ত দলকে পরান্ত করেছেন।

২৮৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَةً مِنْ

عُشْفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بُنْتَ حُبَيْبَ
فَعَثَرَتْ نَاقَةَ فَصَرَّعَاهَا جَمِيعًا ، فَأَقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ : عَلَيْكَ الْمَرَأَةَ فَقَلَبَ ثُوبَاهَا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا
فَالْقَاهُ عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا وَأَكْتَنَنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى
فَلَمَّا أَشْرَفَنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرِبِّنَا حَامِدُونَ
فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ

২৮৬৭ আবু মামার (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসফান থেকে
প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর
আরোহী ছিলেন। তিনি সাফিয়া বিনতে হ্যাই (রা)-কে তাঁর পেছনে সাওয়ারীর উপর বসিয়েছিলেন। এ সময়
উট পিছলিয়ে গেল এবং তাঁরা উভয়ে ছিটকে পড়েন। এ দেখে আবু তালহা (রা) দ্রুত এসে বলেন, ‘ইয়া
রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা’আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আগে
মহিলার খৌজ নাও। আবু তালহা (রা) তখন একখানি কাপড় দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল দেকে তাঁর নিকট আসলেন
এবং উক্ত কাপড়খানি দিয়ে তাকে দেকে দিলেন। এরপর তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীকে ঠিক করলেন।
তাঁরা উভয়ে আরোহণ করলেন, আর আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চারপাশে বেষ্টন করে চললাম।
যখন আমরা মদ্দীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু’আ পড়লেন, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা আমাদের
প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আর মদ্দীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু’আ পড়তে থাকলেন।

২৮৬৮ حَدَّثَنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضِّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي إِشْحَقِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ
ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةَ يُرْدِفُهَا عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانَ بِغْضِ
الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصَرَّعَ الْمَرْأَةَ وَالْمَرَأَةُ ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ :
أَخْسِبْ قَالَ أَقْتَحَمَ عَنْ بِعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا : وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرَأَةِ
فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثُوبَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَقَمَدَ قَمَدَهَا ، فَأَلْقَى ثُوبَهُ عَلَيْهَا
فَقَامَتِ الْمَرَأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَىٰ رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا

بِظَهَرِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِبْرُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ

২৮৬৮ আলী (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ও আবু তালহা (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে চলছিলেন। আর নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাফিয়া (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাঁকে নিজ সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসিয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় উটনাটির পা পিছলিয়ে গেল। এতে নবী ﷺ ও সাফিয়া (রা) ছিটকে পড়ে গেলেন। আর আবু তালহা (রা) তার উট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললেন, ‘ইয়া নবী আল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনার কি কোন আঘাত লেগেছে?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘না। তবে তুমি মহিলাটির খোঁজ নাও।’ আবু তালহা (রা) একখানা কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে তাঁর কাছে গেলেন আর সেই কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। তখন সাফিয়া (রা) উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আবু তালহা (রা) তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীটি উত্তমরূপে বাঁধলেন। আর তাঁরা উভয়ে (তার উপর) আরোহণ করে চলতে শুরু করেন। অবশেষে যখন তাঁরা মদীনার উপকর্ত্তে পৌছলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন নবী ﷺ এ দু'আ পড়লেন, “আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।” আর মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকেন।

١٩٣٩. بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

১৯৯৩. পরিষ্কৃত : সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সালাত আদায় করা

২৮৬৯ حَدَّثَنَا سُلَيْমَانُ بْنُ حَرَبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي أُدْخِلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

২৮৭০ সুলাইমান ইবন হারব (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌছলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘(হে জাবির!) মসজিদে প্রবেশ কর এবং দু’ রাকআত সালাত আদায় কর।’

২৮৭১ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَمِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضَحَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

২৮৭০ আবু আসিম (র).....কাব (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন চাশতের সময় সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু' রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন।

١٩٤. بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ ، وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

১৯৪০ পরিচ্ছেদ ৪ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আহার করা আর (আবদুল্লাহ) ইবন উমর (রা) আগত মেহমানের সম্মানে সাওম পাশন করতেন না

২৮৭১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكَيْعَ عنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً وَزَادَ مُعَاذًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرَى مِنِ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرًا بِوَقِيتَيْنِ وَدِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمْرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمْرَنِي أَنْ أَتِيَ الْمَسْجِدَ فَأَصْلَى رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ

২৮৭১ মুহাম্মদ (ইবন সালাম) (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গাভী যবেহ করতেন। আর মুআয় (রা)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (জাবির (রা) বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি উট দু' উকিয়া ও এক দিরহাম কিংবা দু' দিরহাম দ্বারা ক্রয় করেন এবং তিনি যখন সিরার নামক স্থানে পৌছেন, তখন একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেন। এরপর তা যবেহ করা হয় এবং সকলে তার গোশ্ত আহার করে। আর যখন তিনি মদীনায় পৌছলেন তখন আমাকে মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত সালাত আদায় করার আদেশ দিলেন এবং আমাকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

২৮৭২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَدَمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى رَبُّكُمْ فِتْنَةً * صِرَارًا مَوْضِعًا نَاحِيَةً الْمَدِينَةِ

২৮৭২ আবুল ওয়ালীদ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, 'দু' রাকআত সালাত আদায় করে নাও।' সিরার হচ্ছে মদীনার উপকণ্ঠে একটি স্থানের নাম।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٩٤١. بَابُ فَرْضِ الْخَمْسِ

১৯৪১. পরিষেদ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত হওয়া

وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِّنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَقْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِّنَ الْخَمْسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ بْنَتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَعْدَتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِّنْ بَنِي قَيْنُونَ قَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِي بِإِذْخِرِ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيَّعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَآسْتَعِنَ بِهِ فِي وَلِيَّمَةِ عُرْسِيِّ، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفِي مَتَاعًا مِّنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِيرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَيِّي مُنَاخَتَانِ إِلَى جَبَبِ حُجَّرَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَرَجَعَتْ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَيِّي قَدْ أَجْبَتُ أَسْنَمَتُهُمَا وَبَقَرَتْ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخْذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيِّي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، فَقُلْتُ مِنْ فَعَلَ هَذَا فَقَالُوا : فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِهِ الَّذِي لَقِيَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةَ عَلَى نَاقَتِيِّ، فَأَجَبَ أَسْنَمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَافِنِ بَيْتَ مَعَهُ شَرْبٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَأَرْتَدَهُ ثُمَّ أَنْطَلَقَ يَمْشِي وَأَتَبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذْنَوْا لَهُمْ

فَإِذَا هُمْ شَرَبُوكَ فَطَقِقَ رَسُولُ اللَّهِ يَلْوُمُ حَمَزَةَ فِيمَا فَعَلَ ، فَإِذَا حَمَزَةَ
قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَةً عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمَزَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَلْتَهُ ثُمَّ صَعَدَ النَّظرُ
فَنَظَرَ إِلَى رُكْنَتِبَتِهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظرُ فَنَظَرَ إِلَى سُرْتِهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظرُ
فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمَزَةُ هَلْ أَنْتُمْ أَلَا عَيْنَيْدُ لَأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ
اللَّهِ يَلْتَهُ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكَسَ رَسُولُ اللَّهِ يَلْتَهُ عَلَى عَقِبِيْهِ الْقَهْرَى
وَخَرَجَنَا مَعَهُ

২৪৭ আবদান (র).....আলী (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমতের মালের মধ্য থেকে যে অংশ আমি পেয়েছিলাম, তাতে একটি জওয়ান উটনীও ছিল। আর নবী ﷺ খুমসের মধ্য থেকে আমাকে একটি জওয়ান উটনী দান করেন। আর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর সাথে বাসর যাপন করব, তখন আমি বানু কায়নুকা গোত্রের জনেক স্বর্ণকারের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে এবং আমরা উভয়ে যিলে ইয়াখির ঘাস (জঙ্গল হতে) সংগ্রহ করে আনব। আমার ইচ্ছা তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রয় করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওয়ালীমা সম্পন্ন করব। ইতিমধ্যে আমি যখন আমার জওয়ান উটনী দু'টির জন্য আসবাবপত্র যেমন পাশান (বসার আসন) থলে ও রশি ইত্যাদি একত্রিত করছিলাম, আর আমার উটনী দু'টি জনেক আনসারীর হজরার পার্শ্বে বসা ছিল। আমি আসবাবপত্র যোগাড় করে এসে দেখি উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং কোমরের দিকে পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। উটনী দু'টির এ দৃশ্য দেখে আমি অঞ্চ সম্মুখ করতে পারলাম না। আমি বললাম, কে এমনটি করেছে? লোকেরা বলল, 'হাম্যা ইব্ন আবদুল মুতালিব এমনটি করেছে। সে এ ঘরে আছে এবং শরাব পানকারী কতিপয় আনসারীর সাথে আছে।' আমি নবী ﷺ -এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা দেখে আমার মানসিক অবস্থা উপসংক্ষি করতে পারলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আজকের মত দুঃখজনক অবস্থা দেখিনি। হাম্যা আমার উট দু'টির উপর অত্যাচার করেছে। সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পাঁজর ফেড়ে ফেলেছে। আর সে এখন অমুক ঘরে শরাব পানকারী দলের সাথে আছে।' তখন নবী ﷺ তাঁর চাদরখানি আনতে আদেশ করলেন এবং চাদরখানি জড়ায়ে পায়ে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) তাঁর অনুসরণ করলাম। হাম্যা যে ঘরে ছিল সেখানে পৌছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল। তখন তারা শরাব পানে মন্তব্য করে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাম্যাকে তার কাজের জন্য তিরক্ষার করতে লাগলেন। হাম্যা তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার চক্র দু'টি ছিল রক্তলাল। হাম্যা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তাকাল। তারপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাঁর হাঁটু পানে তাকাল। পুনরায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর নাভীর প্রতি তাকাল। আবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মূখ্যগুলের প্রতি তাকাল। এরপর হাম্যা বলল, তোমরাই তো আমার পিতার গোলাম। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন, সে এখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনে হেঁটে সরে আসলেন। আর আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসলাম। (এ ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা)।

২৮৭৬ حدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بْنَتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرَ الصَّدِيقَ بَعْدَ وَفَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٌ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً ، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بْنَتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرَ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَةً حَتَّى تُوفِيتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَتَّةَ أَشْهُرٍ ، قَاتَلَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرَ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْرٍ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ ذَلِكَ : وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا أَنِّي عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَرَكَتْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَآمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلَيِّ وَعَبَّاسٍ فَآمَّا خَيْرٍ وَفَدَكٍ فَآمَّا سَكَنَاهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلَى الْأَمْرَ ، قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتُ مِنْ عَرَوَتِهِ أَصْبَتُهُ وَعَنْهُمْ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي

২৮৭৭ আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... উস্তুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাক্র সিদ্দিক (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর তাঁর মিরাস বন্টনের দাবী করেন। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায় (বিনা যুদ্ধে লক্ষ সম্পদ) হিসাবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে রেখে গেছেন। তখন আবু বাক্র (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বচ্ছিত হবে না আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সাদ্কা জুন্দে গণ্য হয়।' এতে ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর ফাতিমা (রা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, ফাতিমা (রা) আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ত্যাজ্য খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মদীনার সাদ্কাতে তাঁর অংশ দাবী

করেছিলেন। আবু বকর (রা) তাঁকে তা প্রদানে অঙ্গীকৃতি জানান এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আমল করতেন, আমি তাই আমল করব। আমি তার কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশংকা করি যে, তাঁর কোন কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনার সাদ্কাকে উমর (রা) তা আলী ও আবুস রামান (রা)-কে হস্তান্তর করেন। আর খায়বার ও ফাদাকের ভূমিকে পূর্ববৎ রেখে দেন। উমর (রা) এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এ সম্পত্তি দুটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জরুরী প্রয়োজন পূরণ ও বিপদকালীন সময়ে ব্যয়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দুটি তাঁরই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, যিনি মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার অধিকারী খলীফা হবেন।’ যুহরী (র) বলেন, এ সম্পত্তি দুটির ব্যবস্থাপনা অদ্যাবধি সেরপই রয়েছে।

٢٨٧٥ حَدَّثَنَا إِشْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّاثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذَكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِيَنِيُّ، فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالٍ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَكَبِّرٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلَمَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَستُ، فَقَالَ يَا مَالِكُ قَدْمٌ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبِيَاتٍ، وَقَدْ أَمْرَتُ فِيهِمْ بِرَضْغٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقَلَّتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمْرَتَ بِهِ غَيْرِيْ قَالَ أَقْبِضْهُ أَيْهَا الْمَرْءُ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبٌ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ يَسْتَأْذِنُونَ، قَالَ نَعَمْ: فَأَدِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسْتَأْذِرَا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلَى وَعَبَّاسِ، قَالَ نَعَمْ، فَأَدِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَمَا فَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هَذَا، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ النَّضِيرِ، فَقَالَ الرَّهْطُ: عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ

بَيْنَهُمَا، وَأَرِخْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ، قَالَ عُمَرُ : تَيْدِكُمْ أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي
بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا
نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ، قَالَ الرَّهْطُ : قَدْ
قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَىٰ وَعَبَاسٍ، فَقَالَ أَنْشَدُكُمَا بِاللَّهِ أَتَعْلَمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ، قَالَ : قَدْ قَالَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّي
أَحَدُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ
لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَرَأَ : وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، فَمَا
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسْلِطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ
مَا أَحْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْتِرَبَهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمْهُ وَبَيْنَهَا فِيهِمْ
حَتَّىٰ بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً
سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فِي جَمِيلِهِ مَجْعَلًا مَالَ اللَّهِ فَعَمِلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاةً، أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ، قَاتَلُوا نَعْمَ
ثُمَّ قَالَ لَعَلَىٰ وَعَبَاسٍ أَنْشَدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ : ثُمَّ
تُوْفَىَ اللَّهُ تَبَارِكَتْ يَدُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهَا
أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا
لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تُوْفِيَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ أَنَا وَلِيُّ
أَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ أَمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ
لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَايِّ تُكَلِّمَايِّ، وَكَلَمْتُكُمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُكُمَا وَاحِدَةً، جِئْتُنِي
يَا عَبَاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبِكَ مِنْ أَبِنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا، يُرِيدُ عَلِيًّا ،

يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً ، فَلَمَّا بَدَأْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ : أَنْ شَئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمَلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِمَا عَمَلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَبِمَا عَمِلْتُ مُنْذُ وَلَيْتُهَا فَقُلْتُمَا أَدْفَعُهَا إِلَيْنَا ، فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، فَإِنْ شُدُّكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ، قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ، قَالَا نَعَمْ ، قَالَ فَتَلَّتْ مَسَانٌ مِنْيَ قَضَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَوَاللَّهِ الَّذِي بِأَذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعُاهَا إِلَيَّ ، فَإِنِّي أَكْفِيْكُمَا هَا

[২৮৭৫] ইসহাক ইবন মুহাম্মদ ফরিদী (র).....মালিক ইবন আউস ইবন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে বসা ছিলাম, যখন রোদ প্রখর হল তখন উমর ইবন খাতোব (রা)-এর দৃত আমার নিকট এসে বলল, আমীরুল্ল মু'মিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে উমর (রা)-এর নিকট পৌছলাম। দেখতে পেলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর বসা ছিলেন। যাতে কোন বিছানা ছিল না। আর তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, হে মালিক! তোমার গোত্রের ক্ষিপ্র লোক আমার নিকট এসেছেন। আমি তাদের জন্য স্বল্প পরিমাণ আণ সামগ্রী প্রদানের আদেশ দিয়েছি। তুমি তা বুঝে নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল্ল মু'মিনীন! এ কাজটির জন্য আমাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন। তিনি বললেন, ওহে তুমি তা গ্রহণ কর। আমি তাঁর কাছেই বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান ইবন আফ্কান, আবদুর রাহমান ইবন আউফ, মুবাইর (ইবন আওয়াম) ও সাদ ইবন আবু উয়াক্কাস (রা) আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। উমর (রা) বললেন, হ্যা, তাঁদের আসতে দাও। তাঁরা এসে সালাম করে বসে পড়লেন। ইয়ারফা ক্ষণিক সময় পরে এসে বলল, আলী ও আব্বাস (রা) আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতির অপেক্ষার আছেন। উমর (রা) বললেন, হ্যা, তাঁদেরকে আসতে দাও। এরপর তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করে সালাম করলেন এবং বসে পড়লেন। আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল্ল মু'মিনীন! আমার ও এ ব্যক্তির মধ্যে শীমাংসা করে দিন। বানু নায়িরের সন্মদ থেকে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা দান করেছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা উভয়ে বিরোধ করলেন। উসমান (রা) এবং তাঁর সাক্ষীগণ বললেন, হ্যা, আমীরুল্ল মু'মিনীন! ঝঁঁদের মধ্যে শীমাংসা করে দিন এবং তাঁদের একজনকে অপরজন থেকে নিরুৎস্থে করে দিন। উমর (রা) বললেন, একটু ধামুন। আমি আপনাদেরকে সে মহান স্তুতির শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যৰীন হিঁর রঞ্জেছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের (নবীগণ) যীরাস বটিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদৃকারপে

গণ্য হয়? এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছেন। উসমান (রা) ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপ বলেছেন। এরপর উমর (রা) আলী এবং আবুবাস (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপ বলেছেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যা, তিনি এইরূপ বলেছেন। উমর (রা) বললেন, এখন এ বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপার হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ফায়-এর সম্পদ থেকে স্বীয় রাসূল ﷺ-কে বিশেষভাবে দান করেছেন যা তিনি ছাড়া কাউকেই দান করেন নি। এরপর উমর (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ وَلَا رِكَابٍ وَكَنْ أَنَّ اللَّهَ يُسْلِطُ رَسُولَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে তাদের অর্থাৎ ইহুদীদের নিকট থেকে যে ফায় (যুদ্ধ ব্যতীত লক্ষ সম্পদ) দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ তা'আলাই তো যাদের উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত দান করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (৫৯ : ৬)। সুতরাং এ সকল সম্পত্তি নির্দিষ্টরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল সম্পত্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেননি এবং আপনাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দেননি। বরং আপনাদেরকেও দিয়েছেন এবং আপনাদের কাজেই ব্যয় করেছেন। এ সম্পত্তি থেকে যা উদ্ভৃত রয়েছে, তা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ পরিবার-পরিজনের বাস্তরিক খরচ নির্বাহ করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকতো, তা আল্লাহর সম্পত্তি (রাতুলমালে) জমা করে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন এইরূপই করেছেন। আপনাদেরকে আরুণ্য দিছি, আপনারা কি তা অবগত আছেন? তাঁরা বললেন, হ্যা, আমরা অবগত আছি। এরপর উমর (রা) আলী ও আবুবাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি এ বিষয় অবগত আছেন? এরপর উমর (রা) বললেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে ওফাত দিসেন তখন আবু বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত একথা বলে তিনি এ সকল সম্পত্তি নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সবের আয়-উৎপাদন যে সব কাজে ব্যয় করতেন, সে সকল কাজে ব্যয় করেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তিনি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আবু বকর (রা)-কে ওফাত দেন। এখন আমি আবু বকর (রা)-এর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমি আমার খিলাফতকালের প্রথম দু'বছর এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে রেখেছি এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) যা যা করতেন, তা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, আমি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী রয়েছি। এরপর এখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট এসেছেন। আর আমার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করছেন এবং আপনাদের উভয়ের কথা একই। আর আপনাদের ব্যাপার একই। হে আবুবাস (রা)! আপনি আমার নিকট আপনার ভাতুশ্শুত্রের সম্পত্তির অংশের দাবী নিয়ে এসেছেন আর আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, ইনি আমার নিকট তাঁর জ্ঞানী কর্তৃক পিতার সম্পত্তিতে প্রাপ্ত অংশ নিতে এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমরা নবীগণের সম্পদ বন্�্দিত হয় না আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদ্কা-রূপে গণ্য হয়।' এরপর আমি সঙ্গত মনে করেছি যে, এ সম্পত্তিকে আপনাদের দায়িত্বে অর্পণ করব। এখন আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা যদি চান, তবে আমি এ সম্পত্তি আপনাদের নিকট সমর্পণ করে দিব। এ শর্তে যে, আপনাদের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রূতি ও অঙ্গীকার থাকবে, আপনারা এ সম্পত্তির আয় আমদানী সে সকল কাজে ব্যয় করবেন, যে সকল কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা) ও আমি আমার খিলাফতকালে এয়াবৎ ব্যয় করে এসেছি। তদুত্তরে আপনারা বলেছেন, এ সম্পত্তিকে আমাদের নিকট সমর্পণ করুন। আমি উক্ত শর্তের

উপর আপনাদের প্রতি সমর্পণ করেছি। আপনাদেরকে (উসমান (রা) ও তাঁর সাথীগণকে) উদ্দেশ্য করে আমি আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, বলুন তো আমি কি তাঁদেরকে এ শর্তে এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছিঃ তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর (রা) আলী ও আব্রাহাম (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, বলুন তো আমি কি এ শর্তে আপনাদের প্রতি এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছিঃ তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর (রা) বললেন, আপনারা কি আমার নিকট এ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসা চানঃ আল্লাহর কসম! যাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবী আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি এক্ষেত্রে এর বিপরীত কোন মীমাংসা করব না। যদি আপনারা এ শর্ত পালনে অপারাগ হন, তবে এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে অর্পণ করুন। আপনাদের উভয়ের পক্ষ থেকে এ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে আমিই যথেষ্ট।

١٩٤٢. بَابُ أَدَاءِ الْخُمُسِ مِنِ الدِّينِ

১৯৪২. পরিচ্ছেদ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) আদায় করা দীনের অংশ

٢٨٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبْعَىِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدْمٌ وَفَدْ عَبْدَ الْقِيسِ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌ، فَلَسْنَا نَصِلُّ إِلَيْكَ، إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمَرْنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا، قَالَ: امْرُكُمْ بِأَرْبَعَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ، الْإِيمَانِ بِاللَّهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَقْدُ بِيَدِهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤْدُوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ

২৮৭৬ আবু নু'মান (র)..... ইবন আব্রাহাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা রাবী'আ গোত্রের একটি উপদল। আপনার ও আমাদের মাঝে মুহার (কাফির) গোত্রের বসবাস। তাই আমরা আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসসমূহ ব্যাপ্তি অন্য সময় আসতে পারি না। কাজেই আপনি আপনাদের এমন কাজের আদেশ করুন, যার উপর আমরা আমল করব এবং আমাদের পক্ষাতে যারা রয়ে গেছে, তাদেরকেও তা আমল করতে আহবান জানাব। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ করছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের অঙ্গুলিতে তা গণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা'র প্রতি ঈমান আন। আর তা হচ্ছে এ সাক্ষ দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই আর সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দান করা, রামায়ন মাসে সিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর জন্য গনীমাত লজ্জ সম্পদের

এক পঞ্চমাংশ আদায় করা। আর আমি তোমাদের শুক্ল লাউয়ের খোলে তৈরী পাত্র, খেজুর গাছের মূল দ্বারা তৈরী পাত্র, সবুজ মটকা, আলকাতরা প্রলিঙ্গ মটকা ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

١٩٤٣. بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ

১৯৪৩. পরিচ্ছেদ ৩ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মীগণের ভরণ-পোষণ

২৮৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا
يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيٍّ وَمَؤْنَةِ عَامِلِيٍّ فَهُوَ
صَدَقَةٌ

২৮৭৮ [আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আমার ওফাতের পর) আমার উত্তরাধিকারীগণ একটি দীনারও ভাগ বন্টন করে নিবে না। আমি যা রেখে যাব, তা থেকে আমার সহধর্মীগণের ব্যয়ভার ও আমার কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা সাদ্কারনপে গণ্য হবে।’

২৮৭৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِيِّ مِنْ شَيْءٍ
يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلَّا شَطَرُ شَعِيرٍ فِي رَفِيلٍ ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىٰ
فَكَلَّتُهُ فَفَنَّيْتُهُ

২৮৮০ [আবদুল্লাহ ইবন আবু শাইবা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হল, তখন আমার ঘরে এমন কোন বস্তু ছিল না, যা খেয়ে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। শুধুমাত্র তাকের উপর আধা ওয়াসাক আটা পঢ়ে রয়েছিল। আমি তা থেকে খেতে থাকলাম এবং বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এরপর আমি তা মেপে দেখলাম, ফলে তা নিঃশেষ হয়ে গেল।’

২৮৮১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اشْحَاقَ
قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثَ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا سِلَاحَةٌ وَبَغْلَةٌ
الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

১। চারটি কাজের নির্দেশের কথা থাকলেও এখানে পাঁচটির উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এই উপজাতিটি বুদ্ধিমান হিসেবে তাই খুমুসের বিষয়টি এখানে অতিরিক্ত বলা হয়েছে।

২৮৭৬] মুসান্দাদ (র)..... আমর ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ তাঁর যুক্তান্ত, সাদা খচর ও কিছু যামীন ব্যতীত কিছুই রেখে যান নি এবং তাও তিনি সাদ্কারণে রেখে গেছেন।'

১৯৪৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ،
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ ، وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنْ
يُؤْذَنَ لَكُمْ

১৯৪৪. পরিচ্ছেদ ৪: নবী ﷺ -এর সহধর্মীনীগণের ঘর এবং যে সব ঘর তাঁদের সাথে সংক্রিত যে সবের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। (৩৩-৩৩) (হে মুসলমানগণ) তোমরা নবী ﷺ -এর ঘরে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করবে না। (৩৩ : ৫৩)

২৮৮০. حَدَّثَنَا حِبْنُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا
مَعْفُورٌ وَيَوْنِسٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُثْبَةَ
بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِيْ فَإِذْنَ لَهُ

২৮৮১] হিকান ইবন মুসা ও মুহাম্মদ (র).....উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উত্বা ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মী আয়িশা (রা) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ যখন অত্যধিক বেড়ে গেল তখন তিনি আমার ঘরে অবস্থান করে রোগের পরিচর্যা বিষয়ে তাঁর অপর সহধর্মীগণের নিকট অনুমতি চান। তাঁরা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।'

২৮৮১. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرِيمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ سَمِعَتْ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ
قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُوْفِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِيْ وَفِي نَوْبَتِيْ
وَبَيْنَ سَحَرِيْ وَنَحْرِيْ وَجَمِعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِيْ وَرِيقِيْ ، قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بِسِوَاقِ فَضَعَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَأَخَذَتْهُ فَمَضَيْتُهُ ثُمَّ سَنَتْهُ بِهِ

২৮৮২] ইবন আবু মারইয়াম (র)....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ঘরে আমার পালার দিন আমার কষ্ট ও বুকের মধ্য বরাবর মাথা রাখা অবস্থায় নবী ﷺ -এর ওফাত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা (মৃত্যুকালেও) তাঁর ও আমার মুখের লালাকে একত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, আবদুর রাহমান (রা) একটি মিস্ত্রোক নিয়ে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা চিবুতে অপারাগ হন। তখন আমি সে মিস্ত্রোকটি নিয়ে নিজে চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাঁত মেজে দেই।

১৮৮৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَئْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى تَزُورَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ أَخْرِي مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَنِدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ نَفَدَ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى رَسَالَكُمَا، قَالاً سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَبَرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَأَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا

১৮৮২ সাইদ ইব্ন উফাইর (র)..... আলী ইব্ন হসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মীনী সাফিয়া (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসেন। তখন তিনি রময়ানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফ রত ছিলেন। এরপর যখন তিনি (সাফিয়া (রা) ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর সহধর্মীনী উষ্মে সালামা (রা)-এর দরজার নিকটবর্তী মসজিদের দরজার নিকট পৌছলেন তখন দু'জন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, একটু থাম, (এ মহিলা আমার স্ত্রী) তারা বলল, সুবহানল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একপ বলাটা তাদের নিকট কষ্টদায়ক মনে হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'শয়তান মানুষের রক্ত কণিকার ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করে। আমার আশঙ্কা হয়েছিল, না জানি সে তোমাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে দেয়।'

১৮৮৩ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُتَذَرَّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعٍ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَةَ مُسْتَدِيرِ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ

১৮৮৪ ইব্রাহীম ইব্ন মুনয়ির (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার বোন) হাফসা (রা)-এর ঘরের উপর (ঠাদে) আরোহণ করি। তখন আমি দেখতে পেলাম, নবী ﷺ কিবলাকে পেছন দিকে রেখে শাম (সিরিয়া) মুঢ়ী হয়ে আকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিচেন।

٢٨٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا

٢٨٥ **ইব্রাহীম ইবন মুনফির (র)**..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত তখন আদায় করতেন, যখন সূর্যের আলো তার আঙিনা থেকে বেরিয়ে যায়নি।

٢٨٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفَتَنَةُ ثَلَاثَةً مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

২৮৫ **মূসা ইবন ইসমাইল (র)**..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ খৃত্বা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় তিনি আয়িশা (রা)-এর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, এ দিক থেকেই (পূর্বদিক) ফিত্না, যে দিক থেকে সূর্য উদয়ের সময় শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে।

٢٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بْنِ ثَابَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ انسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَاهُ فُلَانًا لِعْمَ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاَعَةِ ، إِنَّ الرِّضَاَعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

২৮৬ **আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)**..... আমরা বিন্ত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মী আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁর নিকট ছিলেন। তখন আয়িশা (রা) আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার মনে হয়, সে অমুক, হাফসা (রা)-এর দুধ চাচা। (নবীজী বললেন) দুধপান তা-ই হারাম করে, যা জন্মগত সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।

١٩٤٥ . بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَحَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ

الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يُذَكَّرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعْرِهِ وَنَعْلَمُهُ وَأَنَّ يَتَّهِ مِمَّا شَرِكَ فِيهِ
أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

১৯৪৫. পরিষেদ : নবী ﷺ -এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ
সে সব থেকে যা ব্যবহার করেছেন, আর তা যার বক্টরের উল্লেখ করা হয়নি এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও
পাত্র নবী ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যরা (বরকত হাসিলে) শরীক হিলেন

২৮৮৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ
عَنْ أَنَّسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أُسْتَخْلَفَ بَعْثَةً إِلَى الْبَحْرَيْنِ
وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ، بِخَاتِمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتِمِ
ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ

২৮৮৮ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (র).....আনস (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, যখন আবু
বকর (রা) খলীফা হন, তখন তিনি তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণ করেন এবং তাঁর এ বিষয়ে একটি নিয়োগপত্র
লিখে দেন। আর তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুহর দ্বারা মুহরাংকিত করে দেন। উক্ত মুহরে তিনটি লাইন
খোদিত ছিল। এক লাইনে মুহাম্মদ, এক লাইনে রাসূল ও এক লাইনে আল্লাহ।

২৮৮৯ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَّسٌ نَعْلَمُنَّ جَرَادَائِينَ لَهُمَا
قِبَالَانِ، فَحَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بَعْدَ عَنْ أَنَّسٍ أَنَّهُمَا نَعْلَمُ النَّبِيِّ ﷺ

২৮৮৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... ঈসা ইবন তাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনস (রা)
দু'টি পশম বিহীন পুরাতন চপ্পল বের করলেন, যাতে দু'টি ফিতা লাগানো ছিল। সাবিত বুনানী (র) পরে
আনস (রা) থেকে একপ বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি নবী ﷺ -এর পাদুকা (মুবারক) ছিল।

২৮৯০ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ
حَمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتِ إِلَيْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
كَسَاءً مُلْبِدًا، وَقَالَتْ فِي هَذَا نُزُعَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ
حَمَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَخْرَجَتِ إِلَيْنَا عَائِشَةَ إِذَا رَأَتْ غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ
بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الْتِي تَدْعُونَهَا الْمُلْبِدَةَ

২৮৮ مُعَاذِنْدَ إِبْنَ الْمَسْكِينِ (ر).....أَبْرَارُ بُرَادَا (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, آয়িশা (রা) একটি মোটা তালী বিশিষ্ট কস্তুর বের করলেন আর বললেন, এ কস্তুর জড়ানো অবস্থায়ই নবী ﷺ-এর ওফাত হয়েছে। আর সুলাইমান (র) হমাইদ (র) সূত্রে আবু বুরদা (রা) থেকে বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, آয়িশা (রা) ইয়ামানে তৈরী একটি মোটা তহবিল এবং একটি কস্তুর যাকে তোমরা জোড়া লাগানো বলে থাক, আমাদের কাছে বের করেন।

২৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْكَسَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ
سَلِسْلَةً مِنْ فِضَّةٍ ، قَالَ عَاصِمٌ رَأَيْتُ الْقَدَحَ ، وَشَرَبْتُ فِيهِ

২৯০ آবদান (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর পেয়ালা ভেঙে যায়। তখন তিনি ভাঙ্গার স্থানে ঝুপার পাত দিয়ে জোড়া লাগালেন। আসিম (র) বলেন, আমি সে পেয়ালাটি দেখেছি এবং তাতে আমি পান করেছি।

২৯১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدَ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
أَبْنُ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَلْلَةَ الدُّوَلِيِّ
حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ شَهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا
الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلَى لِقَيَهُ الْمَسْوَرُ
بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا ، فَقَلَّتْ لَهُ لَا فَقَالَ
لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطَى سَيِّفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنَّ أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ
عَلَيْهِ ، وَآيُّهُ اللَّهُ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِي لَا يُخْلِصُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي ،
إِنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطْبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعَتْ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مُنْبَرِهِ هَذَا : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ
لَمُخْتَلِمٌ فَقَالَ أَنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ
صَهْرَاهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ أَيَّاهُ قَالَ
حَدَّثَنِي فَصَدَقْنِي ، وَوَعَدْنِي فَوَفَى لِي ، وَأَنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحُلُّ
حَرَامًا ، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا تُجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا

২৮৯১] সাইদ ইব্ন মুহাম্মদ জারমী (র).....আলী ইব্ন হসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন তাঁরা ইয়ায়ীদ ইব্ন মুআবিয়ার নিকট থেকে হসাইন (রা)-এর শাহাদাতের পর মদীনায় আসলেন, তখন তাঁর সঙ্গে মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনার কি আমার কাছে কোন প্রয়োজন আছে? তবে তা বলুন। তখন আমি তাঁকে বললাম, না। তখন মিসওয়ার (রা) বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরবারীটি দিবেন? আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা আপনাকে কাবু করে তা ছিনয়ে নিবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমাকে এটি দেন, তবে আমার জীবন থাকা পর্যন্ত কেউ আমার নিকট থেকে তা নিতে পারবে না। একবার আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা) থাকা অবস্থায় আবু জাহল কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর মিস্বারে দাঁড়িয়ে লোকদের এ খুত্বা দিতে শুনেছি, আর তখন আমি সাবালক। রাসূলুল্লাহ ﷺ (উক্ত ভাষণে) বললেন, ‘ফাতিমা আমার থেকে (অতি আদরের)। আমি আশঙ্কা করছি সে দীনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।’ তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বানু আবদে শামস গোত্রের এক জামাতার প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর জামাতা সম্পর্কে প্রশংসা করেন এবং বলেন, সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, তা সত্য বলেছে, আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে, তা প্রৱণ করেছে। আমি হালালকে হারামকারী নই এবং হারামকে হালালকারী নই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাস্তের কন্যা এবং আল্লাহর শক্তির কন্যা একত্রিত হতে পারে না।

২৮৯২] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةِ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ لَوْكَانَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاكِرًا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكْرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوُا سَعَادَةَ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ عَلَى إِذْهَبِ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرُّ سَعَاتِكَ يَعْمَلُوا بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ أَغْنَنَاهَا عَنِّي ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا عَلَيًّا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَفَّهَا حَيْثُ أَخْذَتْهَا * قَالَ الْحَمِيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا التُّورِيَّ عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، قَالَ أَرْسَلْنِي أَبِي خُذْهَا الْكِتَابَ فَأَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ

২৮৯৩] কুতাইবা (র).....ইব্ন হানাফিয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) যদি উসমান (রা)-এর সমালোচনা করতেন, তবে সেদিনই করতেন, যেদিন তাঁর নিকট কিছু লোক এসে উসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত উস্তুলকারী কর্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। আলী (রা) আমাকে জানিয়েছেন, উসমান (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে সংবাদ দাও যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফরমান। কাজেই আপনার কর্মচারীদের কাজ করার আদেশ দিন। তারা যেন সে অনুসারে কাজ করে। তা নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমার এটির দরকার নেই। তারপর আমি তা নিয়ে আলী (রা)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি। তখন তিনি বললেন, এটি যেখান থেকে নিয়েছে সেখানে রেখে দাও।

হুমাইদী (র)..... ইবন হানাফিয়াহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, আমাকে পাঠিয়ে বলেন, এ ফরমানটি নাও এবং এটি উসমান (রা)-এর কাছে নিয়ে যাও, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদ্কা (যাকাত) সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।

١٩٤٦. بَابُ الدُّلْيَلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمَسَاكِينِ وَإِيَّاشَارَ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ الصُّفَةِ وَالْأَرَامِلَ حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَّتْ إِلَيْهِ الطُّحْنَ وَالرَّحْنَ أَنَّ يُخَدِّمَهَا مِنِ السَّبِيِّ فَوَكَّلَهَا إِلَى اللَّهِ

১৯৪৬ পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আকস্মিক প্রয়োজনাদি ও অভাবগ্রস্তদের জন্য গনীমতের এক পঞ্চমাংশ। যখন ফাতিমা (রা) তাঁর নিকট আটা পিশার কষ্টের কথা জানিয়ে বন্দীদের থেকে তাঁর খেদমতের জন্য দাসী চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলে সুফ্ফা ও বিধবাদের অধাধিকার দিয়ে তিনি তাঁকে আল্লাহর সোপর্দ করেন

٢٨٩٣ حَدَّثَنَا بَدْلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلَىٰ أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلَقَّى مِنَ الرَّحْنِ مِمَّا تَطْهَنَ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِسَبِّيِّ فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةَ لَهُ فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبَنَا لِنَقْوَمَ فَقَالَ عَلَىٰ مَكَانِكُمَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِيهِ عَلَىٰ صَدْرِي فَقَالَ أَلَا أَدْلُكُمَا عَلَىٰ خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخْذَتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِرَا اللَّهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثَيْنِ وَأَخْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثَيْنِ وَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا

২৮৯৪ বদল ইবন মুহুর্বার (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) আটা পিশার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে একজন খাদিম চাইলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আয়িশা (রা)-এর কাছে তা উল্লেখ করেন। তারপর নবী ﷺ এলে আয়িশা (রা) তাঁর কাছে বিষয়টি বললেন। (নবী বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, ‘তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চাইতে উত্তম বস্তুর সম্মান দিব না?’ (তিনি বললেন) যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন চৌক্তিশ বার ‘আল্লাহ’

আকবার', তেব্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং তেব্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, এ-ই তোমাদের জন্য তার চাইতে উভয়, যা তোমরা চেয়েছ'।

١٩٤٧ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : قَالَ اللَّهُ خُمْسَةُ وَلِلرَّسُولِ يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمٌ ذَلِكَ ،
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ ، وَاللَّهُ يُعْطِي

১৯৪৭ পরিচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তাআলার বাণী ৪ নিচয় এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও রাসূলের । (৮ ৪ ৮১) তা বটনের ইখতিয়ার রাসূলেরই । রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি বটনকারী ও হেফাজতকারী আর আল্লাহ তা'আলাই দিয়ে থাকেন

٢٨٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورَ وَقَتَادَةَ
سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً قَالَ شُعْبَةُ فِي
حَدِيثِ مَنْصُورٍ أَنَّ الْأَنْصَارِيَ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنْقِي فَاتَّيْتُ بِهِ النَّبِيِّ
ﷺ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْমَانَ وَلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً قَالَ
سَمِعُوا بِإِسْمِيْ وَلَا تُكْنُوا بِكُنْيَتِيْ فَإِنَّمَا جَعَلْتُ قَاسِمًا أَقْسَمُ بَيْنَكُمْ
وَقَالَ حُصَيْنُ بْعُثْتُ قَاسِمًا أَقْسَمُ بَيْنَكُمْ * وَقَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ سَمِعُوا بِإِسْمِيْ وَلَا تُكْنُوا بِكُنْيَتِيْ

২৮৯৪] আবুল ওয়ালীদ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের আনসারীর এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় । সে তার নাম মুহাম্মদ রাখার ইচ্ছা করল । মানসুর (র) সুন্দে বর্ণিত হাদীসে শুবা বলেন, সে আনসারী বলল, আমি তাকে আমার ঘাড়ে তুলে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম । আর সুলায়মান (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় । তখন সে তার নাম মুহাম্মদ রাখার ইচ্ছা করে । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ । কিন্তু আমার কুনীয়াতের অনুরূপ কুনীয়াত রেখ না । আমাকে বটনকারী করা হয়েছে । আমি তোমাদের মধ্যে বটন করি ।' আর হুসাইন (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি বটনকারীরপে প্রেরিত হয়েছি । আমি তোমাদের মধ্যে বটন করি ।' আর আমর (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সে ব্যক্তি তার সন্তানের নাম কাসিম রাখতে চেয়েছিল, তখন নবী ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনীয়াতের অনুরূপ কুনীয়াত রেখ না ।'

۲۸۹۵ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَلَدَ لِرَجُلٍ مَنَا غُلَامٌ فَسَمَاهُ الْقَاسِمُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نُكَنِّيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُتَعْمِكَ عَيْنَاهُ فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَاهُ تَهُ الْقَاسِمُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نُكَنِّيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُتَعْمِكَ عَيْنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْسَنَتِ الْأَنْصَارُ تَسْمِيَّةً وَلَا تَكُنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ

۲۸۹۶ مুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক জনের পুত্র সন্তান জন্ম হয় । সে তার নাম রাখল কাসিম । তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না । সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে । আমি তার নাম রেখেছি কাসিম । তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না । নবী ﷺ বললেন, ‘আনসারগণ ভালই করেছে । তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু কুনীয়াত ব্যবহার করো না । কেননা, আমি তো কাসিম (বন্টনকারী) ।’

۲۸۹۶ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهِ فِي الدِّينِ وَاللَّهُ أَعْطَى الْقَاسِمَ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ خَالَفُهُمْ حَتَّىٰ يَاتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

۲۸۹۷ হিবান ইবন মূসা (র)..... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করেন । আল্লাহই দানকারী আর আমি বন্টনকারী । এ উদ্ঘাত সর্বদা তাদের প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত আর তারা থাকবে বিজয়ী ।'

۲۸۹۷ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحَ حَدَّثَنَا هَلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَا أُعْطِيْتُكُمْ وَلَا أَمْنَعْتُكُمْ إِنِّيْ أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

২৮৯৭ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আমি তোমাদের দানও করি না এবং তোমাদের বর্ধিতও করি না। আমি তো কেবল বস্তনকারী, যেভাবে আদিষ্ট হই, সেভাবে ব্যয় করি।’

২৮৯৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ أَبْنِ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَشْمَهُ نُعْمَانَ عَنْ حَوْلَةِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৮৯৯ আবদুল্লাহ ইবন ইয়ায়ীদ (র)..... খাওলাহ আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহানাম অবধারিত।’

১৯৪৮ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْلَتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَدْكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَهِيَ لِلْعَامَةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ ﷺ

১৯৪৮. পরিচ্ছেদ ৪ নবী ﷺ-এর বাণী ৪ তোমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। আবু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ৪: আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিরেছিলেন যুক্তে লজ বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্য তুরাবিত করেছিলেন (সূরা ফাতহ ৪: ২০) [আয়াতের শেষ পর্যন্ত] গনীমত সাধারণ মুসলমানের জন্য ছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (যোকাদের জন্য)

২৮৯৯ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرُوْةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمَفْنُومُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৯০০ **মুসাদাদ (র)**..... উরওয়া আল-বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছে বাঁধা রয়েছে কল্যাণ, সাওয়াব ও গনীমত কিয়ামত পর্যন্ত।

২৯০০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى

فَلَا كُشْرٌ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَتُنْفَقَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৯৪০ আবুল ইয়ামান (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিস্রা খংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কিস্রা হবে না। আর যখন কায়সার খংস হয়ে যাবে, তারপর আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা অবশ্যই ব্যয় করবে উভয় সাম্রাজ্যের ধন ভাসার আল্লাহর পথে।

২৯.১ حَدَّثَنَا أَشْحَقُ سَمِيعٍ جَرِيرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كَشْرٌ فَلَا كُشْرٌ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৯৫১ ইসহাক (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিস্রা খংস হয়ে যাবে তারপর আর কোন কিস্রা হবে না। আর যখন কায়সার খংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই ব্যয় হবে উভয় সাম্রাজ্যের ধনভাসার আল্লাহর পথে।

২৯.২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْلَثُ لِي الْغَنَائِمَ

২৯০২ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

২৯.৩ حَدَّثَنَا أَشْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَضَدِّيقُ كَلْمَاتِهِ بِأَنَّ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعُهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

২৯০৪ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার জিম্মা গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়ার ও গনীমত অর্জন করেছে তা সহ তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখান থেকে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।

২৯০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَبَارِكَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامَ بْنِ مُنْبَهٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَزَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَتَبَعَّنِي رَجُلٌ مَلِكٌ بُضُوعٌ امْرَأَةٌ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنِي بِيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنِمًا أَوْ خَلْفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وَلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرِيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكَ مَامُورٌ وَآنَا مَامُورٌ ، اللَّهُمَّ احْبِشْهَا عَلَيْنَا فَحَبَسْتَ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكِلُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلَيُبَابِيغْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةِ رَجُلٍ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلَتُبَابِيغْنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَجَاؤُ بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الدَّهْبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا

২৯০৬ মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'কোন একজন নবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও না যে ঘর তৈরী করেছে কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষা করছে। তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটবর্তী হলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদিষ্ট আর আমিও আদিষ্ট। ইয়া আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন। এরপর তিনি গনীমত একত্রিত করলেন। তখন সেগুলো জুলিয়ে দিতে আগুন এল কিন্তু আগুন তা জুলাল না। নবী ﷺ তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে (গনীমতের) আঞ্চলিক আঞ্চলিক রয়েছে। অত্যেক গোত্র থেকে একজন যেন আমার কাছে বাইআত করে। সে সময় একজনের হাত নবীর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আঞ্চলিক রয়েছে।

কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার কাছে বাইআত করে। এ সময় দু' ব্যক্তির বা তিনি ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আঘসাং রয়েছে। অবশ্যে তারা একটি গাভীর মন্তক সমতুল্য স্বর্ণ উপহিত করল এবং তা রেখে দিল। তারপর আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল। এরপর আল্লাহ আমাদের জন্য গনীমত হালাল করে দিলেন এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে তা আমাদের জন্য হালাল করে দিলেন।

١٩٤٩. بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهَدَ الْوَقْعَةَ

১৯৫২. পরিষেদ : গনীমত তাদের জন্য, যারা অভিযানে হাথির হয়েছে

٢٩٠٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَخْرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ مُصَاحِّفَةَ خَيْرِ

২৯০৫ সাদাকা (র)..... যায়দ ইবন আসলাম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, যদি পরবর্তী মুসলিমদের ব্যাপার না হতো, তবে যে জনপদই বিজিত হতো, তাই আমি সেই জনপদবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী ﷺ খায়বার এলাকা বন্টন করে দিয়েছেন।

١٩٥٠. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنِمِ هَلْ يَنْفَصُ مِنْ أَجْرِهِ

১৯৫০ পরিষেদ : যে ব্যক্তি গনীমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে তার সাওয়াব কি কম হবে?

٢٩٠٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمْرَأَبِي لِلثَّبَّيِّ مُتَلِّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنِمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكَّرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلَيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৯০৭ মুহাম্মদ ইবন বাশুণ্হার (র)..... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করল যে, কেউ যুদ্ধ করে গনীমতের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে জনসাধারণে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে আর যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করল?’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, সেই আল্লাহর রাহে জিহাদকারী।’

۱۹۵۱. بَابُ قِسْمَةِ الْأَمَامِ مَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ

۱۹۵۱. পরিচ্ছেদ : ইমামের নিকট যা আসে তা বটন করা এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেওয়া

۲۹.۷ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَىتْ لَهُ أَقْبِيَةً مِنْ دِيَبَاجَ مُزَرَّرَةً بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَّلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَجَاءَ رَمَعَةُ ابْنُ الْمَسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَأَسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ، فَقَالَ يَا أَبَا الْمَسْوَرِ خَبَاتُ هَذَا لَكَ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَدَّةٌ، رَوَاهُ أَبْنُ عُلَيْةَ عَنْ أَيُوبَ وَقَالَ حَاتَمُ بْنُ وَرَدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي مُلِيْكَةَ عَنِ الْمَسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً تَابَعَهُ الْلَّيْثُ عَنْ أَبِي مُلِيْكَةَ

۲۹۰۷. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওহ্হাব (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে সোনালী কারুকার্য খচিত কিছু রেশমী কাবা জাতীয় পোষাক হাদীয়া দেয়া হল। তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্য থেকে কয়েকজনকে তা বটন করে দেন এবং তা থেকে একটি কাবা মাখরামা ইব্ন নাওফল (রা)-এর জন্য আলাদা করে রাখেন। তারপর মাখরামা (রা) তাঁর পুত্র মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা)-কে সাথে নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালেন আর (পুত্রকে) বললেন, তাঁকে আমার জন্য আহবান কর। তখন নবী ﷺ তার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি একটি কাবা নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর এর কারুকার্য খচিত অংশ তার সামনে তুলে ধরে বললেন, হে আবুল মিসওয়ার! আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আর মাখরামা (রা)-এর স্বভাবে কিছুটা ঝুঢ়া ছিল। এ হাদীসটি ইসমাইল ইব্ন উলাইয়া (র)-ও আইউব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাতিম ইব্ন ওয়ারদান (র) বলেন, আইউব (র) ইব্ন আবু মুলায়কা (র) সূত্রে মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কয়েকটি কাবা জাতীয় পোষাক এসেছিল। (বাকী অংশ আগের মত)। লাইস (র) ইবন আবু মুলাইকা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আইয়ুব (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

۱۹۵۲. بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ فِي نَوَائِبِهِ

১৯৫২. পরিষেবা : নবী ﷺ কিরণে কুরায়া ও নাযীরের ধন-সম্পদ বটন করেছেন এবং প্রয়োজনে কিভাবে ব্যয় করেছেন?

২৯.৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَشْوَدَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتَّىٰ افْتَتَحَ قُرِيَظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْدُ عَلَيْهِمْ

২৯০৮ آবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কিছু খেজুর গাছ নির্দিষ্ট করতেন কুরায়া ও নাযীরের উপর বিজয় লাভ করা পর্যন্ত। তারপর তিনি সে গাছগুলো তাদের ফেরত দিয়ে দেন।

১৯৫৩ . بَابُ بَرَكَةِ الْغَازِيِّ فِي مَالِهِ حَيَّا وَمِيتًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَلَادَةِ الْأَمْرِ

১৯৫৩. পরিষেবা : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামী শাসকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যোৱাদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে যে বরকত সৃষ্টি হয়েছে

২৯.৯ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيهِ أُسَامَةَ أَحَدَكُمْ هَشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الرَّبِيعُ يَوْمَ الْجَمْلِ دَعَانِي فَقَمْتُ إِلَيْهِ جَنْبَهُ، فَقَالَ يَا بُنْيَءَ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ وَأَنِّي لَا أَرَانِي أَلَا سَاقْتُلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا وَأَنَّ مِنْ أَكْبَرِ هُمَّيْ دِيَنِي افْتَرَى دِيَنَنَا يُبَقِّي مِنْ مَا لَنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنْيَءَ بَعْ مَا لَنَا وَأَقْضِ دِيَنِي وَأَوْصِي بِالثُّلُثِ وَثُلُثِ لِبْنِيَّ يَعْنِي لِبْنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ أَشْلَاثًا ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَا لَنَا فَضَلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدِّيَنِ فَثُلُثُهُ لَوْلَدَكَ ، قَالَ هَشَّامٌ : وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدَّ وَأَزَى بَعْضَ بَنِي الرَّبِيعِ خُبَيْبَ وَعَبَادَ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعَ بَنَاتٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوْصِيَنِي بِدِيَنِي وَيَقُولُ يَا بُنْيَءَ إِنَّ عَجَزَتْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ ، قَالَ فَوَاللَّهِ مَا دَرِيَتْ مَا أَرَادَ حَتَّىٰ قُلْتُ يَا أَبَةَ مَنْ مَوْلَاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةِ مِنْ دِيَنِهِ ، إِلَّا قُلْتُ يَا مَوْلَايَ

الْزَبِيرِ أَقْضِيَ عَنْهُ دِيَنُهُ فَيَقْضِيهِ ، فَقُتِلَ الْزَبِيرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدْعُ دِيَنَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرْضَيْنَ مِنْهَا الْغَابَةَ وَاحْذَى عَشَرَةَ دَارَأً بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصَرَةِ وَدَارَأً بِالْكُوفَةِ وَدَارَأً بِمَضْرَرِ ، قَالَ وَانِّمَا كَانَ دِيَنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الْزَبِيرُ لَا وَلَكُنْهُ سَافَّ فَانِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَ اِمَارَةَ قَطُّ وَلَا جِبَائَةَ خَرَاجٍ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُكَوِّنَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْزَبِيرِ فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ قَالَ فَلَقِيَ حَكِيمٌ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْزَبِيرِ ، فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدِّيَنِ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مَائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيمٌ وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسْعَ لِهَذِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفَرَايْتَكَ أَنَّ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ قَالَ مَا أَرَأَكُمْ تُطْبِقُونَ هَذَا ، فَإِنَّ عَزَّزْتُمْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ فَأَشْتَعِنُوا بِإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَكَانَ الْزَبِيرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعَيْنَ وَمِائَةَ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفِ وَسَتِّمَائَةِ أَلْفٍ ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْزَبِيرِ رَحْقٌ ، فَلَيُؤَافِنَا بِالْغَابَةِ ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الْزَبِيرِ أَرْبَعُمَائَةِ أَلْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَنَّ شَيْئَمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا ، قَالَ فَإِنَّ شَيْئَمْ جَعَلَتْهَا فِي مَا تُوْخِرُونَ إِنَّ أَخْرَتُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا ، قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دِيَنَهُ فَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُمْ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مَعَاوِيَةَ وَعَنْدَهُ عَمَرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الْزَبِيرِ وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ مَعَاوِيَةَ كَمْ قُوَّمَتِ الْغَابَةُ ، قَالَ كُلُّ سَهْمٍ مَائَةُ أَلْفٍ ، قَالَ كَمْ بَقِيَ ، قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُمْ وَنِصْفٌ فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الْزَبِيرِ قَدْ أَخْذَتُ

سَهْمًا بِمَاةَ الْفِ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخْذَتْ سَهْمًا بِمَاةَ الْفِ
وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ أَخْذَتْ سَهْمًا بِمَاةَ الْفِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقَى فَقَالَ
سَهْمٌ وَنَصْفٌ قَالَ أَخْذَتْهُ بِخَمْسِينَ وَمَاةَ الْفِ قَالَ فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ الْفِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيرِ مِنْ
قَضَاءِ دِيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيرِ : أَقْسُمُ بَيْنَنَا مِثْرَاثَنَا قَالَ لَهُمْ وَاللَّهُ لَا
أَقْسُمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سَنِينَ أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ
دِيْنٌ فَلَيَأْتِنَا فَلَنْقُضِيهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةً يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى
أَرْبَعُ سَنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَكَانَ لِلزُّبَيرِ أَرْبَعُ نَسْوَةٌ ، وَرَفَعَ الْثَلَاثَ
فَاصَابَ كُلُّ اُمْرَأَةٍ أَلْفُ الْفِ وَمِائَتَانِ أَلْفٍ فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ
أَلْفٍ وَمِائَتَانِ أَلْفٍ

[২৯০] ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উষ্ট্রযুদ্ধের দিন যুবায়র (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, হে পুত্র! আজকের দিন জালিম অথবা মাজলূম ব্যক্তিত কেউ নিহত হবে না। আমার মনে হয়, আমি আজ মাজলূম হিসেবে নিহত হব। আর আমি আমার ঝণ সম্পর্কে বেশী চিন্তিত। তুমি কি মনে কর যে, আমার ঝণ আদায় করার পর আমার সম্পদের কিছু অবশিষ্ট থাকবে? তারপর তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার সম্পদ বিক্রয় করে আমার ঝণ পরিশোধ করে দিও। তিনি এক তৃতীয়াংশের ওসীয়াত করেন। আর সেই এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াত করেন তাঁর (আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের) পুত্রদের জন্য তার অর্থাৎ আবদুল্লাহ, তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করবে ঝণ পরিশোধ করার পর যদি আমার সম্পদের কিছু উদ্ভুত থাকে, তবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার পুত্রদের জন্য। হিশাম (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর কোন কোন পুত্র যুবায়র (রা)-এর পুত্রদের সমবয়সী ছিলেন। যেমন, খুবায়ের ও আববাদ। আর মৃত্যুকালে তাঁর নয় পুত্র ও নয় কন্যা ছিল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি আমাকে তাঁর ঝণ সম্পর্কে ওসীয়াত করছিলেন এবং বলছিলেন, হে পুত্র! যদি এ সবের কোন বিষয়ে তুমি অক্ষম হও, তবে এ ব্যাপারে আমার মাওলার সাহায্য চাইবে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে, তিনি মাওলা দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশেষে আমি জিজাসা করলাম, হে পিতা! আপনার মাওলা কেঁ তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যখনই তাঁর ঝণ আদায়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি, হে যুবায়রের মাওলা! তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঝণ আদায় করে দিন। আর তাঁর করয শোধ হয়ে যেতো। এরপর যুবায়র (রা) শহীদ হলেন এবং তিনি নগদ কোন দীনার রেখে যাননি আর না কোন দিরহাম। তিনি কিছু জমি রেখে যান যার মধ্যে একটি হল গাবা। আরো রেখে

যান মদীনায় এগারোটি বাড়ী, বসরায় দু'টি, কৃষ্ণায় একটি ও মিসরে একটি। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বলেন, যুবায়র (রা)-এর খণ্ড থাকার কারণ এই ছিল যে, তাঁর নিকট কেউ যখন কোন মাল আমানত রাখতে আসত তখন যুবায়র (রা) বলতেন, না, এভাবে নয়; তুমি তা আমার কাছে খণ্ড হিসাবে রেখে যাও। কেননা আমি ভয় করছি যে, তোমার মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।^১ যুবায়র (রা) কখনও কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা বা কর আদায়কারী অথবা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী হয়ে অথবা আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বলেন, তারপর আমি তাঁর খণ্ডের পরিমাণ হিসাব করলাম এবং দেখলাম তাঁর খণ্ডের পরিমাণ বাইশ লাখ পেলাম। রাবী বলেন, সাহাবী হাকীম ইবন হিযাম (রা) আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বলেন, হে ভাতিজা। বল তো আমার ভাইয়ের কত খণ্ড আছে? তিনি তা প্রকাশ না করে বললেন, এক লাখ।^২ তখন হাকীম ইবন হিযাম (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এ সম্পদ দ্বারা এ পরিমাণ খণ্ড শোধ হতে পারে, আমি এক্ষেপ মনে করি না। তখন আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাঁকে বললেন, যদি খণ্ডের পরিমাণ বাইশ লাখ হয়, তবে কী ধারণা করেন? হাকীম ইবন হিযাম (রা) বললেন, আমি মনে করি না যে, তোমরা এর সামর্থ রাখ। যদি তোমরা এ বিষয়ে অক্ষম হও, তবে আমার সহযোগিতা গ্রহণ করবে। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বলেন, যুবায়র (রা) গাবাস্তুত ভূমিটি এক লাখ সন্তুর হাজারে কিনেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তা ঘোল লাখের বিনিয়য়ে বিক্রয় করেন। আর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, যুবায়র (রা)-এর নিকট কারা পাওনাদার রয়েছে, তারা আমার সঙ্গে গাবায় এসে ফ্লিলত হবে। তখন আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) তাঁর নিকট এলেন। যুবায়র (রা)-এর নিকট তার চার লাখ পাওনা ছিল। তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-কে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বললেন, না। আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) বললেন, যদি তোমরা তা পরে দিতে চাও, তবে তা পরে পরিশোধের অন্তর্ভুক্ত করতে পার। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বললেন, না। তখন আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) বললেন, তবে আমাকে এক টুকরা ভূমি দাও। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বললেন, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত জমি আপনার। রাবী বলেন, তারপর আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) গাবার জমি থেকে বিক্রয় করে সম্পূর্ণ খণ্ড পরিশোধ করেন। তখনও তাঁর নিকট গাবার জমির সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। তারপর তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে এলেন। সে সময় তাঁর কাছে আমর ইবন উসমান, মুনয়ির ইবন যুবায়র ও আবদুল্লাহ ইবন যামআ (রা) উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, গাবার মূল্য কত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক অংশ এক লাখ হারে। তিনি জিজসা করলেন, কত অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সাড়ে চার অংশ। তখন মুনয়ির ইবন যুবায়র (রা) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আমর ইবন উসমান (রা) বলেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আর আবদুল্লাহ ইবন যামআ (রা) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, আর কি পরিমাণ অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বললেন, দেড় অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি তা দেড় লাখে নিলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) তাঁর অংশ মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ছয় লাখে

১. খণ্ড হলে খোয়া গেলে তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে, আর আমানত হলে খোয়া গেলে তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে না। তোমার নিজের স্বার্থেই তা আমার নিকট খণ্ড হিসাবে রেখে দাও, আমানত হিসাবে রেখ না।

২. এখানে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাঁর পিতার খণ্ডের প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ না করে কিছু পরিমাণ খণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। (উমদাতুল কারী)

বিজয় করেন। তারপর যখন ইব্ন মুবায়র (রা) তাঁর পিতার ঝণ পরিশোধ করে সারলেন, তখন মুবায়র (রা)-এর পুত্ররা বললেন, আমাদের মীরাস ভাগ করে দিন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবায়র (রা) বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মাঝে ভাগ করব না, যতক্ষণ আমি চারটি হজ্জ মৌসুমে এ ঘোষণা প্রচার না করি যে, যদি কেউ মুবায়র (রা)-এর কাছে ঝণ পাওনা থাকে, সে যেন আমাদের কাছে আসে, আমরা তা পরিশোধ করব। রাবী বলেন, তিনি প্রতি হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা প্রচার করেন। তারপর যখন চার বছর অতিবাহিত হল, তখন তিনি তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাবী বলেন, মুবায়র (রা)-এর চার স্ত্রী ছিলেন। এক তৃতীয়াৎশ পৃথক করে রাখা হলো। প্রত্যেক স্ত্রী বার লাখ করে পেলেন। আর মুবায়র (রা)-এর মোট সম্পত্তি পাঁচ কোটি দু'লাখ ছিল।

১৯৫৪. بَابُ أَذَا بَعَثَ الْأَمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمْرَهُ بِالْمُقَامِ هَلْ يُسْهِمُ لَهُ

১৯৫৪. পরিচ্ছেদ : ইমাম যদি কোন দৃতকে কোন কাজে পাঠান কিংবা তাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেন; তবে তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা?

২৯১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغْيِيبَ عُثْمَانَ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لَكَ أَجْرًا جَلِيلًا مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهَمَهُ

২৯১০ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ছিলেন তাঁর সহধর্মী আর তিনি ছিলেন পীড়িত। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন, ‘বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীর সম্পরিমাণ সাওয়াব ও (গন্মীমাত্রে) অংশ তুমি পাবে।’

১৯৫৫. بَابُ مَنْ قَالَ وَمَنِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَابِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيُّ ﷺ بِرَضَاعَهِ فِيهِمْ ، فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْلَمُ بَعْدُ النَّاسَ أَنَّ يُعْطِيهِمْ مِنَ الْقَوْنِ ، وَالْأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا أَعْطَى الْأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ تَمْرٍ خَيْرٍ

১৯৫৫. পরিচ্ছেদ : যিনি বলেন, এক পঞ্চমাংশ মুসলিমগণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য। এর অর্থাণ : হাওয়ায়িন, তাদের গোত্রে নবী (সা)-এর দুধ পানের সৌজন্যে তারা যে আবেদন করেছিল, তারই প্রেক্ষিতে মুসলিমগণ থেকে তাদের সে দাবী আদায় করিয়ে নেন। ‘নবী ﷺ লোকদেরকে কায় ও

গনীমত-এর অংশ থেকে খুমুস দানের যে প্রতিক্রিয়া দান করতেন।' 'আর যা তিনি আনসারদের অদান করেছেন' এবং 'যা তিনি খায়বারের থেকে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে দান করেছেন'

২৯১৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوْةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمَشْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنَّ يَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبَبِيهِمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْحَدِيثَ إِلَى أَصْدَقَهُ فَاخْتَارُوا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبَّيْ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْتِيَّتُ بِهِمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّهَمَهُمْ بِضَعِ عَشَرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَلَّ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ رَادِ إِلَيْهِمُ الْأَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا : فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبَبِيْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثَانَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَخْوَانَكُمْ هُؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِيْنِ ، وَإِنَّى قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ أَرْدَ إِلَيْهِمْ سَبَبِيْهِمْ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَطِيبَ فَلَيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْلَهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ أَيَّاهُ ، مَنْ أَوْلَ مَا يُفْيِيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبَنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ لَا نَذْرِي مَنْ أَذْنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَأَرْجَعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَمُهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا فَأَذِنُوا فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبَبِيْ هَوَازِنَ

২৯১৮ সাউদ ইবন উফাইর (রা)..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে মারওয়ান ইবন হাকাম ও মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) রেওয়ায়ত করেছেন যে, যখন হাওয়ায়িন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল যে, তাদের মাল ও বন্দী উভয়ই ফেরত দেওয়া হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, আমার নিকট সত্য কথা অধিক প্রিয়। তোমরা দুঃখের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ কর। হয় বন্দী, নয় মাল। আর আমি তো তাদের (হাওয়ায়িন গোত্রের) প্রতীক্ষা করেছিলাম আর

তায়েফ থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ দিন থেকে বেশী সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। অবশ্যে যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'টোর মধ্যে যে কোন একটিই ফেরত দিবেন, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদের ফেরত লাভই পছন্দ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলা'র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের এ সকল ভাই তাওরা করে আমার নিকট এসেছে। আর আমি সমীচীন মনে করছি যে, তাদের বন্দীদের ফেরত দিব। যে ব্যক্তি সম্মুক্তিতে তা করতে চায়, সে যেন তা করে আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চায় যে, তার অংশ বহাল থাকুক, সে যেন অপেক্ষা করে (কিংবা) আল্লাহ তা'আলা' আমাদেরকে প্রথম যে গনীভূতের মাল দান করবেন, আমি তাকে তা দিয়ে দিব, তাও করতে পারে। সববেতে লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সম্মুক্তিতে সেটি গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি সঠিক জানতে পারিনি, তোমাদের মধ্যে কে এতে সম্মতি দিয়েছে, আর কে দেয়নি। কাজেই, তোমরা ফিরে যাও এবং নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানাও। লোকেরা চলে গেল। আর তাদের প্রতিনিধিরা নিজেদের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফেরত এল এবং তাকে জানাল যে, তারা সম্মুক্তিতে (বন্দী ফেরত দানের ব্যাপারে) সম্মতি দিয়েছে। (ইবন শিহাব বলেন) হাওয়ায়িনের বন্দীগণ সম্পর্কিত বিবরণ আমাদের নিকট এক্সপাই পৌছেছে।

٢٩١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِيهِ قَلَبَةَ حَ قَالَ أَيُوبُ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ أَخْفَظُ عَنْ زَهْدِمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِيهِ مُوسَى فَأَتَى نَذْكَرَ دَجَاجَةً وَعَنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنَى تَيْمَ اللَّهُ أَحْمَرَ كَانَهُ مِنَ الْمَوَالِيِّ ، فَدَعَاهُ لِلْطَّعَامِ فَقَالَ : أَنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدْرُ ثُرَّتْهُ فَحَلَفَتُ أَنْ لَا أَأْكُلَ فَقَالَ هَلْمُ فَلَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفْرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمَلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمَلُكُمْ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبٍ أَبِلٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ النَّفْرُ الْأَشْعَرِيِّونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوَادٍ غَرَّ الدُّرَّى ، فَلَمَّا اسْتَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارِكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا أَنَا سَأْلَنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا أَفْنَسِيَّتَ ، قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَأَنِّي وَاللَّهِ أَنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الذِّي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا

২৯১২ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবু মূসা (রা)-এর কাছে ছিলাম, এ সময় মুরগীর (গোশত) সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। তখায় তাইমুল্লাহ গোত্রের এমন লাল বর্ণের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ত্রৈতদাস)-দের একজন। তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন সে বলে উঠল, আমি মুরগীকে এমন বস্তু খেতে দেখেছি, যাতে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, তা খাব না। আবু মূসা (রা) বললেন, আস, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাচ্ছি। আমি কয়েকজন আশআরী ব্যক্তির পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সাওয়ারী চাইতে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না এবং আমার কাছে তোমাদের দেয়ার মত কোন সাওয়ারীও নেই। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের খৌজ নিলেন এবং বললেন, সেই আশ'আরী লোকেরা কোথায়? তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উচু সাদা চুলওয়ালা পাঁচটি উট আমাদের দিতে বললেন। যখন আমরা উট নিয়ে রওয়ানা হলাম বললাম, আমরা কী করলাম? আমাদের মঙ্গল হবে না। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফিরে এলাম এবং বললাম, আমরা আপনার নিকট সাওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন আপনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। আপনি কি তা ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন। আর আল্লাহর কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইন্শাআল্লাহ কোন বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি মঙ্গলজনক মনে করি, তখন সেই মঙ্গলজনকটি আমি করি এবং কাফ্ফারা দিয়ে কসম থেকে মুক্ত হই।

২৯১৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا أَبْلَكَثِيرًا فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ إِثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

২৯১৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত স্বরূপ তাঁরা বহু সংখ্যক উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরক্ষারস্বরূপ আরো একটি করে উট দেয়া হয়।

২৯১৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَئِمَّةُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَّايَا لَا نَفْسِهِمْ خَاصَّةٌ سِوَى قَسْمٍ عَامَّةِ الْجَيْشِ

২৯১৪ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত কোন কোন সেনা দলে কোন কোন ব্যক্তিকে সাধারণ সেনাদের প্রাপ্ত অংশের অতিরিক্ত দান করতেন।

২৯১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغْنَا مَخْرَجَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مَهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَآخَوَانِ لِي أَنَا أَصْفَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمَ إِمَّا قَالَ فِي بَضَعِ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةِ وَخَمْسَيْنِ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنِ رَجُلًا مِنْ قَوْمِيِّ ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِيهِ طَالِبَ وَاصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمْرَنَا بِالْأَقْامَةِ فَأَقِيمُوا مَعْنَا فَاقْمَنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْرَ فَأَشْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَاعْطِنَا مِنْهَا وَمَا قَسْمَ لَاهْدِ غَابَ عَنْ فَتَحِ خَيْرٍ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتَنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَاصْحَابِهِ ، قَسْمٌ لَهُمْ مَعَهُمْ

২৯১৬ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা.....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরত করার সংবাদ পৌছে। তখন আমরাও তাঁর নিকট হিজরত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি এবং আমার আরো দু'ভাই এর মধ্যে ছিলাম। আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তাদের একজন হলেন আবু বুরদাহ, অপরজন আবু রহ্ম। রাবী হয়ত বলেছেন, আমার গোত্রের আরোও কতিপয় লোকের মধ্যে; কিংবা বলেছেন, আমার গোত্রের তিশান্ন বা বায়ান জন লোকের মধ্যে। তারপর আমরা একটি নৌযানে আরোহণ করলাম। ঘটনাক্রমে আমাদেরকে নৌযানটি হাবশার নাঞ্জাশী বাদশাহীর দিকে নিয়ে যায়। সেখানে আমরা জাফর ইব্ন আবু তালিব (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হই। জাফর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আপনারাও আমাদের সঙ্গে এখানে অবস্থান করুন। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে থেকে গেলাম। অবশেষে আমরা সকলে একত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলাম। এমন সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌছলাম, যখন তিনি খায়বার বিজয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (খায়বারে লক্ষ গনীমতে) আমাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), কিংবা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদেরও তা থেকে দিয়েছেন। আমাদের ব্যক্তিত খায়বার বিজয়ে অনুপস্থিত কাউকেই তা থেকে অংশ দেন নি, জাফর (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণের সাথে আমাদের এ নৌযানে আরোহীদের মধ্যে বন্টন করেছেন।

٢٩١٦ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ
 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْقَدْ جَاءَنَا مَالُ
 الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذَا وَهَذَا ، فَلَمْ يَجِدْ حَتَّىٰ قُبْصَ النَّبِيُّ
 ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرَ مُنَادِيًّا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِينُ أَوْ عَدَةً فَلَيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ لَئِنِّي كَذَّا وَكَذَّا فَحَثَّنَا لَيْلَاتٌ وَجَعَلَ سُفِيَّانُ يَخْتُو بِكَفِيهِ جَمِيعًا ، ثُمَّ
 قَالَ لَنَا هَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ
 يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ التَّالِيَّةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ
 تُعْطِنِي ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فَإِمَامًا أَنْ تُعْطِنِي ،
 وَإِمَامًا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي ، قَالَ قُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّي مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةً إِلَّا وَأَنَا
 أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ - قَالَ سُفِيَّانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلَىٰ عَنْ جَابِرِ
 فَحَثَّنَا لَيْلَ وَقَالَ عُدُّهَا فَوَجَدَتُهَا خَمْسَمِائَةً قَالَ فَخُذْ مِثْلَهَا مَرْتَيْنِ وَقَالَ
 يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ

২৯১৬) আশী ইবন আবদুল্লাহ (রা)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি আমার নিকট বাহ্রাইনের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে (দুই হাত মিলিয়ে) এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দান করব। নবী ﷺ-এর ইন্তিকাল অবধি তা এলো না। তারপর যখন বাহ্রাইনের মাল এল, তখন আবু বকর (রা) ঘোষণা দানকারীকে এ ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যার কোন ঝণ বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে যেন আমার নিকট আসে। এরপর আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এত এত ও এত দেয়ার কথা বলেছেন। তখন আবু বকর (রা) তিনবার অঙ্গলি ভরে দান করেন। সুফিয়ান (রা) তাঁর দুই হাত একত্র করে অঙ্গলি করে আমাদের বললেন, ইবন মুনকাদির একপই বলেছেন। জাবির (রা) বলেন, তারপর আমি (জাবির) আবু বকর (রা)-এর নিকট এলাম এবং তাঁর কাছে চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর কাছে এলাম। তখনও তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর নিকট তৃতীয়বার এসে বললাম, আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। আবার আমি আপনার নিকট চেয়েছি, তখনও আপনি আমাকে দেননি। পুনরায় আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। এখন আমাকে আপনি দেবেন, না হয় আমার সঙ্গে কার্পণ্য করবেন। আবু বকর (রা) বললেন, তুমি আমাকে বলছ, ‘কার্পণ্য করবেন?’ আমি যতবারই তোমাকে দিতে অস্বীকার করি না কেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি তোমাকে দেই। সুফিয়ান (র) বলেন, আমর (র)

মুহাম্মদ ইবন আলী (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবু বকর (রা) আমাকে এক অঙ্গলি দিয়ে বললেন, এটা গুণে নাও। আমি গণনা করে দেখলাম, পাঁচ শত। তখন তিনি বললেন, এরূপ আরও দু'বার নিয়ে নাও। আর ইব্নুল মুনকাদিরের বর্ণনায় আছে যে, (আবু বকর (রা) বলেছেন), 'কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ কী হতে পারে?'

২১৭ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرْيَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْدِلٌ قَالَ لَقَدْ شَقِّيْتَ أَنْ لَمْ أَعْدِلِ

২১৮ مুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জিয়রানা নামক স্থানে গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, (বন্টন) ইন্সাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি যদি ইন্সাফ না করি, তবে তুমি হবে হতভাগ্য।'

১৯৫৬. بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْأَسَارِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْسِ

১৯৫৬. পরিষেদ ৪ খুমুস পৃথক না করেই বন্দীদের প্রতি নবী ﷺ-এর অনুগ্রহ

২১৮ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أَسَارِيِّ بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمَطْعُمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيَا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هُوَلَاءِ النَّئْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

২১৯ ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... জুবাইর ইবন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বদরের যুদ্ধ বন্দীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'যদি মুতয়িম ইবন আদী (রা) জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর খাতিরে এদের ছেড়ে দিতাম।'

১৯৫৭ بَابُ وَمَنِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلَّامَامِ وَأَنَّهُ يُعْطَى بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي الْمُطْلَبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ حَيْبَرَ ، قَالَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَعْمَلُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخْصُ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْرَجُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أُعْطِيَ لِمَا يَشْكُوُ إِلَيْهِ مِنْ الْحَاجَةِ ، وَلَمَا مَسَهُمْ فِي جَنَبِهِ ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحَلْفَانِهِمْ

১৯৫৭. পরিচ্ছেদ : খুমুস ইমামের জন্য, তাঁর ইখতিয়ার কর্তৃত আলেক্সেন্দ্রিনামের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দিবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন না। এর দলীল এই যে, নবী ﷺ প্রায় পাঁচশত জনকে বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবকেই দিয়েছেন। উমর ইব্ন আবদুল আবীব (র) বলেছেন, ইব্ন আবদুল আবীব সাধারণভাবে সকল কুরাইশকে দেননি এবং যে ব্যক্তি অধিক অভাবগ্রস্ত তার উপর কোম আবীরকে অধাধিকার দেননি। যদিও তিনি যাদের দিয়েছেন তা এ হিসাবে যে, তারা তাঁর নিকট তার অভাবের কথা তাঁকে জানিয়েছে আর এ হিসাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ অবলম্বন করায় তারা স্বগোত্র ও বজনদের ঘারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন

٢٩١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقِيلٍ عَنْ أَبْنَ شَهَابٍ عَنْ أَبْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطَعْمٍ قَالَ مَشِيتُ أَنَا وَعَثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي بَنَى الْمُطَلَّبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزَلَةِ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَئْمَاءُ بَنْوَ الْمُطَلَّبِ وَبَنْوَ هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ - قَالَ الْلَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيرٌ وَلَمْ يَقُسِّمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنَى عَبْدَ شَمْسٍ وَلَا لِبَنَى نَوْفَلَ وَقَالَ أَبْنُ اسْحَاقَ عَبْدُ شَمْسٍ، وَهَاشِمٌ وَالْمُطَلَّبُ أَخْوَةٌ لَامِ، وَأَمْمُهُمْ عَاتِكَةٌ بِنْتُ مُرَّةٍ وَكَانَ نَوْفَلُ أَخَاهُمْ لَأَبِيهِمْ

২৯১৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... জুবাইর ইব্ন মুতস্ম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বানু মুত্তালিবকে দিয়েছেন, আমাদের বাদ দিয়েছেন। অথচ আমরা এবং তারা আপনার সাথে একই পর্যায়ে সম্পর্কিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বানু মুত্তালিব ও বানু হাশিম একই পর্যায়ের। লায়স (র) বলেন, ইউসুস (র) আমাকে এ হাদিসটিতে অতিরিক্ত বলেছেন যে, জুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানু আবদ শামস ও বানু নাওফলকে অংশ দেননি। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আবদ শামস, হাশিম ও মুত্তালিব একই মায়ের গর্ভজাত সহোদর ভাই। তাঁদের মা আতিকা বিনতে মুররা আর নাওফল তাদের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন।

১৯৫৮ . بَابُ مَنْ لَمْ يُخْمِسِ الْأَسْلَابَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبَهُ مِنْ غَيْرِ الْخُمُسِ وَحْكَمَ الْأَمَامَ فِيهِ

১৯৫৮. পরিচ্ছেদ : নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাণ মাল সামানের খুমুস বের না করা; যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাণ মাল সামানের খুমুস বের না করেই তা তারই প্রাপ্য আর ইমাম কর্তৃক এক্সপ আদেশ দান করা

٢٩٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ ابْرَاهِيمَ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي
 الصَّفَّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشَمَائِلِي فَإِذَا أَنَا بِغُلَامٍ مِنْ
 الْأَنْصَارِ حَدِيثَةً أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعِ مِنْهُمَا فَغَمَزْنِي
 أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمَّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهَلَ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ
 أَخِي ؟ قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّهُ يَسْبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ
 رَأَيْتُهُ لَا يَفْارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلَ مِنْهَا فَتَعَجَّبَتُ لِذَلِكَ
 فَغَمَزْنِي الْأَخْرُ فَقَالَ لَئِنِّي مُثْلُهَا ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهَلِ
 يَجُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ : أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلَتُمْنِي عَنْهُ
 فَابْتَدَأَهُ بِسَيِّفِيهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَأَخْبَرَ بَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ ، فَقَالَ هَلْ
 مَسْخَتُمَا سَيِّفِيَكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيِّفِينَ فَقَالَ كَلَّا كُمَا قَتَلَهُ ، سَلَبْهُ
 لِمُعاذِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَ مُعاذًا بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعاذًا بْنَ عَمْرُو بْنِ
 الْجَمُوحِ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعَ يُوسُفَ صَالِحًا وَابْرَاهِيمَ أَبَاهُ

২৯২১) মুসাদ্দাদ (র).....আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দশায়মান, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে রয়েছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের অপেক্ষা শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চাচা! আপনি কি আবু জাহলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা; তাতে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালমন্দ করে। সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে অবধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় বিস্মিত হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে অনুরূপ বলল। তৎক্ষণাত আমি আবু জাহলকে দেখলাম, সে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। তারা তৎক্ষণাত নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়ে দাবী

করল, আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের তরবারী তোমরা মুছে ফেলনি তো! তারা উভয়ে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার থেকে প্রাণ মালামাল মুআয় ইব্ন আমর ইব্ন জামুহের জন্য। তারা দু'জন হলো, মুআয় ইব্ন 'আফরা ও মুআয় ইব্ন 'আমর ইব্ন জামুহ।

٢٩٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
أَفْلَحَ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِيهِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنَ، فَلَمَّا أَلْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ
جَوَلَةً فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى
أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى
فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدَتْ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلْنِي فَلَحِقْتُ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ أَنَّ النَّاسَ
رَجَعُوا جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَهُ سَلَبَهُ
فَقَمَتْ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَهُ
فَلَهُ سَلَبَهُ فَقَمَتْ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الْثَالِثَةُ مِثْلُهُ
فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبَهُ عَنِّي فَأَرْضَهُ عَنِّي، فَقَالَ أَبُو
بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَاهَا إِذَا يَعْمَدُ إِلَى أَسْدٍ مِنْ أَسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ
عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ
فَبِعْتُ الدِّرَعَ فَابْتَغَتْ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِيمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوْلُ مَالِ تَائِثَتِهِ
فِي الْإِسْلَامِ

২৯২২] আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হনাইনের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন শক্রের মুখোমুখী হলাম, তখন সুসলিম দলের মধ্যে ছুটেছুটি আরম্ভ হল। এমন সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একজন মুসলমানের উপর চড়ে বসেছে। আমি ঘুরে তার পেছনের দিক দিয়ে এসে তরবারী দ্বারা তার ঘাড়ের রংগে আঘাত হানলাম। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি তাতে মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। মৃত্যু তাকেই পাকঢ়াও করল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। তারপর আমি উমর (রা)-এর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, লোকদের কি হয়েছে? উমর (রা) বললেন, আল্লাহর হৃকুম। এরপর লোকজন ফিরে এলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাণ্ড মাল-সামান তারই প্রাপ্য। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাণ্ড মাল-সামান তারই প্রাপ্য। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তত্ত্বাবার অনুরূপ বললেন, আমি আবার দাঁড়ালাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তখন সম্পূর্ণ ঘটনা বললাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু কাতাদা (রা) সত্য বলেছে। সে ব্যক্তি থেকে প্রাণ্ড মাল-সামান আমার নিকট আছে। আপনি আমার পক্ষ থেকে একে সম্মত করিয়ে দিন। তখন আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলে উঠলেন, কখনো না, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এমন করবেন না যে, আল্লাহর সিংহদের মধ্যে থেকে কোন সিংহ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর পক্ষে যুদ্ধ করবে আর রাসূল ﷺ নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাণ্ড মাল-সামান তোমাকে দিবেন! তখন নবী ﷺ বললেন, আবু বকর (রা) ঠিকই বলেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আমাকে দিলেন। আমি তা থেকে একটি বর্ম বিক্রি করে বানু সালমায় একটি বাগান ক্রয় করি। এটাই ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম সম্পত্তি, যা আমি লাভ করি।

**১৯৫৯. بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مُبَشِّرٌ يُعْطِي الْمُوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ
রَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مُبَشِّرٍ**

১৯৫৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন তাদেরকে ও অন্যদেরকে খুমুস ইত্যাদি থেকে দান করতেন। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

**২৭২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَبِّبِ وَعَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا
حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِّرَ حُلُوةً فَمَنْ أَخْذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورَكَ لَهُ فِيهِ
وَمَنْ أَخْذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ
وَالْيَدُ الْعُلَيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَالَّذِي بَعَثْتَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ**

أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيهِ الْعَطَاءَ فَيَابِيَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ إِنَّ
عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهِ فَيَابِي أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنِّي أَعْرِضُ
عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَتَنَةِ فَيَابِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرِزَّ
حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تَوْفِيقِي

[২৯২২] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... হাকীম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলাম। তখন তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমাকে বললেন, হে হাকীম, এ সকল মাল সবুজ শ্যামল ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা নির্লোভ অন্তরে গ্রহণ করে, তার তাতে বরকত দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তা লোভনীয় অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় না। তার উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যে আহার করে কিন্তু উদর পূর্ণ হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ সে মহান সত্ত্বার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন আপনার পর আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত আর কারো মাল কামনা করব না।’ পরে আবু বকর (রা) (তাঁর খিলাফত কালে) হাকীম ইবন হিযাম (রা)-কে ভাতা নেওয়ার জন্য আহবান করতেন কিন্তু তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করতেন। তারপর উমর (রা) তাঁকে ভাতা দানের উদ্দেশ্যে আহবান করেন কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করেন। তখন উমর (রা) বললেন, ‘হে মুসলিমগণ! আমি হাকীম ইবন হিযাম (রা)-কে তার জন্য সে প্রাপ্য দিতে চেয়েছি। যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সম্পদ থেকে হিস্সা রেখেছেন। আর সে তা গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করেছে। এভাবে হাকীম ইবন হিযাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আর কারো নিকট থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করেন নি।

[২৯২৩] حَدَّثَنَا أَبُو النُّفَمَانَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ اعْتِكَافٍ
يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ قَالَ وَأَصَابَ عُمَرَ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبَبِيِّ
حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بَيْوَتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ
سَبَبِيِّ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّكَكِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْظُرْ مَا
هَذَا فَقَالَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ السَّبَبِيِّ قَالَ اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ قَالَ
نَافِعٌ وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَعْرَانَةِ وَلَوْ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفِ
عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ

وَقَالَ مِنَ الْخُمُسِ وَرَوَاهُ مَقْرُورٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي
النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمٌ

২৯২৩ আবুন্নুমান (র)..... নাফে (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, ‘ইয়া
রাসূলুল্লাহ! জাহেলী যুগে আমার উপর একদিনের ইতিকাফ (মান্নত) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তা
পূরণ করার আদেশ করেন। নাফি (র) বলেন, উমর (রা) হনাইনের যুদ্ধের বন্দী থেকে দুটি দাসী লাভ
করেন। তখন তিনি তাদেরকে মকায় একটি গৃহে রেখে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ
হনাইনের বন্দীদেরকে সৌজন্যমূলক ছেড়ে দেয়ার আদেশ দান করলেন। তারা যুক্ত হয়ে অলি-গলিতে
ছুটোছুটি লাগল। উমর (রা) আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন, দেখ তো ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। উমর (রা) বললেন, তবে তুমি গিয়ে সে দাসী দু'জনকে ছেড়ে দাও।
নাফি (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিয়েররানা থেকে উমরা করেন নি। যদি তিনি উমরা করতেন তবে তা
আবদুল্লাহ (রা) থেকে গোপন থাকতো না। আর জারীর ইবন হাযিম (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে
অতিরিক্ত বর্ণনা করতেন যে, (উমর (রা) দাসী দুটি) খুম্বস থেকে পেয়েছিলেন। মা'আমর (র)..... ইবন
উমর (রা) থেকে নথরের (মান্নতের) ব্যাপারটির উল্লেখ করেন; কিন্তু একদিনের কথা বলেনি।

২৯২৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ
قَالَ حَدَّثَنِي عَمَرُو بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ
قَوْمًا وَمَنَعَ أَخْرِيَنَ فَكَانُوكُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ قَوْمًا أَخَافُ
ظَلَّعَهُمْ وَجَزَّعَهُمْ، وَأَكَلُ قَوْمًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ
وَالْفَتَنِ مِنْهُمْ عَمَرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَقَالَ عَمَرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُّ أَنْ لَيْ
بِكَلْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ
عَلَيْهِ الْحُمْرَ النَّعْمَ زَادَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ
الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمَرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
عَلَيْهِ الْحُمْرَ النَّعْمَ أَتَى بِمَالٍ أَوْ
بِسَبَبِ فَقْسَمَةِ بِهِذَا

২৯২৫ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আম্র ইবন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
এক দলকে দিলেন আর অন্য দলকে দিলেন না। তারা যেন এতে মনক্ষুণ্ণ হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ
বললেন, আমি এমন লোকদের দেই, যাদের সম্পর্কে বিগড়ে যাওয়া কিংবা ধৈর্যহারা হওয়ার আশঙ্কা করি।
আর অন্যদল যাদের অন্তরে আলাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও অমুখাপেক্ষিতা দান করেছেন, তার উপর ছেড়ে
দেই। আর আম্র ইবন তাগলিব (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত। আম্র ইবন তাগলিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তার পরিবর্তে যদি আমাকে দাল বর্ণের উট দেওয়া হত তাতে আমি এতখানি

খুশী হতাম না। আর আবু আসিম (র) জারীর (র) থেকে হাদীসটি এতটুকু অতিরিক্তসহ বর্ণনা করেছেন যে, হাসান (র) বলেন, আমাকে আম্বর ইব্ন তাগলিব (রা) বলেছেন, রাসূলপ্রাহ রضي الله عنه -এর নিকট কিছু মাল অথবা বন্দী আনন্দিত হয়, তখন তিনি তা বন্টন করেন।

২৯২৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أُعْطِيُ قُرَيْشًا أَتَأْلَفُهُمْ لَأَنَّهُمْ حَدِيثٌ عَهْدٌ بِجَاهِلِيَّةِ

২৯২৬ آবুল ওয়ালীদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'আমি কুরাইশদের দিয়ে থাকি তাদের মন রক্ষা করার জন্য। কেননা তারা জাহেলী যুগের কাছাকাছি।'

২৯২৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هُوَ أَزِينَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ ، فَطَفَقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمِائَةِ مِنَ الْأَبْلِيلِ ، فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدْعُنَا وَسَيُؤْفِنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ أَنَسٌ : فَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَاتِلَتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعُهُمْ فِي قُبَّةِ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : مَا كَانَ حَدِيثُ بَلْغَنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ : أَمَا ذُو وَرَأَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَا أُنَاسٌ مِنْ حَدِيثَةِ أَسْنَانِهِمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتَرُكُ الْأَنْصَارَ وَسَيُؤْفِنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثَ عَهْدِهِمْ بِكُفْرٍ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُوهَا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَاللهِ مَا تَنْقِلُونَ بِهِ خَيْرٌ مَا مَا يَنْقِلُونَ بِهِ ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِيَّنَا ، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَرْوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً

شَدِيدَةٌ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ
نَصِيرْ

১৯২৬ আবুল ইয়ামান (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাওয়ায়িন গোত্রের মাল থেকে যা দেওয়ার তা দান করলেন। আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ' করে উট দিতে লাগলেন। তখন আনসারদের থেকে কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগল, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তাদের উকি পৌছান হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং চর্ম নির্মিত একটি তাঁবুতে তাদের একত্রিত করলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ছাড়া আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, ‘আমার নিকট তোমাদের সম্পর্কে যে কথা পৌছেছে তা কি?’ তাঁদের মধ্যে সমবাদার লোকেরা তাঁকে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে মুরুবীরা কিছুই বলেননি। আমাদের কতিপয় তরঙ্গরা বলেছে : আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি আনসারদের না দিয়ে কুরায়শদের দিচ্ছেন; অথচ আমাদের তরবারী থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমি এমন লোকদের দিজি, যাদের কুফরীর যুগ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে (মনযিলে) ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে নিয়ে মনযিলে ফিরবে আর আল্লাহর কসম, তোমরা যা নিয়ে মনযিলে ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চাইতে উত্তম।’ তখন আনসারগণ বললেন, ‘হ্যা, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এতে সন্তুষ্ট।’ তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে হাউয়ে (কাওসারে) মিলিত হবে।’ আনাস (রা) বলেন, কিন্তু আমরা (আনসারগণ) ধৈর্যধারণ করতে পারি নি।

১৯২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوَي়سِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ
صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبَلًا مِنْ حَنْيَنَ عَلِقْتُ بِرِسُولِ اللَّهِ ﷺ
الْأَغْرَابَ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرَرُوهُ إِلَى سَمَرَةَ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَعْطُوْنِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعْمًا
لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَأَتَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا

২৯২৭ আবদুল আয়ির ইব্ন আবদুল্লাহ উয়াইসী (র)..... জুবাইর ইব্ন মুত্তাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন, আর তখন তাঁর সঙ্গে আরো লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হনায়ন থেকে আসছিলেন। বেদুইন লোকেরা তাঁর কাছে গনীমতের মাল চাইতে এসে তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরল। এমনকি তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের সাথে ঠেকিয়ে দিল এবং কাঁটা তাঁর চাদর আটকে ধরল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থামলেন। তারপর বললেন, ‘আমার চাদরখানি দাও। আমার নিকট যদি এ সকল কাঁটাদার বন্য বৃক্ষের সম্পরিমাণ পও থাকত, তবে সেগুলো তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। এরপরও আমাকে তোমরা কখনো কৃপণ, মিথ্যাবাদী এবং দুর্বল চিন্ত পাবে না।’

২৯২৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِي غَلِيظَ الْحَاشِيَةِ، فَأَرْدَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ جَذَبَةُ شَدِيدَةٍ حَتَّى نَظَرَتُ إِلَى صَفَحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَثْرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَدَّةِ ثُمَّ قَالَ مُرْلِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَّفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِعِطَاءٍ

২৯২৯ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে রাস্তায় চলছিলাম। তখন তিনি মোটা পাড়ের নাজরানে প্রস্তুত চাদর পরিহিত ছিলেন। এক বেদুইন তাঁকে পেয়ে খুব জোরে টেনে ধরল। অবশেষে আমি লক্ষ্য করলাম, তার জোরে টানার কারণে নবী ﷺ -এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুইন বলল, ‘আল্লাহর যে সম্পদ আপনার কাছে রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি তাকিয়ে একটি মুচকি হাসি দিলেন, আর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

২৯২৯ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَاسًا فِي الْقَسْمَةِ أَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مائَةً مِنَ الْأَبْلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَأَثْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقَسْمَةِ، قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ أَنَّ هَذِهِ قَسْمَةً مَا عُدَلَ فِيهَا، أَوْ مَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهَ اللَّهِ فَقْلَتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ

يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحْمَ اللَّهُ مُوْسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

২৯২৭] উসমান ইবন আবু শাইবা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হনাইনের দিনে নবী ﷺ কোন কোন লোককে বটনে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেন। তিনি 'আকরা' ইবন হাবিছকে একশ' উট দিলেন। উয়াইনাকেও এ পরিমাণ দেন। সম্ভাস্ত আরব ব্যক্তিদের দিলেন এবং বটনে তাদের অতিরিক্ত দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম। এখানে সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বলল, এতে আল্লাহর তা'আলা'র সম্মতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নবী ﷺ -কে অবশ্যই জানিয়ে দিব। তখন আমি তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁকে একথা জানিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহর তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যদি সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহর তা'আলা মুসা (আ)-এর প্রতি রহমত করুন, তাঁকে এর চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন।'

২৯৩০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هَشَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَنْقُلُ النَّوْيَ مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَطْعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنْيَ عَلَى ثَلَاثَى فَرَسَخَ وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هَشَّامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ

২৯৩০] মাহমুদ ইবন গায়লান (র)..... আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ মাথায় করে সে জমীন থেকে খেজুর দানা বহন করে আনতাম, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র (রা)-কে দান করেছিলেন। যে জমীনটি আমার ঘর থেকে এক 'ফারসাখে'-র দু'ত্তীয়াৎ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। আর আবু যামরাহ (র)..... হিশামের পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র (রা)-কে বানূ নায়ির গোত্রের সম্পত্তি থেকে একখন জমি দিয়েছিলেন।

২৯৩১] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقَدَامَ حَدَّثَنَا الْفُضِيلُ بْنُ سُلَيْমَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ

الْأَرْضُ لِمَا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ ، وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَتَرَكُهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ النَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ نُرِكُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَاقْرُوَا حَتَّىٰ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَىٰ تَيْمَاءَ أَوْ أَرِيَحَا

[২৯৩১] আহমদ ইবন মিকদাম (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাতাব (রা) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হিজায ভূখণ থেকে নির্বাসিত করেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন, তখন তিনিও ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। আর সে জয়ীন বিজিত হওয়ার পর তা আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমগণের অধিকারে এসে গিয়েছিল। তখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবেদন করল, যেন তিনি তাদের এখানে এ শর্তে থাকার অনুমতি দেন যে, তারা কৃষি কাজ করবে এবং তাদের জন্য অর্ধেক ফসল থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যতদিন আমরা চাই তোমাদের এ শর্তে থাকার অনুমতি দিছি। তারা এভাবে রয়ে গেল। অবশেষে উমর (রা) তাঁর শাসনামলে তাদের তায়মা আরীহা নামক স্থানের দিকে নির্বাসিত করেন।

١٩٦. بَابُ مَا يُصِيبُ مِنِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْخَرْبِ

১৯৬০. পরিচ্ছেদ ৪ দারুল হরবে যে সব খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়

[২৯৩২] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْفَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْرَ فَرَمَى اِنْسَانٌ بِجِرَابِ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوَتْ لَأْخُذِهِ فَالْتَّفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

[২৯৩৩] আবুল ওয়ালীদ (র).....আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। কোন এক ব্যক্তি একটি থলে ফেলে দিল; তাতে ছিল চর্বি। আমি তা নেয়ার জন্য উদ্যত হলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আমি তা নেয়ার ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

[২৯৩৪] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِيْنَا الْعَسْلَ وَالْعِثْبَ فَنَأْكِلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ

২৯৩৩ مُوسَى (ر).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালে মধু ও আঙুর পেতাম। আমরা তা খেয়ে নিতাম এবং জমা রাখতাম না।

২৯৩৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَصَابَتْنَا مَجَاهِدَةً لِيَالَّى خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَهَرَنَا هَا ، فَلَمَّا غَلَّتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْفَرُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوهَا مِنْ لَحْوِهِمْ الْحُمُرِ شَيْئًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقْلَنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخْمَسْ قَالَ وَقَالَ أَخْرُونَ حَرَمَهَا الْبَتَّةُ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَمَهَا الْبَتَّةُ

২৯৩৫ مূসা ইবন ইসমাইল (র).....(আবদুল্লাহ) ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় আমরা ক্ষুধায় কষ্ট পাছিলাম। খায়বার বিজয়ের দিন আমরা পালিত গাধার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তা যবেহ করলাম। যখন তা হাঁড়িতে বলক আসছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল : তোমরা হাঁড়িগুলো উপুড় করে ফেল। গাধার গোশত থেকে তোমরা কিছুই খাবে না। আবদুল্লাহ (ইবন আবু আওফা) (রা) বলেন, আমরা (কেউ কেউ) বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য নিষেধ করেছেন, যেহেতু তা থেকে খুমস বের করা হয় নি। (রাবী বলেন) আর অন্যরা বললেন, বরং তিনি এটাকে নিশ্চিতভাবে হারাম করেছেন। (শায়বানী বলেন,) আমি এ ব্যাপারে সাইদ ইবন জুবায়র (রা)-কে জিজাসা করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চিতভাবে তিনি তা হারাম করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১৯৬১ . بَابُ الْجِزِيرَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرَبِ ، وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى : قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى قَوْلِهِ وَهُمْ صَاغِرُونَ يَعْنِي أَذْلَاءَ الْمَسْكَنَةِ مَصْدِرُ الْمَسْكَنَةِ اسْكَنُ مِنْ فُلَانٍ أَخْرَجُ مِنْهُ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُونِ وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزِيرَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ

وَالْعَجَمِ وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَاءَ أَهْلُ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرٍ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ، قَالَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

১৯৬১। পরিষেদ ৪: যিদ্বিদের থেকে জিয়িয়া গ্রহণ এবং হারবীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪: যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনে না এবং শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যা হারাম করেছেন, তা হারাম বলে মানে না, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৩২৯)। আয়াতে উল্লেখিত শব্দের মূল হচ্ছে মস্কিন অর্থ হলো অভাবগ্রস্ত এবং অস্কন মন ফুলন অধিক অভাবগ্রস্ত। এ শব্দটি ধাতু স্কেন থেকে নিষ্পন্ন নয় এবং অর্থ সাহিত। ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক ও আজমীদের থেকে জিয়িয়া গ্রহণ। ইবন উয়াইনা (র) (আবদুল্লাহ) ইবন আবু নাজীহ (র) থেকে বলেন যে, আমি মুজাহিদ (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি যে, সিরিয়া বাসীদের উপর চার দীনার এবং ইয়ামান বাসীদের উপর এক দীনার করে জিয়িয়া গ্রহণ করা হয়। তিনি বললেন, তা ব্রহ্মতার প্রেক্ষিতে ধার্য করা হয়েছে

২৯৩৫ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمَرَ رَوَى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثُهُمَا بِجَالَةٍ سَنَةَ سَبْعَيْنَ ، عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْ دَرَجِ زَمْزَمَ ، قَالَ كُنْتُ لِجَزِءِ بْنِ مَعَاوِيَةَ ، عَمَ الْأَحْنَفِ ، فَاتَّابَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ ، فَرَقُوا بَيْنَ كُلِّ ذَيِّ مَحَرَّمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخْذَ الْجَزِيَّةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّىٰ شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

২৯৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... (আমর) ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন যায়দ ও আমর ইবন আউস (র) সহ যময়মের সিঁড়ির নিকট বসছিলাম, হিজরী সপ্তম সনে যে বছর মুসআব ইবন যুবায়র (রা) বসরাবাসীদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেছিলেন। তখন বাজালাহ তাদের উভয়কে এ হাদীস বর্ণনা করেন, আমি আহনাফের চাচা জাফই ইবন মুআবিয়া (রা)-এর শেখক ছিলাম। আমাদের নিকট উমর ইবন খান্দাব (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে একখানি পত্র আসে যে, যে সব মাজুসী^১ মাহরামদের^২ সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও। আর উমর (রা) মাজুসীদের কাছ থেকে জিয়িয়া গ্রহণ করতেন না, যে পর্যন্ত না আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) এ মর্মে সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজার এলাকার মাজুসীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছেন।

১। পারসিক অগ্নিপূজক সম্প্রদায়।

২। মাহরাম-যাদের বিবাহ করা শরীয়াতে স্থায়ীভাবে হারাম।

۲۹۳۶ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرُوهَةُ بْنُ الزُّبَيرِ عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ حَلِيفُ لِبْنَى عَامِرٍ بْنِ لُوَىٰ وَكَانَ شَهِيدًا بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاحَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيَ بِجِزِّيَّتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحُ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةُ الصَّبَّاحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ اِنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَهُمْ وَقَالَ أَظَنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَابْشِرُوْا وَأَمْلُوْا مَا يَسْرُكُمْ فَوَاللَّهِ لَا الْفَقَرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسْطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتُهُمْ

২৯৩৭ আবুল ইয়ামান (র)..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইবন আউফ আনসারী (রা) যিনি বনী আমির ইবন লুয়াইয়ের মিত্র ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবাইদা ইবন জারাহ (রা)-কে বাহরাইনে জিয়িয়া আদায় করার জন্য পাঠালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সঙ্গি করেছিলেন এবং আলা ইবন হায়রামী (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবাইদা (রা) বাহরাইন থেকে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবু উবাইদার আগমন সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাতে সবাই উপস্থিত হন। যখন রাসূলুল্লাহ তাঁদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরলেন, তখন তারা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবু উবাইদা (রা) কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, হ্যা, ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের খুশী করে তার আশা রাখ। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের আশঙ্কা করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া একপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধৰ্স করবে, যেমন তাদের ধৰ্স করেছে।'

[۲۹۳۷] حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقْبِيُّ حَدَّثَنَا
 الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّقْفَىٰ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِىٰ وَزَيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ بَعْثَ عَمْرُ
 النَّاسُ فِي أَفْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمَ الْهُرْمَزَانُ فَقَالَ إِنِّي
 مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيٍّ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ : مَثْلُهَا وَمَثْلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ
 مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثْلُ طَائِرِهِ رَأْسُهُ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ فَإِنْ كُسِرَ
 أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسِ فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ
 نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالرَّأْسِ وَإِنْ شُدَّ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ
 وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كَشْرَىٰ وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فَارِسُ ، فَمُرِّ
 الْمُسْلِمِينَ فَلَيَنْفِرُوا إِلَىٰ كَشْرَىٰ - وَقَالَ بَكْرٌ وَزَيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
 حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقْرَنَ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا
 بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلٌ كَشْرَىٰ فِي أَرْبَعِينِ أَلْفًا ، فَقَامَ تَرْجُمَانُ
 لَهُ فَقَالَ : لِيُكَلِّمُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ الْمُغَيْرَةُ سَلِّ عَمَا شِئْتَ قَالَ مَا أَثْتَمُ
 فَقَالَ نَحْنُ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءِ شَدِيدٍ وَبَلَاءِ شَدِيدٍ نَمَصُ الْجِلْدَ
 وَالنَّوْىٰ مِنَ الْجُوعِ وَنَلَبِسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ ، وَنَقْبِدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ ،
 فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ اذْبَعَتْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضَيْنَ ، إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ
 أَنفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ ، فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ
 حَتَّىٰ تَقْبِدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤْدُوا الْجِزِيَّةَ ، وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ
 رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنْهُ صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يُرِّ مَثْلُهَا قَطُّ ،
 وَمَنْ بَقِيَ مِنَ مَلَكَ رِقَابِكُمْ ، فَقَالَ النُّعْمَانُ : رَبُّمَا أَشْهَدَكَ اللَّهُ مَثْلُهَا مَعَ
 النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَنْدِمْكَ وَلَمْ يُخْرِزْكَ وَلَكِنِّي شَهِدتُّ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ أَكْثَرُ كَثِيرًا كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوْلِ النَّهَارِ انتَظَرَ حَتَّى تَهُبَ
الْأَرْوَاحُ، تَحْضُرُ الصَّلَوَاتُ

২৯৩৭ ফাযল ইবন ইয়াকুব (র).....জুবাইর ইবন হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বড় বড় শহরের দিকে সেনা দল পাঠালেন। সে সময় হুরম্যান (মাদায়েনের শাসক) ইসলাম গ্রহণ করে। উমর (রা) তাঁকে বললেন, আমি এসব যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এ সকল দেশ এবং দেশে মুসলিমদের দুশ্মন যে সব লোক বাস করছে, তাদের উদাহরণ একটি পাখির ন্যায়, যার একটি মাথা, দু'টি পা রয়েছে। যদি একটি ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে সে পাখিটি উভয় পা, একটি ডানা ও মাথার সাহায্য উঠে দাঁড়াবে। যদি অপর ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে সে দু'টি পা ও মাথার সাহায্যে উঠে দাঁড়াবে। আর যদি মাথা ভেঙ্গে দেয়া হয়, তবে উভয় পা, উভয় ডানা ও মাথা সবই অকেজো হয়ে যাবে। কিসরা শক্তদের হলো মাথা, কায়সার হল একটি ডানা, আর পারস্য হল অপর ডানা। কাজেই মুসলিমগণকে এ আদেশ করুন, তারা যেন কিস্রার উপর আক্রমণ করে। বকর ও যিয়াদ (র) উভয়ে জুবাইর ইবন হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারপর উমর (রা) আমাদের ডাকলেন আর আমাদের উপর নু'মান ইবন মুকাররিনকে আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা যখন শক্ত দেশে পৌছলাম, কিসরার এক সেনাপতি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের মুকাবিলায় আসল। তখন তার পক্ষ থেকে একজন দোভাসী দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমার সঙ্গে আলোচনা করুক। তখন মুগীরা (ইবন শু'বা) (রা) বললেন, যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। সে বলল, তোমরা কারা? তিনি বললেন, আমরা আরবের লোক। দীর্ঘ দিন আমরা অতিশয় দুর্ভাগ্য (কুফরীতে) এবং কঠিন বিপদে (দারিদ্র্যে) ছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা চামড়া ও খেজুর শুটি চুষতাম। চুল ও পশম পরিধান করতাম। বৃক্ষ ও পাথর পূজা করতাম। আমরা যখন এ অবস্থায় পতিত তখন আসমান ও যমীনের প্রতিপালক আমাদের মধ্য থেকে আমাদের প্রতি একজন নবী প্রেরণ করেন। তাঁর পিতা-মাতাকে আমরা চিনি। আমাদের নবী ও আমাদের রবের রাসূল ﷺ আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর কিংবা জিয়িয়া দাও। আর আমাদের নবী ﷺ আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যে নিহত হবে, সে জান্নাতে এমন নিয়মামত লাভ করবে, যা কখনো দেখা যায় নি। আর আমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে তোমাদের গর্দানের মালিক হবে। নু'মান (র) (মুগীরাকে) বললেন, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথী করেছেন আর তিনি আপনাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করেনি আর আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। তাঁর নিয়ম এ ছিল যে, যদি দিনের পূর্বাহ্নে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে তিনি বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

بَأْ بَإِنْ وَادَعَ الْأَمَامُ مَلَكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ ۖ ۱۹۶۲

১৯৬২. পরিচ্ছেদ ৪ ইমাম (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান) যদি কোন জনপদের প্রশাসকের সাথে সংঘ করে, তবে কি তা অবশিষ্ট লোকদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে?

٢٩٣٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : غَرَزْوَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبُوكَ وَاهْدِي مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِغَلَةَ بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِ

১৯৩৮ সাহল ইবন বাকার (র).....আবু হুয়াইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে অংশ প্রহণ করেছি। তখন আয়লার অধিপতি নবী ﷺ -এর জন্য একটি সাদা খচর হাদীয়া দিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চাদর দান করলেন এবং এলাকা তারই জন্য লিখে দিলেন।

১৯৩৯ . بَابُ الْوَصَّاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالذِّمَّةِ الْعَهْدُ وَالْأَلْقَابُ

১৯৩৯. পরিচ্ছেদ ৪ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদের সম্পর্কে অসীয়্যাত শব্দের অর্থ অঙ্গীকার-প্রতিশ্রূতি, আর শব্দের অর্থ আঙ্গীয়তার সম্পর্ক

২৯৩৯ حَدَّثَنَا أَدْمُ أَبْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا أَوْصَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : أُوصِيْكُمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَإِنَّ ذِمَّةَ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِبَالِكُمْ

২৯৬৭ আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....জুয়াইরিয়া ইবন কুদামা তামীরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাতাব (রা)-কে বললাম, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের কিছু অসীয়্যাত করুন।’ তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের আল্লাহর অঙ্গীকার রক্ষার অসীয়্যাত করেছি। কারণ এ হল তোমাদের নবীর অঙ্গীকার এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা।’

১৯৬৪ . بَابُ مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزِيرَةِ وَلِمَنْ يُقْسِمُ الْقَيْ، وَالْجِزِيرَةِ

১৯৬৪. পরিচ্ছেদ ৫ : নবী ﷺ বাহরাইনের ভূমি থেকে যা বন্দোবস্ত দেন এবং বাহরাইনের সম্পদ ও জিয়িয়া থেকে যা দেওয়ার ওয়াদা করেন। আর ফায় ও জিয়িয়া কাদের মধ্যে বন্টিত হবে?

২৯৪০ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْيَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ

بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِأَخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ :
ذَلِكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً
فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي

২৯৪০ আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বাহরাইনের ভূমি লিখে দেওয়ার জন্য আনসারদের ডাকলেন। তখন তাঁরা বললেন, না, আল্লাহর ক্ষম! আমরা সে পর্যন্ত গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত আপনি আমাদের ভাই কুরায়শদের জন্যও অনুরূপ লিখে না দেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, এ সম্পদ তো তাদের জন্য যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। কিন্তু তারা সে কথাই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, আমার পরে দেখতে পাবে যে, অন্যকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তখন তোমরা (হাউয়ে কাউসারে) আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সবর করবে।

২৯৪১ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَئِنْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكُمْ هَذَا وَهَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٌ : مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَّةٌ فَلَيَأْتِنَيْ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لَئِنْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكُمْ هَذَا وَهَذَا ، فَقَالَ لَئِنْ أَحْتَهُ فَحَثَوْتُ حَثَوْةً فَقَالَ لَئِنْ عُدَّهَا فَعَدَّتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمائَةً فَأَعْطَيْتُهُنَّى الْفَأْ وَخَمْسَمائَةً ، وَقَالَ ابْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ اتِّيَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ اثْرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَالٍ اتِّيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ جَاءَهُ الْعَبَاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي اتِّيَ فَادِيَتْ نَفْسِي وَفَادِيَتْ عَقِيلًا ، قَالَ خُذْ فَحَثَّا فِي ثُوبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقْلِهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمْرُ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىٰ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقْلِهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمْرُ بَعْضَهُمْ

يَرْفَعُهُ عَلَىٰ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىٰ قَالَ لَا فَنَثِرْ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَىٰ
كَاهْلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتَبَعُهُ بَصَرَهُ حَتَّىٰ خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَباً مِنْ
حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

২৯৪১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ, এ পরিমাণ দিব। পরে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিকাল করেন আর বাহরাইনের মাল এসে যায় তখন আবু বকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যে ব্যক্তির কোন প্রতিক্রিতি থাকে, সে যেন আমার কাছে আসে। তখন আমি তাঁর নিকট গোলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দিব। আবু বকর (রা) আমাকে বলেন, তুমি অঙ্গলি ভরে নাও। আমি এক অঙ্গলি উঠালাম। তিনি আমাকে বলেন, এগুলো শুণে দেখ। আমি শুণে দেখলাম যে, তাতে পাঁচশ রয়েছে। তখন তিনি আমাকে এক হাজার পাঁচশ দিলেন। আর ইব্রাহীম ইব্ন তাহমান (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর নিকট বাহরাইনের মাল এলো। তখন তিনি বলেন, তোমরা এগুলো মসজিদে ঢেলে দাও আর এ মাল এর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগত মালের চাইতে অনেক বেশী ছিল। এ সময় আববাস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে দান করুন। আমি আমার এবং আকীলের মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আচ্ছা নাও। তিনি তার কাপড়ে অঙ্গলি ভরে নিতে লাগলেন। তারপর তা উঠাতে চাইলেন কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তখন তিনি বলেন, কাউকে আমার উপর এ বোঝা উঠিয়ে দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না। তখন তিনি বলেন, আচ্ছা আপনিই আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নতিনি তা থেকে কিছু কমিয়ে ফেললেন এবং উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তারপর বললেন, কাউকে আমার উপর বোঝাটি উঠিয়ে দিতে বলুন। তিনি বলেন, না। তখন আববাস (রা) বলেন, আপনিই একটু আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না। তারপর তিনি আবার তা থেকে কমালেন, এরপর কাঁধের উপর উঠিয়ে রওনা হলেন। তাঁর এ অগ্রহ দেখে বিশ্বয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকিয়ে থাকলেন,--যতক্ষণ না তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে স্থানে একটি দিরহাম থাকা পর্যন্ত সেখান থেকে উঠে দাঁড়াননি।

১৯৬৫ . بَابُ أَئِمَّةِ مَنْ قُتِلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

১৯৬৫ পরিচ্ছেদ : বিনা অপরাধে জিঞ্চিকে যে হত্যা করে, তার পাপ

২৯৪২ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو
حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِخْ رَأْيَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ رِيَحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

২৯৪৬। কাইস ইবন হাফ্স (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন জিম্মিকে হত্যা করে, সে জান্নাতের দ্রাঘ পাবে না। আর জান্নাতের দ্রাঘ চপ্পিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।’

১৯৬৬. بَابُ اخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَفْرُكُمْ مَا أَفْرُكُمُ اللَّهُ بِهِ

১৯৬৬. পরিচ্ছদ : ইয়াহুদীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিকার করা। উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (ইয়াহুদীদের) এখানে রাখেন, ততদিন আমি তোমাদের এখানে রাখব

২৯৪৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَئْمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلَقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا حَتَّى جَئْنَا بَيْتَ الْمَدْرَاسِ، فَقَالَ أَشْلَمُوا تَسْلِمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ يَجِدُ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبْرِغُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

২৯৪৪। আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং বললেন, তোমরা ইয়াহুদীদের নিকট চল। আমরা চললাম এবং তাদের তাওরাত পাঠকেন্দ্রে পৌছলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের। আমি ইচ্ছা করেছি, আমি তোমাদের এ দেশ থেকে নির্বাসন করব। যদি তোমাদের কেউ তাদের মালের বিনিময়ে কিছু পায়, তবে সে যেন তা বিক্রি করে ফেলে। আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের।

২৯৪৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيهِ مُسْلِمٍ الْأَخْوَلَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَوْمَ

الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَدَمَعَهُ الْحَصَى، قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ : مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، قَالَ أَشَتَّدَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجْهُهُ، فَقَالَ أَئْتُونِي بِكَتْبٍ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضْلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَهُ نَبِيٌّ تَنَازَعَ، فَقَالُوا مَا لَهُ أَهْجَرَ أَسْتَفْهِمُوهُ، فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفَدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَالثَّالِثُ أَمَا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا، وَأَمَا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيَّتُهَا، قَالَ سُفْيَانُ هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْমَانَ

২৯৪৪. মুহাম্মদ (র)..... সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন আবাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : বৃহস্পতিবার! ভূমি জান কি বৃহস্পতিবার কেমন দিন? এ বলে তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে, তাঁর অশ্রুতে কক্ষর ভিজে গেল। (সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন) আমি বললাম, হে ইবন আবাস (রা)! বৃহস্পতিবার দিন কি হয়েছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগযন্ত্রণা বৃক্ষি পেয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, আমার নিকট গৰ্দানের হাঁড় নিয়ে এস, আমি তোমদের জন্য এমন একটি লিপি লিখে দিব এরপর তোমরা কখনো পথচার হবে না। তখন উপস্থিত সাহাবীগণের বিতর্ক হল। অর্থ নবীর সামনে বিতর্ক করা শোভনীয় নয়। সাহাবীগণ বললেন, নবী ﷺ -এর কি হয়েছে? তিনি কি অর্থহীন কথা বলছেন? আবার জিজ্ঞাসা করে দেখ। তখন তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি, তা তোমরা আমাকে যার প্রতি ডাকছ তার চাইতে উত্তম। তারপর তিনি তাদের তিনটি বিষয়ে আদেশ দিলেন। (১) মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিবে, (২) বহিরাগত প্রতিনিধিদের সেভাবে উপটোকন দিবে যেভাবে আমি তাদের দিতাম। (বর্ণনাকারী বলেন যে,) তৃতীয়টি হ্যত তিনি বলেননি, নয়ত তিনি বলেছিলেন, আমি ভুলে গিয়েছি। সুফিয়ান (র) বলেন, এই উক্তিটি বর্ণনাকারী সুলাইমান (র)-এর।

১৯৭৬. بَأْبَ اِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ

১৯৬৭. পরিচ্ছেদ : মুসলিমদের সঙ্গে যদি মুশরিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদের কি তা ক্ষমা করা যায়?

২৯৪০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتَحَتْ خَيْرَ بَرِّ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاءَ فِيهَا سُمُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْمَعُوا إِلَيْهِ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ

فَجَمِعُوا لَهُ، فَقَالَ : أَنْتَ سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقُونَ عَنْهُ فَقَالُوا
شَعْمَ، قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَبُوكُمْ قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بِأَبُوكُمْ
فُلَانٌ ، قَالُوا صَدَقْتَ ، قَالَ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقُونَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ
فَقَالُوا نَعَمْ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذَبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِيهِنَا ،
فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ، ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْسُؤُوهَا فِيهَا ، وَاللَّهُ لَا يَنْخُلُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ هَلْ
أَنْتُمْ صَادِقُونَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، قَالَ هَلْ
جَعَلْتُمْ فِي هَذَا الشَّاءَةِ سُمًّا ، قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ مَا حَمَلْتُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا :
أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ

২৯৪৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হৃরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, যখন খায়বার বিজিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি (ভুনা) বকরী হাদীয়া দেওয়া হয়; যাতে বিষ ছিল। নবী ﷺ আদেশ দিলেন যে, এখানে যত ইয়াহুনী আছে, সকলকে একত্রিত কর। তাদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। তোমরা কি আমাকে তাঁর সত্য উত্তর দিবে? তারা বলল, ‘হ্যাঁ, সত্য উত্তর দিব।’ নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের পিতা কে?’ তারা বলল, ‘অমুক।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক।’ তারা বলল, ‘আপনিই সত্য বলেছেন।’ তখন তিনি বললেন, ‘আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তাঁর সঠিক উত্তর দিবে?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ, দিব, হে আবুল কাসিম! আর যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলেছেন।’ তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কারা দোষখবাসী?’ তারা বলল, ‘আমরা তথায় অল্প কিছু দিন অবস্থান করব, তাঁরপর আপনারা (মুসলিমরা) আমাদের পেছনে সেখানে থেকে যাবেন।’ নবী ﷺ বললেন, ‘দূর হও, তোমরাই তথায় থাকবে। আল্লাহর কসম। আমরা কখনো তাঁতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।’ তাঁরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তাঁর সঠিক উত্তর দিবে?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম!’ রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কি এ বকরীটিতে বিষ মিশিয়েছ?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্বৃক্ষ করল?’ তারা বলল, ‘আমরা চেয়েছি আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে স্বত্ত্ব লাভ করব আর আপনি যদি নবী হন তবে তা আপনার কোন ক্ষতি করবে না।’

১৯৬৮. بَابُ دُعَاءِ الْأَمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدَهُ

১৯৬৮. পরিচ্ছেদ : চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ইমামের দু'আ

٢٩٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَنَّ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِّنْ بَنِي سَلَيْمٍ، قَالَ بَعْثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشْكُرُ فِيهِ مِنَ الْقُرَاءِ إِلَى أَنَّاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَعَرَضَ لَهُمْ هُؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ

২৯৪৬ আবু নুমান (র).....আসিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কুন্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কুন্ত আগে। আমি বললাম, অমুক তো বলে যে, আপনি কুন্ত পরে বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তারপর তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস পর্যন্ত কুন্ত পড়েন। তিনি বানু সুলাইম গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশজন কিংবা সত্তর জন ক্ষীরী কয়েকজন মুশরিকের নিকট পাঠালেন। তখন বানু সুলাইমের লোকেরা তাঁদের আক্রমণ করে তাঁদের হত্যা করে। অথচ তাঁদের এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে সংস্ক্রিত ছিল। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ক্ষীরীদের জন্য যতখানি ব্যথিত হতে দেখেছি আর কারো জন্য এতখানি ব্যথিত হতে দেখিনি।

১৯৬৯. بَابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ

১৯৬৯. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের পক্ষ থেকে কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান

২৯৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَبْنَةَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ أَبْنَةَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتَرُهُ، فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بْنَتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُّلْتَحِفًا فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَبْنُ أُمِّي عَلَيَّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجْرَتْهُ فُلَانٌ بْنُ

**هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجْرَنَا مَنْ أَجْرَتْ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمٌّ
هَانِئٍ، وَذَلِكَ ضُحْنِي**

২৯৪৭) আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গোলাম। তখন তাঁকে এ অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ইনি কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তখন তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মে হানী! যখন তিনি গোসল থেকে ফারেগ হলেন, একখানি কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকআত সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করলেন। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সহোর ভাই আলী (রা) হুবাইরার অমুক পুত্রকে হত্যা করার সংকল্প করেছে, আর আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী! তুম যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মে হানী (রা) বলেন, তা চাশ্তের সময় ছিল।

۱۹۷. بَابُ ذَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَوَارِهِمْ وَاحِدَةٌ يَشْفَعُ بِهَا أَذْنَاهُمْ

১৯৭০. পরিষেদ : মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান একই পর্যায়ের। কোন সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে

২৯৪৮) **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا وَكَيْعَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلَى فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحْيَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجَرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْأَبِلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَخْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا أَوْ أَوْيَ فِيهَا مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَمَنْ تَوَلَّ
غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا
فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ**

২৯৪৯) মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)..... ইব্রাহীম ইবন তাইমী (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও এই সাহীফায় যা আছে, তা ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, এ সাহীফায় রয়েছে, যথমসমূহের দণ্ড বিধান, উটের বয়সের বিবরণ এবং আইর পর্বত থেকে সওর পর্যন্ত মদীনা হারাম হওয়ার বিধান। যে ব্যক্তি এর মধ্যে (সুন্নাত বিরোধী) বিদ্যাত উৎসাব করে কিংবা বিদ্যাতীকে আশ্রয় দেয়, তার

উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লানত। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবূল করেন না। আর যে নিজ মাওলা (প্রভু) ব্যতীত অন্যকে মাওলা (প্রভু) রূপে গ্রহণ করে, তার উপর অনুরূপ লানত। আর নিরাপত্তা দানে সর্বস্তরের মুসলিমগণ একই স্তরের এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ছুক্তি ভঙ্গ করে তার উপরও অনুরূপ লানত।

১৯৭১ بَأْبَ أَذَا قَالُوا صَبَّانًا وَلَمْ يُخْسِنُوا أَسْلَمُنَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدًا يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مَا مَنَّ صَنَعَ خَالِدًا ، وَقَالَ عُمَرُ : أَذَا قَالَ مَتَّرَشٌ فَقَدْ أَمْنَهُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ كُلُّهَا ، وَقَالَ تَكَلُّمْ لَا بَأْسَ

১৯৭১. পরিচ্ছেদ ৪: যদি কাফিররা যুদ্ধকালে ভালুকে বলতে না পারে এবং “আমরা দীন পরিবর্তন করেছি” বলে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সে সব লোকদের কতল করলেন। (এ সংবাদ পৌছার পর) নবী ﷺ বললেন, আয় আল্লাহ! খালিদের একাজে আমি সম্পর্কহীন প্রকাশ করছি। উমর (রা) বলেন, কেউ যদি বলে, কেউ যদি বলেন, কথা বললেন, আয় আল্লাহ! ‘তয় করো না, তবে সে তাকে নিরাপত্তা দান করল। নিচয়ই আল্লাহ তা‘আলা সকল ভাষা জানেন। উমর (রা) (হারযুদ্ধান পারসীকে) বললেন, কথা বল, কোন অসুবিধা নেই। (এতে নিরাপত্তা দান করা হল)

১৯৭২ بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَأَشْمَمْ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ،
وَقَوْلِهِ : وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلُّمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ - إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

১৯৭২. পরিচ্ছেদ ৫: মুশরিকদের সাথে পণ্য-সামগ্রী ইত্যাদির বিনিময়ে সক্রিয়তি এবং যে অঙ্গীকার পূরণ করে না তার গুনাহ। আর (আল্লাহ তা‘আলা বাণী) : “তারা (কাফির) যদি সক্রিয় প্রতি ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সক্রিয় দিকে ঝুঁকবেন এবং মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বজ্ঞ।” (আনফাল) ৪: ৮ ৬১)

১৯৪৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشَرْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضِّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيَّصَةً بْنِ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَلَحُ فَتَرَقَّا فَأَتَى مُحَيَّصَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَحَطُّ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدَمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ مُحَيَّصَةً وَحَوَيْصَةً ابْنَ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلُّمُ فَقَالَ : كَبِيرٌ كَبِيرٌ

وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحْقُونَ دَمَ قَاتِلَكُمْ
أَوْ صَاحِبِكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشَهِدْ وَلَمْ نَرَ ، قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودَ
بِخَمْسِينَ يَمِينًا فَقَالُوا كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ
مِنْ عِنْدِهِ

[২৯৪৯] মুসান্দাদ (র).....সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন সাহল ও মুহায়িসা ইবন মাসউদ ইবন যায়দ (রা) খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে সঙ্গ ছিল। পরে তাঁরা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর মুহায়িসা আবদুল্লাহ ইবন সাহলের কাছে আসেন এবং বলেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তখন মুহায়িসা তাঁকে দাফন করলেন। তারপর মদীনায় এলেন। আবদুর রহমান ইবন সাহল ও মাসউদের দুই পুত্র মুহায়িসা নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। আবদুর রহমান (রা) কথা বলতে এগিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও। আর আবদুর রহমান ইবন সাহল (রা) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়িসা ও হওয়ায়িসা উভয় কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি শপথ করে বলবে এবং তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন, তোমাদের সঙ্গীর রক্ত পণের অধিকারী হবে? তারা বললেন, আমরা কিরূপে শপথ করব? আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না এবং স্বচক্ষে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে ইয়াহুদীরা পঞ্চশটি শপথের মাধ্যমে তোমাদের থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তাঁরা বললেন, তারা তো কাফির সম্পদায়। আমরা কিরূপে তাদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে আবদুর রহমানকে তাঁর ভাইয়ের দীয়াত পরিশোধ করলেন।

١٩٧٣ . بَابُ فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

১৯৭৩. পরিচ্ছেদ : অঙ্গীকার পূর্ণ করার ক্ষয়ীলত

[২৯৫০] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْيَيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ
أَبَا سَفِيَّانَ بْنَ حَرْبٍ بْنَ أُمِّيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ
قُرَيْشٍ كَانُوا تُجَارِأً بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا
سَفِيَّانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ

[২৯৫১] ইয়াহুদী ইবন বুকাইর (র).....আবু সুফিয়ান ইবন হারব ইবন উমায়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, (রোমান স্ম্রাট) হিরাকল (হিরাক্সিয়াস) তাঁকে ডেকে পাঠালেন, কুরাইশদের সেই কাফেলাসহ যারা সিরিয়ায়

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তা সে সময় যখন কুরাইশ কাফিরদের পরীক্ষায় আবৃ সুফিয়ানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন।

১৯৭৪. بَابٌ هَلْ يُعْفَى عَنِ الدَّمْيٍ إِذَا سَحَرَ وَقَالَ أَبْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِيُّ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ سُنْلَ أَعْلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

১৯৭৪. পরিচ্ছেদ : যদি কোন যিচ্ছী যাদু করে, তবে কি তাকে ক্ষমা করা হবে? ইবন ওহাব (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন জিচ্ছী যদি যাদু করে, তবে কি তাকে হত্যা করা হবে? তিনি বলেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যাদুকরকে হত্যা করেন নি। সে আহলে কিতাব ছিল

২৯৫। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُحْرَ حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ

২৯৫। مুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। ফলে তাঁর ধারণা হতো যে, তিনি এ কাজ করেছেন অথচ তিনি তা করেননি।

১৯৭৫. بَابٌ مَا يُحَدِّرُ مِنَ الْغَدَرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ حَسَبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ الْأَيْةُ

১৯৭৫. পরিচ্ছেদ : বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কবাণী। আল্লাহ তা'আলার বাণী : যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মুসলিমদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন..... (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) (৮ : ৬২)

২৯৫২ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُشَّرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ادْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزَوةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنْ آدَمٍ فَقَالَ أَعْدَدْ سَتَّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كَقْصِصَاصِ الْفَتَمِ ثُمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ

مَائَةَ دِينَارٍ فَيَظْلُمُ سَاحِطًا ثُمَّ فَتَنَّهُ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِّنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ
هَذَنَّهُ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ
غَایَةً تَحْتَ كُلِّ غَایَةٍ إِثْنَا عَشَرَ الْفَأْ

২৯৫২ হমায়দী (র)..... আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চর্ম নির্মিত তাঁবুতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি আলামাত গণনা করে রাখো। আমার মৃত্যু, তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস
বিজয়, তারপরও তোমাদের মধ্যে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি
এক ব্যক্তিকে একশ' দীনার দেওয়া সন্ত্রেণ সে অস্ত্রুষ্ট থাকবে। তারপর এমন এক ফিত্না আসবে যা
আরবের প্রতি ঘরে প্রবেশ করবে। তারপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি-যা তোমাদের ও রোমকদের (খৃষ্টানদের) মধ্যে
সম্পাদিত হবে। এরপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিচ্ছি পতাকা উত্তোলন করে তোমাদের
মুকাবিলায় আসবে; প্রত্যেক পতাকা তলে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

১৯৭৬ . بَابُ كَيْفَ يُنَبِّدُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ وَقَوْلُهُ : وَإِمَّا تَخَافُنُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ
إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ الْأَيَّةِ

১৯৭৬. পরিচ্ছেদ ৪ চুক্তিবন্ধ সম্প্রদায়ের চুক্তি কিভাবে বাতিল করা হবে? আল্লাহ তাআলার বাণী: যদি
আপনি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা করেন, তবে আপনার চুক্তি ও যথাযথ বাতিল করবেন।
(৪:৫৮)

২৯৫৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعْثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُئْمِنُ
يُؤْذِنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنْيٍ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
عَرْيَانًا وَيَوْمُ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ
النَّاسِ الْحِجَّةِ الْأَصْفَرِ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحْجُّ
عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكًا

২৯৫৪ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে
সে সকল লোকের সঙ্গে পাঠান যাঁরা মিনায় কুরবানীর দিন এ ঘোষণা দিবেন : এ বছরের পর কোন মুশ্রিক
হজ্জ করতে পারবে না আর বায়তুল্লাহ শরীফে কোন উলঙ্গ ব্যক্তি তাওয়াফ করতে পারবে না আর কুরবানীর
দিনই হল হজ্জে আকবরের দিন। একে আকবর এ জন্য বলা হয় যে, লোকেরা (উমরাহকে) হজ্জে আসগার

(ছেট) বলে। আবু বকর (রা) সে বছর মুশরিকদের চুক্তি রহিত করে দেন। কাজেই হজ্জাতুল বিদার বছর যখন রাসূলগ্লাহ ﷺ হজ্জ করেন, তখন কোন মুশরিক হজ্জ করেনি।

١٩٧٧. بَابُ أَثْمٍ مِنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ وَقَوْلِ اللَّهِ : الَّذِينَ عَااهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِلَيْهِ

১৯৭৭. পরিষ্কেত : যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আপনি যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, তারপর তারা প্রতিবার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে.....(শেষ পর্যন্ত)। (সূরা আনফাল : ৫৬)

٢٩٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرْأَةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُ خَلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَافَ وَإِذَا عَااهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا

২৯৫৪ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রূতি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন ঝগড়া করে গালমন্দ করে। যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে।

٢٩٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْرَاهِيمِ التَّئِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا قُرِآنٌ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا ، فَمَنْ أَحَدَثَ حَدَّثًا أَوْ أَوْيَ مُخْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَذَمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعُى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَمَنْ وَالَّتِي قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ

مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ
وَلَا عَدْلٌ - قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ
تَجْعَلُوكُمْ تَبَيْأُ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، فَقَيْلَ لَهُ : كَيْفَ تَرَى ذُلْكَ كَائِنًا يَا أَبَا
هُرَيْرَةَ ، قَالَ إِنِّي وَالَّذِي نَفَسْتُ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ
الْمَصْدُوقِ ، قَالُوا عَمَّ ذَاكَ ، قَالَ تُنْتَهِكُ ذَمَّةُ اللَّهِ وَذَمَّةُ رَسُولِهِ ﷺ فَيَشَدُّ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ

২৯৫৫ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কুরআন এবং এ কাগজে যা লিখা আছে তা ছাড়া কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিনি। (উক্ত লিপিতে রয়েছে) নবী ﷺ বলেছেন, আয়ির পর্বত থেকে এ পর্যন্ত মদীনার হরম এলাকা। যে কেউ দীনের ব্যাপারে বিদ্যাত উত্তোলন করে কিংবা কোন বিদ্যাতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লাভন্ত। তার কোন ফরয কিংবা নফল ইবাদত করুণ হবে না। আর সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তা বিহ্বলি করে তার উপর আল্লাহ তাআলার লাভন্ত এবং ফিরিশ্তাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত করুণ হবে না। আর যে স্বীয় মনীবের অনুমতি ব্যক্তিত অন্যদের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করে, তার উপর আল্লাহ তাআলার লাভন্ত এবং ফিরিশ্তাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত করুণ হবে না। আবু মুসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুসলিমদের কাছ থেকে (জিয়িয়া স্বরূপ) একটি দীনার বা দিরহামও তোমরা পাবে না, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাকে বলা হল, হে আবু হুরায়রা (রা) আপনি কিভাবে মনে করেন যে, এমন অবস্থা দেখা দিবে, তিনি বললেন, হ্যাঁ, কসম সে মহান সন্তার যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত (অর্থাৎ মুহাম্মদ) এর উক্তি থেকে আমি বলছি। লোকেরা বলল, কি কারণে এমন হবে? তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রদত্ত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করা হবে। ফলে আল্লাহ তাআলা জিমীদের অন্তরকে কঠোর করে দিবেন; তারা তাদের হাতে সম্পদ দিবে না।

১৯৭৮ . بায়

১৯৭৮. পরিচ্ছেদ :

২৯৫৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ
أَبَا وَائِلٍ شَهِيدَتْ صَفِينَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ : إِتَّهِمُوا

رَأَيْكُمْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبْيَ جَنَدِلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِعُ أَنْ أَرْدَدَ أَمْرَ النَّبِيِّ
لَرَدَدَتُهُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لَأَمْرٍ يُفْظِلُنَا إِلَّا أَشَهَلَنَا بِنَا
إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هَذَا

২৯৫৬ আবদান (র).....আমাশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু ওয়াইল (রা)-কে জিজসা করলাম, আপনি কি সিফ্ফীনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সাহল ইবন হনাইফ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজ মতামতকে নির্ভূল মনে করো না। আমি নিজেকে আবু জান্দের দিন (হৃদায়বিয়ার দিন) দেখেছি। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, তবে তা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করতাম। বস্তু আমরা যখনই কোন ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের কাঁধে তলোয়ার তুলে নিয়েছি, তখন তা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে এমনভাবে যা আমরা উপলব্ধি করেছি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার ব্যতিক্রম।

২৯৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْغَزِيرِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلٍ
قَالَ كُنَّا بِصَفَيْنِ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا أَنفُسَكُمْ
فَانَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَرَى قَتَالًا لَقَاتَنَا ، فَجَاءَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ
فَقَالَ بَلَى ، فَقَالَ : أَلَيْسَ قَتَلَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلَاهُمْ فِي النَّارِ ، قَالَ بَلَى
قَالَ : فَعَلَى مَا نُعْطِي الدِّينِيَّةَ فِي دِيَنِنَا أَنْرُجُ ، وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضِيقَنِيَ اللَّهُ أَبْدًا
فَأَنْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنَّهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَنْ يُضِيقَنِيَ اللَّهُ أَبْدًا ، فَنَزَّلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُمَرِ إِلَى آخرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ فَتْحٌ
هُوَ ، قَالَ نَعَمْ

২৯৫৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সিফ্ফীন যুদ্ধে শরীক ছিলাম। সে সময় সাহল ইবন হনাইফ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ

মতামতকে নির্ভুল মনে করো না । আমরা হৃদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম । যদি আমরা যুদ্ধ করা যথোচিত মনে করতাম, তবে আমরা যুদ্ধ করতাম । পরে উমর ইবন খাতাব (রা) এসে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা (মুশরিকরা) বাতিলের উপর? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ । তারপর তিনি বললেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ কি জান্নাতী নন এবং তাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিহতগণ অবশ্যই জান্নাতী । উমর (রা) বললেন, তবে কি কারণে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে হীনতা স্বীকার করব? আমরা কি ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইবন খাতাব! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আমাকে কখনো হেয় করবেন না । তারপর উমর (রা) আবু বকর (রা)-এর নিকট গেলেন এবং নবী ﷺ -এর কাছে যা বলেছিলেন, তা তাঁর নিকট বললেন । তখন আবু বকর (রা) বললেন, তিনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁকে হেয় করবেন না । তারপর সূরা ফাতহ নাযিল হয় । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শেষ পর্যন্ত উমর (রা)-কে পাঠ করে শোনান । উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি বিজয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ ।

٢٩٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرْيَشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَدْتَهُمْ مَعَ أَبِيهَا فَأَسْتَفْتَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمْتُ عَلَى وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصْلِلُهَا قَالَ نَعَمْ صَلِّيْلَهَا

২৯৫৮ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র).....আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা, যিনি মুশরিক ছিলেন, তাঁর পিতার সাথে আমার নিকট এলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কুরাইশরা চুক্তি করেছিল তখন আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বলে জিজাসা করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহী নন। আমি কি তাঁর সঙ্গে সম্বুদ্ধ করব?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে সদাচরণ কর ।’

١٩٧٩ . بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ

১৯৭৯. পরিচ্ছেদ ৪: তিন দিন কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সর্কি করা

২৯০৯ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا شُرِيفُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ

إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ قَاتِشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلُبَانِ السَّلَاجِ وَلَا يَدْعُو مِنْهُمْ أَحَدًا ، قَالَ : فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعُ وَلَبَأْيَعْنَاكَ وَلَكِنَّا اكْتَبْتُ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّهُ فَقَالَ عَلَىٰ : وَاللَّهِ لَا أَمْحُوهُ أَبَدًا ، قَالَ فَأَرَنِيْهِ قَالَ فَأَرَاهُ أَيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ بِيَدِهِ ، فَلَفَّا دَخَلَ وَمَضَى الْأَيَّامُ أَتَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَكَ فَلَيَرْتَحِلْ فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّهُ فَقَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ أَرْتَحِلْ

[২৯৫] আহমদ ইবন উসমান ইবন হাকীম (র).....বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন উমরা করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি মক্কায় আসার অনুমতি চেয়ে মক্কায় কাফিরদের নিকট দৃত পাঠান। তারা শর্তারোপ করে যে, তিনি সেখানে তিনি রাতের অধিক থাকবেন না এবং অন্তরে কোষাবন্ধ না করে প্রবেশ করবেন না। আর মক্কাবাসীদের কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিবে না। বারা (রা) বলেন, এ সকল শর্ত আলী ইবন আবু তালিব (রা) লেখা আরম্ভ করলেন এবং সঞ্চিপত্রে লিখলেন, “এটা সে সঞ্চিপত্র যার উপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ফায়সালা করেছেন।” তখন কাফিররা বলে উঠল, ‘আমরা যদি একথা মেনে নিতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, তবে তো আমরা আপনাকে বাধাই দিতাম না এবং আপনার হাতে বায়আত করে নিতাম। কাজেই একপ লিখুন, এটি সেই সঞ্চিপত্র যার উপর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ফায়সালা করেছেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ এবং আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল। বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখতেন না। তাই তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (শব্দটি) মুছে ফেল। আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা মুছব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন আলী (রা) তাঁকে সে স্থান দেখিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিজ হাতে মুছে ফেললেন। এরপর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং সে দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা আলী (রা)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে বল, যেন তিনি চলে যান। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা বললেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন।

١٩٨. بَابُ الْمُوَادِعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ وَقُولِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ أَقْرَكُمْ مَا أَقْرَكُمُ اللَّهُ بِهِ

১৯৮০. পরিচ্ছেদ ৪ সময় নির্ধারণ না করে সঞ্চি করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ৪ আমি তোমাদের ততদিন সেখানে থাকতে দিব, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাখেন

১৯৮১. بَابُ طَرْحِ جِيفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبَئْرِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ

১৯৮১. পরিচ্ছেদ ৪ মুশরিকদের লাশ কৃপে নিক্ষেপ করা এবং তাদের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ না করা

২৯৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا جَاءَ عَقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعِيطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهَرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ أَللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهَلِ بْنِ هَشَامٍ وَعَتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعَقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعِيطٍ وَأَمِيَّةَ بْنَ خَلْفٍ أَوْ أَبِي بْنِ خَلْفٍ فَلَقِدَ رَأَيْتُهُمْ قُتْلُوا يَوْمَ بَدرٍ فَالْقُوَّا فِي بَثَرٍ غَيْرَ أَمِيَّةَ أَوْ أَبِي فَانَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرَرُوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبَئْرِ

২৯৬০ আবদুল্লাহ ইবন উসমান (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (কাবা শরীফে) সিজ্দারত ছিলেন, তাঁর আশে-পাশে কুরাইশ মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইবন আবু মুআইত উটনীর গর্ভ থলে এনে নবী ﷺ -এর পিঠে ফেলে দেয়। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠালেন না। অবশেষে ফাতিমা (রা) এসে তাঁর পিঠ থেকে তা অপসারণ করেন আর যে ব্যক্তি একাজ করেছে তার বিরুদ্ধে বদদুআ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইয়া আল্লাহ! কুরাইশদের এ দলের বিচার আপনার উপর ন্যস্ত। ইয়া আল্লাহ! আপনি শাস্তি দিন আবু জাহল ইবন হিশাম, উত্বা ইবন রাবীআ, শায়বা ইবন রাবীআ, উকবা ইবন আবু মুআইত ও উমাইয়া ইবন খালফ (অথবা রাবী বলেছেন), উবাই ইবন খালফকে। (ইবন মাসউদ (রা) বলেন), আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের সকলকে কৃপে নিক্ষেপ করা হয়, উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত। কেননা, সে ছিল স্থলদেহী। যখন তার লাশ টেনে নেওয়া হচ্ছিল, তখন কৃপে ফেলার আগেই তার জোড়াগুলি বিছিন হয়ে যায়।

১৯৮২. بَابُ أَئِمَّةِ الْغَادِيرِ لِلْبَئِرِ وَالْفَاجِرِ

১৯৮২. পরিচ্ছেদ : নেক বা বদ যে কোন লোকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পাপ

২৯৬১ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيهِ وَأَئِلِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيْدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

২৯৬২ [আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা হবে। (আবদুল্লাহ ও আনাস (রা)-এর মধ্যে) একজন বলেছেন, পতাকাটি স্থাপিত হবে অপরজন বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রদর্শিত হবে এবং তা দিয়ে তাকে চেনানো হবে।

২৯৬২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ

২৯৬৩ [সুলাইমান ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) অঙ্গীকার ভঙ্গের নির্দর্শন স্বরূপ প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য (কিয়ামতের দিন) একটি পতাকা স্থাপন করা হবে।

২৯৬৩ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةً وَلَا جَهَادًا وَنَيَّةً وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَاقْبِرُوا ، وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَنَّ هَذَا الْبَلَدُ حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّهُ لَمْ يَحُلِّ الْقِتَالُ فِيهِ لَاحِدٌ قَبْلِيٌّ وَلَمْ يَحُلِّ لِيَ الأَسَاعَةُ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُعْصِدُ شَوَّكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلِ خَلَاهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخَرُ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبَيْوَتِهِمْ قَالَ : إِلَّا الْأَذْخَرُ

২৯৬ন্ত আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বল্লেন, (মক্কা থেকে এখন আর) হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদে যাওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হয় তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিন এও বলেন, এ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে সমানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সমানিত থাকবে। আমার আগে এখানে যুদ্ধ করা কারও জন্য হালাল ছিল না আর আমার জন্যও তা দিনের মাঝে কিছু সময়ের জন্যই হালাল করা হয়েছিল। অতএব আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত তা সমানিত থাকবে। এখানকার কাঁটা কর্তন করা যাবে না; শিকারকে উত্যক্ত করা যাবে না আর পথে পড়ে থাকা বস্তু কেউ উঠাবে না। তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে, যে তা ঘোষণা করবে। এখানকার ঘাস কাটা যাবে না।' তখন আব্বাস (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ইযথির ব্যতীত। কেননা, তা কর্মকারের ও ঘরের কাজে লাগে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইযথির ব্যতীত।'

كتابُ بدءِ الخلقِ
সৃষ্টির সূচনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كتاب بدء الخلق

অধ্যায় ৪: সৃষ্টির সূচনা

١٩٨٣. مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي بَيْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيشُهُ وَهُوَ أَهونُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّبِيعُ أَبْنُ خُثِيمَ وَالْخَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَيْنَ وَهَيْنَ مَثْلُ لَيْنِ وَلَيْنَ وَمَيْتَ وَمَيْتَ وَضَيْقَ وَضَيْقَ ، أَفَعَيْنَاهَا أَفَأَعْسَبَاهَا عَلَيْنَا حَيْنَ أَنْشَأْكُمْ وَأَنْشَأْ خَلْقَكُمْ لِغُوبِ الْلَّغُوبِ النَّصْبُ أَطْوَارًا ، طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ

১৯৮৩. মহান আল্লাহর বাণীঃ আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, আবার তিনিই তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা কুম ৪: ২৭) গ্রাবী ইবন খুসাইম এবং হাসান বসরী (র) বলেন, সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ। আর যার অর্থ সহজ, উচারণের দিক দিয়ে যথাক্রমে এবং -ضَيْقَ وَضَيْقَ- এর অনুকরণ এবং এর অর্থ আমাদের পক্ষে কি এটা কঠিন, যখন তিনি তোমাদের পয়দা করেছেন এবং তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছেন? -عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ- এ অবস্থায়, আবার কখনও অন্য অবস্থায় আল্লাহর লগুব ক্ষাণি করল।

٢٩٦٤ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بنى تميم إلى النبي ﷺ فقال يا بنى تميم أبشروا قالوا بشرتنا فأعطينا فتير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قيلنا فأخذ النبي ﷺ يحدث

بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمَرَانُ رَأَحْلَتْكَ تَفَلَّتْ لَيْتَنِي
لَمْ أَقُمْ

২৯৬ষ্ঠ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....ইমরান ইবন হসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বানু তামীমের একদল লোক নবী ﷺ-এর খেদমতে এল, তখন তিনি তাদের বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন তারা বলল, আপনি তো সুসংবাদ জানিয়েছেন, এবার আমাদের দান করুন। এতে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। এ সময় তাঁর কাছে ইয়ামনের লোকজন আসল। তখন তিনি বললেন, হে ইয়ামনবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তামীম সম্প্রদায়ের লোকেরা তা গ্রহণ করেনি। তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। তখন নবী ﷺ সৃষ্টির সূচনা এবং আরশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। এর মধ্যে একজন লোক এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উটনীটি পালিয়ে গেছে। হায়! আমি যদি উঠে না চলে যেতাম।^۱

২৯৬^٢ حَدَّثَنَا عَمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا
جَامِعُ بْنُ شَدَّادَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَقَّلَتْ نَاقَتِيْ بِالْبَابِ
فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ اقْبِلُوا إِلَيْهِ يَا بَنِي تَمِيمٍ، قَالُوا قَدْ
بَشَّرْتَنَا فَأَعْطَنَا مَرْتَنِينِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ الْيَمَنِ، فَقَالَ اقْبِلُوا
إِلَيْهِ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذَا لَمْ يَقْبِلُهَا بَنُو تَمِيمٍ، قَالُوا قَدْ قَبَلْنَا يَا رَسُولَ
اللهِ، قَالُوا جَئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ
غَيْرَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلُّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتِكَ يَا أَبَنَ الْحُسَيْنِ فَانْطَلَقَتْ فَإِذَا هِيَ
تَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوِدَّتْ أَنِّي تَرَكْتُهَا وَرَوَى عَيْشَى عَنْ رَبِّهِ
عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ
أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ حَفْظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ
نَسَيَهُ

১। এটা ইমরানের উকি। তিনি আঙ্কেপ করে বলেছেন, ‘আমি যদি উটনীর খোজে নবী ﷺ -এর খেদমত হতে উঠে না যেতাম, তা হলে আমি তাঁর পবিত্র বাণী শুন হতে বন্ধিত হতাম না।’

২৯৬৫ উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র).....ইমরান ইব্ন হসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার উটনীটি দরজার সাথে বেঁধে নবী ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে তামীম সম্প্রদায়ের কিছু লোক এল। তিনি বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। উভয়ের তারা বলল, আপনি তো আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, এবার আমাদেরকে কিছু দান করুন। একথা দু'বার বলল। এর পর তাঁর কাছে ইয়ামানের কিছু লোক আসল। তিনি তাদের বললেন, হে ইয়ামানবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ বানু তামীমগণ তা গ্রহণ করে নাই। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। তারা আরো বলল, আমরা দীন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার খেদমতে এসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, (শুরুতে) একমাত্র আল্লাহই ছিলেন, আর তিনি ব্যক্তিত আর কোন কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে। এরপর তিনি লাওহে মাহফুজে সব কিছু লিপিবদ্ধ করলেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। এ সময় জনেক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে ইব্ন হসাইন! আপনার উটনী পালিয়ে গেছে। তখন আমি এর তালাশে চলে গেলাম। দেখলাম তা এত দূরে চলে গেছে যে, তার এবং আমার মধ্যে মরীচিকাময় ময়দান ব্যবধান হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তখন উটনীটিকে একেবারে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলাম। ঈসা (র).....তারিক ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা নবী ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আমাদের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। অবশ্যে তিনি জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী তাদের নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করার কথাও উল্লেখ করলেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি অব্যরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।

[২৯৬৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ سُفِيَّانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ شَتَّمْنِي أَبْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشَتَّمْنِي وَيُكَذِّبْنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَمًا شَتَّمَهُ أَيَّاً فَقَوْلُهُ : إِنَّ لِي وَلَدًا ، وَأَمَا تَكْذِيبِهِ فَقَوْلُهُ : لَنْ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأْنِي

২৯৬৬ আবদুল্লাহ ইব্ন আবু শাইবা (র)..... আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে গালমন্দ করে অথচ আমাকে গালমন্দ করা তার উচিত নয়। আর সে আমাকে অঙ্গীকার করে অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালমন্দ করা হচ্ছে, তার এ উক্তি যে, আমার সন্তান আছে। আর তা অঙ্গীকার করা হচ্ছে, তার এ উক্তি, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে কথনও তিনি আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না।

[২৯৬৭] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ
الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيٌّ غَلَبَتْ غَضَبِيٌّ

২৯৬৭. কৃতাইবা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টি কার্য সমাধা করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহফুজে লিখেন, যা আরশের উপর তাঁর কাছে বিদ্যমান। নিচয়ই আমার করুণা আমার ক্ষেত্রে চেয়ে প্রবল।

১৯৮৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبَعِ أَرْضِينَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبَعَ
سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مَثَلَهُنَّ الْآيَةُ وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ السَّمَاءُ سَمَكُهَا بَنَاءُهَا وَالْجُبُكُ
اسْتَوَأْهَا وَحُسْنُهَا ، أَذْنَتْ سَمَعَتْ وَأَطَاعَتْ ، وَالْقَتْ أَخْرَجَتْ ، مَا فِيهَا مِنَ
الْمُوْتَى ، وَتَحْلَتْ عَنْهُمْ ، طَحَاهَا دَحَاهَا ، بِالسَّاهِرَةِ وَجْهِ الْأَرْضِ ، كَانَ فِيهَا
الْحَيَوانُ نَوْمُهُمْ وَسَهْرُهُمْ

১৯৮৪. পরিছেদ ৪: সাত যমীন। মহান আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ সেই সভা যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং যমীনও, ওদের অনুরূপভাবে (৬৫: ১২)-আকাশ-সম্কে। এর ভিত্তি! সেই সভায় তাঁর সমতা-- সৌন্দর্য ও মানব করল। সেই সে যমীন তাঁর সকল মৃতকে বের করে দেবে এবং তা খালি হয়ে যাবে ওদের থেকে তাঁকে সকল দিক থেকে বিছিয়ে দিয়েছে। ডুপুর যা সকল আণীর নিদ্রা ও জাগরণের হান-ভূগূঢ় যা সকল আণীর নিদ্রা ও জাগরণের হান

১৯৬১. حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلَىٰ بْنِ الْمُبَارَكِ
حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ بَيْتَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةً فِي أَرْضٍ
فَدَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبْ الْأَرْضَ فَإِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيَدَ شِبَّرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوقَهُ مِنْ سَبَعِ
أَرْضِينَ

২৯৬৮. আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবু সালমা ইবন আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন), কয়েকজন লোকের সাথে একটি জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ ছিল। আয়িশা (রা)-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। তিনি বললেন, হে আবু সালমা! জমা-জমির ঝামেলা থেকে দূরে থাক। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ

সৃষ্টির সূচনা

বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ অন্যের জমি জুলুম করে আঞ্চল্যাংক করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের হার তার গলায় পরানো হবে।^১

২৯৬৯ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَخْذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

২৯৭০ বিশ্র ইবন মুহাম্মদ (র).....সালিম (রা)-এর পিতা (ইবন উস্র রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির সামান্যতম অংশও আঞ্চল্যাংক করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধ্বনিয়ে দেওয়া হবে।

২৯৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنِيَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْزَمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهْيَتَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، الْسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمَ ثُلُثُ مُتَوَالِيَّاتُ ذُو القَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَ الْحَرَمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَّ ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

২৯৭০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (রা).....আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আঞ্চাহ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন থেকে সময় যেৱাপে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেৱাপে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কাদাহ, যুল-হিজ্রাহ ও মুহাররাম। তিনিটি মাস পরপর রয়েছে। আর এক মাস হলো রজব -ই-মুয়ার^২ যা জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে অবস্থিত।

২৯৭১ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَّمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقِّ زَعْمَتِهِ أَنَّهُ اشْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَشْتَقَصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشَهَدُ لَسْمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَخْذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّ

১। আঞ্চাহ তাকে মাটিতে পুঁতে দেবেন। এরপর আঞ্চল্যাংকৃত জমি তার গলায় বেঢ়ি বা হাসুলীর মত বালিয়ে পরিয়ে দেয়া হবে। (কিরমানী শরহে বুখারী।)

يُطْوِقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ - قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِئِنِّي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ

২৯৭। উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র).....সাঈদ ইবন যাযিদ ইবন আমর ইবন নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত, ‘আরওয়া’ নামক জনেকা মহিলা এক সাহাবীর (সাইদের) বিবরণে মারওয়ানের নিকট (জমি সংক্রান্ত বিষয়ে) তার ঐ পাওনা সম্পর্কে মামলা দায়ের করল, যা তার (মহিলাটির) ধারণায় তিনি (সাঈদ) নষ্ট করেছেন। ব্যাপার শুনে সাঈদ (রা) বললেন, আমি কি তার (মহিলাটির) সামান্য হকও নষ্ট করতে পারিঃ আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুলুম করে অন্যের এক বিঘত যমীনও আস্তসাঁৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শৃঙ্খল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। ইবন আবু যিনাদ (র) হিশাম (র) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি (হিশামের পিতা উরওয়া) (রা) বলেন, সাঈদ ইবন যায়দ (রা) আমাকে বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট হায়ির হলাম (তখন তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন)।

١٩٨٥. بَأْبُ فِي النُّجُومِ وَقَالَ قَنَادَةُ : وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ، خُلُقَ هَذِهِ النُّجُومُ لِثَلَاثٍ : جَعَلَهَا زَيْنَةً لِلسَّمَاءِ ، وَرَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يُهَتَّدُى بِهَا ، فَمَنْ تَأْوِلُ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأُ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَالَا عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا وَالْأَبُ مَا يَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ، الْأَنَامُ الْخَلْقُ ، بَرْزَخٌ حَاجِزٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْفَافًا ، مُلْتَفَةً وَالْغُلْبُ الْمُلْتَفَةُ فِرَاشًا مِهَادًا كَقُولِهِ : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ نَكَدًا قَلِيلًا

১৯৮৫. পরিষেদ ৪ নক্ষত্রাঙ্গি প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন, (আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ) আর আমি দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে উজ্জ্বল নক্ষত্রাঙ্গি ধারা সুসজ্জিত করেছি। (৬৭ : ৫) (এ সম্পর্কে কাতাদা (র) বলেন) এ সব নক্ষত্রাঙ্গি তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১) বানিয়েছেন এদেরকে আসমানের সৌন্দর্য, (২) শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করার জন্য (৩) এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের নির্দশন হিসেবে। অতএব যে ব্যক্তি এদের সম্পর্কে এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয় সে ভুল করে, নিজ থাপ্য হারায় এবং সে এমন বিষয়ে কষ্ট করে যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই। আর ইবন আব্বাস (রা) বলেন, -অর্থ পরিবর্তন আর -আ়াবু -অর্থ তৃণ যা চতুর্পদ জন্ম করে, -অর্থ জড়ান, -অর্থ মাখলুক, -অর্থ প্রতিবন্ধক আর মুজাহিদ (র) বলেন, -অর্থ জড়ানো আর -الْفَافًا, -অর্থ ঘন ও সরিবেশিত বাণান। -অর্থ বিছানা। যেমন মহান আল্লাহর বাণীঃ আর তোমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে অবস্থান হল। -অর্থ অল্লাহ।

১। মুয়ার একটি সম্প্রদায়ের নাম। আরবের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে এ সম্প্রদায়টি রজব মাসের স্থান প্রদর্শনে অতি কঠোর ছিল। তাই এ মাসটিকে তাদের দিকে সম্বন্ধ করে হাদীসে “রজব-মুয়ার” বলা হয়েছে।

۱۹۸۶. بَابُ صَفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : كَحُسْبَانَ الرَّحِىْ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بِحَسَابٍ وَمَنَازلٍ لَا يَعْدُوْنَاهَا حُسْبَانٍ ، جَمَاعَةً حَسَابٍ مُثْلُ شَهَابٍ وَشَهْبَانٍ ضُحَاهَا ضَوْءُهَا ، أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لَا يَسْتُرُ ضَوْءَ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْآخَرِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَيْثِثَانِ ، نَسْلَخُ نُخْرِجَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ وَيُجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَاهِيَّةٌ وَهِيَّهَا تَشَقَّقُهَا أَرْجَانَهَا مَا لَمْ يَنْشَقُ مِنْهَا فَهُمْ عَلَى حَافَتِيهِ كَقَوْلَكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبَشَرِ أَغْطِشَ ، وَجَنْ أَظْلَمَ قَالَ الْحَسَنُ : كُورَتْ تُكُورْ حَتَّى تَذَهَّبَ ضَوْءُهَا وَيُقَالُ وَاللَّيْلُ وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ اتَّسَقَ اسْتَوْى بُرُوجًا مَنَازلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَرَؤْبَةً : الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ، يُقَالُ : يُولِّجْ يُكُورْ وَلِيَجَةٌ كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلَتْهُ فِي شَيْءٍ

۱۹۸۶. পরিছেদ ৪: সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এর জন্য মুজাহিদ (র) বলেন, উভয়ের আবর্তন চাকার আবর্তনের অনুরূপ। আর অন্যেরা বলেন, উভয় এমন এক নির্দিষ্ট হিসাব ও স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা তারা অর্ধাং চন্দ্র-সূর্য লংঘন করতে পারে না। হল হস্বাব শব্দের বহুচন, যেমন- চন্দ্র-সূর্যের একটির অর্থ তার জ্যোতি- শহীবাব- অর্থ তার জ্যোতি। অন্তরের অর্থ তার জ্যোতি অপরটির জ্যোতিকে চাকতে পারে না, আর তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। -সাবিক নেহার- গ্রাত দিনকে দ্রুত অতিক্রম করে। উভয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে চায়। আমি উভয়ের একটিকে অপরটি হতে বের করে আনি আর তাদের প্রতিটি চালিত করা হয় এবং এবং এর অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া। আর সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি আর তারা তার উভয় উভয় পার্শ্বে থাকবে। যেমন তোমার উর্কি কুরুত, কুপের তীরে হেয়ে গেল। হাসান বসরী (র) বলেন, উল্লেখ্যে অক্ষকারে হেয়ে গেল। -عَلَى أَرْجَاءِ الْبَلْزِ- অর্থ লেপটিয়ে দেয়া হবে, যাতে তার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর বলা হয়ে থাকে এর অর্থ আর শপথ রজনীর এবং তার যে জীবজন্ম একত্রিত করল। -بُرُوجًا- অর্থ সূর্যের কক্ষ ও নির্ধারিত স্থান। -الْحَرُورُ- গরম বাতাস যা দিনের বেলায় সূর্যের সাথে প্রবাহিত হয়। ইক্বন আবাস (রা) বলেন, রাত্রি বেলার আর সমুম দিনের বেলার লু হাওয়া। বলা হয় এবং এর প্রবিষ্ট করে বা করবে অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু যা তুমি অন্যটির মধ্যে চুকিয়েছ

۲۹۷۳ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ ذَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيهِ ذَرِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذَهَّبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ

فَإِنَّهَا تَذَهَّبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُؤْشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جَئْتَ فَتَطَلَّعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالشَّمْسُ تَجْرِي
لِمُسْتَقْرِّلَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

২৯৭৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য অন্ত যাওয়ার সময় আবু যার (রা)-কে বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের সৈতে গিয়ে সিজ্দায় পড়ে যায়। এরপর সে পুনঃ উদিত হওয়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। আর অচিরেই এমন সময় আসবে যে, সিজ্দা করবে কিন্তু তা কবৃল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যে পথে এসেছ সে পথে ফিরে যাও। তখন সে পঞ্চম দিক হতে উদিত হবে—এটাই মর্ম হল মহান আল্লাহর বাণীঃ আর সূর্য গমন করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটাই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (৩৬ : ৩৮)

২৯৭৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّائِجُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৯৭৫ মুসাদাদ (র)..... আবু হুয়ায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে লেপটিয়ে দেওয়া হবে।

২৯৭৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْমَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمَرُ وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةِ وَلَكِنَّهُمَا إِيَّاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا

২৯৭৭ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং এ দু'টো আল্লাহর নির্দেশনাবলীর মধ্যে দু'টি নির্দেশন মাত্র। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

২৯৭৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيَّتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفُانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

২৯৭৬ ২৯৭৫ ইসমাইল ইবন আবু উয়াইস (র).....আবদুল্লাহ ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নির্দেশনাবলীর মধ্য থেকে দুটি নির্দেশন। কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন আল্লাহর ধিক্র করবে।

২৯৭৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْبَيْثُونِيُّ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسَ قَامَ فَكَبَّ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ : وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَذْنِي مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِيَ أَذْنِي مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَلَمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَنَّهُمَا أَيَّتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفُانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْهُمَا فَافْزَعُوهُمَا إِلَى الصَّلَاةِ

২৯৭৭ ইয়াহুয়া ইবন বুকাইর (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যেদিন সূর্যগ্রহণ হল, সে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীর বললেন, এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তারপর দীর্ঘ রূকু করলেন এরপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন এবং তিনি পূর্বের ন্যায় দাঁড়ালেন। আর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন কিন্তু তা প্রথম কিরাআত থেকে কম ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রূকু করলেন কিন্তু তা প্রথম রাকআতের তুলনায় কম ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। তিনি শেষ রাকআতেও অনুরূপই করলেন, পরে সালাম ফিরালেন। এ সময় সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে খৃত্বা দিলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে বললেন, অবশ্য এ দুটি আল্লাহর নির্দেশনাবলীর মধ্য থেকে দুটি নির্দেশন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ-চন্দ্র গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখনই সালাতে ভয়-ভীতি নিয়ে ধাবিত হবে।

٢٩٧٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي
قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْشَمْسُ
وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسْفَانَ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةِ وَلَكِنَّهُمَا أَيَّاتٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا

২৯৭৮ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্রা (র)....আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ
কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে হয় না বরং উভয়টি আল্লাহ'র নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দুটি নিদর্শন। অতএব
যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে, তখন তোমরা সালাত আদায় করবে।

১৯৮৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ : وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ ،
فَاصْفًا تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ لَوَاقِعٌ مُلَاقِحٌ مُلْقَحٌ اغْصَارٌ رِيحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الْأَرَضِ
إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ صِرْبَرَدٌ نُشْرًا مُتَفَرِّقٌ

১৯৮৭. পরিচেদ ৪: আল্লাহ'র তা'আলার বাণী ৪: তিনিই আপন অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু
প্রেরণ করেন (২৫: ৪৮) - অর্থ যা সব কিছু ভেঙ্গে দেয়। - قَاصِفًا مُلْقَحٌ لَوَاقِعٌ
শব্দের বহুবচন, যার অর্থ বৃষ্টি বর্ষণকারী। اغْصَارٌ যাঁড়া বায়ু যা যমীন থেকে আকাশের দিকে
জ্ঞাকারে প্রবাহিত হতে থাকে, যাতে আগুন বিরাজ করে। - صِرْبَرَدٌ অর্থ শীতল। - نُشْرًا অর্থ বিস্তৃত

২৯৭৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُفَّيْبٌ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَّا وَأَهْلَكْتُ عَادَ
بِالدَّبَورِ

২৯৭৯ আদম (র).....ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে
সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ঝংস করা হয়েছে।

২৯৭৯ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ
وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرَى عَنْهُ
فَعَرَفَتِهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَدْرِي لَعْلَهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا
رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلًا أَوْدِيَتِهِمُ الْآيَةُ

সৃষ্টির সূচনা

২৯৭৯ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে অগ্নির হতেন, আবার পেছনে সরে যেতেন। আবার কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন, আবার বের হয়ে যেতেন আর তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে যখন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করত তখন তাঁর এ অবস্থা কেটে যেত। আয়িশা (রা)-এর কারণ জানতে চাইলে নবী ﷺ বলেন, আমি জানি না, এ মেঘও হতে পারে যা দেখে আদ জাতি যেমন বলেছিল : এরপর যখন তারা তাদের উপত্যকার অভিমুখে উক্ত মেঘমালা অগ্নির হতে দেখল। (৪৬ : ২৪)

১৯৮৮ . بَابُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ : وَقَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ لَنَحْنُ الصَّافُونَ الْمَلَائِكَةُ

১৯৮৮. পরিচ্ছেদ ৪ ফিরিশ্তার বিবরণ। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) নবী ﷺ -এর নিকট বলেন, ফিরিশ্তাকুলের মধ্যে জিব্রাইল (আ) ইয়াহুদীদের শক্ত।^১ আর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এই উক্তি ফিরিশ্তাদের

২৯৮০ حَدَّثَنَا هُدَبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَوْلَى حَلَيْفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهَشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَفَصَفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقِظَانِ وَذَكَرَ رَجُلًا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ فَأَتَيْتُ بِطِسْتَ مِنْ ذَهَبٍ مِلْأَنِ حِكْمَةً وَأَيْمَانًا ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَا زَمِّزَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَأَيْمَانًا وَأَتَيْتُ بِدِابَّةً أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ ، وَفَوْقَ الْحَمَارِ الْبُرَاقُ ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ ^{عليه السلام} قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ ، قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَعِمَ الْجِيءُ جَاءَ ، فَأَتَيْتُ عَلَى أَدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ

১। একথা বলার সময় আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ইয়াহুদী ছিলেন। এখানে তিনি শুধুমাত্র ইয়াহুদীদের ধারণাই ব্যক্ত করেছেন। কারণ ইয়াহুদীদের উপর সকল আ্যাবের সংবাদ জিব্রাইল (আ)-ই নিয়ে এসেছেন। কাজেই তারা তাঁর সমক্ষে এ ধারণা পোষণ করত।

ابنِ وَنَبِيٍّ، فَاتَّيْنَا السَّمَاءَ التَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرَحْبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْجِئُ جَاءَ، فَاتَّيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى فَقَالَا مَرَحْبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَاتَّيْنَا السَّمَاءَ التَّالِثَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرَحْبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْجِئُ جَاءَ، فَاتَّيْتُ عَلَى يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرَحْبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ فَاتَّيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قِيلَ نَعَمْ، قِيلَ مَرَحْبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْجِئُ جَاءَ، فَاتَّيْتُ عَلَى ادْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرَحْبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَاتَّيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرَحْبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْجِئُ جَاءَ، فَاتَّيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرَحْبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَاتَّيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرَحْبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْجِئُ جَاءَ، فَاتَّيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرَحْبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزَتْ بَكُّى، فَقِيلَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبَّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعْثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَمْتَهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أَمْتَهِ، فَاتَّيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرَحْبًا بِهِ وَنِعْمَ الْجِئُ جَاءَ، فَاتَّيْتُ عَلَى ابْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرَحْبًا بِكَ مِنْ أَبْنِ وَنَبِيٍّ، فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصْلَى فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ

الْفَ مَلَكَ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا أَخْرَى مَا عَلَيْهِمْ، وَرَفَعْتَ لِي سِدْرَةَ
الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبَقُهَا كَانَهُ قَلَالُ هَجَرَ وَرَقُهَا كَانَهُ أَذَانُ الْفَيْوُلِ فِي أَصْلِهَا
أَرْبَعَةُ آنْهَارٍ، نَهَرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ
أَمَا الْبَاطِنَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَا الظَّاهِرَانِ وَالْفُرَاتُ وَالنَّيْلُ ثُمَّ فُرِضَتْ
عَلَى خَمْسَوْنَ صَلَةً، فَاقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ
فُرِضَتْ عَلَى خَمْسَوْنَ صَلَةً، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَّمَ
فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعَيْنَ، ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثَيْنَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ
عِشْرَيْنَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا
فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا، فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ
سَلَمْتُ فَنُودِيَ إِنِّيْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَقْتُ عَنْ عِبَادِيْ وَأَجْزِيْ
بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا، وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

২৯৮-০ ছদবা ইবন খালিদ ও খলীফা (ইবন খাইয়াত) (র).....মালিক ইবন সা'সা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি কাবা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ-এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এরপর তিনি দু' ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, আমার নিকট শৰ্ণের একটি তশতরী নিয়ে আসা হল—যা হিক্মত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার বুক থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। এরপর আমার পেট যময়মের পানি দ্বারা ধূয়ে ফেলা হল। তারপর তা হিক্মত ও ঈমানে পরিপূর্ণ করা হল এবং আমার নিকট সাদা চতুর্পদ জন্ম আনা হল, যা খচর হতে ছোট আর গাধা থেকে বড় অর্থাৎ বুরাক। এরপর তাতে আরোহণ করে আমি জিব্রাইল (আ) সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌছলাম। জিজ্ঞাসা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেয়া হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ, তাঁর শুভাগমন করতই না উত্তম। তারপর আমি আদম (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নবী। তোমার প্রতি ধন্যবাদ। এরপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন

করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ঈসা ও ইয়াহুইয়া (আ)-এর নিকট আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নবী! আপনার প্রতি ধন্যবাদ। তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে পৌছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কেঁ উভয়ে বলা হল, আমি জিব্রাইল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কেঁ বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইউসুফ (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কেঁ তিনি বললেন, আমি জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সাথে কেঁ বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, আর তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইদ্রীস (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কেঁ বলা হল আমি জিব্রাইল। প্রশ্ন হল আপনার সঙ্গে আর কেঁ বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। বললেন, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমরা হারুন (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কেঁ বলা হল, আমি জিব্রাইল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কেঁ বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার পরে প্রেরিত, তাঁর উত্থাত আমার উত্থাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে বেহেশতে যাবে। এরপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কেঁ বলা হল, আমি জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কেঁ বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে ধন্যবাদ। আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর বায়তুল মামুরকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। আমি জিব্রাইল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মামুর। প্রতিদিন এখানে সন্তুর হাজার ফিরিশ্তা সালাত আদায় করেন। এরা এখান থেকে একবার বের হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসেন না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ। তারপর আমাকে ‘সিদ্রাতুল মুনতাহা’ দেখানো হল। দেখলাম, এর ফল যেন, হাজারা নামক স্থানের মটকার ন্যায়। আর তার পাতা যেন হাতীর কান। তার মূলদেশে চারটি ঝরণা প্রবাহিত। দু’টি অভ্যন্তরের আর দু’টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, অভ্যন্তরের দু’টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু’টির একটি হল (ইরাকের) ফুরাত আর অপরটি হল (মিশরের) নীল নদ। তারপর আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কি করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাইলের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি।

আর আপনার উম্মাত এত (সালাত আদায়ে) সমর্থ হবে না। অতএব আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর অনুরোধ করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি সালাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটল। আর সালাতও ত্রিশ ওয়াক্ত করে দেয়া হল। পুরনায় অনুরূপ ঘটলে তিনি সালাত বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার অনুরূপ হল। তিনি সালাতকে দশ ওয়াক্ত করে দিলেন। এরপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে আসলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, এবার আল্লাহ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিলেন। আমি মূসার নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কি করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিয়েছেন। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছি। তখন আওয়াজ এল, আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের থেকে হালকা করে দিয়েছি। আর আমি প্রতিটি পুণ্যের জন্য দশগুণ সওয়াব দিব। আর বায়তুল মামুর সম্পর্কে হাস্মাম (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

٢٩٨١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمِعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَفَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فِيَوْمَ رَبِيعِ الْكَلِمَاتِ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرَزْقَهُ وَاجْلَهُ وَشَقَّىٰ وَسَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ الْأَذْرَاعَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعِمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

২৯৮১ হাসান ইবন রাবী' (র).....যায়দ ইবন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিচয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ নিজ নিজ মাত্গর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যন্নপে অবস্থান করে, এরপর তা জ্যাটি বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। এরপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের ন্যায় চল্লিশ দিন) থাকে। এরপর আল্লাহ একজন ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয় নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে (ফিরিশ্তাকে) লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিয়্ক, তার জীবনকাল এবং সে কি পাপী হবে না পুণ্যবান হবে। এরপর তার মধ্যে আস্তা ফুঁকে দেওয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাঝ একহাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার উপর অগ্রগামী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে আর একজন আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাঝ একহাত ব্যবধান থাকে, এমন সময় তার আমলনামা তার উপর অগ্রগামী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত আমল করে।

২৯৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلُدٌ أَخْبَرَنَا إِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَابَعَهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَ اللَّهُ الْعَبْدَ ، نَادَى جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ فَلَانَا فَأَحَبْبَهُ فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ فَلَانَا فَأَحَبْبُوهُ فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ ، ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ

২৯৮৩ [মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)].....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিব্রাইল (আ)-কে ডেকে বলেন, নিচয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, অতএব তুমও তাকে ভালবাস। তখন জিব্রাইল (আ)-ও তাকে ভালবাসেন এবং জিব্রাইল (আ) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসী তাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

২৯৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي مَرِيمٍ أَخْبَرَنَا الْيَثْرَى حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذَكَّرُ الْأَمْرُ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ ، فَتُؤْخِيَهُ إِلَى الْكُهَانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةً مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ

২৯৮৪ [মুহাম্মদ (ইবন ইয়াহইয়া) (র)].....নবী ﷺ -এর সহধর্মী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, ফিরিশতাগণ মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশে (আল্লাহর) মীমাংসাকৃত বিধান আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শোনেও ফেলে। এরপর তারা তা গণকের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং তারা তার সেই শোনা কথার সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে (মানুষের কাছে) বলে থাকে।

২৯৮৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْأَغْرِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ ، يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْأَمَامُ طَوَّوْا وَجَاءُوا يَشْتَمِعُونَ الْذَّكَرَ

২৯৮৫ آহমদ ইব্ন ইউনুস (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘যখন জুমুআর দিন হয় তখন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফিরিশ্তা এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি প্রথম মসজিদে প্রবেশ করে, তার নাম লিখে নেয়। তারপর পরবর্তীদের পর্যায়ক্রমে নাম। ইমাম যখন (মিহারে) বসে পড়েন তখন তারা এসব লিখিত পুস্তিকা বন্ধ করে দেন এবং তাঁরা মসজিদে এসে যিক্র (খুত্বা) শুনতে থাকেন।’

২৯৮৫ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَانٌ يُنْشَدُ فَقَالَ كُنْتُ أَنْشَدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ التَّفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَسْمَعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيْدِهِ بِرُوحِ الْقَدْسِ قَالَ نَعَمْ

২৯৮৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উমর (রা) মসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। (উমর (রা) তাকে বাধা দিলেন) তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উগ্রম ব্যক্তি (রাসুলুল্লাহ ﷺ)-এর উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। তারপর তিনি আবু হুরায়রা (রা) -এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজাসা করছি; আপনি কি রাসুলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। “হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহল কুদুস (জিব্রাইল (আ)) দ্বারা সাহায্য করুন।” তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।^۱

২৯৮৬ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدَىٰ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَانَ أُهْجُّهُمْ أَوْ هَاجِّهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكُمْ

১। মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর প্রতি উমর (রা) আপত্তি করাতে তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে সাক্ষী হিসাবে পেশ করলেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতেও মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

২৯৮৬ হাফস ইবন উমর (র).....বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাস্সান (রা)-কে বলেছেন, তুমি তাদের (কাফিরদের) কৃৎসা বর্ণনা কর অথবা তাদের কৃৎসার উত্তর দাও। তোমার সাথে (সাহায্যার্থে) জিব্রাইল (আ) আছেন।

২৯৮৭ حَدَّثَنَا أَشْحَقُ أَخْبَرَنَا وَهُبُّ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَىْ أَنْظَرُ إِلَىْ غُبَارٍ سَاطِعٍ فِي سَكَّةِ بَنِيْ غَنَمٍ، زَادَ مُؤْسِيْ مَوْكِبَ جِبْرِيلِ

২৯৮৮ ইসহাক (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন বানু গানমের গলিতে উর্ধ্বে উথিত ধূলা স্বয়ং দেখতে পাইছি আর (রাবী) মুসা এটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, জিব্রাইলের বাহনের পদচালনা করান।^১

২৯৮৮ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلَىْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيَكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِيَ الْمَلَكُ أَخْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَقُولُ صَمُّ عَنِّيْ ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَىَّ ، وَيَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ أَخْيَانًا رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِنِيْ مَا يَقُولُ

২৯৮৯ ফারওয়াহ্ (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হারিস ইবন হিশাম (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট ওহী কিরাপে আসে? তিনি বললেন, ‘এর সব ধরনের ওহী নিয়ে ফিরিশত্ব আসেন। কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় শব্দ করে (আসে) যখন ওহী আমার নিকট আসা শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি যা বলেছেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। আর একব্যপ শব্দ করে ওহী আসাটা আমার নিকট কঠিন মনে হয়। আর কখনও কখনও ফিরিশত্ব আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই।’

২৯৮৯ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، أَئِ فُلُّ هَلْمٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوْلِي عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ أَرْجُوْ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

১। কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে হাস্সান ইবন সাবিত (রা) কাফিরদের কৃৎসা করতেন। জিব্রাইল (আ) তাঁর দলবল নিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। তখন তাঁদের পদচালনার কারণে যে ধূলি উর্ধ্বে উঠত আমি যেন তা বানু গানমের গলিতে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি।

২৯৮৯ আদম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের তত্ত্বাবধায়কগণ ডাকতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এ দিকে আস! তখন আবু বকর (রা) বললেন, এমন ব্যক্তি সে তো এমন ব্যক্তি যার কোন ধর্ষণ নেই। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের একজন হবে।

২৯৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا يَا
عَائِشَةَ هَذَا جِبْرِيلٌ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ

২৯৯০ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে আয়িশা! এই যে জিব্রাইল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আপনি তো এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না। একথা দ্বারা তিনি নবী ﷺ -কে উদ্দেশ্য করেছেন।

২৯৯১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِنِ
جَفَّفَرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّيْحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبِنِ
عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِجِبْرِيلَ أَلَا تَزُورُنَا
أَكْثَرَ مَا تَزُورُنَا قَالَ فَنَزَّلَتْ : وَمَا نَنَزَّلَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا أَلَيْهَا

২৯৯১ আবু নু'আইম (র) ও ইয়াহুইয়া ইবন জাফর (র)..... ইবন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্রাইল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার নিকট যতবার আসেন তার চেয়ে বেশী আমার সাথে কেন দেখা করেন না? রাবী বলেন, তখন এ আয়াত অবরুণ হয়ঃ আর আমরা আপনার রবের নির্দেশ ব্যতীত আসতে পারি না। আমাদের সামনে এবং আমাদের পেছনে যা কিছু আছে সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। (স্রো মারয়াম : ৬৪)

২৯৯২ حَدَّثَنَا أَشْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِنِ شَهَابٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ
أَسْتَرِيدُهُ حَتَّى ائْتَهِ إِلَى سَبَعَةِ أَحْرُفٍ

২৯৯২ ইসমাঈল (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘জিব্রাইল (আ) আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি সর্বদা তাঁর নিকট অধিক ভাষায় পাঠ করে শুনাতে চাইতাম। অবশেষে তা সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় সমাপ্ত হয়।’^১

২৯৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ الْخَيْرَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهِذَا الْأَسْنَادِ نَحْنُ وَرَوْى أَبُو هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ

২৯৯৪ মুহাম্মদ ইবন মুকতিল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শোকদণ্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল ছিলেন আর রম্যান মাসে যখন জিব্রাইল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্মসূচি তখন তিনি আরো বেশী দানশীল হয়ে যেতেন। জিব্রাইল (রা) রম্যানের প্রত্যেক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বর্ষণ জিব্রাইল (আ) দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণে প্রেরিত বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন। আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। মামার (র) এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন আর আবু হুরায়রা (রা) এবং কাতিম (রা) নবী ﷺ থেকে স্থলে - ফَيَدَارِسُهُ الْقُرْآنَ - এর স্থলে অনেক কাতিম করেছেন।

২৯৯৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْرَى الْعَصِيرَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَّا أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَمِنْهُ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ بِالْمُصْرِ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

১. এখন আবদুল্লাহ বাসনা তথ্যাত্মক কুরায়শী ভাষায় অবটীর্ণ হয়। পরে নবী ﷺ -এর বাসনা অনুযায়ী আরবের সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবটীর্ণ হয়। পরে যখন এতে অস্বিধা সৃষ্টি হয়; তখন একমাত্র কুরায়শী ভাষা রেখে বাকী সব আঞ্চলিক ভাষা রাখিত রয়ে দেওয়া হয়।

يَقُولُ : نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمْنَى فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

২৯৯৪ কৃতাইবা (রা).....ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। একবার উমর ইবন আবদুল আয়ীয় (র) আসরের সালাত কিছুটা দেরী করে আদায় করলেন। তখন তাঁকে উরওয়া (রা) বললেন, একবার জিব্রাইল (আ) আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করালেন। তা শুনে উমর ইবন আবদুল আয়ীয় (র) বললেন, হে উরওয়া! কি বলছ, চিন্তা কর। উত্তরে তিনি বললেন, আমি বশীর ইবন আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একবার জিব্রাইল (আ) আসলেন, এরপর তিনি আমার ইমামতী করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি তাঁর আঙুলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শুনছিলেন।

২৯৯৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدَىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبَّيْبِ
بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ قَالَ وَإِنَّ زَنْبِي وَإِنَّ سَرَقَ قَالَ وَإِنَّ

২৯৯৫ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).....আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, একবার জিব্রাইল (আ) আমাকে বললেন, আপনার উম্মাত থেকে যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যে আহ্মাদের সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নাই, তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা তিনি বলেছেন, সে জাহানামে প্রবেশ করবে না। নবী ﷺ বললেন, যদিও সে যিনি করে এবং চুরি করে। জিব্রাইল (আ) বললেন, যদিও (সে যিনি করে ও চুরি করে তবুও)।^১

২৯৯৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ
مَلَائِكَةُ بِاللَّيلِ وَمَلَائِكَةُ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ
ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، فَيَقُولُ : كَيْفَ
تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَا هُمْ يُصَلِّونَ وَاتَّيْنَا هُمْ يُصَلِّونَ

১। অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের ওপর দৈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। তবে শাস্তির উপর্যোগী গুনাহ করে থাকলে তা মাফ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিভোগ করতে হবে। এরপর জান্নাতে যাবে।

২৯৯৬ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফিরিশ্তাগণ একদলের পেছনে আর একদল আগমন করেন। একদল ফিরিশ্তা রাতে আসেন আর একদল ফিরিশ্তা দিনে আগমন করেন। তাঁরা ফজর ও আসর সালাতে একত্রিত হয়ে থাকেন। তারপর যারা তোমাদের কাছে রাত্যাপন করেছিল তারা আল্লাহ'র কাছে উর্ধ্বে চলে যান। তখন তিনি তাদেরকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি তাদের চেয়ে এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবহিত আছেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দাহদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সালাতের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর আমরা তাদের কাছে সালাতের অবস্থাতেই পৌছেছিলাম।

١٩٨٩ . بَأْبَ أَذَا قَالَ أَحَدُكُمْ أَمِينٌ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ فَوَافَقَتْ أَحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفْرَلَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ

১৯৮৯. পরিচ্ছেদ ৪: যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর আসমানের ফিরিশ্তাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন সব শুনাই মাফ হয়ে যায়

২৯৯৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلُدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَشْمَعِيلَ بْنِ أَمِيَّةَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَانَهَا نُمْرُقَةً ، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيِّرُ وَجْهُهُ ، فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ أَمَا مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ ، قُلْتُ وِسَادَةً جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَاجِعَ عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّهُ مَنْ صَنَعَ الصُّورَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ أَحْيِوْا مَا خَلَقْتُمْ

২৯৯৮ মুহাম্মদ (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর জন্য প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি বালিশ তৈরী করেছিলাম। যেন তা একটি ছোট গদী। এরপর তিনি আমার ঘরে এসে দু' দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার কি অপরাধ হয়েছে? তিনি বললেন, এ বালিশটি কেন? আমি বললাম, এ বালিশটি আপনি এর উপর ঠেস দিয়ে বসতে পারেন আমি সে জন্য তৈরী করেছি। নবী ﷺ বললেন, (হে আয়িশা (রা)) তুমি কি জান না? যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেখানে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না? আর যে ব্যক্তি প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে? তাকে (আল্লাহ) বলবেন, 'তুমি যে প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে প্রাণ দান কর!'

২৯৯৮ حَدَّثَنَا أَبْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةَ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً تَمَاثِيلَ

২৯৯৯ **ইবন মুকতিল (র)**..... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না।

২৯৯৯ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمَرٌ وَأَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشْجَعِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُشَّرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدَ الْجُهَنْيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُشَّرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوَلَانِيُّ الدُّنْيَى كَانَ فِي حَجَرِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً قَالَ بُشَّرٌ فَمَرَضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدِنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسَرِيرِ فِيهِ ثَصَاوِيرٍ، فَقُلْتُ: لِعَبِيْدُ اللَّهِ الْخَوَلَانِيُّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي الثَّصَاوِيرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقْمٌ فِي شَوْبٍ، أَلَا سَمِعْتَهُ، قُلْتُ: لَا قَالَ بَلِيْ قَدْ ذَكَرَهُ

২৯৯৯ **আহমদ (র)**..... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী -কে বলেছেন, 'যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না।' বুস্র (র) বলেন, এরপর যায়দি ইবন খালিদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাঁর শুশ্রার জন্য গোলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরে একটি পর্দায় কিছু ছবি দেখতে পেলাম। তখন আমি (বুস্র) ওবায়দুল্লাহ খাওলানী (র)-কে জিজাসা করলাম, ইনি কি আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেননি? তখন তিনি বললেন, তিনি (যায়দি ইবন খালিদ (র) বলেছেন, প্রাণীর (ছবি নিষিদ্ধ) তবে কাপড়ের মধ্যে কিছু অংকন করা নিষিদ্ধ নয়, তুমি কি তা শননি? আমি (বুস্র) বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তা বর্ণনা করেছেন।

৩০০০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَرٌ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ جِبْرِيلُ إِنَّ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً وَلَا كَلْبًا

৩০০৮ ইয়াহুয়া ইব্ন সুলাইমান (র).....সালিম (রা) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ -কে (সাক্ষাতের) ওয়াদা দিয়েছিলেন। (কিন্তু তিনি সময় মত আসেন নি। নবী ﷺ -এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন আমরা এ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে।

৩০১ حَدَّثَنَا أَشْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْأَمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَ فَقُولُوا أَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৩০০৯ ইসমাইল (র).....আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (সালাতে) ইমাম যখন বলেন তখন তোমরা বলবে সَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَ (হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক। আপনার জন্য সকল প্রশংসা) কেননা যার এ উক্তি ফিরিশ্তাগণের উক্তির অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী শুনাই মাফ করে দেয়া হবে।

৩০১০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هَلَالِ بْنِ عَلَىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَادَّا مَتَ الصَّلَاةَ تَخِسِّهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ : أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ أَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُخْدِثُ

৩০১১ ইব্রাহীম ইব্ন মুন্যির (র)..... আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ‘তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতে রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ এ বলে দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দিন; হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন (এ দু'আ চলতে থাকবে) যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি সালাত ছেড়ে না দাঁড়াবে অথবা তার উয়ু ভঙ্গ না হবে।’

৩০১২ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفَوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ : فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَادَوْا يَا مَالِ

৩০০৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মিথারে উঠে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি; (আর তারা ডাকল, হে মালিক!) (মালিক জাহানামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্তার নাম)। সুফিয়ান (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ক্রিয়াআতে নাওয়া যামাল স্থলে নাওয়া যামাল রয়েছে।

٣٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ حَدَّثَهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ
أَحَدٍ ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ
الْعَقْبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى أَبْنِ عَبْدِ يَالِيلِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي
إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا
بِقَرْنِ الْتَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةِ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ
فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا
رَدُوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ
فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ ، فَسَلَمَ عَلَىٰ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ
إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ
الَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

৩০০৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ-এর সহধর্মী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, উহুদের দিনের চাইতে কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার কাওম থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের থেকে সবচেয়ে বেশী কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইব্ন আবদে ইয়ালীল ইব্ন আবদের কলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌছা পর্যন্ত আমার চিন্তা সাধব হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে দৃষ্টি দিলাম। তার মধ্যে ছিলেন জিবরাইল (আ)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কাওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা প্রতি উভয়ের যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাঁকে হ্রস্ব দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফিরিশ্তা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর

বললেন, হে মুহাম্মদ ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইন^১-কে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী ﷺ বললেন, (না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বৎশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যে, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

٣٠٥ حَدَّثَنَا قُتْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اشْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ زَرَّ بْنَ حُبَيْشَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى فَأَوْحَى إِلَيْيَّ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَأْيَ جِبْرِيلَ لَهُ سِئْمَائَةَ جَنَاحٍ

৩০৫ কুতাইবা (র).....আবু ইসহাক শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যির ইবন হ্বাইস (রা)-কে মহান আল্লাহর এ বাণীঃ “ফলে তাদের মধ্যে দু’ ধনুকের পরিমাণ বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রাইল। তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।” (৫৩ : ৯-১০) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইবন মাসউদ (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ জিব্রাইল (আ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল।

٣٠٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى قَالَ رَأَى رَفِرْفًا أَخْضَرَ سَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ

৩০৬ হাফস ইবন উমর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত ৪ “নিচয়ই তিনি তাঁর রবের মহান নির্দশনাবলী দেখেছেন” (৫৩ : ১৮)-এর মর্যাদে বলেন, তিনি (নবী ﷺ) সবুজ বর্ণের রফরফ^২ দেখেছেন, যা আকাশের দিগন্তকে ঢেকে রেখেছিল।

٣٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبْنِ عَوْنَى أَتَبَانَى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلَقَهُ سَادًا مَا بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ

১। আখশাবাইন : দুটি কঠিন শিলার পাহাড়।

২। রফরফ অর্থ সবুজ কাপড়ের বিছানা।

৩০০৭] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে ব্যক্তি বিরাট ভূল করবে। বরং তিনি জিব্রাইল (আ)-কে তাঁর আসল আকৃতি এবং অবয়বে দেখেছেন। তিনি আকাশের দিগন্ত জুড়ে অবস্থান করছিলেন।

৩০.৮ [حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً بْنَ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِنِ الْأَشْوَعِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، قَالَتْ : ذَاكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَةَ فِي صُورَتِهِ الْتِيْ هِيَ صُورَتُهُ ، فَسَدَّ الْأَفْقَ]

৩০০৮] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....মাসন্নক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে আল্লাহর বাণীঃ “এরপর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাঁদের মধ্যে দু’ধনুকের ব্যবধান অথবা তার চেয়েও কম। (৫৩ : ৮,৯)-এর মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি জিব্রাইল (আ) ছিলেন। তিনি স্বভাবত মানুষের আকৃতিতে তাঁর কাছে আসতেন। কিন্তু এবার তিনি কাছে এসেছিলেন তাঁর মূল আকৃতি ধারণ করে। তখন তিনি, আকাশের সম্পূর্ণ দিগন্ত ঢেকেছিলেন।

৩০.৯ [حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءَ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ الْلَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ فَقَالَ : الَّذِيْ يُوقَدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ ، وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِئَكَائِيلُ]

৩০০৯] মুসা (রা).....সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমি দেখেছি, দু’ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। তারা বলল, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিল সে হলো, দোষখের দারোগা মালিক আর আমি হলাম জিব্রাইল এবং ইনি হলেন মীকাইল।

৩১. [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاسَهِ فَأَبَثَ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ ، لَعَنَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ - تَابَعَهُ شَعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَأَبْنُ دَاؤَدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ]

৩১০] মুসান্নাদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকেন আর সে অঙ্গীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর ক্ষোভ

নিয়ে রাত যাপন করে, তবে ফিরিশ্তাগণ এমন স্তুর উপর ভোর পর্যন্ত লানত দিতে থাকে। শুবা, আবু হাময়া, ইবন দাউদ ও আবু মুআবিয়া (র) আ'মশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবু আওয়ানা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

৩.১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْىُ عَنِي فَتَرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيَ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قَبْلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحَرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَئْتُهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَيْهِ فَجَئْتُهُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمْلَوْنِي زَمْلَوْنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزِ فَاهْجُرْ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرُّجْزُ الْأَوْثَانُ

৩০১১ آবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। (হেরো শুহায় ওহী নায়িলের পর) আমার থেকে কিছু দিনের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে গেল। (একদিন) আমি পথ চলতে ছিলাম। এরই মধ্যে আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আকাশের প্রতি দৃষ্টি উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, হেরো পর্বতের শুহায় আমার কাছে যে ফিরিশ্তা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে আছেন। আমি তাতে ভয় পেয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। তারপর আমি পরিবার-পরিজনের কাছে আসলাম এবং বললাম, আমাকে কবল দ্বারা আবৃত কর, আমাকে কবল দ্বারা আবৃত কর। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যা আয়াতের : উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর..... অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। (৭৪ : ১-৫) আবু সালামা (রা) বলেন, অত্র আয়াতে রুজ দ্বারা প্রতিমা বুঝানো হয়েছে।

৩.১২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَوْلَهُ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَمْ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أَسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا أَدَمَ طُواً جَعْدًا كَائِنًا مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوْعًا، مَرْبُوْعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالْدَّجَالَ

فِي أَيَّاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهَ أَيَّاهُ، فَلَا تَكُنْ فِي مُرِيَّةٍ لِقَائِهِ، قَالَ أَنَسٌ وَأَبُو
بَكْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَحْرُسُ الْمَلَائِكَةُ الْمَدِينَةَ مِنَ الدَّجَالِ

৩০১২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও খালীফা (র).....নবী ﷺ-এর চাচাতো ভাই ইবন আবুস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-বলেন, মিরাজের রাত্রিতে আমি মুসা (আ)-কে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন; দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কুঁকিত। যেন তিনি শানুআ গোত্রের একজন লোক। আমি ঈসা (আ)-কে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। তাঁর দেহবর্ণ ছিল সাদা লালে মিশিত। তিনি ছিলেন মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট। মাথার চুল ছিল অকুঁকিত। জাহানামের খাজান্তি মালিক এবং দাঙ্গালকেও আমি দেখেছি। (সে রাতে) আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে বিশেষ করে যে সকল নির্দর্শনাবলী দেখিয়েছেন তন্মধ্যে এগুলোও ছিল। সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না। আনাস এবং আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ফিরিশতাগণ মদীনাকে দাঙ্গাল থেকে পাহারা দিয়ে রাখবেন।

١٩٩. بَابُ مَا جَاءَ فِي صَفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مُخْلُوقَةٌ ، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ : مُطَهَّرَةٌ مِنَ
الْخِيْضِ وَالْبَوْلِ وَالْبُزَاقِ كُلَّمَا رُزِقُوا أَتُوا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَتُوا بِآخَرَ ، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا
مِنْ قَبْلِ أَتَيْنَا مِنْ قَبْلٍ أَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًـا ، يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطَّعُومِ
قُطْوَفَهَا يَقْطَفُونَ كَيْفَ شَاءُوا دَانِيَةً قَرِيبَةً إِلَارَائِكُ السُّرُورُ ، وَقَالَ الْمُحَسَّنُ النَّضَرَةُ فِي
الْوُجُوهِ وَالسُّرُورُ فِي الْقَلْبِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَلَبِيًّا حَدِيدَةً الْجَرِيَةُ غَوْلٌ وَجَعُ الْبَطِنِ
يُنَزِّفُونَ لَا تَذَهَّبُ عَقُولُهُمْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَهَافًا مُمْتَلِئًا كَوَاعِبَ نَوَاهِدَ الرُّحْيَقِ
الْخَمْرُ التَّسْنِيمُ يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، خَتَامُهُ طَيْنُهُ مَشَكُّ نَضَاحَتَانَ فِيَاضَتَانَ يَقَالُ
مَوْضُونَةً مَنْسُوجَةً مِنْهُ وَضَيْنُ النَّاقَةِ وَالْكُوْبُ مَالًا أَذْنَ لَهُ وَلَا عُرْوَةَ ، وَالْأَبَارِيقُ ذَوَاتُ
الْأَذَانِ وَالْعُرَاءِ ، عَرِيًّا مُثْقَلَةً ، وَاحِدَهَا عَرَوْبَ ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصَبْرٍ ، يُسَمِّيَّهَا أَهْلُ
مَكَّةَ الْعَرِيَةَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةَ الْغَنِيَّةَ وَأَهْلُ الْعَرَاقَ الشَّكَلَةَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَوْحُ جَنَّةِ
وَرَخَاءُ وَالرِّيحَانُ الرِّزْقُ ، وَالْمَنْضُودُ الْمَوْزُ وَالْمَخْضُودُ الْمَوْقُرُ حَمَلًا ، وَيَقَالُ أَيْضًا لَا
شَوْكَ لَهُ وَالْعَرْبُ الْمُحِبَّاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ وَيَقَالُ مَشْكُوبٌ جَارٍ وَفَرْشٌ مَرْفُوعَةٌ بَعْضُهَا
فَوْقَ بَعْضٍ ، لَغْوًا بَاطِلًا تَأْثِيْمًا كَذِبًا أَفْنَانَ أَغْصَانَ وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ مَا يُجْتَبِي

قَرِيبٌ مُدْهَمَاتٌ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّيْ

১৯৯০. পরিষেদ ৪ জানাতে বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আর তা সূটবস্তু। আবুল আলীয়া (র) বলেন, **مُطَهَّرَةٌ** -মাসিক খাতু, পেশাব ও খৃথু হতে পরিবর্ত। **كُلًا رُزْقُوا** -যখনই তাদের সামনে কোন এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে, এরপরই অন্য এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে। তারা (জান্নাতবাসীরা) বলবে, এগুলো তো ইতিপূর্বেই আমাদেরকে পরিবেশন করা হয়েছে। তারা যেভাবে ইচ্ছা ফল সদৃশ খাবার পরিবেশন করা হবে অথচ সেগুলো বাদে হবে বিভিন্ন। **تَأْرِفُهُ** -তারা যেভাবে ইচ্ছা ফল ফলাদি গ্রহণ করবে। **النَّسْرَةُ** -**لَا زَلَّ** -পালকসমূহ। হাসান বসরী (র) বলেন, **سَلَسِيلًا** -দ্রুত প্রবাহিত পানি। **صَهَارِارَ** -চেহারার সজীবতা। আর **مَنَاءُ** -মনের আনন্দ। **مُعْجَاهِيدُ** (র) বলেন, **السَّرُورُ** -পরিপূর্ণ। **دَهَائِيْ** -তাদের বুকি লোপ পাবে না। **إِبْنُ آَكْرَاسِ** (রা) বলেন, **غَوْلٌ** -গুল পেটের ব্যথা। **يُنْزَفُونَ** -তাদের কানে পুরুষ পানি। **كَوَاعِبٌ** -অংকুরিত ঘোবনা তরঙ্গী। **الرَّحِيقُ** -পানীয়। **الشَّنْسِيمُ** -জান্নাতবাসীদের পানীয় যা উচু হতে বিশৃঙ্খল হয়। তার মোড়ক হবে কস্তুরী। **دُعَى** -উচ্ছলিত (প্রস্তুবণ)। **مَوْضُونَهُ** -সোনা ও মনি মুক্তা দিয়ে তৈরী। এ শব্দটি হতেই **إِلَه** উৎপত্তি অর্থাৎ উটের পিঠের গদী। **وَالْكُوبُ** -হাতল বিহীন পানপাত্র। **هَارْتَلُ** -**عَرَبَّ** -**عَرَبَّ** -**عَرَبِيًّا**। একবচনে -সোহাগিনী। একবচনে -**مَسْكُوبٌ** -**مَسْكُوبَةٌ**। এর বহুবচন **مَسْكُوبَاتٍ** একে মদ্ধাবাসী একে ইরাকীরা গঁজে আর **مَدِينَةُ** আর **مَدِينَةُ** এবং **شَكَلُ** বলে থাকে। **مُعْجَاهِيدُ** (র) বলেন, **رَوْحٌ** -জান্নাত ও বহুল জীবন। **الرِّيحَانُ** -জীবিকা কলা। **الْخَضْدُ** -কাঁদী ডুরা এটাও বলা হয়। যার কাঁটা নেই -**فُرْشٌ مَوْقُوعَةٌ**। **فَرْش** প্রবাহিত। **مَسْكُوبٌ** -হামীদের কাছে সোহাগিনী। **الْعَرَبُ** -**الْعَرَبُ**। **دُعَى** -**دُعَى** উপর আরেকটি বিছানা। **أَفْنَانٌ** -**أَفْنَانٌ**। **مِيد্যَ** -**مِيد্যَ**। **أَنَيْمَانٌ** -**أَنَيْمَانٌ**। **أَنَيْمَان** এর আরেকটি বিছানা। **مَدْهَمَاتٌ** -এ বাগিচা দু'টি ঘন সবুজ বাগিচার ফল হবে তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবে।

٣٠.١٣ **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعَرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ**

৩০১৩] আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ** **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার পরকালের আবাসস্থল তার কাছে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতবাসী হয় তবে তাকে জান্নাতবাসীর আবাসস্থল আর যদি সে জাহানামবাসী হয় তবে তাকে জাহানামবাসীর আবাসস্থল দেখানো হয়।

٣٠.١٤ **حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ**

৩০১৪ আবুল ওয়ালীদ (র).....ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব লোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।’

৩.১৫ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي مَرِيمَ حَدَّثَنَا الْيَثْرَى قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسِيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقَلَّتْ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ فَذَكَرَتْ غَيْرَتَهُ فَوَلَّتْ مُذِبِّرًا، فَبَكَى عُمَرُ فَقَالَ أَعْلَمُكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

৩০১৫ সাউদ ইবন আবু মারয়ম (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি নিন্দিত ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থিত। হঠাৎ দেখলাম এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে উয়ু করছে। আমি জিজাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কারো তারা উত্তরে বললেন, উমরের। তখন তাঁর (উমরের) আত্মর্যাদাবোধের কথা আমার শ্বরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে আসলাম।’ একথা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ‘ইয়া রাসূলগ্রাহ ﷺ আপনার সম্মুখে কি আমার মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?’

৩.১৬ حَدَّثَنَا حَاجُاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ رَأَى الْجَوَنِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَّةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ - وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْيَدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سِتُّونَ مِيلًا

৩০১৬ হাজাজ ইবন মিনহাল (র).....আবদুল্লাহ ইবন কায়েস আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘জান্নাতে মু’মিনদের জন্য শুণগত মোতির তাঁবু থাকবে যার উচ্চতার দৈর্ঘ্য ত্রিশ মাইল। এর প্রতিটি কোনে মু’মিনদের জন্য এমন স্তৰী থাকবে যাদেরকে অন্যরা কখনো দেখেনি।’ আবু আবদুস সামাদ ও হারিস ইবন উবায়দ আবু ইমরান (র) থেকে (ত্রিশ মাইলের স্থলে) ষাট মাইল বলে বর্ণনা করেছেন।

٣٠.١٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَعَدَّتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذْنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْةَ أَعْيُنٍ

৩০১৭) হমাইদী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার পৃণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণা ও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ জুড়ানো কি জিনিস লুকায়িত রাখা হয়েছে।' (সূরা ৩২ : ১৩)

٣٠.١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِعُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَا يَبْصُرُونَ فِيهَا ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، أَنْيَتُهُمْ فِيهَا الْذَّهَبَ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ ، وَرَشَحُهُمُ الْمُسْكُ وَلَكُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مَعْ سُوقَهُمَا مِنْ وَرَاءِ الْلَّهِمَّ مِنَ الْحُسْنَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغِضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسْبِحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

৩০১৮) মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলের আকৃতি পুর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, পায়খানা করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরক্ষণী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধূনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরম্পর হিংসা-বিদ্রুহ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত থাকবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।'

٣٠.١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ

الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى أَثْرِهِمْ كَائِنُوا
كَوْكَبٌ اضِياءً فُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغِضُ
لِكُلِّ امْرَىءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخْسَنًا سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ
لَحْمِهَا مِنَ الْحَسْنَى، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، لَا يَسْقُمُونَ وَلَا
يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ أَنْيَتُهُمُ الْذَّهَبُ وَالْفَضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الْذَّهَبُ
وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الْأَلْوَةُ - قَالَ أَبُو الْيَمَانَ يَعْنِي الْعُودَ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْأَبْكَارُ أَوْلُ الْفَجَرِ وَالْعَشِيُّ مَيْلُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ رَأَهُ
تَغْرِيبٌ

[৩০১৯]আবুল ইয়ামান (রা).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল আকৃতি ধারণ করে প্রবেশ করবে আর তাদের পর যারা প্রবেশ করবে তারা অতি উজ্জ্বল তারকার মত রূপ ধারণ করবে। তাদের অন্তরণ্ডলো এক ব্যক্তির অন্তরের মত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে কোনোরূপ মতভেদ থাকবে না আর পরম্পর হিংসা-বিদ্রে থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের দুঁজন করে স্তু থাকবে। সৌন্দর্যের ফলে গোশ্ত ভেদ করে পায়ের নলাস্থিত মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। তারা অসুস্থ হবে না, নাক ঝাড়বে না, থুথু ফেলবে না তাদের পাত্রসমূহ হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আর চিরন্তনসমূহ হবে স্বর্ণের। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ।’ আবুল ইয়ামান (র) বলেন, অর্থাৎ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থ উষাকালের প্রথম অংশ অর্থ সূর্য তলে পড়ার সময় হতে তার অন্তমিত হওয়া পর্যন্ত সময়কাল।

[৩০২০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقْدَمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ أُمَّتِيْ سِبْعُونَ آلْفًا أَوْ سِبْعُمِائَةِ آلْفٍ لَا يَدْخُلُ أَوْلَاهُمْ حَتَّى أَخْرِهِمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

[৩০২১]মুহাম্মদ ইব্ন আবু বক্র মুকাদ্দামী (র)..... সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের সন্তর হাজার লোক অথবা (বলেছেন) সাত লক্ষ লোক একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পেছনে এভাবে নয় আর তাদের মুখ্যঙ্গল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে।

٣٠.٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَتَهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٌ بْنُ مُعاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا

[৩০২১] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জুফী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একটি রেশমী জুবা হাদীয়া দেয়া হল। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন; লোকেরা (এর সৌন্দর্যের কারণে) তা খুব পছন্দ করল। তখন তিনি বললেন, ঐ সন্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই জান্নাতে সাদ ইবন মুআ'য়ের ঝুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

٣٠.٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْيَدٍ عَنْ سُفِّيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اشْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثُوبٍ مِنْ حَرَيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلَيْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَنَادِيلُ سَعْدٌ بْنُ مُعاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا

[৩০২২] মুসান্দাদ (র)..... বারা ইবন আবিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একখানা রেশমী কাপড় আনা হল। লোকজন এর সৌন্দর্য এবং কমনীয়তার কারণে তা খুব পছন্দ করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘অবশ্যই জান্নাতে সাদ ইবন মুআ'য়ের ঝুমাল এর চেয়েও অধিক উত্তম হবে।’

٣٠.٢٣ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

[৩০২৪] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্যতম স্থানও দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।’

٣٠.٢٤ حَدَّثَنَا رَوْحَ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيَعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظَلِّهَا مَائَةً عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

৩০২৪ রাওহ ইবন আবদুল মু'মিন (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী এক শ' বছর পর্যন্ত চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

৩.২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ عَلَىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مَائَةَ سَنَةٍ وَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : وَظَلَّ مَمْدُودٌ وَلَقَابٌ قَوْسٌ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغَرَّبُ

৩০২৫ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে (কুরআনের এ আয়াত) তিলাওয়াত করতে পার ও ঘূর্ণনা এবং দীর্ঘ ছায়া। আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধূনকের পরিমাণ জায়গাও ঐ জায়গার চেয়ে অনেক উত্তম যেখানে সূর্যোদয় হয় এবং সূর্যাস্ত যায় (অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে)।

৩.২৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمَرِ لِيَلَّةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِينَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ كَلَّ حَسَنٍ كَوَكِبٌ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ اِضَاءَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا تَبَاغِضُ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَاسِدُ لِكُلِّ اُمَّرَىءٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ يُرَىٰ مُخْ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظِيمِ وَالْلَّهُمْ

৩০২৬ ইব্রাহীম ইবন মুন্যির (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে আর তাদের অনুগামী দলের চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বলতায় আকাশের উজ্জ্বল তারকাকার চেয়েও অধিক হবে। তাদের অন্তরসমূহ এক ব্যক্তির অন্তরের মত হবে। তাদের পরম্পর না থাকবে কোন বিদ্যে আর না থাকবে কোন হিংসা আর তাদের প্রত্যেকের জন্য ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট দুঁজন করে এমন দ্বী থাকবে, যাদের পায়ের নলার মজ্জা হাঁড় ও গোশ্ত ভেদ করে দেখা যাবে।

٣٠٢٧ حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدَى بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِيْ
قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ

৩০২৭ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যখন নবী ﷺ (এর
ছেলে) ইব্রাহীম (রা) ইত্তিকাল করেন, তখন তিনি বলেন, জান্নাতে এর জন্য একজন ধাত্রী রয়েছে।

٣٠٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفَوَانَ بْنِ
سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لِيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْفُرَفَ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا
تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقَ منَ الْمَشْرِقِ أَوَ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ
مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : تَلَكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ
بَلِّي : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ

৩০২৮ আবদুল আয়ির ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবু সাইদ খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ
বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন
তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তিমান তারকা দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে
মর্যাদার ব্যবধানের কারণে। সাহাবীগণ বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ তো নবীগণের জায়গা। তাদের ছাড়া
অন্যরা তথায় পৌছতে পারবে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে সত্ত্বার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে (তারা সেখানে পৌছতে পারবে)।

১৯৯১. بَابُ ضَفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنْ بَابِ
الْجَنَّةِ فِيهِ عُبَادَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৯৯১. পরিচ্ছেদ : জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিস জোড়া
জোড়া দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে আহবান জানানো হবে। এ কথাটি উবাদা (রা) নবী ﷺ
থেকে বর্ণনা করেছেন

٣٠٢٩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرَّفٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَّةُ أَبْوَابٍ فِيْهَا بَابٌ يُسَمُّى الرَّئَانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

৩০২৬। সাঈদ ইবন আবু মারয়াম (র).....সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'জান্নাতে আটটি দরজা থাকবে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম হবে রাইয়্যান। একমাত্র রোয়াদারগণই এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।'

۱۹۹۲۔ بَابُ صَفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ ، غَسَاقًا يَقُولُ غَسَقَتْ عَيْنَهُ وَيَغْسِقُ الْجَرْحُ كَانَ الْغَسَاقَ وَالْغَسِيقَ وَاحِدًا غَشْلِينْ كُلَّ شَيْءٍ غَشْلَتْهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غَشْلِينْ فَعَلَيْنِ مِنَ الْغَشْلِ مِنَ الْجَرْحِ وَالدَّبَرِ ، وَقَالَ عَكْرَمَةُ : حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبُ بِالْحَبْشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرَهُ حَاصِبًا الْرَّيْحَ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرَمَى بِهِ الرَّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ ، مَا يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ هُمْ حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبُ فِي الْأَرْضِ ذَهَبٌ ، وَالْحَاصِبُ مُشْتَقٌ مِنَ الْحَاصِبَاءِ الْمُجَاهَرَةِ ، صَدِيدٌ قَيْحٌ وَدَمٌ خَبْثٌ طَفَتْ ، تُورُونَ تَسْتَخْرِجُونَ ، أَوْ رَيْتُ أَوْ قَدَّتُ لِلْمُقْوِينَ لِلْمُسَافِرِينَ ، وَالْقَىُّ الْقَفْرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَرَاطُ الْجَحِيمِ سَوَاءُ الْجَحِيمُ وَوَسْطُ الْجَحِيمِ لَشَوَّبًا يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ صَوْتُ شَدِيدٌ وَصَوْتُ ضَعِيفٌ وَرَدًا عَطَاشًا غَيْرًا خُسْرَانًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسْجَرُونَ تُوقَدُهُمُ النَّارُ وَنَحَّاسُ الْصَّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمْ يُقَالُ ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرِبُوا ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذُوقِ الْفَمِ مَارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجٌ الْأَمِيرُ رَعِيَّتْهُ إِذَا خَلَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مَرِيجٌ مُلْتَبِسٌ مَرِيجٌ امْرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ مَرِيجُ الْبَحْرَيْنِ مَرَجُتْ دَابِّتَكَ إِذَا تَرَكْتَهَا

۱۹۹۲۔ পরিষেদ ৪: জাহানামের বিবরণ আর তা সৃষ্টিবস্তু যেমন কেউ বলে, তাৰ চোখ প্ৰবাহিত হয়েছে ও ঘা প্ৰবাহিত হচ্ছে। যে কোন বস্তুকে ধৌত কৱাৰ পৰ তা থেকে যা কিছু বেৰ হয়, তাকে গুশ্লিন শব্দ থেকে ফেলিন। এটা গুশ্লি শব্দ থেকে যা কিছু বেৰ হয়, এটা গুশ্লিন। এর অৰ্থ জাহানামের জ্বালানী। এটা হাৰ্বশীদেৱ ভাষা। আৱ অন্যৱা বলেছেন, অৰ্থ দমকা হাওয়া। আৱ অৰ্থ বাবু যা ছুঁড়ে ফেলে। এ থেকে হয়েছে যা কিছু জাহানামে ছুঁড়ে ফেলা হয় আৱ এতলোই এৱ জ্বালানী। যাৱ অৰ্থ কংক্ৰসমূহ। যাৱ অৰ্থ কংক্ৰসমূহ। পূজ ও বৰ্জ। আৱ শব্দটি হতে উৎপত্তি। যাৱ অৰ্থ কংক্ৰসমূহ। আৱ শব্দটা হচ্চা। আৱ অৰ্থ বাবু। তোমৱা আগুন বেৰ কৱাই। আৱ অৰ্থ আমি আগুন জ্বালিয়েছি। মুসাফিৰগণেৱ গৈছে।

উপকারার্থে । আর তরুণতা বিহীন মাঠ । ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন অর্থ **صَرَاطٌ الْجَحِيمُ**، আহানামের দিক ও তার মধ্যস্থল । -**لَشَوِيْعًا** - তাদের খাদ্য অতি গরম পানির সাথে মিশানো হবে । **رَفِيْئًا** -**كَثِيرًا** - কঠোর চিংকার ও আর্তনাদ । **غَيْرًا** -**مِنْ** ক্ষতিগ্রস্ত । মুজাহিদ (র) বলেছেন **يُسْجَرُونَ** -**وَشَهِيْقَ** - তাদের দ্বারা আগুন জ্বালানো হবে । আর **نَحَاسٌ** -**أَرْدَ** - শীশা যা গলিয়ে তাদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে । বলা হয়েছে এর অর্থ **سَادٌ** গ্রহণ কর এবং অভিজ্ঞতা হাসিল কর । এটা কিন্তু মুখের দ্বারা সাদ গ্রহণ করা নয় । **نُوقُوا** -**أَرْدَ** -**مَارِجٌ** -**رَعِيْتُ** - নির্ভেজাল অঘি । -**أَمَّا** তার প্রজাকে ছেড়ে দিয়েছে, কথাটি এ সময় **مَرِيْعٌ** -**أَرْبَعَةِ الْبَعْرَيْنِ** -**مَرَجَ الْأَمَيْرِ** -**رَعِيْتُ** - নির্ভেজাল অঘি । -**مَرَجَ** -**أَمَّا** -**مَارِجٌ** -**رَعِيْتُ** - আমীর তার প্রজাকে ছেড়ে দিয়েছে, কথাটি এ সময়

বলা হয় যখন সে তাদেরকে ছেড়ে দেয় আর তারা একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে মিশ্রিত । -**أَرْدَ** -**تِينِي** -**دُوْنِي** -**নَدِي** প্রবাহিত করেছেন । আর **مَرَجَ** -**أَمَّا** -**مَارِجٌ** -**رَعِيْتُ** -**دَابِيْتَ** -**أَرْبَعَةِ الْبَعْرَيْنِ** -**مَرَجَ الْأَمَيْرِ** -**رَعِيْتُ** - নির্ভেজাল অঘি । আমীর তার প্রজাকে ছেড়ে দিয়েছে, কথাটি এ সময় জ্বরে ছেড়ে দাও ।

٣٠.٣٠ **حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَبْرَدَ ثُمَّ قَالَ أَبْرَدَ حَتَّىٰ فَاءَ الْفَاءِ يَعْنِي لِلْتَّلُولِ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ**

৩০৩০ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ -এক সফরে ছিলেন, তখন (যুহরের সালাতের ওয়াক্ত হল) তিনি বললেন, ‘ঠাণ্ডা হতে দাও ।’ পুনরায় বললেন, ‘চিঙাশলোর ছায়া নীচে নেমে আসা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হতে দাও ।’ আবার বললেন, ‘(যুহরের) সালাত ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে । কেননা, গরমের তীব্রতা জাহানামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে ।’

٣٠.٣١ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ**

৩০৩১ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, (যুহরের) সালাত (রৌদ্রের উত্তাপ) ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে । কেননা গরমের তীব্রতা জাহানামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে ।

٣٠.٣٢ **حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَىِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِشْتَكَتِ النَّارُ إِلَيْ رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا**

فَادْنِ لَهَا بِنَفْسِيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ
مِنَ الْزَّمَهَرِيرِ

৩০৩২ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃখাস ছাড়ার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃখাস শীতকালে আরএকটি নিঃখাস গ্রীষ্মকালে। অতএব তোমরা যে শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক (তা নিঃখাসের প্রভাব)।'

৩.৩৩ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقْدِيُّ حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ عَنْ أَبِيهِ جَمْرَةَ الْضَّعْبَعِيِّ قَالَ كُنْتُ أُجَالِسُ أَبْنَاءَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ
فَأَخَذَتِنِي الْحُمَّى فَقَالَ أَبْرِدُهَا عَنْكَ بِمَا زَمْزَمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوهَا بِالْمَاءِ أَوْ قَالَ بِمَا زَمْزَمَ شَكَّ هَمَّامٌ

৩০৩৩ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু জামরা যুবায়ী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মকায় ইবন আকবাস (রা)-এর কাছে বসতাম। একবার আমি জুরে আক্রান্ত হই। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তোমার গায়ের জুর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর।' কেননা, রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেছেন, এটা দোষখের উত্তাপ হতেই হয়ে থাকে। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর অথবা বলেছেন, যমযমের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। (এর কোনটা রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেছেন) এ বিষয়ে বর্ণনাকারী হাস্তাম সদেহ পোষণ করেছেন।

৩.৩৪ حَدَّثَنِي عَمَرُ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَبَّاَيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَافِعٌ بْنُ خَدِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ

৩০৩৪ আমর ইবন আকবাস (র).....রাফিইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'জুরের উৎপত্তি জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপ হতে। অতএব তোমাদের গায়ের সে তাপ পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।'

৩.৩৫ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ
فَابْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

৩০৩৫ মালিক ইবন ইসমাঈল (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘জুরের উৎপত্তি জাহানামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।’

৩.৩৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبِنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمُّىٰ مِنْ فِيْحَ جَهَنَّمَ
فَأَبْرُدُوهَا بِالْمَاءِ

৩০৩৬ মুসাদাদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘জুরের উৎপত্তি জাহানামের উত্তাপ থেকে, অতএব তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা কর।’

৩.৩৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوْيِسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ
عَنِ الْأَعْمَرِ رَجَعَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
نَارُكُمْ جُزَءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزَءاً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَانَتْ
لَكَافِيَةً قَالَ فَخُلِّقَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزَءاً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرَّهَا

৩০৩৭ ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন জাহানামের আগুনের স্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ। জাহানামীদের শাস্তির জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।’ তিনি বললেন, ‘দুনিয়ার আগুনের উপর জাহানামের আগুনের তাপ আরো উন্সত্তর শুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সম্পরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।’

৩.৩৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَطَاءَ يُخْبِرُ
عَنْ صَفَوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ

৩০৩৮ কৃতাইবা ইবন সাইদ (র).....ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -কে মিসারে আরোহণ করে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন, “আর তারা ডাকবে, হে মালিক।” (মালিক জাহানামের তত্ত্বাবধায়কের নাম)।

৩.৩৯ حَدَّثَنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَيْلَ
لَأُسَامَةَ لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَمْتَهُ، قَالَ : إِنْكُمْ لَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أَكَلِمُهُ إِلَّا

أَسْمَعُكُمْ أَنِّي أَكْلَمُهُ فِي السِّرِّدُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوْلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا
أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَىٰ أَمْيَرًا أَنَّهُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمْفُتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَمَا سَمْفُتُهُ يَقُولُ قَالَ سَمْفُتُهُ يَقُولُ يُجَاءُ
بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنَدَّلُقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ
كَمَا يَدُورُ الْحَمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا
شَاءْنُكَ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ أَمْرُكُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَتِيهِ، وَأَنَّهَا كُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَتِيهِ، رَوَاهُ غُنْدُرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ
الْأَعْمَشِ

৩০৩ আলী (র).....আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে বলা হল, কত ভাল হত। যদি আপনি ঐ ব্যক্তির (উসমান (রা))-এর কাছে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে (বিদ্রোহ দমনের বিষয়ে) আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করছেন যে আমি তাঁর সঙ্গে (বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে) আপনাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। অথচ আমি তাঁর সঙ্গে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে) গোপনে আলোচনা করছি, যেন আমি (বিদ্রোহের) একটি দ্বার খুলে না বসি। (এ বিদ্রোহের) আমি দ্বার উন্মুক্তকারীর প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছি, যার পরে আমি কোন ব্যক্তিকে যিনি আমাদের আমীর নির্বাচিত হয়েছেন সেজন্য তিনি আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারি না। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কি বলতে শুনেছেন? উসামা (রা) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে এমনভাবে ঘূরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘূরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদিগকে সৎকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম। এ হাদীসটি শুনদার (র) শুবা (র) সূত্রে আমাশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৯৯৩. بَابُ صَفَةِ ابْلِيْسِ وَجَنْوَدِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُقَذِّفُونَ يُرْمَوْنَ دُحُورًا مَطْرُودِيْنَ ،
وَاصْبَرْ دَائِمًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَدْحُورًا مَطْرُودًا يُقَالُ مَرِيدًا مَتَمَرِدًا ، بَتَكَهُ قَطْعَهُ ،
وَاسْتَفِرَزَ اسْتَخْفَ ، بَخِيلَكَ الْفَرْسَانُ وَالرَّجُلُ الرَّجَالَةُ وَاحْدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبِ
وَصَاحِبِ وَتَاجِرٍ وَتَجْرِ ، لَا تَتَنَكَنْ لَا سَتَاصِلَنْ ، قَرِينُ شَيْطَانَ

১৯৯৩. পরিষেদ : ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা। মুজাহিদ (র) বলেন, **তাদের নিকেপ করা হবে।** -**يُقْذَفُونَ** -**তাদের হাকিয়ে বের করে দেয়া হবে।** -**مَحْمُرًا** -**আর ইবন আব্বাস (রা) বলেন,** **তাদের হাকিয়ে বের করা অবস্থায়।** -**سَهْلَةً** -**তৃষ্ণি ভয়** -**বিদ্রোহীরূপে।** -**مَرِيدًا** -**তাকে ছিন্ন করেছে।** -**بَنْكَةً** -**মাস্তুল মন্তব্য** -**অবস্থারোহী।** -**رَاجُلٌ** -**পদাতিকগণ।** এর একবচন **সَاحِبٌ** -**ব্যক্তির বহুবচন -**الرَّجُلُ**** -**পুরুষ।** -**بَخِيلٍ** -**অশ্বারোহী।** -**تَاجِرٌ** -**ব্যক্তির বহুবচন -**تَاجِرٌ**** -**অবশ্যই আমি সম্মূলে উৎপাটন করব।** -**شَرِيكٌ** -**আর বহুবচন -**شَرِيكٌ**** -**ত্যরিতান।** -**قَرِيبٌ** -**এর বহুবচন -**قَرِيبٌ**** -**শর্যতান।**

٣٠٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُحْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الَّذِي كَتَبَ إِلَيْهِ هِشَامٌ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَعَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحْرُ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّىٰ كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ ، حَتَّىٰ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ، ثُمَّ قَالَ أَشَعَرَتْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانَى فِيمَا فِيهِ شَفَائِيَّةٍ أَتَانِي رَجُلٌ أَنَّهُ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا وَجَعَ الرَّجُلُ ، قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمَ قَالَ فِيمَا ذَرَوْا نَارَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ نَخْلُهَا كَانَهَا رَوْسُ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ اسْتَخْرِجْهُ فَقَالَ لَا أَمَا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنتَ الْبِئْرُ

৩০৪০ ইব্রাহীম ইবন মূসা (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। লায়স (র) বলেন, আমার নিকট হিশাম পত্র লিখেন, তাতে সেখা ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আয়িশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তা ভাল করে মুখ্য করেছেন। আয়িশা (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়। এমনকি যাদুর প্রভাবে তাঁর খেয়াল হতো যে, তিনি স্তুগণের বিষয়ে কোন কাজ করে ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি রোগ আরোগ্যের জন্য বারবার দু'আ করলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জান? আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের আরোগ্য নিহিত আছে? আমার নিকট দু'জন লোক আসল। তাদের একজন মাথার কাছে বসল আর অপরজন আমার পায়ের কাছে বসল। এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তির রোগটা কি? জিজ্ঞাসিত লোকটি জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম লোকটি বলল, তাকে যাদু কে করল? সে বলল, লবীদ ইবন আসাম। প্রথম ব্যক্তি বলল, কিসের দ্বারা (যাদু করল)? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তাকে যাদু করা হয়েছে, চিরনি, সুতার তাগা এবং খেজুরের খোসায়। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, যারওয়ান কৃপে। তখন নবী ﷺ সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন, এরপর তিনি

আয়িশা (রা)-কে বললেন, কৃপের কাছের খেজুর গাছগুলো যেন এক একটা শয়তানের মূড়। তখন আমি (আয়িশা রা) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সেই যাদু করা জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন? তিনি বলেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন। আমার আশংকা হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। এরপর সেই কৃপটি বন্ধ করে দেয়া হল।

৩.৪১ حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْعُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدَ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةِ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَإِذَا قُدِّ فَانَّ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَانَّ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَانَّ صَلَّى أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيْبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

[৩০৪১] ইসমাইল ইবন আবী উআইস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরার সময় এ কথা বলে কুম্ভণা দেয় যে, এখনো রাত অধিক রয়ে গেছে, অতএব শুয়ে থাক। এরপর সে লোক যদি জেগে উঠে এবং আল্লাহকে শ্রবণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। (অলসতা দূর হয়) তারপর যদি সে উয়ু করে, তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায় (এটা অপবিত্রতার গিরা)। আর যদি সে সালাত আদায় করে তবে সব কয়টি গিরাই খুলে যায়। আর এ ব্যক্তি খুশীর সাথে পবিত্র মনে ভোর উদ্ব্যাপন করবে, অন্যথায় সে অপবিত্র মনে অলসতার সাথে ভোর উদ্ব্যাপন করবে।

৩.৪২ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَّامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالْشَّيْطَانِ فِي أَذْنِيهِ أَوْ قَالَ فِي أَذْنِهِ

[৩০৪২] উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন এক ব্যক্তি যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে।

৩.৪৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرِيَّبٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

أَمَا إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الْلَّهُمَّ جَنَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَبْ
الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ

৩০৪৩] মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট আসে, আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব হতে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে বাঁচিয়ে রাখ। এরপর তাদেরকে যে সন্তান দান করা হবে তাকে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৩.৪৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هَشَامَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ
فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبَرُّزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى
تَغِيبَ وَلَا تَحِينُوا بِصَلَاتِكُمْ طَلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ
قَرْنَى شَيْطَانٍ أَوِ الشَّيْطَانِ، لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ

৩০৪৪] মুহাম্মদ (ইবন সালাম) (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অন্ত যাবে তখন তা সম্পূর্ণ অন্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আর তোমরা সূর্যোদয়ের সময়কে এবং সূর্যাস্তের সময়কে তোমাদের সালাতের জন্য নির্ধারিত করো না। কেননা তা শয়তানের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, হিশাম (র) কি 'শয়তান' বলেছেন তা আমি জানি না।

৩.৪৫ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
هَلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ
أَحَدَكُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ يُصَلِّي فَلَيَمْنَعَهُ فَإِنْ أَبِي فَلَيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبِي فَلَيُقَاتِلَهُ
فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِحَفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَاتَّانَى إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَحْتَثُ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذَتْهُ
فَقَلَّتْ : لَا رَفِعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى

فَرَاشَكَ فَاقْرَأْ أَيَّةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ
شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

৩০৪৫ আবু মামার (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সালাত আদায়ের সময় তোমাদের কারো সম্মুখ দিয়ে যখন কেউ চলাচল করবে তখন সে তাকে অবশ্যই বাধা দিবে। সে যদি অমান্য করে তবে আবারো তাকে বাধা দিবে। এরপরও যদি সে অমান্য করে তবে অবশ্যই তার সাথে লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান। ‘উসমান ইবন হাইসাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্লাহ ﷺ আমাকে রম্যানের যাকাত (সাদাকায়ে ফিত্রের) হেফাজতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এরপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলগ্লাহ ﷺ - এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন হেফাজতকারী থাকবে এবং তোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। তখন নবী ﷺ বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাবাদী এবং শয়তান ছিল।

৩.৪৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقِيلٍ عَنْ أَبْنَ شَهَابٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَاتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟
حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلَيُسْتَعِذَ بِاللَّهِ وَلَيَنْتَهِ

৩০৪৬ ইয়াহুয়া ইবন বুকাইর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছেঁ এই বস্তু কে সৃষ্টি করেছেঁ এরপর প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছেঁ যখন বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং বিরত হয়ে যায়।

৩.৪৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقِيلٌ عَنْ أَبْنَ
شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي أَنْسٍ مَوْلَى التَّئِيمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ
رَمَضَانَ فُتُحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلِّسَتِ الشَّيَاطِينُ

৩০৪৭ ইয়াহুয়া ইবন বুকাইর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রম্যান মাস আরম্ভ হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

٣٤٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَاءَنَا قَالَ أَرَأَيْتَ أَذْ أَوَيْنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَأَنَّى نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنَّ أَذْكُرَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصْبَ، حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمْرَ اللَّهُ بِهِ

٣٠٤٨ ছমাইদী (র).....উবাই ইবন কাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুলাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মূসা (আ) তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এসো। সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরটির কাছে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই এর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮ : ৬২, ৬৩)। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে যে স্থানটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে স্থানটি অতিক্রম করা পর্যন্ত তিনি কোনোরূপ ঝাঁপ্তি বোধ করেন নি।

٣٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشَيِّرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

٣٠٤৯ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেন, সাবধান! ফিত্না এখানেই। সাবধান! ফিত্না এখানেই। যেখান হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।

٣٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَجَنَّ اللَّيْلُ أَوْ كَانَ جُنُاحُ اللَّيْلِ فَكُفُوا صِبِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حَيْثُنَذْ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ الْعَشَاءِ فَحَلَوْهُمْ وَأَغْلَقُ بَابَكَ وَأَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ، وَأَطْفَئْ مَصْبَاحَكَ وَأَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكَ سَقَاءَكَ شَيْئًا وَأَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ، وَخَمِرْ إِنَاءَكَ وَأَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئًا

৩০৫০ ইয়াহুইয়া ইব্ন জাফর (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'সূর্যাস্তের পরপরই যখন রাত শুরু হয় অথবা বলেছেন, যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের কিছু অংশ চলে যাবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার আর ভূমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম শ্বরণ কর। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম শ্বরণ কর। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখ এবং আল্লাহর নাম শ্বরণ কর। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম শ্বরণ কর। সামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও।'

৩.০৫১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلَىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيْبٍ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورَهُ لَيْلًا فَحَدَّثَنِي ثُمَّ قُمْتُ فَأَنْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي
لِيَقْلِبِنِي وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ
فَلَمَّا رَأَيَ النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَ أَسْرَعًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَسِلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةَ
بِنْتُ حُبَيْبٍ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي
مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُؤُلًا وَ
قَالَ شَيْئًا

৩০৫১ মুহাম্মদ ইব্ন গায়লান (র)..... সাফিয়া বিন্তে হ্যাই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে নববীতে) ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসলাম। এরপর তাঁর সাথে কিছু কথাবার্তা বললাম। তারপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আমাকে পৌছে দেয়ার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। আর তাঁর (সাফিয়ার) বাসস্থান ছিল উসামা ইব্ন যায়দের বাড়ীতে। এসময় দু'জন আনসারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল। তারা যখন নবী ﷺ-কে দেখল তখন তারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এ মহিলাটি (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিন্তে হ্যাই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে অন্যরূপ ধারণা করতে পারি?) তিনি বললেন, মানুষের শরীরের রক্তধারায় শয়তান প্রবাহমান থাকে। আমি আশংকা করছিলাম, সে তোমাদের মনে কোন খারাপ ধারণা অথবা বললেন অন্য কিছু সৃষ্টি করে না কি।

৩.০৫২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدَىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ
سُلَيْমَانَ بْنِ صُرْدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلًا يَسْتَبَانِ
বুখারী শরীফ (৫) — ৫১

فَأَحَدُهُمَا أَخْمَرَ وَجْهَهُ وَأَنْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي لَا عَلَمُ
كَلْمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ
عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ
وَهَلْ بِئْ جَنَّونٌ

৩০৫২ আবদান (র)..... সুলাইমান ইবন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর
সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন দু'জন লোক পরম্পর গালমন্দ করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে
গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বলেন, আমি এমন একটি দু'আ জানি, যদি
এ লোকটি তা পড়ে তবে সে যে রাগ অনুভব করছে তা দূর হয়ে যাবে। (তিনি বলেন) সে যদি পড়ে
“আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান”-আমি শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে।
তখন তাকে বলল, নবী ﷺ বলেছেন, তুম যেন আল্লাহর কাছে শয়তান হতে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি
কি পাগল হয়েছি?

৩০৫৩ حَدَّثَنَا أَدْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
قَالَ : جَنَّبْنِي الشَّيْطَانُ ، وَجَنَّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَنِي ، فَإِنْ كَانَ
بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسْلِطْ عَلَيْهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ

৩০৫৪ আদম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের
কেউ যখন তার ঝুর নিকট গমন করে এবং বলে, “হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান হতে রক্ষা কর আর আমাকে
এ দ্বারা যে সন্তান দিবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে হেফাজত কর। তাহলে যদি তাদের কোন সন্তান
জন্মায়, তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার উপর কোন কর্তৃত্বও চলবে না। আসমা
(র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়ত বর্ণনা করেন।

৩০৫৫ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَى فَامْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ
فَذَكَرَهُ

৩০৫৪ মাহমুদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল। সে আমার সালাত নষ্ট করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর কর্তৃত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তারপর পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

৩.৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسَفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرُاطٌ ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوَبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْأَنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ أَذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى لَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا ، فَإِذَا لَمْ يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجَدَتِي السَّهْوُ

৩০৫৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান (আযানের স্থান) বশদে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আযান শেষ হলে সামনে এগিয়ে আসে। আবার যখন (সালাতের জন্য) ইকামাত দেওয়া হয় তখন আবার পালাতে থাকে। ইকামাত শেষ হলে আবার সামনে আসে এবং মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে আর বলতে থাকে অমুক অমুক বিষয় মনে কর। এমনকি সে ব্যক্তি আর স্বরণ রাখতে পারে না যে, সে কি তিন রাকাআত পড়ল না চার রাকাআত পড়ল। এমন যদি কারো হয়ে যায়, সে মনে রাখতে পারে না কি তিন রাকাআত পড়েছে না চার রাকাআত? তবে সে যেন দু'টি সাহ সিজ্দা করে।

৩.৫৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ بْنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنَّبِهِ بِاِصْبَاعِيهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعَنُ ، فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

৩০৫৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার উভয় আঙুল দ্বারা টোকা মারে। ইসা ইবন মরয়াম (আ)-এর ব্যতিক্রম। সে তাঁকে টোকা মারতে গিয়েছিল। (কিন্তু ব্যর্থ হয়) তখন সে পর্দার ওপর টোকা মারে।

٣٠٥٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ أَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ

৩০৫৭] মালিক ইবন ইসমাইল (র)..... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম, শোকের বলল, ইনি আবু দারদা (রা)। তিনি জিজাসা করলেন, ‘তোমাদের মাঝে কি সে শোক আছে, যাকে নবী ﷺ-এর মৌখিক দু'আয় আল্লাহ শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন?’

٣٠٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْমَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ وَالَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ يَعْنِي عَمَارًا * قَالَ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَتَشَمَّعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةُ فَتُقْرِئُهَا فِي أَذَانِ الْكُهَنَاءِ كَمَا تُقْرِئُ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةً

৩০৫৯] সুলাইমান ইবন হারব (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর মৌখিক দু'আয় শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি হলেন, আশ্বার (রা)। লায়স (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘ফিরিশতাগণ মেঘের মধ্যে এমন সব বিষয় আলোচনা করেন, যা পৃথিবীতে ঘটবে। তখন শয়তানেরা দু’ একটি কথা শুনে ফেলে এবং তা গণকদের কানে এমনভাবে ঢেলে দেয় যেমন বোতলে পানি ঢালা হয়। তখন তারা এ সত্য কথার সাথে শত প্রকারের মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বলে।’

٣٠٥٩ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلَيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : التَّثَاؤْبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَيْرُدَهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ : هَا ضَحَّكَ الشَّيْطَانُ

৩০৫ আসিম ইব্ন আলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা দমন করবে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হা' বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

৩০৬ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحْدُ هُزُمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ أَبْلِيُسُ أَيُّ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَأْكُمْ فَرَجَعْتُ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدْتُ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذِيفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ أَيُّ عِبَادَ اللَّهِ أَبِيهِ أَبِي فَوَالَّهِ مَا احْتَجَزْتُهُ حَتَّىٰ قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذِيفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَانَ الَّذِي فِي حُذِيفَةَ مِنْهُ بَقِيَةٌ خَيْرٌ حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللَّهِ

৩০৬ যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উভদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হলো, তখন ইব্লীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তোমাদের পেছনের লোকদের প্রতি সতর্ক হও। অতএব সামনের লোকেরা পেছনের লোকদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। ফলে উভয় দলের মধ্যে নতুনভাবে সংঘর্ষ শুরু হল। হ্যায়ফা (রা) হঠাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন। (মুসলমানগণ তাঁর ওপর আক্রমণ করছে) তখন তিনি (হ্যায়ফা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার পিতা! আমার পিতা! (তিনি মুসলিম) কিন্তু আল্লাহর কসম, তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। তখন হ্যায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বলেন, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত হ্যায়ফা (রা) (তাঁর পিতার হত্যাকারীদের জন্য) দু'আ ও ইন্তিগফার করতে থাকেন।

৩০৭ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَشْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْتَّفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاتِهِ أَحَدِكُمْ

৩০৮ হাসান ইব্ন রাবী (র)..... আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সালাতের মধ্যে মানুষের এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হল শয়তানের এক ধরনের ছিনতাই, যা সে তোমাদের এক জনের সালাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

৩.৬২ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَّ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعُوذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا يَضُرُّهُ

৩০৬৫ আবুল মুগীরা ও সুলাইমান ইবন আবদুর রাহমান (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সৎ ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন ভীতিকর মন্দ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে খুশ নিষ্কেপ করে আর শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তা হলে এক্ষেপ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৩.৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةٍ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتُبَتْ لَهُ مائَةٌ حَسَنَةٌ وَمُحِيطَتْ عَنْهُ مائَةٌ سَيِّئَةٌ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا حَدَّ عَمِيلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

৩০৬৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একশ বার এ দু'আটি পড়বেঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বস্তুর ওপর সর্বশক্তিমান। তাহলে দশটি গোলাম আয়াদ করার সম্পরিমাণ সাওয়ার তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়ার লেখা হবে

এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐদিন সক্ষ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উন্নত সাওয়াবের কাজ করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ, এই ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে এই দু'আটির আমল অধিক পরিমাণ করবে।

٣٠٦٤ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدًا بْنَ سَفَدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ إِسْتَاذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْهُ نِسَاءٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمُنَّهُ وَيَسْتَكْثِرُنَّهُ عَالِيَّةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا إِسْتَاذَنَ عُمَرُ قُمَّنَ يَبْتَدِرُنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ : أَضْحَكَ اللَّهُ سَنَكَ يَارَسُولُ اللَّهِ، قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هُؤُلَاءِ الْلَّاتِي كُنْ عَنْهُنِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ، قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهْبِنَ، ثُمَّ قَالَ أَيُّ عَدُوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهْبِنَنِي وَلَا تَهْبِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ : أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجَّا إِلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجِّكَ

৩০৬৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... সাদ ইবন আবু ওয়াক্স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কুরায়শ মহিলা কথাবার্তা বলছিল। তারা খুব উচ্ছবের কথা বলছিল। এরপর যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, তারা উঠে দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তখন তিনি মুঢ়কি হাসছিলেন। তখন উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা স্বীতহাস্যে রাখুন।' তিনি বললেন, আমার কাছে যে সব মহিলা ছিল তাদের ব্যাপারে আমি আকর্ষ্যবিত হয়েছি। তারা যখনই তোমার কঠস্বর শুনতে পেল তখনই দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকেই তাদের অধিক ভয় করা উচিত ছিল।' এরপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে আঞ্চলিক মহিলাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করছ অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ভয় করছ না? তারা জবাব দিল, হ্যা, কারণ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরচেয়ে অধিক কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

‘কসম এই সন্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে পথে গমন কর শয়তান কখনও সে পথে চলে না বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।’

٣٠.٦٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلَيَسْتَنِثرُ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْيَثُ عَلَى خَيْشُومِ

ত০৬ ইব্রাহীম ইব্ন হাময়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে উঠল এবং উয় করল তখন তার নাক তিনবার ঘোড়ে ফেলা উচিত। কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত যাপন করেছে।’

١٩٩٤. بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْنَا مُّبَشِّرُوكُمْ بِقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِيَ الْآيَةِ ، بِخَسَائِنَقَصَا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرْيَشٍ : الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ أَمْهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتُ الْجِنِّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَقَدْ عَلِمْتَ الْجَنَّةَ أَنَّهُمْ لَمْ يُحْضِرُوْنَ عِنْدَ الْحِسَابِ

১৯৯৪. পরিচ্ছেদ ৪ জিন্ন জাতি এবং তাদের সাওয়াব ও আয়াবের বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণীঃ হে জিন্ন ও মানব জাতি! তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ কি তোমাদের কাছে আসেন নি? তারা কি তোমাদের সামনে আমার নির্দেশনাবলী বর্ণনা করেননি? (সূরা আন্�আমঃ ১৩০) (৩৭ ৪ ১৫৮ আয়াতের তাফসীরে) মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশ কাফিররা ফিরিশ্বতাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং তাদের মাতাদেরকে জিন্নের নেতাদের কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। মহান আল্লাহ বলেনঃ জিন্নগণ অবশ্যই জানে যে, তাদেরকে হিসাবের সময় উপস্থিত করা হবে।

٣٠.٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفَصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ أَنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ

فِيْ غَنَمَكَ وَبَادِيَتَكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدِيْ صَوْتَ الْمُؤْذِنِ جِئْنَ وَلَا اثْنَسَ وَلَا شَنَّ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩০৬৬ কুতাইবা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)-কে বলেছেন, ‘আমি তোমাকে দেখছি তুমি ছাগপাল ও মরজুমি পছন্দ করছ। অতএব, তুমি যখন তোমার ছাগপালসহ মরজুমিতে অবস্থান করবে, সালাতের সময় হলে আযান দিবে, তখন তুমি উচ্চস্থরে আযান দিবে। কেননা মুআখ্যিনের কঠস্বর জিন, মানুষ ও যে কোন বস্তু শুনে, তারা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ দিবে।’ আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

১৯৯৫. بَابُ وَقْوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ : وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ إِلَى قَوْلِهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ، مَصْرِفًا مَعْدِلًا ، صَرَفَنَا وَجْهَنَّمَ

১৯৯৫. পরিষেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণীঃ “স্বরণ করুন এই সময়কে যখন আমি জিন্নদের একদলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম..... তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে পর্যন্ত।..... (সূরা আহকাফঃ ২৯-৩২) অর্থ ফিরিবার স্থান চর্ফনা। ফিরিয়ে দিলাম

১৯৯৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَثْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الشَّعْبَانُ الْحَمِيمَةُ الْذَّكَرُ مِنْهَا يُقَالُ الْحَمِيمَاتُ أَجْنَاسُ ، أَجْنَانُ وَالْأَفَاعِيُّ وَالْأَسَادُوْدُ أَخْذُ بِنَاصِيَتِهَا فِي مَلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَافَاتٌ بُسْطٌ إِجْنِحَتْهُنَّ يَقْبِضُنَّ يَضْرِبُنَّ بِأَجْنِحَتِهِنَّ

১৯৯৬. পরিষেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণীঃ আর আল্লাহ তথায় (য়াবীনে) প্রত্যেক প্রকারের ধাগী ছড়িয়ে দিয়েছেন।” ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তুবান হলো পুরুষ সাপ। বলা হয় সাপ বিভিন্ন প্রকারের হয়, শ্বেত সাপ, মাদীসাপ আর কাল সাপ, অর্থ আল্লাহ তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্বে সকল জীবকে রেখেছেন, তাদের ডানাগুলো সম্প্রসারিত অবস্থায় তারা তাদের ডানাগুলো সংকুচিত করে।

৩. ৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ شَرِيفَ (৫) — ৫২

يَخْطُبُ عَلَى الْمِثْبَرِ يَقُولُ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَأَقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَينِ
وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَشِقَّ قَطَانِ الْحَبَلَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
فَبَيْنَا أَنَا أَطَارُ دُحَيَّةً لَا قَتْلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لَبَابَةَ لَا تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ أَنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ ذَوَاتِ
الْبُيُوتِ، وَهِيَ الْعَوَامِرُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَقْمَرٍ، فَرَأَنِي أَبُو
لَبَابَةَ أَوْ زَيْدَ بْنَ الْخَطَابِ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ عَيْنَةَ وَاسْحَاقُ الْكَلَبِيُّ
وَالزُّبَيْدِيُّ، وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَابْنُ مُجَمِّعٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَأَنِي أَبُو لَبَابَةَ وَزَيْدَ بْنَ الْخَطَابِ

৩০৬৭ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে মিশারের উপর ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছেন, 'সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে মেরে ফেল এই সাপ, যার মাথার উপর দু'টো সাদা রেখা আছে এবং লেজ কাটা সাপ। কেননা এ দু' প্রকারের সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় ও গর্তপাত ঘটায়।' আবদুল্লাহ (রা) বললেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পেছনে ধাওয়া করছিলাম। এমন সময় আবু লুবাবা (রা) আমাকে ডেকে বললেন, সাপটি মেরো না। তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাপ মারার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এরপরে নবী ﷺ যে সাপ ঘরে বাস করে যাকে 'আওয়ামির' বলা হয় এমন সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। আবদুর রাখ্যাক (র) মা'মার (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আমাকে দেখেছেন আবু লুবাবা অথবা যায়দ ইবন খাত্তাব (রা) আর অনুসরণ করেছেন মা'মার (র)-কে ইউনুস ইবন উয়াইনা, ইসহাক কলবী ও যুবাইদী (র) এবং সালিহ, ইবন আবু হাফসা ও ইবন মুজাফ্ফি' (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'আমাকে দেখেছেন আবু লুবাবা ও যায়দ ইবন খাত্তাব (রা)'।

١٩٩٧. بَابُ حَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَبَعَّ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ

১৯৯৭. পরিষ্কেত ৪ মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ ছাগ-পাল, যা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাব

৩.৬৮ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مَالِ

الْمُشْلِمُ غَنِمٌ يَتَبَعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنَ .

[৩০৬৪] ইসমাঈল (র)..... আবু সাউদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে সময় অতি নিকটে যখন একজন মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগ-পাল। যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টির এলাকায় (তৃণভূমিতে) চলে যাবে; সে ফিত্না থেকে স্বীয় দীন রক্ষার্থে পলায়ন করবে।

[৩.৬৯] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّزْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفَّارِ نَحْوُ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْأَبْلِيلِ ، وَالْفَدَادِيَّةُ أَهْلُ الْوَبَرِ ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ

[৩০৬৫] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং গ্রাম্য কৃষকদের মাঝে, আর শাস্তি ছাগপালের মালিকদের মাঝে।'

[৩.৭০] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَمْرِو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : الْإِيمَانُ يَمَانٌ هَاهُنَا ، أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغَلِظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَادِيَّةِ عِنْدَ أَصْوُلِ الْأَبْلِيلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةِ وَمُضَرَّ

[৩০৭০] মুসান্দাদ (র)..... উক্বা ইব্ন আমর আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাতের দ্বারা ইয়ামানের দিকে ইশারা করে বললেন, ইমান এদিকে। দেখ কঠোরতা এবং অন্তরের কাঠিন্য এই সব কৃষকদের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে থেকে চিন্কার করেঃ যেখান থেকে শয়তানের শিং দুটি উদয় হবে অর্থাৎ রাবীয়া ও মুয়ার গোত্রয়ের মধ্যে।

[৩.৭১] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِبَاحَ الدِّيْكَةِ فَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأْثٌ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَقَ الْجِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَأْيَ شَيْطَانًا

[৩০৭১] কুতাইরা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চেয়ে দু'আ কর। কেননা এ মোরগ ফিরিশতাদের মধ্যে স্থান যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।’

٣٠. ٧٢ حَدَّثَنَا أَشْحَقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبَيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَامَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُوَهُمْ وَأَغْلُقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا لِسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا * قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءً وَلَمْ يَذْكُرْ أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

[৩০৭২] ইসহাক (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে অথবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিখদেরকে (ঘরে) আটকিয়ে রাখবে। কেননা এসময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম শরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। ইবন জুরাইজ (র) বলেন, হাদীসটি আমর ইবন দীনার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে আতা (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আল্লাহ আন্দুরা এসে আসেন নি।

٣٠. ٧٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَقَدْتُ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُذْرَى مَا فُعِلَتْ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا فَلَارَ إِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانَ

الْأَبْلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ فَحَدَثَتْ كَفْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ أَفَأَقْرَأْ التَّوْرَةَ

৩০৭৬ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, বনী ইসরাইলের একদল লোক নিখোজ হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানে না তাদের কি হলো আর আমি তাদেরকে ইহুর বলেই মনে করি। কেননা তাদের সামনে যখন উটের দুধ রাখা হয়, তারা তা পান করে না, আর তাদের সামনে ছাগলের দুধ রাখা হয় তারা তা পান করে (আবু হুরায়রা (রা) বলেন) আমি এ হাদিসটি কাঁবের নিকট বললাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন; আপনি কি এটা নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি কয়েকবার আমাকে একথাটি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমি বললাম, আমি কি তাওরাত কিতাব পড়েছি?

৩০.৭৪ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنْ أَبْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُوهَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغَ الْفَوَيْسِقَ وَلَمْ أَشْمَقْهُ أَمْرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَ بِقَتْلِهِ

৩০৭৪ সাইদ ইবন উফায়র (র)..... ‘আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ গিরগিট বা রক্তচোষা টিকটিকিকে নিকৃষ্টতম ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একে হত্যা করার আদেশ দিতে শুনেনি। আর সাইদ ইবন আবু ওয়াকাস (রা) বলেন, নবী ﷺ একে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

৩০.৭৫ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

৩০৭৫ সাদাকা ইবন ফাযল (র)..... সাইদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে শারীক (র) তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ তাকে গিরগিট বা রক্তচোষা জাতীয় টিকটিকি হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

৩০.৭৬ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْتُلُوا ذَا الْطَّفْيَيْتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ

[৩০৭৬] উবায়দা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... ‘আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ ﷺ বলেছেন, ‘পিঠে দুটি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপকে মেরে ফেল। কেননা এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করে আর গর্ভপাত ঘটায়।’

[৩.৭৭] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِقِتْلِ الْأَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيَذَهِبُ الْحَبَلَ

[৩০৭৭] মুসান্দাদ (র)..... ‘আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লেজকাটা সাপকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর বলেছেন, এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

[৩.৭৮] حَدَّثَنِي عَمْ رُوْبِنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتَ ثُمَّ نَهَىٰ ، قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ هَذِهِ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخًا حَيًّا فَقَالَ انْظُرُوهُ أَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوهُ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَكَنْتَ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقْتُلُوا الْجِنَانَ ، إِلَّا كُلُّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَيْتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ ، وَيَذَهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ

[৩০৭৮] আমর ইব্ন আলী (র)..... ইব্ন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) প্রথমে সাপ মেরে ফেলতেন। পরে মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ একবার তাঁর একটি দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন। তাতে তিনি সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, দেখ! কোথায় সাপ আছে? লোকেরা দেখল (এবং তাঁকে জানাল) তিনি বললেন, একে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মেরে ফেলতাম। এরপর আবু লুবাবার সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন, নবী ﷺ বলেছেন, পিঠের উপর দুটি রেখা বিশিষ্ট এবং লেজকাটা সাপ ব্যতীত অন্য কোন সাপকে তোমরা মেরো না। কেননা এগুলো গর্ভপাত ঘটায় এবং চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়। তাই এ জাতীয় সাপ মেরে ফেল।

٣.٧٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتَ فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَانِ الْبَيْوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا

٣٠٧٩ مালিক ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাপ মেরে ফেলতেন। এরপর আবু শুবাবা (রা) তাঁকে একটি হাদীস শুনালেন যে, নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা বন্ধ করে দেন।

١٩٩٨. بَابُ خَمْسٍ مِنَ الدُّوَابِ فَوَاسِقِ ، يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ

১৯৯৮. অনুজ্ঞেদ : পাঁচ শ্রেণীর অনিষ্টকারী প্রাণীকে হরম শরীফেও হত্যা করা যাবে

٣.٨٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيْأُ وَالْغَرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

٣০৮০ মুসান্দাদ (র)..... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী বেশী অনিষ্টকারী। এদেরকে হারাম শরীফেও হত্যা করা যায়। এগুলো হল বিচ্ছু, ইন্দুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর।

٣.٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدُّوَابِ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ، الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغَرَابُ وَالْحِدَاءُ

٣০৮১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকারের অনিষ্টকারী প্রাণী যাদেরকে কেউ ইহরাম অবস্থায় যদি মেরে ফেলে, তাহলে তার কোন শুনাহ নেই। এগুলো হল বিচ্ছু, ইন্দুর, পাগলা কুকুর, কাক এবং চিল।

٣.٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ خَمَرُوا الْأَنِيَةَ ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ ،
وَأَجْيَفُوا الْأَبْوَابَ وَأَكْفَتُوا صِبَّيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّ لِلْجِنِ اتِّشَارًا
وَخَطْفَةً وَأَطْفَوُ الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ ، فَإِنَّ الْفَوَيْسَقَةَ رُبَّمَا أَجْتَرَتِ
الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتِ أَهْلَ الْبَيْتِ ، قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ

৩০৮২ মুসাদ্দাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে
রেখো, পান-পাত্রগুলো বক্ষ করে রেখো, ঘরের দরজাগুলো বক্ষ করে রেখো আর সাঁওয়ের বেলায় তোমাদের
শিশুদেরকে ঘরে আটকিয়ে রেখো। কেননা এসময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছুকে দ্রুত পাকড়াও
করে। আর নির্দ্বাকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। কেননা অনেক সময় ছোট ছোট অনিষ্টকারী ইন্দুর প্রজ্ঞালিত
সলতেযুক্ত বাতি টেনে নিয়ে যায় এবং গৃহবাসীকে জালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।’ ইবন জুরাইজ এবং হাবীব (র)
আতা (র) থেকে “কেননা এ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে” এর পরিবর্তে “শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে” বর্ণনা
করেছেন।

৩০৮৩ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنُّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ عَلَيْهِ فِي غَارٍ فَنَزَلَتِ الْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذْ
خَرَجَتْ حَيَّةً مِنْ جُحْرِهَا فَابْتَدَرَنَا هَا لَنَقْتُلُهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقِيَّثَ شَرَكُمْ كَمَا وَقِيَّثْتُ شَرَهَا * وَعَنْ إِسْرَائِيلَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَإِنَّا
لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً * وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ وَقَالَ حَفْصَ
وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْমَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ

৩০৮৪ আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক গুহায় ছিলাম। তখন সূরাতি অবতীর্ণ হয়। আমরা রাসূলুল্লাহ
ﷺ-এর মুখ থেকে সূরাতি শিখে নিচ্ছিলাম। এমনি সময় একটি সাপ বেরিয়ে আসল তার গর্ত থেকে।

আমরা তাকে মারার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু সে আমাদের আগেই ভেগে গতে চুকে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ শাৰ্ফ বললেন, সে তোমাদের অনিষ্ট থেকে যেমন রক্ষা পেয়েছে, তোমরাও তেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছ। ইসমাইল (র) আমাশ, ইব্রাহীম, আলকামা (র)-ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমরা সুরাটি তাঁর মুখ থেকে বের হবার সাথে সাথে শিখে নিছিলাম। আবু আওয়ানা মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর হাফস, আবু মুআবিয়া ও সুলাইমান ইবন কারম, আমাশ, ইব্রাহীম, আসওয়াদ (র)-ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

৩০.৪৪ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىٰ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ
النَّارَ فِي هِرَةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ *
قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ

৩০.৪৫ নাসর ইবন আলী (র)..... ইবন উমর (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে না- তাকে খাবার দিয়েছিল, না তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে সে যদীনের পোকা মাকড় থেতে পারত। আবু হুরায়রা (রা) সুত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৩০.৪৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
نَزَّلَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمَلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرَجَ
مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأَחْرَقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّ نَمَلَةٌ
وَاحِدَةٌ

৩০.৪৬ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ শাৰ্ফ বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী একটি গাছের নীচে অবতরণ করেন। এরপর তাঁকে একটি পিংপড়ায় কামড় দেয়। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সবকে নির্দেশ দিলেন। এগুলো গাছের নীচ হতে বের করে দেয়া হল। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে পিংপড়ার বাসা আশুন দিয়ে জুলিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, ‘তুম একটি মাত্র পিংপড়াকে কেন সাজা দিলে নাঃ’

١٩٩٩. بَأْ إِذَا وَقَعَ الذِّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلِيَغْمِسْهُ فَإِنْ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ
وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ

১৯৯৯. পরিষেদ : তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে ঝুঁটিয়ে দেবে। কেননা তার এক
ডানায় রোগ জীবানু থাকে আর অপরটিকে থাকে প্রতিষেধক

٣٠٨٦ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَتْبَةُ
بْنُ مُشْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذِّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلِيَغْمِسْهُ ثُمَّ
لِيَنْزِعْهُ فَإِنْ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ

৩০৮৭ খালিদ ইবন মাখলাদ (র)..... উরাইদ ইবন হনায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু
হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে
তাতে ঝুঁটিয়ে দেবে। তারপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ জীবানু আর অপর
ডানায় থাকে এর প্রতিষেধক।'

٣٠٨٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنِ
الْحَسَنِ وَأَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
غُفرَ لِامْرَأَ مُؤْمِنَةٍ مَرَثَ بِكْلَبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتَلُهُ
الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفْهَا فَأَوْثَقْتَهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغَفَرَ لَهَا
بِذَلِكِ

৩০৮৮ আল-হাসান ইবন সাবাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, 'জনৈক ব্যাভিচারিণীকে (এ কারণে) ক্ষমা করে দেওয়া হয় যে, একদা সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে
যাছিল। তখন সে দেখতে পেল কুকুরটি একটি কৃপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। রাবী বলেন, পানির পিপাসায়
তাকে মৃত্যুয় করে দিয়েছিল। তখন ব্যাভিচারিণী মহিলাটি তার মোজা খুলে তার উড়ন্টার সাথে বাঁধল।
তারপর সে (তা কৃপে ছেড়ে দিয়ে) কৃপ হতে পানি তুলে আনল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো) এ
কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।'

٣٠٨٩ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنْ

الْزُّهْرِيَّ كَمَا أَنْكَ هَاهُنَا أَخْبَرَنِيْ عَبْيَدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةَ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صَوْرَةً

৩০৮৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে ঘরে কুকুর এবং আণীর ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না।’

৩.৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقِتْلِ الْكَلَابِ

৩০৮৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।’

৩.৯০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبٌ حَرَثٌ أَوْ كَلْبٌ مَاشِيَةٌ

৩০৯০ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে প্রতিদিন তার আমলনামা হতে এক স্তীরাত করে সাওয়াব করতে থাকবে। তবে কৃষিখামার অথবা পশুরপাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত শিকারী কুকুর এর ব্যতিক্রম।’



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ